রঙ্গলাল-গ্রন্থাবলী

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

কর্ম্মদেবী

শূরসুন্দরী

পদ্মিনী

কুমারসম্ভব

নীতি-কুসুমাঞ্জলি

কাঞ্চীকাবেরী

কবির জীবনী

বসুমতী --- সাহিত্য --- মন্দির

১৬৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বসুমতী সাহিত্য মন্দির
১৬৬, বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা

মূল্য দুই টাকা

মুদ্রাকর প্রকাশক
শ্রীশশিভূষণ দত্ত
বসুমতী প্রেস
কলিকাতা ১২

কর্ম্মদেবী

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

মঙ্গলাচরণ

পরম-প্রেমাস্পদ-বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় মদনুকূলবেরষু---

প্রিয় মিত্র!

আমার আন্তরিক শ্রদ্ধার উপায়ন-স্বরূপ পদ্মিনী উপাখ্যান এক সদাশয়ের চরণে সমর্পণ করিয়াছিলাম। এইক্ষণে প্রণয়-ঋণের কুসীদবৃদ্ধি-স্বরূপে কর্ম্মদেবীকে আপনার হস্তে সম্প্রদান করিলাম; আপনি সাধু উত্তমর্ণ; সুতরাং অবশ্যই প্রসন্নচিত্তে এই কুসীদবৃদ্ধি স্বীকার করিবেন, এমন ভরসা হইতেছে।

দামুরহুদা
৩০শে আষাঢ়,
১২৬৯ বঙ্গাব্দ।

ভবদেক-প্রণয়ানুরাগী
শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকা

পদ্মিনী-উপাখ্যানের শেষ এই প্রতিজ্ঞা ছিল :---

"শুন হে পথিকবর, সাঙ্গ হলো অতঃপর, মনোহর পদ্মিনী-আখ্যান।
যদি আর থাকে ক্ষুধা, যোগাইব কাব্যসুধা, এইরূপ হৃদে ধরি ধ্যান॥"

এক্ষণে পরম আহ্লাদ-সহকারে বক্তব্য এই যে, যে লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত কাব্য-কুসুম বিক্ষেপিত হইয়াছিল, সেই লক্ষ্য ব্যর্থ হয় নাই। সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি, পদ্মিনী প্রকাশের পর গত বৎসরত্রয়মধ্যে আমাদিগের দেশীয় ভাষায় ভাষিতা বিমলানন্দ-দায়িনী কবিতার প্রতি কথঞ্চিৎ দেশীয় লোকের অনুরাগ জন্মিয়াছে; কোন কোন প্রচুর মানসিক শক্তিশালী বন্ধু, যাঁহারা প্রথমোদ্যমে ইংলণ্ডীয় ভাষায় কবিতা রচনা অভ্যাস করিতেন, তাঁহারা অধুনা মাতৃভাষায় উত্তমোত্তম কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, অতএব ইহাও সাধারণ আনন্দের বিষয় নহে। ভাষা সালঙ্কৃত এবং বহুলীকৃত-করণার্থ কবিতার ন্যায় গদ্যের উপযোগিতা নাই; অতএব সম্প্রতি বিশুদ্ধ গদ্যগ্রন্থ লিখনের যেরূপ উদ্যোগ হইতেছে, সেইরূপ সৎকবিতা জননার্থ যথাযোগ্য উৎসাহ প্রদান করা কর্ত্তব্য। পরন্তু কাব্যোপযুক্ত বিষয় কবিতাতেই গ্রথিত করা বিধেয়, পুরাবৃত্ত এবং ধর্ম্মনীতি তথা বিজ্ঞান-বিদ্যা-সম্বলিত পুস্তক সকল গদ্যে লিখনের প্রয়োজন; কিন্তু প্রথমোক্ত বিষয়ের কখন কখন ব্যত্যয় জন্মিতেছে, এতদ্দর্শনের সহৃদয়বর্গ সন্তুষ্ট নহেন; তথাপি সৎকাব্যের যে দিন দিন সমাদর বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই, অতএব কর্ম্মদেবী স্বীয় অগ্রজা পদ্মিনীর ন্যায় সাধারণের কিয়ৎ অনুগ্রহের পাত্রী হইবেন, এমত বিশ্বাস হইতেছে।

প্রস্তাবাবসানে ইহাও বক্তব্য, আমি রাজকার্য্যে দূরস্থানে নিযুক্ত থাকাতে মুদ্রাঙ্কন কালে স্থানে স্থানে লিপি-প্রমাদ হইয়াছে, তদ্দোষ উপশমনার্থ পাঠকগণের করুণা-গুণের শরণ লইলাম, ইতি।

কর্ম্মদেবী

সূচনা

পদ্মিনী প্রবন্ধ-সুধা পথিক সুজন,
শ্রুতিপথে পান করি পরিতৃপ্ত মন।
গুণ গরীয়ান্ গণ্য গায়ক যেমন,
গাইলে বীণার তানে মধুর গাথন,
ফুরায়ে গিয়েছে গীত, তবু জ্ঞান হয়,
শ্রবণ-বিবরে বাজে গান মধুময়,
সেইমত পথিকের হইল বিভ্রম,
শ্রুতিভরা পদ্মিনীর কথা মনোরম।
পদ্মিনী-সতীত্ব কথা অপূর্ব্ব আখ্যান,
ভাবুক রহিল হৃদে ধরি সেই ধ্যান।
পদ্মিনীর শেষদশা করিয়া স্মরণ,
পথিকের বাহ্যজ্ঞান হইল হরণ।
ভাবভরে কেঁপে উঠে মানস-কমল,
প্রভাত সমীরে যথা ফুল্ল শতদল।
নয়ন যুগলে অশ্রু বিন্দু বিন্দু ক্ষরে,
নিশির শিশির কথা যেন ইন্দীবরে।
নিরখি সাত্ত্বিক ভাব, কথক ব্রাহ্মণ,
কহিছেন পথিকেরে করি সম্বোধন---
"উঠ হে পথিকবর ভাবুক প্রবর,
ভাব-নিদ্রা হর, বেলা তৃতীয় প্রহর।
অই দেখ গোধন-মহিষ মেষ দলে।
ছায়া হেতু দলে দলে তরুতলে চলে।
গোষ্ঠ ত্যজি হাম্বা রবে উচ্চে পুচ্ছ তুলে,
সমাকুল বৎসকুল ধায় বৃক্ষ-মূলে।
প্রখর ভানুর করে প্রবল পিপাসা,
পাণি পাতি প্রবাহের পয় পিয়ে চাষা।
মেদিনীর মৌনব্রত শুদ্ধ সমুদয়,
কেবল সমীর ধীর ধীরে ধীরে বয়;---
কেবল মরালদল করি মদকল,
সন্তরে বিহরে যথা বিকচ কমল;---
কেবল বিটপী-বটে বসন্ত-বিহগ
আলাপিছে মৃদুতান সহ নানা খগ;---
কেবল নির্ঝরে ধ্বনি কল কল কল,
উগারিছে কত শত কোটি মুক্তাফল।
অই দেখ ঘাই মেরে সরসী-হৃদয়ে,
মীনচর মগ্ন হয় নিজ দল লয়ে।
বিগত তৃতীয় যাম পদ্মিনী কথনে,
এস এস হে সুজন মম নিকেতনে।
আতিথ্য গ্রহণ করি বিশ্রাম অন্তরে,
পরিচয় আদান-প্রদান পরস্পরে।"
স্নান করি সরসীতে স্নিগ্ধ তনু-মন,
আশ্রমেতে চলিলেন বন্ধু দুইজন।
ক্ষুধা তৃষ্ণা কৃশা বিশ্রামেতে বিলসিত,
নানাবিধ ইষ্টালাপে হয়ে হরষিত,
জিজ্ঞাসেন পথিক---"বল হে, কৃপাকর।
মরুদেশে * আছে এক রম্য সরোবর,
কর্ম্ম-সরোবর নাম পুণ্যতীর্থ-স্থল,---
অদূরে মণ্ডপ এক ধবল উজ্জ্বল,---
অপূর্ব্ব উপলময়ী প্রমদা-প্রতিমা,
মণ্ডপ-মাঝারে শোভে, রূপে নাহি সীমা।
শুনিলাম কর্ম্মদেবী নৃপনন্দিনীর
পাষাণ প্রতিমা সেই, শোভিত রুচির;
কেবা সেই কর্ম্মদেবী কিবা কথা তাঁর?
কেন সে স্থাপিতা মূর্ত্তি অপ্সরা-আকার?
কেন কর্ম্ম-সরোবর সরসীর নাম?
বিশেষিয়া পূর্ব্বকথা কহ গুণধাম।"
শুনি কর্ম্মদেবী নাম, ভূদেব-নয়নে,
গজমুক্তাকার অশ্রু উদয় সঘনে,---

---

* আধুনিক নাম মারবার।

উদয় হইবামাত্র ঘনীভূত হয়,
যথা নিহারের বিন্দু হেমন্ত সময়।
মানস সরসী জলে জলজের দলে
হিমানী আকার ধরে প্রতি পলে পলে !
চকিত স্থগিত নেত্রে গদগদ-স্বরে
কহিছেন সম্বোধিয়া ভাবুক প্রবরে।
"শুনিবে কি হে সুজন, কর্ম্মদেবী-কথা ?
বিবরিব অনুপূর্ব্ব শ্রুত আছে যথা।
সতীত্ব-সাধ্বীত্ব-গুণে বরণীয় অতি,
পদ্মিনীর সমতুল্য হন সেই সতী।
অদ্যাপি তাঁহার গুণ এই রাজস্থানে,
গৃহে গৃহে গীত হয়, শারঙ্গীর তানে।
আন রে মধুর যন্ত্র শারঙ্গী আমার,
বহুদিন করি নাই আলাপ তাহার।
বহু দিন নাগদন্তে ঝুলান রয়েছে,
যন্ত্রি-অনাদরে যন্ত্র অতন্ত্র হয়েছে।"
আজ্ঞামাত্র শারঙ্গ যোগায় পরিচর,
মিলায়ে মূর্চ্ছনা মার্গ, দ্বিজ গুণাকর
আরম্ভিলা সন্ধ্যারাগে কর্ম্মদেবী-কথা।
প্রদোষেতে পদ্মকোলে ভৃঙ্গনাদ যথা ॥

প্রথম সর্গ

যশল্মীর-অন্তঃপাতী, দেশ ছিল ভট্টিজাতি,
অধিপ অনঙ্গদেব তার।
পুগল দেশের নাম, তাঁর পুত্র গুণধাম,
সাধুনামা, বিক্রম-আধার ॥
মহা পরাক্রান্ত বীর, কভু নহে নতশির,
প্রতাপেতে প্রখর তপন।
সঙ্গে সব সহচর, শূরবীর পরিকর,
প্রভুর সেবায় প্রাণপণ ॥
অশ্ব ধর্ম্মে হর্ষ অতি, হঠ্ হঠ্ সদা গতি,
সদাগতি পরাভূত তায়।
দড় বড় দড় বড়, অশ্বচালনায় দড়,
ছোট বড় জানা নাহি যায় ॥
হয় যবে মনোরথ, পাঁচ দিবসের পথ,
পাঁচ দণ্ডে উপনীত হয়।
ধনিক্ বণিক্‌গণ, ভীত-চিত অনুক্ষণ,
কখন আসিয়া লুটে লয় ॥
বাল-বৃদ্ধ-বনিতারে, সদা তোষে সদাচারে,
যথা সমাদরে রক্ষা করে।
কিন্তু মিলে সমযোগ্য, সমর-রসের ভোগ্য,
একেবারে ভীমবেশ ধরে ॥
বিশেষ যবন জাতি, সরোষ আক্রোশ অতি,
জ্বলিতাঙ্গ হয়ে একেবারে।
লাফ দিয়ে চড়ে ঘাড়ে, ভূমিতলে টেনে পাড়ে,
শত খণ্ড করে তরবারে ॥
পূর্ব্বদিকে বিষ্ণুপদী, পশ্চিমেতে সিন্ধুনদী,
সাধুর শূরত্ব অধিকার।
বিনশন * মহাটবী, যথা খর রবি-ছবি,
মরীচিকা করে আবিষ্কার ॥
ব্যাপিয়া বৃহৎ দেশ, নাহি বারি-বিন্দু-লেশ,
নাহি ছায়া, নাহি তরু-লতা।
দূর থেকে দৃষ্ট হয়, অপরূপ জলাশয়,
তাহে চারু তটিনী সঙ্গতা ॥
তটে পুষ্প-উপবন, শোভা পায় সুশোভন,
বৃক্ষ-বল্লী ছায়া করে দান।
শ্রান্ত-পান্থ চিত্তহর, নয়নের তৃপ্তিকর,
ভাল বটে, ভানুর এ ভাণ ॥
ধন্য সে নন্দিনী তাঁর, মরীচিকা নাম যার,
মিথ্যায় সত্যের দেয় বোধ।
এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি, এ জগতে করি সৃষ্টি,
মহামোহ জ্ঞান করে রোধ ॥
সাধু এই বিনশনে, সহচরগণ সনে,
অনায়াসে করিত ভ্রমণ।

---

* কুরুক্ষেত্রের পশ্চিমান্তরাল।

মরীচিকা তুচ্ছ করি, ভয়ানক বেশ ধরি,
করেছিলে গহন শাসন ॥
পাঁচ হাতিয়ার-ধরা, আপাদ মস্তকপারা,
অয়স্-রচিত পরিচ্ছদ।
সুশোভিত সন্নহন, শব্দ হয় ঝন্-ঝন্,
ঝক্-মক্ ঝলক বিশদ ॥
শীতল কঠোর ধর্ম্ম, অসিচর্ম্ম আর বর্ম্ম,
সাজ-সজ্জা তাহাই সকল।
ঢালেতে রাখিয়া শির, নিদ্রা যেত যত বীর,
কিছুমাত্র না হয়ে বিকল ॥
সেই ঢালে পীত জল, সেই ঢালে খেত ফল,
সেই ঢালে ভোজন ভাজন।
কটিতটে চন্দ্রহাস, * চন্দ্রহাস পরকাশ,
তাহে সিদ্ধ নানা প্রয়োজন ॥
দিবানিশি এক সাজ, অভিপ্রেত এক কাজ,
অস্ত্র-শস্ত্র তিলেক না ছাড়ে।
বীর-রসে বিচক্ষণ, তাই মাত্র আলাপন,
উগ্রতা-অনল হাড়ে হাড়ে ॥
এত যে উগ্রতা রস, কিন্তু কামিনীর বশ,
শিব যথা শৈলজার প্রতি।
অবলার অনুরাগ, অন্তরে সোহাগ যাগ,
সতীর সেবায় রতি-মতি ॥
যথা শিলা-সন্নিধান, বিতরে মধুর ঘ্রাণ,
বিকশিয়ে কাশ্মীরী কুসুম।
কঠোর শিলার ধর্ম্ম, কঠোর তাহার মর্ম্ম,
কিন্তু তাহে জনমে কুঙ্কুম ॥
সতীর সেবায় মন, প্রাণপণ আকিঞ্চন,
সতীর সম্মান-রক্ষা হেতু।
অপবিত্র ভাবহীন, কুরস বাসনা-লীন,
সভয়ে পালায় মীনকেতু ॥
সরল অখল সবে, ভাসমান প্রেমার্ণবে,
সখ্যভাবে সুখে কাল হরে ॥
মৃগয়া আখেট বনে, দ্বন্দ্বে মন্দ লোক সনে,
কালান্তরে কালমূর্ত্তি ধরে ॥
কারু প্রতি ক্ষমা নাই, হউক আপন ভাই,
সমুচিত শিক্ষা দিবে তারে।

অন্যায় না সহ্য হয়, মিথ্যাবাদ নাহি সয়,
সত্যের পরীক্ষা তরবারে ॥
হায় কোথা সেই দিন, ভেবে হয় তনু ক্ষীণ,
এ যে কাল পড়েছে বিষম।
সত্যের আদর নাই, সত্য হীন সব ঠাঁই,
মিথ্যার প্রভুত্ব পরাক্রম ॥
সব পুরুষার্থ-শূন্য, কিবা পাপ কিবা পুণ্য,
ভেদ-জ্ঞান হইয়াছে গত।
বীর-কার্য্যে রত যেই, গোঁয়ার হইবে সেই,
ধীর যিনি ভীরুতায় রত ॥
নাহি সরলতা-লেশ, দ্বেষেতে ভরিল দেশ,
কিবা এর শেষ নাহি জানি।
ক্ষীণ দেহ, ক্ষীণ মন, ক্ষীণ প্রাণ, ক্ষীণ পণ,
ক্ষীণধনে ঘোর অভিমানী ॥
হায় কবে দুঃখ যাবে, এ দশা বিলয় পাবে,
ফুটিবেক সুদিন-প্রসূন।
কবে পুনঃ বীর-রসে, জগৎ ভরিবে যশে,
ভারত ভাস্বর হবে পুনঃ?
আর কি সে দিন হবে, একতার সূত্রে সবে,
বদ্ধ রবে মননে বচনে?
পূজিবে সত্যের মূর্ত্তি, প্রণয় পাইবে স্ফূর্ত্তি,
সুখদ সরল আচরণে?

কিবা অপরূপ, নিরখি অনুপ,
সাধুর সদলে গতি।
প্রসারিত বুক, প্রমোদ কৌতুক,
সকলে প্রসন্নমতি ॥
কিবা তড়-বড়, বহে যেন ঝড়,
তুরগের পদধ্বনি।
ঝক্ মক্ ঝক্, আয়ুধ ঝলক,
জ্বলে যেন দিনমণি ॥
ঝন্ ঝন্ ঝন্, ঝনন্ ঝনন্,
ঘুংঘুর ঘোড়ার গলে।
হয়-চয় সাজে, নানা নিধি সাজে,
কিবা শোভা শিরনলে ॥
হেলিছে টোপর, মাথার উপর,
শ্বেত মেঘমালা যেন।

* তরবারিবিশেষ।

কিবা নদী-কোলে, পবন হিল্লোলে,
খেলিয়া বেড়ায় ফেন ॥
সব শির উচচ, গালে গাল-মুচচ,
যেন দুই মেঘ পশি।
ললাট-ফলকে অগুরু তিলকে,
বিলিখিত আধ শশী ॥
লোহিত কমল, নয়ন-যুগল,
অলি তাহে দুটি তারা।
চপল ভ্রূভঙ্গী, হয়ে অঙ্গ অঙ্গী,
যুগল খঞ্জন-ধারা ॥
লুকিতেছে ভল্ল, যত সব মল্ল,
নিরখিতে ভয়ঙ্কর।
ঝাপানিয়া ঢাল, বিষম করাল,
পিঠে ঝুলে নিরন্তর ॥
পাদুকায় আঁটা, খরধার কাঁটা,
অশ্বের পঞ্জরে মারে।
বেগ বাড়ে তায়, বায়ু সম ধায়,
শ্রবণ-যুগল সারে ॥
এইরূপ সাজে, অরণ্যের মাঝে,
সাধুর সদলে গতি।
শিহরিত কায়, পলাইয়ে যায়,
মৃগপতি যূথপতি ॥
শুনিতে পাইল, যবন আইল,
বিপাশা-তটিনী-তটে।
কাফিলা কাফিলা, ছাউনী ছাইলা,
জালন্ধর-সন্নিকটে ॥
কত উপহার, প্রকার প্রকার,
সাজান হাজার উটে।
মেবা নানা জাতি, বস্ত্র ভাতি ভাতি,
সুরভি সুবর্ণ পুটে ॥
কিবা মধুরিম, বেদানা দাড়িম,
দেবের দুর্লভ ফল।
নয়ন-রঞ্জন, বীজের বরণ,
পদ্মরাগ অবিকল ॥
তনু বিদারিত, ঈষৎ স্ফারিত,
বীজের বিমল রেখা।
যেন কামিনীর, দশন রুচির,
মৃদু হাসে দেয় দেখা ॥

কিবা অপরূপ, নাহিক স্বরূপ,
মধুর আঙ্গুর ফল।
অতি মনোহরা, সুধা দেহভরা,
দেখা যায় সুবিমল ॥
ছার গজমতি, নাহি তাহে রতি,
দ্রাক্ষা গুণে বলিহারি।
পায়সে কি রস, বেড়ি দিগ্‌দশ,
শোভা পায় সারি সারি ॥
কিবা বারি-ধারা, মুকুতার ঝারা,
কানন ছাইয়ে রয়।
মুখে তুলে লয়, যদি মনে হয়,
ক্ষুধিত কৃষক-চয় ॥
ধন্য দ্রাক্ষালতা, তব মধুরতা,
মধুরা সুরা জননী।
প্রসবিয়া কত, মধু নানা মত,
মাতাইল এ অবনী ॥
কিবা সেই ফল, অমৃতে বিহ্বল,
অমৃতাহ্ব * যার নাম।
সেব পারসীক, রসে সুরসিক,
পরম পুলক-ধাম ॥
দেখিতে সুন্দর, ফুল্ল কলেবর,
কাঞ্চনে সিন্দুর-শোভা।
যেন মনোহর, চারু পয়োধর,
যুবাজন-মনোলোভা ॥
কিবা সে বাদাম, তার কিবা দাম,
রূপসী-নখর ধাম।
শ্বেত সমুজ্জ্বল, শস্য সুবিমল,
বল আর বীর্য্য ধাম ॥
খুবানী খর্জ্জুর, আঞ্জীর মধুর,
চেল্‌গোজা আখরোট।
এইরূপ কত, মেবা নানামত,
আনিয়াছে মোট মোট ॥
চোগা জেগা টোপ, জরীকষ থোপ,
পায়তাবা দশতানা।
জুব্বা গলুবন্দ, শাল্ মস্‌লন্দ,
শালের বিছানা নানা ॥

---

* সেবফলের সংস্কৃত নাম।

ধন্য সেই পশু, জন্মে যাহে বসু,
লোম যার হেম-প্রসূ।
গিরি হিমবতে, ভোটান্ত-তিব্বতে,
অনেক লোকের অসু॥
ধন্য সেই ছাগ, কাশ্মীরে স্বরাগ,
তথা সুখে কাল হরে।
এ দেশের অজা, যত ধর্ম্মধ্বজা,
বলিতে নিয়োগ করে॥
ধোসা খেস পটু, শীতনাশে পটু,
বনাৎ বিবিধ মত।
দুঃখীর সম্বল, সুলভ কম্বল,
খোদাবন্দ নিয়ামৎ॥
আনিয়াছে বাজি, তুর্কী আর তাজি,
সারাজী সৈন্ধব * সেরা।
বিপাশার ধারে, হাজারে হাজারে,
আসিয়ে পড়িল ডেরা॥
সাধু সহ গণে, সংবাদ শ্রবণে,
হরষিত মনে অতি।
চলিল সত্বর, পবন-সোসর,
দিবানিশি করে গতি॥
পঁহুছিয়া, আর সময় বিচার,
তিলেক নাহিক করে।
দাবানল প্রায়, ঘেরে কফিলায়,
রজনী দুই প্রহরে।
হলো হতভম্ব, ভেবে নিরালম্ব,
মোগল বণিক্-চয়।
করে আঁকু বাঁকু, "গেরা গেরা ডাকু,"
আর আল্লা আল্লা কয়।
আছিল গোয়ার, কতক সোয়ার,
উঠে তারা তেড়ে ফুড়ে।
হয়ে ক্রোধান্বিত, সাধুর সহিত,
রণ-রঙ্গ দিল যুড়ে॥
ভয়াল আহব, করে কলরব,
যত সব সরদার।
"মার মার মার, হোঁ হুঁসিয়ার,
খবরদার্ খবরদার্॥"

চোপ চোপ চোপ, তরবার কোপ,
ঝপ্ ঝপ্ ঝাঁপে ঢাল।
কাটিলে গর্দ্দানী, কোথায় মর্দ্দানী,
দেখিতে অতি করাল॥
জ্ঞান শূন্য ধড়ে, কেহ ভূমে পড়ে,
কর পদ কারু কাটা।
কেহ উর্দ্ধ নেত্রে, পড়ে রণ-ক্ষেত্রে,
কাটা ললাটের পাটা॥
কারু মুখ খোলা, চক্ষু দুই ঘোলা,
প্রকাশিত দন্তপাঁতি।
দেখা যায় মাড়ি, রুধিরাক্ত দাড়ি,
ছাইয়ে পড়েছে ছাতি॥
দেউটী রৌসন, দেখিতে ভীষণ,
জ্বালায় কানাৎ তাঁবু।
কিছুক্ষণ পরে, অন্যায় সমরে,
যবন হইল কাবু॥
কঠিন রসায়, বন্ধন দশায়,
পড়িল কয়েক জন।
সাধুর সদনে, প্রণত-বদনে,
করিতেছে নিবেদন॥

"কেন হে এমন কাজ কর যুবরাজ?
অযশ ঘুষিবে তব ধরণা-সমাজ॥
আমরা বণিক্ জাতি বাণিজ্য ব্যবসা।
জগতের হিত-ব্রতে ভাগ্যের ভরসা॥
যথায় বিরাজে শান্তি সুখ-সিংহাসনে।
তথায় বণিক্ যায় ধন অন্বেষণে॥
সেই দেশে কমলার শুভদৃষ্টি হয়।
মান কি না এই কথা হিন্দু মহাশয়?
হিন্দুস্থান শান্তি-স্থান সংবাদ শ্রবণে।
এসেছি তোমার দেশে বাণিজ্য কারণে॥
সুখের বাণিজ্যে হয় দেশের উন্নতি।
বণিকের ধনবৃদ্ধি তাহার সংহতি॥
দেখিতেছ আনিয়াছি ঘোড়া আর উট।
এ সকল নহে দেশ করিবারে লুট॥
মানসেতে নাই কিছু অনিষ্টের আশা।
দ্রব্য দিব, অর্থ লব, এই জন্য আসা।

* সিন্ধুদেশে জাত ঘোড়া।

ইথে অপরাধ কিবা কহ রাজসুত।
ক্ষত্রিয়-সন্তান তুমি নানা গুণযুত॥
বিবেচনা কর সাধু, সাধু নাম ধর,
কেন হে গর্হিত হেন আচরণ কর?”
উত্তরে কহিছে সাধু, “শুন হে পাঠান।
মানিলাম যা বলিলে সব সপ্রমাণ॥
বাণিজ্য বসতে লক্ষ্মী শাস্ত্রের লিখন।
সকল দেশের তায় উন্নতি সাধন॥
ক্রেতা-বিক্রেতার সুখ, বাণিজ্যের ফল।
বাণিজ্য রাজ্যের শক্তি, সাধ্য আর বল॥
কি কারণে এ হেন বাণিজ্য-সুখ-সেতু।
অবরোধ করি আমি, শুন তার হেতু॥
পূর্ব্বে এই পুণ্যভূমি বাণিজ্যের ধনে।
ধনবতী হয়েছিল, বিখ্যাত ভুবনে॥
দিগ্‌দিগন্তর হতে বাহিয়া সাগর।
এ দেশে আসিত কত বণিক-নিকর।
বাণিজ্য-সামগ্রী নানা ল’য়ে যেত দেশে।
ভারতের ধনবৃদ্ধি হ’তো সবিশেষে॥
এক এক নগরের কত ছিল ধন।
অদ্যাপি না হয় তার সংখ্যা নিরূপণ॥
একা কান্যকুব্জপুরে, অপূর্ব্ব আখ্যান।
বাইশ হাজার ছিল গুয়ার দোকান॥
সুবর্ণ-কলস-পাত্র আগারে আগারে।
দেবালয়ে রত্নরাশি ছিল স্তূপাকারে॥
সোমনাথ মধুপুরী আর কলিঞ্জরে।
নিধিপূর্ণ মন্দিরের পঞ্জরে পঞ্জরে॥
কে হরিল সেই সব অমূল্য রতন?
কে হরিল এ সকল কুবেরের ধন?
কে করিল পুণ্য-ভূমি দুঃখেতে নিক্ষেপ?
কে দিল তাহার দেহে যাতনা-প্রলেপ?
অনুপমা ভারতের পতিব্রতাগণ।
কে করিল তাহাদের মর্য্যাদা হরণ?
কে করিল নগরনিকর-শোভা নাশ?
তোমরা জান না কি হে সেই ইতিহাস?
যেই দুষ্ট দুরাশয় হরিল এ সব।
তোমরা তাহার জাতি, জ্ঞাতি, গোত্রভব॥
হাজার মঙ্গল-ব্রতে হয়ে এস ব্রতী।
বিশ্বাস না হবে আর তোমাদের প্রতি॥
এরূপ বাণিজ্যচ্ছলে কত জাতি এসে।
করিলেন প্রভুত্ব স্থাপন নানাদেশে॥
অতএব কিবা প্রীতি তোমাদের প্রতি?
দুর্গতির প্রতিফল, স্বরূপ দুর্গতি॥
কি ছার বাণিজ্য-দ্রব্য এ দেশে এনেছ?
তোমাদের দেশ বড় উর্ব্বর জেনেছ?
জান না ভারতভূমি লক্ষ্মীর আবাস?
কত শস্য জন্মে ইথে বিরহে প্রয়াস?
কোন ‘মেবা’ নাহি জন্মে ইহার ভিতর?
করে এস হিমালয়ে নয়ন গোচর॥
ইরাণেতে যত ‘মেবা’ জনমিয়া থাকে।
এ দেশের কত স্থানে কত বৃক্ষে পাকে॥
তা ভিন্ন অনেক ‘মেবা’ হেনরূপ আছে।
এ দেশ ব্যতীত আর কোথা নাহি বাঁচে॥
রসাল রসাল ফল, কিবা তুল্য তার?
সিন্ধু মথা সুধা চেয়ে মিষ্ট তার তার॥
আর এক ফল ফলে শূন্যের উপর।
কারণ সলিলে পূর্ণ তাহার উদর॥
এমন শীতল মিষ্ট কোথা আছে নীর?
পানমাত্র তৃষিতের জুড়ায় শরীর॥
কিবা শস্য সুমধুর আস্বাদে উল্লাসে।
পথিকের শ্রান্তি ক্লান্তি-ক্ষুধা তৃষ্ণা নাশে॥
আর এক ফল আছে, নাম আনারস।
নন্দন-কানন থেকে বুঝি আনা রস॥
নন্দনপতির ন্যায় সহস্র-লোচন।
উদ্যান উজ্জ্বল করে কাঞ্চন-বরণ॥
শিরেতে পল্লব-গুচ্ছ, পুচ্ছের আকার।
হেমময় কিরীট কাননে অবতার॥
অপূর্ব্ব সৌরভামোদে মেতে উঠে মন।
ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে যুটে মধুকরগণ॥
বিফলে ছুটিয়ে আসা, বিফল সে যোটা।
অলির অসাধ্য খেতে রস এক ফোঁটা॥
যথা কৃপণের ধনে, যাচক বঞ্চিত।
গতায়াত সার, লাভ না হয় কিঞ্চিৎ॥
এইরূপ, কতরূপ, এ দেশের ফল।
বিশেষিয়া বাহুল্য বর্ণন সে সকল॥
আনিয়াছ রঞ্জন, সুগন্ধ, সঙ্গে যাহা।
এ দেশের দুর্ল্লভ কিছুই নহে তাহা॥

ঢাকা কাশ্মীরের তন্ত্রে, কি শিল্প-চাতুরী।
অপরূপ শোভা গুণে মন করে চুরি ॥
এই দেশে কুঙ্কুম, কস্তুরী মৃগমদ।
এই দেশে কালাগুরু, চন্দন বিশদ ॥
এই দেশে মল্লিকা, যূথিকা, আর জাতি।
এই দেশে মালতী, শেবতী নানা ভাতি ॥
এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, জায়ফল।
জায়ত্রী, কর্পূর, চূয়া, পুগ আদি ফল ॥
এরূপ অনেক দ্রব্য জনমে এ দেশে।
পূর্ব্ব-পয়োধির দ্বীপমালায় বিশেষে ॥
আমোদে আমোদ পেয়ে প্রভাত-পবনে।
হাস্যোদয় হয় বৃদ্ধ বারিধি-বদনে ॥
সেই সব অপূর্ব্ব সুগন্ধ দ্রব্যচয়।
ভারতের নানা হাটে স্তূপে স্তূপে রয় ॥
ভারতে না জন্মে যাহা, না জন্মে জগতে।
জগতে সর্ব্বত্র ইহা খ্যাত ভালমতে ॥
এই দেশে এতবিধ দ্রব্যের প্রকাশ।
এই দেশে এতবিধ লোকের নিবাস ॥
অন্য দেশে গতি-বিধি প্রয়োজন নাই।
স্বধনে স্বদেশ ধনী হোক, এই চাই ॥
লয়ে যাও যত পার পেস্তা আখরোট।
লয়ে যাও বেদানা দাড়িম মোট মোট ॥
পেয়েছি উত্তম অশ্ব, উষ্ট্র সারি সারি।
ইহারা আমার পক্ষে হবে উপকারী ॥
এ চেয়ে অনেক ধন অমূল্য রতন।
তোমরা এ দেশ থেকে করেছ হরণ ॥
লহ এক এক অশ্ব এক এক জন।
দ্রুতবেগে সিন্ধু পারে কর পলায়ন ॥
ধন-আশে পুনঃ আর এস না এ দেশে।
যদি এস প্রতিফল পাবে তার শেষে ॥
এত বলি অশ্ব দিয়ে করিল বিদায়।
সেলাম করিয়ে পদে পাঠান পালায় ॥
রজনী প্রভাত হৈল বিপাশার তীরে।
রাজপুত্র স্নান পূজা করে তার নীরে ॥
হর হর বম্ বম্ শব্দ সুগভীর।
অন্তরে বহন করে প্রভাত-সমীর ॥
স্নান পরে ক্ষুধা তৃষ্ণা করি নিবারণ।
তুরঙ্গে উঠিয়ে সবে করিল গমন ॥
মধ্যাহ্নের উপযোগ আতিথ্যে নির্ভর।
গৃহস্থ পরম যত্নে করে সমাদর ॥
একদা ঔরিণ্ট-পুরে করিল প্রবেশ।
যথায় নিবসে ক্ষত্রি কেশরী বিশেষ ॥
বলবন্ত সুধীর মাণিক দেব রায়।
বহু জনাশ্রয়, খ্যাতি রাজপুতনায় ॥
গোহিল কুলের পতি, কুলধর্ম্মে রতি।
প্রকৃতি প্রশান্ত, দান্ত সুনির্ম্মল মতি ॥
শুনামাত্র স্বীয় পুরে সাধুর আগতি।
আনিতে তাঁহাকে যান স্বদল সংহতি ॥
বাজিল মঙ্গলবাদ্য প্রতি ঘরে ঘরে।
মঙ্গলাচরণ গীত হয় বামাস্বরে ॥
বাঁধিল বন্দনবার ত্রিপোলিয়া দ্বারে।
রচিল রচনা তাহে নানা ফুলহারে ॥
আরোপিল আম্র-শাখা সুবর্ণ-কলসে।
মারিল পথের ধূলা চন্দনের রসে ॥
প্রতি গৃহশিখরে পতাকা বিরাজিত।
সিতাসিত লোহিত হরিত নীল পীত ॥
যেমনি ঢুকিল সাধু নগর-ভিতরে।
অমনি রমণীগণ পুষ্পবৃষ্টি করে ॥
আগ-বাড়াইয়া গিয়া ঔরিণ্ট-ঈশ্বর।
সমাদরে স্নেহভরে লয়ে যান ঘর ॥
প্রণাম করিল সাধু তাঁহার চরণে।
মাণিক্য তোষেণ তাঁরে প্রেম-আলিঙ্গনে ॥
শিরোঘ্রাণ লয়ে মুখচুম্বন অন্তরে।
দেহ-গেহ-কুশল জিজ্ঞাসা পরস্পরে ॥

হায় কোথা সে সকল সরল আচার।
এখন এ দেশে নাই সে সব ব্যাভার ॥
প্রেম, ভক্তি, স্নেহ আর শীলতা ভব্যতা।
এ জগতে এই সব প্রকৃত সভ্যতা ॥
কর পরস্পর আলিঙ্গন, সুসম্ভাষ।
ইহাতেই হৃদয়ের সুভাব প্রকাশ ॥
ইথে নাহি প্রত্যবায়, নাই কিছু ব্যয়।
এ সকল শিষ্টাচার কি হেতু বিলয়?
একেবারে সদ্ভাব অভাব হিন্দুস্থানে।
জাতি, জ্ঞাতি, বন্ধু বলি কে কাহারে মানে?
স্বল্প-ধন অভিমানে ফুলে উঠে কায়।
কেবা ছোট কেবা বড় জানা নাহি যায় ॥

আর সবে ছোট হোক, আমি হই বড়।
এই মিথ্যা মান-মদ্য পানে সবে দড় ॥
রসনা রসের স্থান অতি সুকোমল।
নাহি তাহে অস্থি এ কি সামান্য কৌশল?
ঈশ্বরের অভিপ্রেত ইহাতে প্রকাশ।
অস্থিশূন্য জিহ্বা অতি লালিত্য নিবাস॥
সে রসনা হইয়াছে পারুষ্য আলয়।
বিবেকের অনুবর্ত্তী রসনা না হয়॥
কিবা মিত্র, কিবা ভৃত্য, বন্ধু পরিজন।
ধন সত্ত্বে কিছুতেই না পায় চেতন॥
জ্ঞান ধনে ধনী যেই সে হয় পাগল।
সেই লোক যে বকে অনর্থ অনর্গল॥
সেই প্রিয় মিথ্যা স্তবে তুষিতে যে পারে।
সেই দুষ্ট, যেই তাহা সহিবারে হারে॥
সেই ঘৃণ্য, যে কহে বচন সাদা সিধা।
সেই পূজ্য, যার মনে শঠতা বিবিধা॥
যার আছে টাকা, তার আগে পূজা কর।
আতর গোলাপে তার কলেবর ভর॥
যার নাই টাকা, জ্ঞানধনে যেই ধনী।
স্মরণ যাহার বুদ্ধি, বল রত্নমণি।
সে অতি অগ্রাহ্য কিবা তার উপরোধ?
তার ভাগ্য কেবল ভর্ৎসনা আর ক্রোধ॥
তার উক্তি তার যুক্তি মূল্য যার নাই।
দম্ভবলে বলে বলী কিছু নাই চাই।
নাহি বিভু বিশ্বেশ্বর, নাহি পাপ পুণ্য।
এ জগতে মজা সার আর সব শূন্য॥
রাজা রুজি বাৎ চিৎ সেই মাত্র ধন্য।
ধ্যান জ্ঞান, মিথ্যা সব, যে যা কর অন্য॥
জ্ঞানী নাই, সাধু নাই, নাহিক বিবেক।
ধনে মানে যেই বড় সেই বড় এক॥
জ্ঞান মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, জ্ঞানী কেহ নাই।
ধর্ম্মী কোথা? কেন দেয় ধর্ম্মের দোহাই?
এ জগৎ আছে শুদ্ধ সুখের কারণ।
যার আছে ধন তার কি আছে বারণ?
মজা কর নানামত যাহা ইচ্ছা হয়।
জন্মেছে কেবল শুদ্ধ সুখের আশয়।
অস্থি মাংস যাহা চায়, কর তাহা আগে।
এর পর আছে কিছু মনে নাহি লাগে॥
কিছু না দেখিতে পাই কারে বলে মন।
ভোজ্য পান চাই তনু পোষণ কারণ॥
আর যাহা, ধন বিনা পূরণ কে করে।
সে মর্ম্ম কি বুঝিবেক বিদ্যাবান্ নরে?
কিবা ছার গ্রন্থপাঠ, তত্ত্বের সন্ধান?
কিবা পর উপকার, হিতকার্য্যে দান॥
হায় কেন হেন দশা হইল এ দেশে।
প্রাণ যায়, প্রাণ যায় মর্ম্মান্তিক ক্লেশে॥
সে কালের শিষ্টাচার গিয়াছে সকল।
স্মরিলে কেবল হয় হৃদয় বিকল॥
এইরূপ আক্ষেপ করেন দ্বিজবর।
বিগত হইল নিশা দ্বিতীয় প্রহর॥
করিল সঙ্গীত স্থির জানিয়া সময়।
নিদ্রায় নিহারে রুদ্ধ নয়ন-নিচয়॥
মুদিয়ে পলক দ্বার সুষুপ্ত সকলে।
সুখদ স্বপন উঠে হৃদয়-কমলে॥
পরদিন প্রদোষে সকলে আসি বসে।
দ্বিজেন্দ্র তোষেন কর্ম্মদেবী-কথা-রসে॥

দ্বিতীয় সর্গ

শুন শুন অপরূপ, সুরস সলিল কূপ,
কর্ম্মদেবী-কথা তার পর।
ছিল প্রথা পুরাকালে, অন্তঃপুর-অন্তরালে,
থাকিত উদ্যান মনোহর॥
দিবা-অবসান-কাল, কুসুমিত কুঞ্জ-জাল,
খেলিত যতেক কুলবালা।
তুলি ফুল চারু করে, পতির সোহাগভরে,
কেহ বা রচিত গুচ্ছমালা॥
কেহ বসি তরুমূলে, রঞ্জিত তুলিকা তুলে,
লিখিত বিচিত্র চিত্রপটে।
নায়কের ভগ্ন স্নেহ, কবিতা রচিত কেহ,
বসিয়ে নির্ঝর-সন্নিকটে॥

নির্ঝরের ঝরে জল, সেইরূপ অবিকল,
নায়িকা-নয়ন-উৎস ঝরে।
উভয়ের এক দশা, তাই বুঝি মদালসা,
নির্ঝর-সন্নিধি খেদ করে।।
কেহ বা ললিত স্বরে, প্রেমময় গান করে,
তান ধরে আর এক জন।
এমনি মধুর তান, বিহঙ্গ ত্যজিয়ে গান,
স্তব্ধ হয়ে করহে শ্রবণ।।
কেহ জলে কেলি করে, যেন শোভে সরোবরে,
অভিনব প্রফুল্ল কমল।
মুখমাত্র দেখা হয়, কুঞ্চিত কবরী তায়,
যেন মধুমত্ত ভৃঙ্গদল।।
কেহ বা বাজায় বীণা, তাধীনা তাধীনা ধীনা,
মৃদঙ্গে দিতেছে কেহ সঙ্গ।
সুরস বীণার ধ্বনি, অন্তরে উল্লাস গণি,
স্থির-নেত্রে শুনিছে কুরঙ্গ।।
চাঁচর চিকুর খেলা, কেহ বা দোলায় দোলা,
ধাবাধাবি বকুলের তলে।।
কেহ বা দুলিছে তায়, মরি কিবা শোভা হায়,
তড়িৎ চমকে মেঘদলে।।
বিনোদ ব্যায়াম-ছলে, কপোলেতে ঘর্ম্ম ফলে,
আরক্তিম বিম্বফল জিনি।
ঘন ঘন বহে শ্বাস, হৃদয়ে উল্লাস ত্রাস,
কঙ্কণ বাজিছে ঝিণি ঝিনি।।
উড়িছে ওড়না বাস, পক্ষ প্রায় পরকাশ,
পরী যেন খেলিছে অম্বরে।
থেকে থেকে কহে কেহ, "ধীরে সই দোল দেহ",
লাজভরে অম্বর সংবরে।।
এইরূপে সখীসনে, বিলসে বিহার বনে,
প্রদোষেতে মাণিক্য-দুহিতা,
কর্ম্মদেবী নাম তাঁর, রূপে লক্ষ্মী-অবতার,
চৌষট্টি কলায় প্রকাশিতা।।
ষোড়শী রূপসী বালা, লাবণ্য পুষ্পের ডালা,
অনূঢ়া সরলা চারুশীল্যা।
তরুণ বসন্ত সম, যৌবনের উপক্রম,
দেহে তার আসি দেখা দিলা।।
এই ছিল মুকুলিত, মঞ্জরীতে আকুলিত,
বহে ক'লো ললিত ফলিত?

দিন দিন চারু রেখা, ঈষৎ যেতেছে দেখা,
পূর্ব্বভাব হইল স্খলিত।।
বয়স্থা দেখিয়া তাঁয়, চিন্তিত মাণিক্য রায়,
নানারূপ প্রস্তাব প্রবন্ধ।
অবশেষে হলো স্থির, মন্দারের ভূপতির,
নন্দন সহিত সুসম্বন্ধ।।
অরণ্যকমল নাম, কুলের গৌরবগ্রাম,
রাঠোর প্রসিদ্ধ রাজস্থানে।
কর্ম্মদেবী সহ বিভা, প্রেম-পদ্মরাগ নিভা,
দিবানিশি জ্বলে তার প্রাণে।।
হেথা শুন সমাচার, মাণিক্যের সদাচার,
বশীভূত করিল সাধুরে।
দলবল লয়ে সঙ্গে, বিবিধ বিনোদ রঙ্গে,
প্রবাস করিল তার ঘরে।।
নিত্য নব নব খেলা, মল্লভূমে হয় মেলা,
কত লোক আসে দেখিবার।
অপরূপ মল্লযুদ্ধ, চমকিত সভা শুদ্ধ,
নিরখি বিক্রম বারে বার।।
গদাযুদ্ধে গুণধাম, কিবা দেব বলরাম,
কিবা ভীম কিবা দুর্য্যোধন।
কিবা-দ্রোণ-কৃত দীক্ষা, অপরূপ শর-শিক্ষা,
লক্ষ্য-ভেদে নরনারায়ণ।
অসিচর্য্যা পরিপাটী, বিপক্ষের অসি কাটি,
তিল তিল ধরাতলে পাড়ে।
এ সকল প্রকরণ, দেখেন পুরস্ত্রীগণ,
বসি বস্ত্র-কাণ্ডারের আড়ে।।
দেব-সেনাপতি প্রায়, সাধুর সুন্দর কায়,
তাহে বীর বীর-চূড়ামণি।
সুখী মাত্র শৌর্য্যসুখে, কীর্ত্তি-কথা মুখে মুখে,
যশোরসে ভরিল ধরণী।।
রূপে গুণে অদ্বিতীয়, এ ছাড়া নারীর প্রিয়,
বল আর হয় কোন্ জন?
ভুলিল মাণিক্য-সুতা প্রেম-অনুরাগযুতা,
সাধুবর-প্রাপণ মনন।।
সেই দিন ফুলবনে, কহিল সঙ্গিনীগণে,
আপনার মন-অভিলাষ।
নিরখিয়ে নীরধর, চাতকীর মনোহর,
গুপ্ত কভু রাখে কি উল্লাস?

কুঞ্জ ফুল দৃষ্টি করি, কতক্ষণ মধুকরী,
গুঞ্জরণে থাকে বা বিরত?
নিজ দলে চারুস্বরে, মধুময় গান করে,
প্রকাশ করিয়ে মনোগত ॥
কহে "সই শুন কই, মানস হরিল অই,
দিবা-দস্যু অনঙ্গ-কুমার।
যেইরূপ গোত্র রটে, সেরূপ প্রকৃতি বটে,
মোহিল রে মানস আমার ॥
দেখি নাই হেন নীতি, সাধু হয়ে চোর-রীতি,
নাম সাধু কার্য্যকালে চোর।
শুনিয়াছি কত শত, যবনেরে করি হত,
বীর-রসে হয়েছে বিভোর ॥
হোক তাহে নাই ক্ষতি, রাজপুত্র যোগ্য রতি,
নারী-চিত চুরি ধর্ম্ম কিবা?
ধন-চোর ভারি ভুরি, রজনীতে করে চুরি,
এর চুরি বিদ্যমানে দিবা ॥"
শুনি বাক্য সুধাময়, কোন সহচরী কয়,
"সে কি গো ঠাকুর-কন্যা সতি?
হয়েছে সম্বন্ধ তব, রাঠোরের বংশোদ্ভব,
সেই ত তোমার ধর্ম্মপতি?
অন্যপূর্ব্বা হবে বালা, জান না কতই জ্বালা,
কুলে চড়ে কলঙ্কের দাগ।
ধৈর্য্য ধর ধীরে ধীরে, মনেরে আন গো ফিরে,
হর পর-বর-অনুরাগ ॥"
কর্ম্মদেবী কন রোষে, "কে আমার কথা দোষে,
কিবা ধর্ম্ম অধর্ম্ম বিচার।
জন্ম মৃত্যু পরিণয়, এ সব সামান্য নয়,
ইহা লয়ে চলিছে সংসার ॥
ইচ্ছা মত মুনিগণ, কত মত বিরচণ,
করিলেন প্রাণপণ করি।
যুগে যুগে নিরন্তর, কেন তবে মতান্তর,
হয়ে থাকে কহ সহচরি?
এই বা কেমন বিধি, পরিণয় সুখনিধি,
জাত প্রেম পয়োধি-মন্থনে।
নাহি দেখা পরস্পর, পর পরিচিত বর,
উপজিবে প্রণয় কেমনে?
দেবাধীন সংমিলন, হয় বটে সংঘটন,
কোথাও না মেলে এক রতি।
কেবল ধর্ম্মের ভয়ে, কুলবালা থাকে স'য়ে,
কিন্তু দুঃখে দহে তার মতি ॥
রাহু সহ শশিকলা, করে কভু কেলি-কলা,
ভয়গ্রস্ত গ্রস্ত তার মুখে।
মত্ত মাতঙ্গের পতি, কোমলা নলিনী সতী,
দেহ-দানে নাহি থাকে সুখে ॥
এ কুবিধি যদি সার, এইরূপ ব্যবহার,
অবাধে চলিত অবিরত।
অন্যথা হইলে পর, অন্যপূর্ব্বা ঘর ঘর,
অসতী হইল কত শত ॥
ভীষ্মক-নন্দিনী সতী, চারুমতি গুণবতী,
রামারত্ন রুক্মিণী রূপসী।
শিশুপালে বরিবার, সম্বন্ধ হইল তাঁর,
দৈত্যে দান সুধার কলসী ॥
কৃষ্ণগত তাঁর প্রাণ, কৃষ্ণ ধ্যান কৃষ্ণ জ্ঞান,
কৃষ্ণে লিপি পাঠান গোপনে।
বিবাহের দিনে হরি, আসি লয়ে যান হরি,
দুষ্ট দল পরাভূত রণে ॥
শুন কই প্রাণ-সই, তাঁর চেয়ে সতী কই,
দ্বাপরেতে ছিল বিদ্যমান।
সাবিত্রী সতীর প্রায়, লোকে যার যশ গায়,
রমা-রূপে যাঁহার সম্মান ॥
শ্রীকৃষ্ণের গুণ-গান, শুনিয়ে হরিল জ্ঞান,
মানসে বরিলা যদুলাল।
সেরূপ আমার প্রাণ, সাধুর সুযশ গান,
শুনে শুনে মুগ্ধ বহুকাল ॥
আগে বরিয়াছি তাঁয়, লাজ-ভয়ে বাপ-মায়,
মর্ম্ম-কথা প্রকাশ না করি।
পিছে রাঠোরের সনে, কি ছার অশুভক্ষণে,
সম্বন্ধ হয়েছে সহচরি ॥
রুক্মিণীর কৃষ্ণপ্রীতি, গুণ শুনে মজে মতি,
শ্রুতি-পথে প্রণয় তাঁহার।
আমি শুধু শুনি নাই, নয়নে দেখেছি ভাই,
রূপ-সিন্ধু গুণের আধার ॥
যে হোক্ সে হোক্ সই, মনে ধ্রুব জ্ঞান অই,
সাধু মাত্র মম প্রাণপতি।
সাধু ভিন্ন অন্য জনে, পতি শব্দে সম্বোধনে,
না করিব আপন-অসতী ॥

যদি অন্যে হয় স্বামী, জীবনে ত্যজিব আমি,
অথবা ত্যজিব নিকেতন।
বিজন-বিপিন-মাঝে ভ্রমিব যোগিনী-সাজে,
ভবব্রত করি উদ্‌যাপন॥
আত্মহিত-যজ্ঞ ভাঙ্গি, সাধুর মঙ্গল মাঙ্গি,
দিবানিশি করিব যাপন।
বনচারী মৃগদল, নাহি জানি কোন ছল,
তারা হবে সহচরগণ॥
অপার এ দুঃখনদী, এর পারে নিতে যদি,
তোমাদের থাকে অভিলাষ।
কহিলাম যেইরূপ, কহ গিয়ে যথা ভূপ,
কহ গিয়ে জননীর পাশ॥"
বলিতে বলিতে কথা, বাড়িল মনের ব্যথা,
মূর্চ্ছাগত পতিতা ধরায়।
নিরখিয়ে সখীগণ, হইল চঞ্চল মন,
ভয়ার্ত্ত হরিণীদল প্রায়॥
কেহ গিয়ে সরোবরে, অঞ্জলি বাঁধিয়া করে,
আনিয়ে সলিল সুশীতল।
ললাটে সিঞ্চন করে, কেহ ঘ্রাণপথে ধরে,
অভিনব বিকচ কমল॥
কেহ যত্নে কোলে লয়, কেহ আনি কিসলয়,
বীজন করিছে ঘন ঘন।
কেহ ডাকে উচৈচঃস্বরে, উঠ সখি চল ঘরে,
এ নহে তোমার সুশোভন॥
দেখহ দৈবের কর্ম্ম, ধ্যেয় নহে ধাতা ধর্ম্ম,
ধরণী তাঁহার মর্ম্মস্থলী।
ভাব বুঝা বড় দায়, কেবা তার তত্ত্ব পায়,
দুরারোহ দুর্জ্ঞেয় সকলি॥
নব-প্রেমানল-জ্বালা, দহে নাহি সহে বালা,
মূর্চ্ছিতা হইলা উপবনে।
সাধু সেই সুসময়, আরোহণ করি হয়,
ভ্রমে বায়ু-সেবন-কারণে॥
দিবসের অবসান, সন্ধ্যাকাল মূর্ত্তিমান্,
অস্তগত হন দিনমণি।
ফুলবন-সন্নিধান, শুনিলেন মতিমান্,
কামিনীর কলকণ্ঠ-ধ্বনি॥
চপল যুবক-মন, হেরিবারে আকিঞ্চন,
প্রাচীরের পাশে রাখে হয়।
করে তথা দরশন, নিপতিত ধরাসন,
স্বর্ণলতা মূর্চ্ছাগতা হয়॥
চারি পাশে নববালা, যেন নক্ষত্রের মালা,
বেড়িয়াছে পূর্ণ-শশধরে।
এ উহার মুখ চায়, কেহ করে হায় হায়,
কেহ শিরে করাঘাত করে॥
নিরখি অনঙ্গ-সুত, দয়ারসে দ্রবীভূত,
ঘোড়া ত্যজি উঠি সেইক্ষণে।
প্রাচীর লঙ্ঘন করি, যায় যায় ত্বরাত্বরি,
যথা কর্ম্মদেবী ধরাসনে॥
তুরঙ্গ-রক্ষকে কয়, "যথাস্থানে লহ হয়,
বিলম্ব হইবে এইখানে।"
হেথা পুষ্প উপবনে, কুমার কুমারী সনে,
যা হইল শুন সাবধানে॥

সাধুরে সহসা নিরখি তথা।
কাহারও মুখেতে না সরে কথা॥
স্থগিত চকিত হইল তারা।
লাজেতে মুদিত নয়ন-তারা॥
কেহ বা সঘনে ঘোমটা টানে।
কেহ বা অধোমুখে কটাক্ষ হানে॥
কেহ বা আধ আঁখি মেলিয়া চায়।
আধ ফোটা নীল-নলিনী প্রায়॥
যেন হংসীদল মানস সরে।
প্রদোষ-সময়ে নিনাদ করে॥
চতুরাননের বাহনবরে।
সহসা নিরখি সে সরোবরে॥
সকলে যেমন নীরব হয়।
সেরূপ হইল ললনাচয়॥
দেখ দৈবাধীন সেই সে ক্ষণে।
চেতনা উদয় হইল মনে॥
মাণিক্য-নন্দিনী মেলিয়া আঁখি।
যুগল চঞ্চল খঞ্জন পাখী॥
চাহিতে সাধুরে হেরিয়া তথা।
আঁখি মুদি মনে কহিছে কথা॥
এ কি হ'লো মোরে স্বপন-যোগ।
বিরাম বিরহ নিয়ত ভোগ॥

নয়ন মুদিলে নিরখি যারে।
প্রকাশিলে পুন নেহারি তারে।।
অনঙ্গ-নন্দন অনঙ্গ সম।
ক্ষণেক না ছাড়ে মানস মম।।
আতিথ্যের ফল ফলিল ভাল।
অতিথি হইল আমার কাল।।
আমার এ দশা জানিত যদি।
ত্বরিত তরিত এ দুঃখ-নদী।।
কি ছার আমি বা কেন বা লবে?
আমার কপালে এমন হবে?
তার রূপ-গুণ সাগর-প্রায়।
আমি ক্ষুদ্র নদী-স্বরূপ তায়।।
কিন্তু তটিনীর সাগর-পতি।
সিন্ধু বিনা নাহি তাহার গতি।।
এমন হবে কি আমার ভালে?
সাধনা সফল হবে কি কালে?
কিছুতেই প্রতীতি না হয় হেন।
পর-করে আমি মরিব যেন।।
যাহারে মানস কভু না চায়।
কেমনে জীবন সঁপিব তায়।।
কেমনে তাহারে বলিব স্বামী?
সাধু-পরিণীতা বনিতা আমি।।
এত ভাবি অতি কাতরতরা।
নয়নের জলে ভাসায় ধরা।।
ধৈরয-বন্ধন যাইল দূরে।
"সাধু সাধু" নাম বদনে স্ফুরে।।
শুনিয়ে বিস্ময় যুবকরাজে।
বলে "আজি এ কি কানন-মাঝে।।
মোহিতা মহিলা ধরণী-তলে।
নয়ন-নিরোধ নিদালী ছলে।।
যেন ধরাসনে নলিনী-দাম।
কেন বা লইছে আমার নাম?
আহা মরি একি মাধুরী-ছটা।
রূপের বাণিজ্য-বহিত্র ঘটা।।
মাণিক-মণ্ডিত চরণ মাল।
অধরে জ্বলিছে মাণিক-লাল।।
দ্বিকর শোভিত লোহিত রাগে।
পদ্মরাগ শোভে যুগল ভাগে।।

দশন বিমল-মুকুতা-পাঁতি।
কিবা সমুজ্জ্বল তাহার ভাতি।।
অধর অন্তরে শোভিত কিবা।
মৃদু মৃদু মুক্ত মোতির ডিবা।।
নিমীলিত আঁখি রতন নীল।
পলকের দ্বারে দিয়াছে খিল।।
চাঁচর চিকুর চামরজাল।
চরণ অবধি শোভিছে ভাল।।
তনুর সুরভি অগুরু প্রায়।
মধুপ মধুর মানসে ধায়।।
বাহুতে গজেন্দ্র-দশন-বিভা।
চন্দ্রকান্ত-মণি হাসির নিভা।।
প্রবালের ছড়ি অঙ্গুলী-দলে।
কম্বুর কলনা নিরখি গলে।।
কনক-বরণী তরুণী চারু।
কোন খানে দৃশ্য না হয় দারু।।
অপরূপ এই প্রমদা-তরী।
যৌবন-সাগরে লোকন করি।।
ইহার ধনিক্ বণিক্ কই।
কহ না আমায় যতেক সই।।
বিভ্রম ভ্রমিতে পতিত তরী।
নাবিক-বিহীনা বিচার করি।।"
শুনি লাজ ত্যজি জনেক আলী।
কহিছে বচন মধুর ঢালি।।
"ওহে সুরসিক পথিক-বর।
এ তরীর কথা শ্রবণ কর।।
নানাবিধ নিধি লইয়ে ভরা।
ত্যজি বাল্য-লীলা তটিনী খরা।।
প্রবেশে যৌবন-জলধিজলে।
প্রথমেই তাহা অশুভ তলে।।
চিত্ত-নাম-ধর নাবিকবর।
বহুবিধ গুণে নিপুণতর।।
ধৈর্য্য-হালি করে ধরি কষিয়া।
সুস্থির-হৃদয়ে ছিল বসিয়া।।
এমন সময় তস্কর এক।
সাধুর স্বরূপ ধরিয়া ভেক।।
নাবিকেরে বেঁধে গিয়াছে লয়ে।
ভাসিছে তরণী অধীরা হয়ে।।

সাধু নাম ধরে, প্রকৃতি চুরি।
মুখে মধু ক্ষরে হৃদয়ে ছুরি॥
তুমি কি তাহারে জান হে ধীর?
কিঞ্চিৎ কর না উপায় স্থির॥
অথবা নাবিক বিজ্ঞান জান।
বিপথ-বহিত্র কুলেতে আন॥
তব প্রতি দিয়ে এ গুরু ভার।
আমাদের হেথা কি কাজ আর॥"
যেমন বচন অমনি কাজ।
অবাক্ হইল যুবক-রাজ॥
গৃহ প্রতি সবে করিল গতি।
নূপুরের স্বরে জাগিল সতী॥
আথিবিথি তথা উঠিল বসি।
রাহু-মুখ-মুক্ত যেমন শশী॥
দেখিয়ে সঙ্গিনী সকলে ধায়।
নিকটে দাঁড়ায়ে নাগররায়॥
নাগরে নিরখি শিহরে হিয়া।
সহচরীদলে প্রবেশে গিয়া॥
নিরখি নায়ক যুড়িয়ে পাণি।
কহিছে মধুর রসাল বাণী॥
"কোথা যাও মধুরা বিধুরা হয়ে ভ্রমে?
শ্রমজল ললাটে উদয় পরিশ্রমে॥
শিশির-শীকরে সিক্ত সরসিজ প্রায়।
জলে স্থলে আজ এ কি শোভা হায় হায়॥
উভয়ের এক দশা প্রদোষ-সময়ে।
হের হের হরিণাক্ষি সরসী-হৃদয়ে॥
হের তোমা নিরখিতে কুসুম সকলে।
একে একে নয়ন মেলিল জলে স্থলে॥
অই দেখ নিরখিতে তব মুখশশী।
কুমুদ ঘোমটা খুলে সলিলে, প্রেয়সি॥
অই দেখ মল্লিকা যূথিকা থরে থরে।
হাসিতেছে ভাসিতেছে সুখের সাগরে॥
অই শুন মন্দ মন্দ মলয়জ বহে।
মৃদুস্বরে মনের উল্লাস বুঝি কহে॥
অথবা সুরভি তব হরণ কারণ।
চোর-প্রায় চুপি চুপি চলিছে পবন॥
এ সকলে পরিহরি যাইবে কোথায়।
উচিত না হয় তব, শোভা পাহি পায়॥
যার প্রসন্নতা লাভে লুব্ধ এত জন।
প্রত্যাহার তার পক্ষে না হয় শোভন॥
কিঞ্চিৎ বিশ্রাম কর বসি এই স্থলে।
তোমার সেবায় তৃপ্ত হউক সকলে॥
আর শুন চারুশীলে মম নিবেদন।
তব প্রসন্নতা-লুব্ধ আর এক জন।
বীরতা বনিতা তার ছিল এত কাল।
সেই রস তার কাছে পরম রসাল॥
সেই মাত্র বরণীয়া শরণীয়া তার।
কিবা দিবা-বিভাবরী বিনোদ বিহার॥
আজ এই শুভক্ষণে সে ভাব বিগত।
নবভাব আবির্ভাব সুখী তাহে কত॥
তোমারে নিরখি ধন্য মানিলেক মনে।
বীরতার প্রেমডোর ছিন্ন এইক্ষণে॥
এ জগতে যত কিছু আছে মধুরতা।
তুমি তার সারময়ী ওহে স্বর্ণলতা॥
সে মাধুরী-সুধা তব নয়নে অশেষ।
কটাক্ষে তাহার হৃদে করিল প্রবেশ॥
তেমন অমিয় নহে কভু আস্বাদিত।
একেবারে মানস হইল উন্মাদিত॥
মাতাইয়ে কোথা যাও কেমন এ দয়া।
কর ঘোর নিবারণ ভূপতি-তনয়া॥"
শুনি কথা নম্রমুখী অধিক লজ্জিতা।
বিবাহ-বাসরে যথা বাসকসজ্জিতা॥
সহচরীগণ-মাঝে করিল প্রয়াণ।
শ্যেন-ভয়ে ভীতা কপোতিনীর সমান॥
সাবাস্ চতুরা ধারা, সাবাস্ চাতুরী॥
সাবাস্ সময় গুণ, সাবাস মাধুরী॥
মানস-মাঝারে প্রেম-নির্ঝর উথলে।
কি সাধ্য নয়ন-পথে প্রবাহ নিকলে॥
লজ্জা তার দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে তটে।
ফিরে যায় প্রেমস্রোত মনের নিকটে॥
লুকাইতে লজ্জাভরে নয়নের জ্বালা।
তাই বুঝি অধোমুখে রহে কুলবালা?
হায় রে বয়সসন্ধি সুখের সময়।
আর কি সময় আছে হেন রসময়?
লজ্জাসহ প্রণয়ের হয় হাতাহাতি।
যথা প্রাতে তমঃসহ তপনের ভাতি॥

ক্রমে যত তেজ বৃদ্ধি হয় ভানু-করে।
ততই তিমিরচয় বিগত অন্তরে ।।
পরিশেষে পরিপূর্ণ প্রভার বিজয়।
সেইরূপ লজ্জা গতে প্রেমের উদয় ।।
ফলে যথা তিমির মিহির ছাড়া নয়।
লজ্জাসহ প্রণয়ের সেই ভাব হয় ।।
উভয়ের রাজধানী সতীর হৃদয়।
হায় রে বয়স্সন্ধি সুখের সময় ।।
স্মরিলে সে সুখময় রসের যৌবন।
নেচে উঠে যুবাপ্রায় প্রাচীনের মন ।।
ক্ষণেক জড়িমশূন্য জরতীর দশা।
স্থবিরা যৌবনমদে হয় মদালসা ।।
কিন্তু সে অসার সুখ স্বপনের প্রায়।
চেতনায় কেবল যাতনা বৃদ্ধি পায় ।।
হায় বিভাবনা যেন নীহারের হার।
দেখিতে দেখিতে ভানু-কিরণে সংহার ।।
হেথা শুন সমাচার সঙ্গিনী-সদনে।
কর্ম্মদেবী দাঁড়াইলে বিনতবদনে ।।
সাধু সম্বোধনে কহে এক সহচরী।
শারিকা তাহার নাম প্রগল্‌ভা সুন্দরী ।।
"কেমন এ বীর-ধর্ম্ম বুঝিতে না পারি।
কোথা শৌর্য্য? শূর হয়ে চৌর্য্য-অধিকারী ।।
অবলা সরলা বালা ঠাকুর-দুহিতা।
চিত চুরি করিলে হে করিলে মোহিতা ।।
পিছে এ কি চমৎকার বীরের লক্ষণ।
কি সাহসে করিলে হে প্রাচীর লঙ্ঘন?
কুলবালা-প্রমোদ-কানন-স্থল এই।
ইথে যে পুরুষ আসে, অবিনয়ী সেই ।।
ভূপজার ভাবান্তর করিলে লোকন।
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করহ শ্রবণ ।।
এইক্ষণে ভূপতি সমীপে কর গতি।
আতিথ্য-দক্ষিণা চাও করিয়া মিনতি ।।
এমন দক্ষিণা আর কে পায় কোথায়?
কুবেরের সর্ব্বস্বে সমতা নাহি পায় ।।
যাও যাও যুবরাজ ত্যজ এ সমাজ।
ত্যজ লাজ, যদি চাও সাধিতে স্বকাজ ।।"
সাধু কন, "বীর-ধর্ম্ম আছে কি না আছে।
রজনী-প্রভাতে সবে জানিবে হে পাছে ।।
শুনি নাই হেন রীতি অতিথি যে জন।
প্রার্থনা করিয়া করে দক্ষিণা গ্রহণ ।।
গৃহী যেই করে সেই দক্ষিণা প্রদান।
সর্ব্বত্র সুনীতি এই, বেদের বিধান ।।
তোমাদের এ দেশে সকলি বিপরীত।
প্রার্থনা বিরহে নহে দক্ষিণা বিহিত ।।
পতঙ্গ মাতঙ্গ মীন কুরঙ্গ প্রভৃতি।
রূপ গন্ধ রস রবে প্রমত্ত প্রকৃতি ।।
কুরঙ্গস্বরূপ আমি ভ্রমি সুখবনে।
সহসা বিনোদ ধ্বনি প্রবেশে শ্রবণে ।।
মোহিত করিল মন মনোহর স্বরে।
মত্ত হয়ে আইলাম কুঞ্জের ভিতরে ।।
সুধাস্বরে ছিল সুধু প্রমত্ত শ্রবণ।
হেরি অপরূপ রূপ মাতিল নয়ন ।।
যথা সরসীর জল কম্পন সময়।
পদ্মবন-প্রকম্পন ঘন ঘন হয় ।।
শ্রুতি আঁখি মাতিল, মাতিল তাহে মন।
করিলাম ভিক্ষু-প্রায় প্রাচীর লঙ্ঘন ।।
দাতা-দ্বারে দাঁড়াইয়া দীন দীর্ঘাশয়।
ভিক্ষা করি আশা যদি পূর্ণ নাহি হয় ।।
তবে আর কি কাজ এ স্থানে অবস্থান?
বিমুখ অতিথি করে স্বস্থানে প্রস্থান ।।"
এত বলি করে সাধু পূর্ব্বপথে গতি।
নিরখি নৃপতি-বালা সচঞ্চলা অতি ।।
শারিকারে সম্বোধিয়ে কহেন বচন।
"আলো আলি কি করিলি কহ না এখন ।।
অবিনয়ে নাথের করিলি ভাবান্তর।
হায় হায় ভাবনায় অস্থির অন্তর ।।
অঙ্কুরিত প্রেম-তরু এমন সময়।
আঘাত করিল প্রভঞ্জন অবিনয় ।।
অঙ্কুরে আঘাত পেয়ে বুঝি হয় নাশ।
কি হবে নাহিক আর আশ্বাসে বিশ্বাস ।।"
মদালসা কহে "শুন ঠাকুর-কুমারি।
কুমারের এক বাক্যে আশা আছে ভারি ।।
কহিলেন বীর-বৃত্তি আছে কি না আছে।
রজনী-প্রভাতে সবে জানিবে হে পাছে ।।
শুনিয়াছি কল্য প্রাতে হবে ঘটাঘোর।
দেখাবেন নানা শিক্ষা তব মনচোর ।।

কয় দিন মহাধূম হয় এ নগরে।
সুসজ্জিত রঙ্গ-ভূমি হতেছে প্রান্তরে ॥
দেশ দেশ থেকে কত আসিতেছে বীর।
বনাশ বিপাশা কিবা নর্ম্মদার তীর ॥
সবে বলে এই কথা, রঙ্গভূমিস্থলে।
জয়লব্ধ লবে সাধু শিক্ষার কৌশলে ॥
শুনিয়াছি অন্তঃপুরে আছে নিমন্ত্রণ।
মহিষী যাবেন তথা সহ স্বীয়গণ ॥
সাধু প্রতি যদি তব একান্ত হৃদয়।
সেই স্থলে সে ভাব প্রকাশ যোগ্য হয় ॥
বিজয় লভিলে বীর ওগো বীরবালা।
সভা সাক্ষী করি তাঁরে দিও বরমালা ॥
ইথে অসদৃশ কিছু না হবে ঘটন।
বীরত্বের পুরস্কার মাল্য সমর্পণ ॥"
শুনি "ভাল ভাল" বলি সবে দিল সায়।
চলিলেন চারুশীলা বিশ্রাম-শালায় ॥
"হে পথিক! বিভাবরী অর্দ্ধগত হয়।
হইয়াছে বিশ্রামের সুখদ সময় ॥"
এত বলি যন্ত্র পরিহরে কবিবর।
শ্রোতৃগণ নিদ্রাদেবী-পূজায় তৎপর ॥

ইতি দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয় সর্গ

অপূর্ব্ব হইল শোভা প্রভাত সময়।
বলিচক্রে উপনীত বহু লোকচয় ॥
কেহ অশ্বে কেহ গজে কেহ রথোপরে।
সমধিক অবস্থিত চরণ-নির্ভরে ॥
একধারে মঞ্চোপরে পুরনারীগণ।
জিনিয়ে-কুসুম-কুঞ্জ অপূর্ব্ব শোভন ॥
বিকচ কমলদল-গর্ব্ব খর্ব্ব করি।
হাস্যমুখে সুখে বসি সকল সুন্দরী ॥
বিকশিত ইন্দীবর নয়নে নয়নে।
মদ-ভরে ঢল ঢল প্রভাত পবনে ॥
বাড়াইতে তার রাগ কি কাজ কজ্জলে।
অভিমানে দলিত অঞ্জন তাই গলে ॥
বাঁধুলী ফুটিছে কত অধরে অধরে।
তাম্বুলের সাধ্য তাহে রক্তিমা বিতরে?
কোথা বা প্রফুল্ল মুখ মন্দ হাস্যমান।
শুচিস্মিত বিকশিত কিংশুক সমান ॥
কত কুন্দ কূটজ কোরক-বিমোহন।
বিমল দশন রুচি রুচির দর্শন ॥
কাহারো কপোল-প্রভা জিনি নব জবা।
অর্ঘ্যলোভে লুব্ধ মনোভব মনোভবা ॥
কঞ্চুক কষণে ঢাকা কুচ সরোরুহ।
হরিত পল্লবে বদ্ধ পদ্মকলি-ব্যূহ ॥
কিবা অঙ্গ-আভা মরি কি সৌরভ তায়।
কে আর গৌরব করে কেয়ার পাতায়?
নিরমল সে অভায় আঁখি মনোভায়।
চেলিকার কিবা সাধ্য ঢেকে রাখে তায় ॥
লঘু নীরধরে কভু ইন্দু থাকে ঢাকা।
জলদে করিয়া ভেদ অবতীর্ণ রাকা ॥
সবে অবগুণ্ঠবতী কিবা শোভা তায়।
নীরধির নীলজলে ইন্দুছায় প্রায় ॥
পবন হিল্লোলে দোলে বসনের ফাঁদ।
ঝলমল ঢলঢল নিরমল চাঁদ ॥
নানা ভঙ্গিযুতা যত অনঙ্গ-ভঙ্গিনী।
রহস্য-কৌতুক কলা রসেতে রঙ্গিনী ॥
কেহ বেণীহস্তা কেহ ব্যজনী হেলায়।
কেহ শিশুসহ মত্ত বিনোদ খেলায় ॥
কোন ধীরা অতি ধীর বিরলে বসিয়া।
একদৃষ্টে দেখে সভা শিরে হাত দিয়া ॥
আসিবে নায়কবর আছে সমাচার।
ধিয়ায় চাতকী সম আগমন তার ॥
জাতী যূথি মল্লিকা মালতী গাঁথি হার।
বিজড়িত তাহে চারু কবরীর ভার ॥
প্রিয় চিতে বাড়াইতে উৎসাহ-লহরী।
আনিয়াছে ফুল-হার যত্নে শিরে ধরি ॥

বলিচক্রে বীরের বীরত্ব প্রদর্শন।
করিবে নায়ক-শিরে, কুসুম-বর্ষণ।।
অন্যধারে বার দিয়ে ঔরিণ্ট-ঈশ্বর।
দলে দলে উপবিষ্ট যেন পুরন্দর।।
কুলদেব ভানুর গরিমা অভিজ্ঞান।
উঠেছে কনক চাঙ্গী তপন সমান।।
ধরেছে আড়ানী যার 'কিরণীয়া' নাম।
প্রভাত-কিরণে জ্বলে কত রত্নদান।।
ব্যজনী হেলায় পাশে কোন অনুচর।
কবি কহে কবিতা বানায়ে বহুতর।।
বন্দী করে স্তুতিবাদ বংশ বাখানিয়া।
বিনোদক কহে কথা সময় জানিয়া।।
ভাঁড়ে করে ভাঁড়ামীবাক্যের কত ছটা।
থেকে থেকে জেঁকে উঠে হাস্যরস ঘটা।।
বসিয়াছে মন্ত্রিগণ নিজ নিজ স্থানে।
গম্ভীর সুধীর ভাব চিত্ত একতানে।।
প্রসন্ন প্রকৃষ্ট নেত্র মৃদু হাস্যধর।
লোলিত শ্মশ্রুর ভার বক্ষের উপর।।
উন্নত বিপুল মৌলি, বীরবৌলী কানে।
ধ্যান দেখি বোধ হয় পরিণত জ্ঞানে।।
আর আর পারিষদ বসিয়া সকলে।
তার অন্তে পদাতিক খাড়া দলে দলে।।
আশা অসি খঞ্জর পরশু ভল্ল শূল।
শির টেরা তাহে বেড়া লোহিত দুকূল।।
অদূরে দাঁড়ায়ে শত মত্ত করিবর।
শুঁড় নাড়ে মদ ঝাড়ে করে ঘোর স্বর।।
মহাতেজী তাজী বাজী সাজি নানা সাজে।
ঘন ঘন হ্রেষা রব করে সভামাঝে।।
থাকি থাকি মারে ঝাঁকি কর্ণ করি খাড়া।
ঘাড় তুলে উঠে ফুলে বুকে দিয়ে চাড়া।।
মৃগয়া আখেট-রণে অতি হৃষ্ট কায়।
স্থিরভাবে থাকিতে ক্ষণেক নাহি চায়।।
কুব্জ পৃষ্ঠ ন্যুব্জ দেহ সারি সারি উট।
চালকের ইঙ্গিত মাত্রেই দেয় ছুট।।
কদাকার রূপ বটে গুণে নাহি ত্রুটি।
দূরগতি তুলনায় নাহি যার যুটি।।
প্রচণ্ড প্রতপ্ত পয়োবিহীন প্রদেশ।
ভানুতেজে রেণু-ক্ষেহ কৃশানু বিশেষ।।
বহে তাহে ঘোর বায়ু কালান্তের কাল।
জগতে পদার্থ হেন কি আছে ভয়াল?
পরশনে তনু জ্বলে ইন্ধন সমান।
ক্ষণমাত্রে ওষ্ঠাগত ছটফট প্রাণ।।
কোথায় "সিরোক্কো" কোথা 'লুহ' নামধর।
মহাতেজে মরুদেশ শাসনে তৎপর।।
হায় যেই ভূতশ্রেষ্ঠ জগতের প্রাণ।
যে হয় সুরভি-ঘ্রাণ প্রদান নিদান।।
জীবগণ জ্বরজ্বালা শ্রান্তি ক্লান্তি হর।
মলয় অচলে যেই রহে নিরন্তর।।
তার পুনঃ এ কি ভাব স্মরণেতে ভয়।
পরশনে জ্ঞান সহ প্রাণের বিলয়।।
হেন ভীম-প্রভঞ্জন প্রভাব প্রদেশ।
ছায়া জল তৃণদল নাহি মাত্র লেশ।।
মর্ত্তণ্ড-ময়ূখ-মালা মৃত্যুর কিঙ্করী।
মায়াবিনী মরীচিকা যার সহচরী।।
হেন দেশে অনায়াসে ভ্রমণে নিপুণ।
পশুমধ্যে উট তুল্য কার কাছে গুণ।।
নিরাহারে নিরলস গমনে নিবেশ।
তিন দিন নিরম্বু উপাসে নাহি ক্লেশ।।
অতি দূরে প্রান্তরের থাকে জলাশয়।
সেই দিকে ধায় যদি পান ইচ্ছা হয়।।
ন্যায়ের সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত উষ্ট্রের নিকটে।
দূরে থেকে বারিগ্রহ নাম ত প্রকটে।।
আর এক অনুজ্ঞান অতি চমৎকার।
না হইতে সিরক্কোর প্রভাব বিস্তার।।
জানিয়া আগত তায় মুদিয়া নয়ন।
চরণ প্রসারি করে ধরায় শয়ন।।
যতক্ষণ প্রভঞ্জন শান্ত নাহি হয়।
ততক্ষণ স্তব্ধভাবে ধরাসনে রয়।।
বহিয়া যাইলে বায়ু জানিয়া সময়।
পূর্ব্বমত প্রয়াণে প্রবৃত্ত পুনঃ হয়।।
হায় হেন কুৎসিত আকারে এই মত।
অপ্রতিম অসীম সদ্‌গুণ থাকে কত।।
এইরূপ কতরূপ করি আড়ম্বর।
বার দিয়ে বসিয়াছে ঔরিণ্ট-ঈশ্বর।।
করিপৃষ্ঠে নোবৎ বাজিছে সুধাময়।
গুড় গুড় গরজিত নাকারা নিচয়।।

সানায়ের কিবা ধ্বনি কিবা তান তায়।
করিছে ভৈরবী টোড়ী প্রভৃতি আদায়॥
হৃদয় উদাস করে মধুর আলাপে।
সন্তান শোকার্ত্ত ক্ষান্ত ক্ষণেক বিলাপে॥
বাজিছে তাহার সাজ, ঝাঁজ সাতে সাতে।
বিরামের ছেদ্ ভেদ্, মন মাতে তাতে॥
অন্যধারে জনতার নাহি পরিশেষ।
মানবী অটবী প্রায়, নাহি শূন্যলেশ॥
সুশোভিত শিরস্ত্রাণ প্রকার প্রকার।
উর্দ্ধে থেকে দৃষ্ট হয় যেন একাকার॥
মাঝে মাঝে রথচয় পতাকা-ভূষিত।
চূড়োপরি রতন বল্লরী বিলসিত॥
লোহিত উষ্ণীষ শিরে, অঙ্গে অঙ্গরাখা ;
দুদিকে উড়ানীপ্রান্ত, যেন দুই পাখা॥
বসিয়াছে রথিগণ, গোঁফে দিয়ে চাড়া।
আশে পাশে তাম্বুলী তাম্বুল লয়ে খাড়া॥
মোদক মোদক লয়ে ফেরে ফিরি ঘুরি।
বরফি, অমৃতী, পেঁড়া, ঘিওর, কচুরী॥
কোড়ীরূপ রেউড়ি পিউরি সুন্দর।
সফরীর ঝাঁক যেন শোভে স্তরে স্তর॥
খেলনা বিক্রেতা লয়ে বিবিধ খেলনা।
কুটুম্বিনী-সমাজে করিছে আনাগোনা॥
মাটিতে রচিত মল্ল, মল্ল সহ খেলে।
সমাদরে ক্রয় করে ক্ষত্রিয়ের ছেলে॥
কোথা বা আসিক সহ আসিকে লড়াই।
যেন দেখে বোধ হয় করিছে বড়াই।
যে দেশে যেরূপ বৃত্তি, সেইরূপ মতি।
সেইরূপ ক্রীড়ারস, সেইরূপ রতি॥
শৈশব হইতে সেই দিকে চিত ধায়॥
অন্যরস অন্যরূপ ক্রীড়া চাহি চায়॥
যথা বাঙ্গালার লোক নহেক সাহসী।
নারীপ্রিয় কেলিকলা-কৌতুক-বিলাসী॥
শিশুর পুতুলে দেখ আভাস তাহার।
কামকলা ছলা তাহে প্রত্যক্ষ-প্রচার॥
পুতুলে পুতুলে বিয়া বহু বহু কেলি।
নিতান্ত কৈশোরে যত বাল বালা মেলি॥
কিরূপে পৌরুষ পথে যাইবে বালক।
তামাক-খাকুয়া বুড়া প্রিয় খেলনক।
পশ্চিমের প্রজাপুঞ্জ পুরুষার্থ চায়।
সেইমত দেখহ শিশুর খেলানায়॥
ধারে ধারে বসিয়াছে শাস্ত্রের আপণ॥
স্তূপে স্তূপে সুসজ্জিত নানা প্রহরণ॥
যুবাগণ ক্রয় করে করি নির্ব্বাচন।
কেহ লয় লৌহ জালময় সনুহন॥
কেহ লয় শিরোহী, ভুজালি ভয়ঙ্কর।
চক্‌মক্ ঝক্‌মক্ করে নিরন্তর॥
কেহ লয় ক্ষিপ্র খাঁড়া অসি খরতর।
কেহ লয় খঞ্জর পঞ্জর-বিদ্ধ কর॥
কেহ লয় কৃষ্ণাজিন পটুকা কবচ।
খড়্গী চর্ম্মে রচা ঢাল বেচিছে শ্বপচ॥
তদুপরে শোভে স্বর্ণ-বল্ল অনুপম।
রতনে রচিত কত ছবি মনোরম॥
শার্দ্দূলের কৃত্তি বিনির্ম্মিত উপানহ।
দংশিলে দশনভ্রষ্ট ভীষণ বরাহ॥
আর আর কত দ্রব্য কত লব নাম।
রাজপুত-প্রিয় অস্ত্র শূলপী বল্লাম॥
এইমত কত শত যুদ্ধ আয়োজন।
রাজস্থানে ক্রয় করে যত যুবাজন॥
আসিয়াছে বলিচক্রে দেখিতে তামাসা।
মুখে মুখে বীরত্বের ব্যাখ্যান সম্ভাষা।
সাধুর চরিত্র-কথা কহে কত জনে।
কেহ বলে হেন বীর না দেখি নয়নে॥
আসিয়াছে দলে দলে যত রাজপুত।
বীর মদে মাতোয়ারা নানাগুণযুত।
করিবারে সাধুসনে বলের পরীক্ষা।
দেখাইবে নিজ নিজ সামরিক দীক্ষা॥
দূরতর দেশ থেকে আসিয়াছে সবে।
আরোহণ করি তুরঙ্গম মনোজবে॥
বীকানের আজমের মের্তা মাড়বার।
হারাবতী যদুবতী আর নীরবার॥
আধুনিক মাছেরী প্রাচীন মৎস্য দেশ।
জন্মে যাহে রতুশীলা বিশেষ বিশেষ॥
কৃষ্ণগড় কেরলী মিবার মিষ্টবাদী।
ঢোলপুর জয়পুর যোধপুর আদি॥
মাণিক্য তোষেন সবে যোগ্য সমাদরে।
বিন্দুমাত্র স্থান নাই ওরিণ্ট নগরে॥

পড়িয়াছে ডেরা ডাণ্ডা যেখানে সেখানে।
গীত বাদ্য মহোল্লাস সারঙ্গের তানে ॥
আসিয়াছে কত মল্ল কত লব নাম।
মালসাট কত নাট করে অষ্ট যাম ॥
বীরধটী কটিতটে গায়ে রঙ্গরজ।
ফুল্লতনু কিবা স্থাণু কিবা মত্ত গজ ॥
স্থলপদ্মাকার আঁখি ঈষৎ লোহিত।
অরুণ উদয় কালে যেরূপ শোভিত ॥
এক ভাগ লাল, অন্য ভাগ শ্বেতোজ্জ্বল।
শারদী উষার কিবা শোভা নিরমল ॥
চটাপট পটপট বাহুর আস্ফোটে।
কেঁপে উঠে বসুমতী পতনের চোটে ॥
ঘুরায়ে মুগুর মারে বক্ষের উপর।
দেখিলে ভীরুর হয় সভয় অন্তর ॥
এইরূপ মল্ল সব আসিয়াছে সেজে।
আছে খাড়া, শির টেড়া, বিক্রমের তেজে ॥
আসিয়াছে মল্ল-যোদ্ধা নিজ নিজ দলে।
বন্ বন্ ভাঁজে ভল্ল ভীম ভুজবলে ॥
ঘুরায়ে ছুড়িয়ে ফেলে অম্বর-উপরে।
চকিতে লখিতে পুন লুফে লয় করে ॥
আসিয়াছে শর-যোদ্ধা বিচিত্র সন্ধায়ী।
হেন ভঙ্গী যেন অতি শৌর্য্য-রসপায়ী ॥
সবে সব্যসাচী সম সন্ধানে নিপুণ।
উভয় কন্ধরে প্রলম্বিত দুই তূণ ॥
নানারূপে বিরচিত শরের ফলক।
কোন শরে যেন অর্দ্ধ-চন্দ্রের ঝলক ॥
কোন শর-মুখ যেন ভুজঙ্গ-রসনা।
গরলে মণ্ডিত, তনু বিষম ভীষণা ॥
কোন শর-মুখ হয় ত্রিশূল-আকার।
কোন শর ইন্দ্রের আয়ুধ-অবতার ॥
মহিষ, বিষাণে বিনির্ম্মিত ধনুচয়।
গুণ দেয়া বহুগুণ ভিন্ন সাধ্য নয় ॥
আসিয়াছে আসিক, আসন তুরঙ্গমে।
লক্ষ্যভ্রম কোন কালে নহে কোন ক্রমে ॥
প্রমথেশ প্রমদা-পূজিত প্রহরণ।
দিনকর-দ্যুতি প্রায় অতি সুশোভন ॥
যত খড়্গী পৃষ্ঠে ঝুলে খড়্গ চর্ম্ম ঢাল।
অভেদ্য অচেছদ্য সেই বিষম করাল ॥

বীরবৃন্দ দাঁড়াইল নিজ নিজ গণে।
অপূর্ব্ব হইল শোভা পরীক্ষা-সদনে।
সেই স্থানে অন্যের গমনে বিধি নাই।
প্রভু পাশে পণ্ডুগণ * প্রস্থিত সদাই ॥
এমন সময়ে দুই রণ-বাদ্যকর।
করে করি দুই তূরী হৈল অগ্রসর ॥
ক্ষেত্রকর্ম্ম বিধানে সঙ্কেত করে তায়।
অতি দূরে তূরীর নিনাদ দ্রুত ধায় ॥
কোলাহল কল্লোল হইল তাহে স্থির।
শুনি শব্দ স্তব্ধপ্রায় সকল শরীর ॥
হয়-চয় শুনে তাহা কর্ণ করি খাড়া।
আর কি স্থগিত থাকে পেলে পরে সাড়া ॥
প্রথমতঃ মল্লযুদ্ধ প্রদর্শিত হয়।
মল্ল-ভূমে দুই বীর হইল উদয় ॥
এক দিকে সাধু অন্য দিকে যোধামল।
গরজিয়ে এলো যেন কেশরী-যুগল ॥

মাল-ঝাপ

ঠুকে তাল, আঁখি লাল, কি করাল মূর্ত্তি।
মহাকায়, হরি প্রায়, যেন পায় স্ফূর্ত্তি ॥
চলে যায়, পদ ঘায়, বসুধায় কম্প।
কভু ধায়, ঠায় ঠায়, মেরে যায় ঝম্প ॥
টিট্‌কার, চীৎকার, শীৎকার ক্রোধে।
গর্ গর্, কলেবর, পরস্পর রোধে ॥
জড়াজড়ি গড়াগড়ি পড়াপড়ি ক্ষেত্রে ॥
লুটপুটু দেয় ছুট কালকূট নেত্রে ॥
মাতামাতি হাতাহাতি যেন হাতি-দ্বন্দ্ব।
করে জোর মহা শোর হয় ঘোর স্পন্দ ॥
যথালক্ত, কি আরক্ত, চলে রক্ত গণ্ডে।
নাহি তঞ্চ, ঘেরি মঞ্চ, যুদ্ধে পঞ্চ দণ্ডে ॥

---

* ইয়ুরোপীয় নাইট-নামধেয় বীর পুরুষদিগের সেবা-পরিচর্য্যায় যেরূপ ভদ্র সন্তানেরা বীর-বিহিত কার্য্যাদির শিক্ষা করিতেন, ভারতবর্ষের রাজন্য-কুলেও এইরূপ প্রথা ছিল। শিক্ষিতাবস্থায় বিরাট সন্তানেরা পণ্ডু নামে বিখ্যাত হইতেন।

নাহি ছেদ, নাহি খেদ, ঘন স্বেদ অঙ্গ।
দুই মাল, যেন কাল, নাহি তাল-ভঙ্গ ॥
হাঁস ফাঁস, বহে শ্বাস, শুনি ত্রাস লাগে।
দুই জন, পরায়ণ, বাহুরণ, রাগে ॥
দুজনায়, এই চায়, এ উহায় জিতে।
করে জারি, ভুরি ভারি, ধেয়ে চারি ভিতে ॥
কত বোক, বড় ঝোঁক, দেখে লোকবৃন্দে।
সবে চায়, হয় সায়, কেহ কায় নিন্দে ॥
এই মত, নানা মত, প্রতিহত কালে।
সাধু ধরি, নিজ অরি, ধরাপরি টালে ॥
যেন ঝড়ে, নড়ে চড়ে, জোরে পড়ে শাল।
তার প্রায়, লম্বকায়, পড়ে যায় মাল ॥
যোধাশূর, দর্পচূর, যত ভুরভঙ্গ।
হরি হরি! ধ্বনি করি, সভা ভরি রঙ্গ ॥
হুহুঙ্কার, চীৎকার, বার বার লক্ষে।
সিংহাকার, অবতার, সাধু তার বক্ষে ॥
ধরে ঘাড়, দেয় চাড়, বুঝি হাড় ভাঙ্গে।
ছল ছল, চক্ষে জল, নাহি বল জাঙ্গে ॥
ধড়ফড়, করে ধড়, মারে চড় ভারী।
নাসিকায়, রক্ত ধায়, বহুধায় হারি ॥
হারিলেক যোধামল দেখিল সকলে।
জয় জয় জয় শব্দ হয় সভাস্থলে ॥
দণ্ডবৎ নাকে খৎ দিয়ে সাধু-পদে।
হেট-মুখে যায় মল্ল হীন বীর-মদে ॥
যেন করী কর্দ্দমে পড়িয়া নত শিরে।
মন্থর-গমনে বনে যায় ধীরে ধীরে ॥
নাহি চায় পশ্চাতে না চায় অগ্রভাগে।
আপনার অপমান মনে মনে জাগে ॥
মল্লযুদ্ধ পরে সাধু গিয়ে নিজ দলে।
কিছুকাল বিশ্রাম করিল যথাস্থলে ॥
পুনরায় সাজিয়ে আইল অশ্বোপরে।
সুশোভন শরাসন ধনু ধরি করে ॥
হেমতন্ত-বিনির্ম্মিত কবচ পিধান।
ভানুকরে জ্বলে যেন অনল সমান ॥
কিবা শিরে শিরস্ত্রাণ ইন্দ্রধনুচ্ছটা।
পৃষ্ঠে অসিচর্ম্ম যেন জলধরঘটা ॥
পুনরায় তুরী-শব্দ হয় রঙ্গ-ভূমে।
উন্দধুন্দ ধুন্দমারী মহা ধাম-ধূমে ॥

মনে হয় এই বলে "কে আছ এ স্থলে।
সাধুসহ শরশিক্ষা দেখাও সকলে ॥"
তুরীনাদ শেষে এলো এক বলবান্।
নামেতে অজর্জুন সিংহ অজর্জুন সমান ॥
প্রথমতঃ শর কাটাকাটি ঝাঁকে ঝাঁকে।
দুই বীর ঘোরে তথা শত শত পাকে ॥
এ মারে উহারে শর স্থির লক্ষ্য করি।
প্রতিপক্ষ কাটে তাহা অম্বর-উপরি ॥
অমনি সন্ধান পুনঃ করি সেই জন।
বরিষণ করিতেছে কত প্রহরণ ॥
কটাকট, কাটাকাটি অগ্নি উঠে তায়।
জয়াজয় কিছুই না স্থির বুঝা যায় ॥
পরিশেষ লক্ষ্য এক করি নিরূপিত।
স্তম্ভোপরি জলপূর্ণ ভৃঙ্গারে স্থাপিত ॥
সলিলে ভাসিছে এক প্রফুল্ল কমল।
নয়নে না দৃশ্য হয় সেই শতদল ॥
শত হস্ত অন্তরেতে সন্ধান লইবে।
পাত্র ভেদি পরে লক্ষ্য বিন্ধিতে হইবে ॥
প্রথমে অজর্জুন সিংহ করিল উদ্যম।
ভৃঙ্গার হইল ভঙ্গ লক্ষ্যে হলো ভ্রম ॥
স্তম্ভ বেয়ে কমল কমলসহ ছুটে।
হো হো করি জনারণ্যে হাস্যরস ফুটে ॥
লজ্জা-নম্র মুখ করি হৈল সভাস্থলে।
অজর্জুনের নামের কলঙ্ক সবে বলে ॥
পুনরায় পূর্ণ পয়ঃপাত্র প্রস্থাপিত।
পুনরায় পদ্মপুষ্প তাহে আরোপিত।
শত হস্ত দূরে সাধু মারিলেক তীর।
বিঁধিল বারিজ ছেদি ভৃঙ্গার-শরীর ॥
না ভাঙ্গিল ভাজন না পড়ে বিন্দু নীর।
"ধন্য ধন্য ধন্য সাধু" কহে যত বীর ॥
হেনমতে হৈল বেলা দ্বিতীয় প্রহর।
প্রখর হৈল আসি দিনকর-কর ॥
তপনের তাপনে তাতিল বসুমতী।
ক্রমে ক্রমে মন্দগতি-প্রাপ্ত সদাগতি ॥
মুমূর্ষুর প্রাণবায়ু সদৃশ লক্ষণ।
বন্দীভূত মাত্রাকৃত হয় দরশন ॥
হইল বিক্লব ভাব রমণী সদনে।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু উদয় বদনে ॥

প্রভাতের পদ্মপাতে নীহারের হার।
আহা মরি মরি কিবা মাধুরী তাহার ॥
শুখায়েছে শুধাধর লোহিত অধর।
ভানু-করে যথা ভূচম্পক পুষ্পবর ॥
তথাপি কিঞ্চিৎ শ্রান্তি অনুভূত নয়।
বলিচক্র-প্রতি সবে স্থিরনেত্রে রয় ॥
মহা কৌতূহল মনে একাগ্র অন্তর।
বীরত্ব বিক্রম করে নয়ন-গোচর ॥
সেই রসে সুরসিকা সকল মহিলা।
পরাক্রমে এক এক প্রমদা প্রমীলা ॥
বীরত্ববিহীন রূপে রতিপতি প্রায়।
হেন জনে কটাক্ষে কদাচ নাহি চায় ॥
অপূর্ব্ব সাধুর শিক্ষা দেখিছে সকলে।
শোভিছে কুমার সম রঙ্গভূমি স্থলে ॥
তারকা অসুর প্রায় পরাক্রমযুত।
কত কত প্রতিযোগী হৈল পরাভূত ॥
চাচিক চৌহান সঙ্গে অপূর্ব্ব কৌশল।
দুই বীর উর্দ্ধশির প্রচণ্ড প্রবল ॥
অসি-হস্ত দুই মস্ত অশ্বে আরোহণ।
ধনপাকে বলিচক্রে করিছে ভ্রমণ ॥
মাথায় ঘুরিছে অসি কত শত পাকে।
কভু বা তর্জন করি ফেরে তাকে ডাকে ॥
কভু চারিভিতে ঘুরাইছে তরবার।
কিছুমাত্র দৃষ্ট নাহি হয় দেহ কার ॥
কভু তরবারে তরবারে ঘোর রণ।
খচাখচ, ঝনঝন ভীষণ নিঃস্বন ॥
হেন স্থির লক্ষ্য করি চালাইছে অসি।
অতি বেগবতী যেন তারা পড়ে খসি ॥
বোধ হয় কাটা গেল সাধুর শরীর।
হের কিবা ব্যর্থ তারে করিতেছে বীর ॥
চকিতে ঘুরায়ে ঢাল ঢাকি নিজ শির।
লাঞ্ছনা করিল প্রতিযোগীর অসির ॥
ঘুরায়ে আপন অস্ত্র হানে হান্ হান্।
খান্ খান্ ভেঙ্গে পড়ে তরবারখান ॥
মারিতে উদ্যত পুনঃ খঞ্জর পসারি।
চৌহান বিহতজ্ঞান সহিতে না পারি ॥
মধ্যস্থ সময় বুঝি মধ্যে খাড়া হয়।
নিবর্ত্তিয়া যায় সাধু শব্দ জয় জয় ॥

লোকারণ্য অগণ্য সুধন্য ধ্বনি করে।
"সাধু সাধু, সাধু সাধু", কহে যত নরে ॥
মাণিক্য আসন থেকে করি গাত্রোত্থান।
ইঙ্গিতে আপন স্থানে করেন আহ্বান ॥
মঞ্চোপরি বসি যথা সীমন্তিনীগণ।
সেই দিক্ হয়ে সাধু করিছে গমন ॥
রঙ্গে ভঙ্গে তুরঙ্গ যাইছে ধীরে ধীরে।
আপাদ-মস্তক স্নাত পরিশ্রম-নীরে ॥
মেঘনাদ নাম তার, মেঘবর্ণ ধর।
মদগর্ব্বে মত্তগতি ফুল্ল কলেবর ॥
নিজ প্রভু জয়-লব্ধ সমর-শিক্ষায়।
মহানন্দে হ্রেষা শব্দ করে উভরায় ॥
সাধুরে নিকটে হেরি বরারোহাগণ।
ধারাকারে করিছে কুসুম-বরিষণ ॥
গোলাব, সেবতি, নাগকেশর, কেশর।
ভূচম্পক, চম্পক, অশোক শোভাকর ॥
কুরুবক নানাজাতি সিতাসিত পীত।
পলাশ, পন্নাগ, পরা, পদ্ম প্রোন্মীলিত।
মল্লিকা, মালতী, মধু-মাধবী মঞ্জরী।
আর আর কত মত কুসুম-বল্লরী ॥
সুশীতল মলয়জে মাখা সব ফুল।
ধরিল ধবল বর্ণ সাধুর দুকূল ॥
এমন সময়ে দেখ অপূর্ব্ব ঘটনা।
হেমথাল করে এক নবীনা ললনা ॥
কুসুমের মালা তাহে শোভে মনোহর।
ধীরে ধীরে গতি করে যথা বীরবর ॥
তুরঙ্গ রাখিল সাধু প্রমদা নিরখি।
কহিতে লাগিল কথা কুমারীর সখী ॥
"ধর, ধর রাজপুত্র, এ কুসুম-হার।
কুমারী শ্রীকর্ম্মদেবী-কৃত পুরস্কার ॥
দেখাইলে রঙ্গভূমে শিক্ষা চমৎকার।
তব যোগ্য পুরস্কার আছে কি বা আর?
করিলেন সমর্পণ পাণি সহ প্রাণ।
এই কুসুমের হার তার অভিজ্ঞান ॥"
এত বলি সীমন্তিনী মালা দেয় করে।
উচ্চৈঃস্বরে কহে সাধু অশ্বের উপরে ॥
"শুন শুন সভাস্থ সমস্ত জনগণ।
কর্ম্মদেবী দত্ত এই মাল্য সুশোভন ॥

সরলা ভূপতিবালা আমারে বরিলা।
অযাচিত ধন-দানে কৃতার্থ করিলা॥
কিন্তু এই পূর্ব্বাপর আছে ধর্ম্মনীতি।
এই শ্রুতি স্মৃতি, এই সর্ব্বদেশে রীতি॥
পিতা সত্ত্বে দুহিতার স্বতন্ত্রতা নাই।
যার ধন তার কৃত সম্প্রদান চাই॥
ঔরিণ্ট-ঈশ্বর যদি দেন এই নিধি।
গ্রহণ করিতে পারি যথা শাস্ত্র-বিধি॥
নতুবা এ কার্য্যে মম অভিমত নয়।
পরিণয়ে পাণিদান উপযুক্ত হয়॥
মানময়ী মনোলোভা মহীপ-কুমারী।
মান ভঙ্গ করিতে তাঁর নাহি পারি॥
অতএব মালামাত্র শিরে ধরি পরি।
এই নিবেদন মম শুন সহচরি॥
যথাবিধি বিবাহের যদি পাই টীকা।
তবে সে বরিতে পারি ভূপতি-বালিকা॥"
এত বলি সমাদরে মালা তুলে লয়ে।
ভূষিলেক শিরস্ত্রাণে স্মিত-মুখ হয়ে॥
বলিচক্র হৈতে বীর হইল বাহির।
তিমির করিয়া ভেদ যেমন মিহির॥
লোকারণ্য মাঝে উঠে মহা কোলাহল।
কত কথা কহে যত দিদৃক্ষু সকল॥
কেহ বলে কি বলিল সব শুনি নাই।
কেহ বলে এমন না দেখি কভু ভাই॥
কেহ বলে "কেমনে এমন হবে বল ?
কি ভাবিবে রাজপুত্র অরণ্য কমল॥
কি বলিবে তার পিতা চণ্ডদেব রায়।
হইবে সমর ঘোর বুঝি অভিপ্রায়॥
হেন অপমান কভু সহিতে নারিবে।
তার সহ এ বিবাদে সাধু কি পারিবে ?"
কেহ বলে, "কর্ম্মদেবী করিল কি কাজ।
হাসাইল রাজস্থান, রাজন্য-সমাজ॥
প্রাচীন, কুলীন, ধনী, পরাক্রান্ত অতি।
প্রধান পদবী কার রাঠোর সংহতি ?
এমন বংশের বংশধর যেই জন।
কর্ম্মদেবী সহ তার সম্বন্ধ ঘটন॥
অনায়াসে সেই সন্ধি করিয়া ছেদন।
অন্যেরে বরিলা বালা এ রঙ্গ কেমন ?"

এইরূপ নানা কথা লয়ে নানা জন।
দলে দলে করে সবে স্বালয়ে গমন॥
এখানে সংবাদ শুন, শ্রীমাণিক্য ভূপ।
উথলিত চিন্তাজালে চিত্তরূপ কূপ॥
বিষণ্ণবদনে পুরে করয়ে প্রবেশ।
নন্দিনীরে ডেকে আনি জিজ্ঞাসে বিশেষ॥
"একি গো কুমারি, একি কহ গো কুমারী ?
কেমন তোমার কর্ম্ম বুঝিতে না পারি॥
কহ বাগদত্তা যেই, কহ বাগদত্তা যেই।
কেমনে অপরে আর বরিবেক সেই ?
তাহে চণ্ডদেব রায়, তাহে চণ্ডদেব রায়।
দ্বিতীয় প্রচণ্ড চণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রায়॥
একে অযশ সমূহ, একে অযশ সমূহ।
প্রবল প্রচণ্ড তাহে, তার সেনাব্যূহ॥
হবে অন্যায় সমর, হবে অন্যায় সমর।
বিগ্রহ তাহার সহ নহে শোভাকর॥
মনে দেখহ বিচারি, মনে দেখহ বিচারি।
রাজপুত মাত্রে হবে তার সহকারী॥
যথা ধর্ম্ম তথা জয়, যথা ধর্ম্ম তথা জয়।
বুধ, বিধি, বেদবর্গ, এক বাক্যে কয়॥"
শুনি পিতার বচন, শুনি পিতার বচন।
কর্ম্মদেবী মৌন-মুখে রন কিছুক্ষণ॥
যথা ধারাপাতকালে, যথা ধারাপাতকালে।
কেতকী কলিকা মুগ্ধ থাকে পুষ্পজালে॥
হলে মেঘের অত্যয়, হলে মেঘের অত্যয়।
তখন প্রকাশ করে আপন হৃদয়॥
তার সৌরভ-সুধায়, তার সৌরভ-সুধায়।
মত্ত হয়ে মারুত অন্তরে দ্রুত ধায়॥
সেইরূপ ভূপসুতা, সেইরূপ ভূপসুতা।
ক্ষণ পরে করিছেন কথা সুধাযুতা॥
"নিবেদন শ্রীচরণে, নিবেদন শ্রীচরণে।
মাগুণে শ্রুতিং দেহি, দাসীর বচনে॥
কথা বেদের বিহিতা, কথা বেদের বিহিতা।
অন্য বরে অবিহিতা ধরিতা হিতা॥
কিন্তু এই বিধি কাল, কিন্তু এই বিধি কাল।
অবাধে চলিত কভু নহে সর্ব্বকাল॥
কত পতিব্রতা সতী, কত পতিব্রতা সতী।
একে দত্তা পরে, পরে বরে অন্য পতি॥

বাগ্‌দান মন্দ রীতি, বাগ্‌দান মন্দ রীতি।
ইহাতে হতেছে কত কুকীর্ত্তি কুনীতি॥
পিতৃস্বত্ব দুহিতায়, পিতৃস্বত্ব দুহিতায়।
কিন্তু অন্য স্বত্ব সহ শ্রেষ্ঠ তুলনায়॥
নহে ধেনু ধান্য ধন, নহে ধেনু ধান্য ধন।
নহে ভূমি, নহে ভূষা, রজত কাঞ্চন॥
যার ধর্ম্মে অধিকার, যার ধর্ম্মে অধিকার।
ইহকাল, পরকাল, আচার বিচার॥
সুখদুঃখ ভোগাভোগ, সুখদুঃখ ভোগাভোগ।
চিন্তনীয় কিসে দূর হবে ভব-রোগ॥
তারে যতনে লালন, স্নেহে করিয়া পালন,
বহু দিন করি যোগ্য নহে বিসর্জন॥
দেখ অন্য ধন দিলে, দেখ অন্য ধন দিলে।
দাতা স্বত্ব গতে নাহি উপস্বত্ব মিলে॥
কন্যাদানে ভিন্ন মত, কন্যাদানে ভিন্ন মত।
দাতা গ্রহীতার স্বত্ব কভু নহে গত॥
বিশেষতঃ অপুত্রকে, বিশেষতঃ অপুত্রকে।
সর্ব্বথা পুত্রত্ব অর্শে দুহিতা সুতকে॥
যেই জননে মরণে, যেই জননে মরণে।
কল্যাণদায়িনী হয় খ্যাত ত্রিভুবনে॥
যারে বলহ নন্দিনী, যারে বলহ নন্দিনী।
সুরভিনন্দিনী প্রায় আনন্দবর্দ্ধিনী॥
কহ তারে না জিজ্ঞাসি, কহ তারে না জিজ্ঞাসি।
পরে সমর্পণে কত দুঃখ রাশি রাশি॥
কুল শীল রূপ গুণ, কুল শীল রূপ গুণ।
সর্ব্বমতে যদি কেহ হয় সুনিপুণ॥
তবু নহে ত শোভন, তবু নহে ত শোভন।
কন্যার অমতে তারে অপরে অর্পণ॥
বীরভোগ্যা এ মেদিনী, বীরভোগ্যা এ মেদিনী।
সেইরূপ বীরভোগ্যা বীরের নন্দিনী॥
দেখ সীতা গুণবতী, দেখ সীতা গুণবতী।
মানসেতে বরিলেন রাম রঘুপতি॥
ধনুর্ভঙ্গ সুকৌশল, ধনুর্ভঙ্গ সুকৌশল।
রঘুবীর ভিন্ন ভাঙ্গে কার হেন বল?
দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে, দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে।
সেইরূপ পুরস্কার পার্থ ধনুর্দ্ধরে॥
দময়ন্তী সেইরূপ, দময়ন্তী সেইরূপ।
দেব তুচ্ছ করি বরিলেন নল ভূপ॥

এই নীতি অনুপম, এই নীতি অনুপম।
দম্পতি-সুখের এই বীজ মনোরম॥
যথা এ রীতি না চলে, যথা এ নীতি না চলে।
নানা বিড়ম্বনা প্রায় ঘটে সেই স্থলে॥
আর কহিলে আপনি, আর কহিলে আপনি।
প্রতাপে মার্ত্তণ্ড চণ্ডদেব নৃপমণি॥
সাধু কভু নন ন্যূন, সাধু কভু নন ন্যূন।
রাজস্থানে তাঁর সহ কেবা সমগুণ?
দেখিলেন সাক্ষ্য তার, দেখিলেন সাক্ষ্য তার।
বড় বড় বলবান্ হত অহঙ্কার॥
কেহ বাকী নাহি ছিল, কেহ বাকী নাহি ছিল।
কত দূর থেকে কত ক্ষত্রিয় আইল॥
সভে মানিলেক হারি, সভে মানিলেক হারি।
সভায় সাধুর জয় দিল নরনারী॥
ধর্ম্মপক্ষ কিবা হয়, ধর্ম্মপক্ষ কিবা হয়?
বিচারিয়ে দেখুন জনক মহাশয়॥
লোকে এই পরিজ্ঞান, লোকে এই পরিজ্ঞান।
ধর্ম্ম তারি পক্ষে যারে করে বাগ্‌দান॥
যদি ইহাই প্রমাণ, যদি ইহাই প্রমাণ।
কি হেতু অন্যথা বাদ প্রকাশে পুরাণ?
দেখ রুক্মিণী-হরণে, দেখ রুক্মিণী-হরণে।
সুতাবান্দা শিশুপাল পরাভূত রণে॥
আর সুভদ্রা-হরণে, আর সুভদ্রা-হরণে।
অপমান হৈল সার মানী দুর্য্যোধনে॥
অতএব নিবেদন, অতএব নিবেদন।
অধর্ম্মের উত্থাপনে নাহি প্রয়োজন॥
এই শাস্ত্র সুশোভন, এই শাস্ত্র সুশোভন।
যার প্রতি রতি মতি পতি সেই জন॥
হ'লে অন্যথাচরণ, হ'লে অন্যথাচরণ।
নিশ্চয় তোমার পদে ত্যজিব জীবন॥"
শুনিয়ে কন্যার কথা, ঔরিণ্ট-ঈশ্বর তথা,
মনে মনে করেন বিচার।
"যথাযুক্ত কথা সব, হইয়াছি হত-রব,
ইথে কথা কহিব কি আর?
বিশেষে যেরূপ মন, করিতেছি নিরীক্ষণ,
না জানি, কি করিতে কি হয়।
সাধু-প্রতি স্বয়ংবরা, ইথে আশা ভঙ্গ করা,
কোন মতে উপযুক্ত নয়॥

নাহি আর পুত্র-কন্যা, এক কন্যা ধরা-ধন্যা,
যদি এর আশাভঙ্গ করি।
ধর্ম্মের ব্যত্যয় হবে, লোকে নিদারুণ কবে,
অপযশ রবে ভবে ভরি॥
পাত্র কেবা সাধু সম, যা থাকে কপালে মম,
হিত মানি তারে কন্যাদানে।"
এত ভাবি মতিমান্, তথা হৈতে গাত্রোত্থান,
করি যান বাহিরে দেবানে॥
ডাকিয়া অমাত্যবরে, কহিছেন মৃদুস্বরে,
কর্ম্মদেবী-বিবাহ-সংবাদ।
"সাধুসহ পরিণয়, হইবেক সুনিশ্চয়,
অন্যথায় বিষম প্রমাদ॥
ডাক দিয়ে আন ভাটে, টীকা লয়ে স্বর্ণ টাটে,
সাধুর নিকটে যাক্ সেই।
কর সব আয়োজন, বিলম্বেতে প্রয়োজন,
নাহি আর সরোদ্ধার এই॥"
আজ্ঞা শুনি মন্ত্রিবর, ডাকি সব পরিচর,
উদ্‌যোগ করিছে নানারূপ।
পুরমধ্যে বাজে শাঁক, রমণীমণ্ডলে জাঁক,
উথলিত আনন্দের কূপ॥
ভাট গুণ বাখানিয়া, উত্তরিল টীকা নিয়া,
সাধু সুখে করেন গ্রহণ।
অক্ষত কুসুমচয়, সুগন্ধ চন্দনময়,
ধান্য দূর্ব্বা, শ্রীফল কাঞ্চন॥
টীকা পেয়ে বীরবর, প্রেমোৎফুল্ল কলেবর,
ঈষৎ হাসিতে বিম্বাধর।
স্ফুটপ্রায় পদ্মকলি, প্রভাতে প্রফুল্ল অলি,
সুখের নাহিক অবান্তর॥
সুখী সহচরচয়, হাস্য কথা কত কয়,
রহস্যের পরিসীমা নাহি।
কেহ বলে শুভযাত্রা, সুখের নাহিক মাত্রা,
শুভক্ষণে করেছিলে ভাই॥
কেহ বলে এ যাত্রায়, তব ভাগ্য-লতিকায়,
ধরিল বিবাহ পুষ্পকলি।
এক যাত্রা ভিন্ন ফল, প্রজাপতি কার্য্য-বল,
দুরারোহ দুর্জ্ঞেয় সকলি॥
এইরূপ হাস্যরসে, দিনকর পাটে বসে,
আইল ক্ষণদা সুখপ্রদা।

ঘন ঘন বাড়ে ঘোর, ফুটিল কুমুদ-কোর,
হাস্যমতী চন্দ্রিকা প্রমদা॥
বহে মন্দ সমীরণ, সমুদিত শুভক্ষণ,
সাধু চারু বর-বেশ ধ'রে।
সহিত বয়স্যগণ, করি যানে আরোহণ,
করি যায় বিবাহ-আসরে॥
বাজে বাদ্য মনোহর, নৃত্য-গীত ঘর ঘর,
হাস্য-রস কৌতুক-কলাপ।
বাঁধিয়া তন্ত্রীর তান, কলাবিৎ করে গান,
কত মত রাগের আলাপ॥
ভাটে পড়ে রায়বার, অন্তঃপুরে কুলাচার,
বাধাই বাধায় বরাঙ্গনা।
সভায় পণ্ডিতগণ, করে বেদ-উচ্চারণ,
কুল-দেবতার সমার্চ্চনা॥
মঙ্গল-মুখীর গীত, মোহিত করয়ে চিত,
দুন্দুভির সহিত গাহনা।
সকল সুখের সৃষ্টি, বিবাহের শুভদৃষ্টি,
বর-কন্যা চাহনী-চাহনা॥
লজ্জা-নম্রমুখী বালা, মনে পড়ে পুষ্পশালা,
মনে পড়ে তথাকার কথা।
ঈষৎ হাস্যের রেখা, সুধাধরে যায় দেখা,
আধ ফোটা বন্ধুজীবে যথা॥
কভু বা বিশ্রম্ভ-রসে নেত্র নীল-তামরসে,
বিলাসে মাধুরী মনোহরা।
আনন্দে প্রমত্তমতি, আশালতা পুষ্পবতী,
হৃদ্-কোষ নব-ভাব ভরা॥
পতি-বামভাগে বসি, হেরে প্রিয়মুখ-শশী,
বদ্ধাঞ্চল বসনে তাহার।
বাঁধা যথা মনে মন, কিবা তথা প্রয়োজন,
বসন-বন্ধন কোন্ ছার?
শুভলগ্ন শুভক্ষণ, কন্যাকরে সমর্পণ,
মহীপ মাণিক্যদেব রায়।
প্রাজাপত্য সমাধান, দীন দ্বিজদলে দান,
সবে সুখে হইল বিদায়॥
প্রভাত হইল নিশা, প্রকাশিত দশ দিশা,
ললিত পঞ্চম পিক গায়।
কেশর সুরভি সহ, প্রবাহিত গন্ধ-বহ,
তর তর স্বর সরে তায়॥

ভ্ৰমৰ কমল-কোলে, সৰসীহিল্লোলে দোলে,
প্ৰবাহেতে পতিত পৰাগ।
অৰুণিত তাহে জল, টল টল ঢল ঢল,
কিবা জলে জলে ভানু ৰাগ ॥
সচেতন সৰ্ব্বজন, নানামত আয়োজন,
বৰ-কন্যা বিদায় কাৰণ।
যৌতুকে কৌতুক মানি, কত ৰত্ন দিল আনি,
চতুৰঙ্গ তুৰঙ্গ বাৰণ ॥
দ্ৰব্যজাত কত মত, দাস দাসী শত শত
কত কব বিশেষ তাহাৰ।
ৰূপ গুণে বিদ্যাধৰী, হেন ৰূপ সহচৰী,
সঙ্গে সঙ্গে চলিল হাজাৰ ॥
দীয়াধাৰী * নাম ধৰা, বুদ্ধিবৃত্তি বৰতৰা,
কেশ বনাইতে সুনিপুণা ॥
কত ছলা কলা জানে, জ্ঞানবতী নানা জ্ঞানে,
যন্ত্ৰে, মন্ত্ৰে, তন্ত্ৰে বহুগুণা ॥
মৃদাঙ্গ মোচৰ্চঙ্গ বীণা, বাদনেতে সুপ্ৰবীণা,
বয়সেতে কেবল নবীনা।
কটাক্ষে কামেৰ শৰ, কলকণ্ঠে পিকস্বৰ,
পীন পয়োধৰা মধ্যক্ষীণা ॥
বিপুল কুন্তলভাৰ, নবীন নীৰদাকাৰ,
নিবিড় নীলোৎপল-ভাতি।
যে হেৰে তাদেৰ পানে, মাধুৰী মাদক-পানে,
হতজ্ঞান কৰে মাতামাতি ॥
সঙ্গিনীগণেতে যাৰ, এত ৰূপ অবতাৰ,
তাৰ ৰূপ বৰ্ণিব কেমনে।
চলিল ৰঙ্গিণী ৰঙ্গে, প্ৰিয় প্ৰাণপতি সঙ্গে,
ৰতি যথা স্বীয় পতি সনে ॥
ঔৰিণ্টেৰ অন্তঃপুৰে, প্ৰসন্নতা গেল দূৰে,
মহিষীৰ চক্ষে বাৰি-ধাৰা।
সঙ্গিনী ৰহিল যাৰা, কাতৰা হইল তাৰা,
বিগলিত অশ্ৰু তাৰাকাৰা ॥
মাণিক্যেৰ পদতলে, লোটায়ে ধৰণীতলে,
বৰ কন্যা কৰিল প্ৰণাম।
জামাতাৰ কৰ ধৰি, বিহিত বিনয় কৰি,
কহিতেছে বচন ললাম ॥

"শুন বাপা মহাশয়, যদিও উচিত নয়,
তব প্ৰতি উপদেশ-বাণী।
নিখিল কল্যাণ ভূমি, গুণেৰ নিলয় তুমি,
জানি আমি তুমি অতি জ্ঞানী ॥
তথাপি কহিতে হয়, শুন হে মঙ্গলময়,
এই মম কন্যা কৰ্ম্মদেবী।
জন্মান্তৰ পুণ্যবলে, প্ৰসন্ন ললাট-ফলে,
পাইয়াছি দেব-দেবী সেবি ॥
জন্মিয়াছে যত দিন, হইয়াছে দুঃখহীন,
আনন্দে ভৰিল এই দেশ।
বিবিধ বিনোদ সৃষ্টি, সময়েতে হয় বৃষ্টি,
কোন গৃহে নাহি ক্লেশ-লেশ ॥
নাহি আৰ সুত সুতা, এই সৰ্ব্বশুভযুতা,
গৃহানন্দ দায়িনী নন্দিনী।
যথা জনকেৰে সদা, ৰত্ন-পৰিকৰপ্ৰদা,
জলধিজা জগদ্-বন্দিনী ॥
পয়োধি মন্থন পৰে, ধৰি পদ্মালয়া কৰে,
লইলেন পুৰুষ-উত্তম।
তদবধি পুণ্য-লোক, গোলোকে পুলকালোক,
সদাকাল সুখ-সমাগম ॥
এখন সলিল নিধি, পৰিপূৰ্ণ নানা নিধি,
কিন্তু নিধি কমলা কোথায়?
কৰ্ম্মদেবী বিনে মোৰ, এ ঘৰ হইবে ঘোৰ,
হায় দুঃখ ভেবে প্ৰাণ যায় ॥
আৰ কিছু ভিক্ষা নাই, তব স্থানে এই চাই,
যথাযত্নে ৰাখিবা ইহাৰে।"
এত বলি নৰপতি, শোকেতে কাতৰ অতি,
দৃষ্টি-পথ ৰোধ অশ্ৰুহাৰে ॥
হেৰিয়া পিতাৰ গতি, মোহমুগ্ধ গুণবতী,
কৰ্ম্মদেবী মৌনমুখে ৰন।
ললিত লালন-স্নেহ, বাল্য-বিলসিত গেহ,
স্মৰি স্মৰি বিচলিত মন ॥
আঁখি মুদি চাৰুশীলা, ৰথোপৰি আৰোহিলা,
মেঘাত্যয়ে নলিনী যেৰূপ।
মুহূৰ্ত্তেক বৃষ্টি পৰে, ভানু-প্ৰভা পৰিকৰে,
প্ৰতিপত্ৰে শোভা অপৰূপ ॥
কত ভাব সমুদিত, তাহে চিত সমুদিত,
যেন সব ঝুমকা-কুসুম।

* দীয়াধাৰীণ অৰ্থাৎ দীপধাৰিণী, প্ৰত্যুত বিবিধ কলায় প্ৰভান্বিতা।

মোহন সুরভি তার, সমীরণ সহকার,
আমোদিত করে পুষ্পভূম ।।
চলিল রমণী রঙ্গে, প্রাণপ্রিয় পতি সঙ্গে,
কত রস সরস সম্ভাষ।
ফুলবনে ফুলবাণে, বিমোহিত ধ্যানে জ্ঞানে,
যে হইল বিশদ বিলাস ।।
তথা প্রেম-সরসিজ, হলো অঙ্কুরিত বীজ,
মুকুলিত নুলিত এখন।
হইয়াছে ফুল্লমুখ, হবে তায় কত সুখ,
আমোদ-হিল্লোলে সন্তরণ ।।
এমন সময় শুন, তূরীনাদ পুনঃ পুনঃ,
অদূরেতে নিনাদিত হয়।
তুরঙ্গের হ্রেষা রব, প্রান্তরের পশু সব,
দলে দলে পলায় সভয় ।।
আসিতেছে এক দূত, রজোগুণী রজপুত,
দশার্ণ দেশের অশ্বে চড়ি।
যথা সাধু বীরবর, তথা সেই অনুচর,
উপনীত হৈল দড়-বড়ি ।।
শির নোয়াইয়া কয়, "শুন শুন মহাশয়,
রাজপুত্র অরণ্য-কমল।
এই পত্র আপনারে, সমর্পণ করিবারে,
আমারে দিলেন দূত বল ।।
যথাবিধি তদুত্তর, সত্বরে হে গুণধর,
পত্রযোগে করুন প্রদান।"
এত বলি পত্র দিয়া, রহে ঘোড়া থামাইয়া,
ভানু-অগ্রে যেমন অরুণ ।।
মুদ্রা মুক্ত করি পরে, পত্র পড়ে কন্যাবরে,
উভয়ের চঞ্চল নয়ন।
দুই ভাব দুজনায়, দুই মুখ-ভঙ্গিমায়,
বিভাসিত হইল তখন ।।

পত্র

"শুন হে পুগল-পতি মোহিল-কুমার।
কেমন আচার তব, কেমন ব্যাভার ?
মৃগেন্দ্র-নন্দন যারে করিল বরণ।
ফেরু হয়ে তারে চাহ, করিতে গ্রহণ ।।
ফণি-মণি ধারণে ডুণ্ডুভ করে আশা।
কূপ-ভেক চাহে মন্দাকিনী-জলে বাসা ?
মানাইতে চাহ যদি ক্ষত্রিয় ঔরস।
দেখাও পৌরুষ বল রাখ কুল-যশ ।।
পথ বন্ধ করি আমি রহিলাম এই।
রণে মুক্ত করি যাবে বীর-বংশ যেই ।।
নতুবা কাতর * বলি করিব ঘোষণ।
ক্ষত্রিয়-সমাজে আর না পাবে আসন ।।
সূর্য্য, শূলী, শর সাক্ষী, সাক্ষী তরবার।
রণং দেহি রণং দেহি মোহিল-কুমার ।।"
পত্র পাঠ করি বীর গর্জিয়া উঠিল।
সিংহের হৃদয়ে যেন নারাচ ফুটিল।
প্রচণ্ড নয়ন যেন হোম-হুতাশন।
কিবা দিবা দ্বিপ্রহরে নিদাঘ-তপন ।।
থেকে থেকে ঘন ঘন কম্পিত শরীর।
পত্র প্রতি-উত্তরে লিখিছে মহাবীর ।।

প্রত্যুত্তর-পত্র।

"কি সাহস! কারে কটু কহ কুলচ্যুত ?
ইথে মানাইতে চাহ ক্ষত্রিয়ের সুত ।।
ন্যায় ছেড়ে কটু কহে যেই কুলাঙ্গার।
ধিক্ ধিক্ নহে সেই ক্ষত্রিয়কুমার ।।
যে নিয়মে লয়েছি মাণিক্য তনয়ায়।
গুপ্ত কিছু নহে তাহা রাজপুতনায় ।।
সকল দেশের লোক ছিল বর্ত্তমান।
ইহাতে কাতর আমি তুমি মতিমান্ ।।
অবশ্য করিব যুদ্ধ, প্রতিযোদ্ধা কই ?
দেখা শুনা দুজনায় দণ্ড দুই বই।
মম তরবার জান অগ্নি-অবতার।
পড়িয়ে পতঙ্গ প্রায় হবে ছারখার ।।"
এইরূপ পত্র লিখি দূতে দিল বীর।
বাহুড়িল অনুচর নোয়াইয়া শির ।।
হেথা শুন সমাচার পত্র পাঠান্তরে।
যে ভাব উদয় হইল সতীর অন্তরে ।।
হাস্যরসে ছিল বালা পতির সহিত।
একেবারে বিষণ্নতা ছিল বিরহিত ।।
অকস্মাৎ পত্র পড়ি সে ভাব বিগত।
চারুবিম্ব সুধাধর আরক্তিমা-হত ।।

* প্রতিযোগিতায় প্রাণভয়ে ভীরু।

যেন মধুমাসে মন্দ মলয়-মারুতে।
বিহসিত বন্ধুজীব বিনোদ তনুতে।।
সহসা বায়ুর ভাব হইল ব্যত্যয়।
আবার উত্তর থেকে শীত-বায়ু বয়।।
মুদিল মুকুল মুখ লাবণ্য যাইল।
ললিত ললাম লাল রঙ্গ শুকাইল।।
নিরখি সে ভাব সাধু অধর ধরিয়া।
প্রবোধ প্রদান করে আদর করিয়া।।
"কেন কেন কেন প্রিয়ে,
এমন হইল তব ভাব হে?
বীরবালা বীরে মালা দান করি
অভাব কি ভাব হে?
সাধ্য কার সমরে আমার
কেহ করে অপমান হে?
তব প্রসাদাৎ আমি সবে ভাবি
কীটের সমান হে।।
তব হাস্যমুখ হেরি মম হৃদে
কত তেজ বাড়ে হে।
অনুপম সুখ পাই সব দুঃখ
অঙ্গ-সঙ্গ ছাড়ে হে।।
তাই বলি পরিহার কর সব
মন-মলিনতা হে।
মম চিত্ত-সরোবরে যাহে
হেলে দোলে প্রেমলতা হে।।
তোমার বচন সুধা যত
শ্রুতি-বিবরে প্রবেশে হে।
ততই হৃদয়-দেশে মন নাচে
মদমত্ত বেশে হে।
কি ছার সাহস করে ক্ষোভ দগ্ধ
অরণ্যকমল হে?
অরণ্যকমলে সাধু ভাসে যথা
স্বর্ণ শতদল হে।।
স্বর্ণ শতদল পতি ভাঙ্গিবে
তাহার অহঙ্কার হে।
সুখে বসি হে প্রেয়সি দেখিহ
প্রতাপ কত কার হে।।"
এইরূপ প্রবোধ প্রদানি প্রেয়সিরে।
মুখাম্বুজে চুম্বন করিয়া ধীরে ধীরে।।
শুন হে পথিকবর, এমন কি হবে?
শাপভ্রষ্ট হয়ে তারা এসেছিল ভবে।।
এ অসুখভরা ধরা বাসযোগ্য নয়।
এই হেতু অল্পকালে তারা গত হয়।।
কহিতে মিলন-কথা বাড়িল শর্ব্বরী,
আজিকার মত কথা হেথা সাঙ্গ করি।
কল্য অবশেষ সব কহিব তোমারে।
নিদ্রা আসি উপনীত হৈল নেত্রদ্বারে।।
এত বলি সারঙ্গের তান শ্লথ করে।
অমৃতের শেষ ধারা শ্রবণে নিঃসরে।।

ইতি তৃতীয় সর্গ

চতুর্থ সর্গ

দিবা অবসান হয়, নভোলোক তমোময়,
ধূসরবরণা দিগঙ্গনা।
স্থির নেত্রে দেখা যায়, শোভা পায় দীপ প্রায়,
দুই এক তারা খভূষণা।।
যেন নায়িকার আশে, প্রেমিকের হৃদাকাশে,
দুই এক ভরসার ভাতি।
একবার একবার, ভাবপথে অবতার,
হয়ে পুনঃ নিভায় সে বাতী।।
পরে প্রিয়া আগমনে, দীপ্ত হয় সেইক্ষণে,
আর তারে মলিন কে করে?
অস্ত ক্ষোভ দিনপতি, আশা তারা দীপ্তিমতী,
সুখশশী উদয় অন্তরে।।

তপনের তাপ মরে, হিমকর হিম করে,
সুশীতল করিছে সকলে।
বহে স্নিগ্ধ সমীরণ, দিনে ছিল হুতাশন,
সঙ্গগুণে দোষ গুণ ফলে॥
নিরখিয়ে কান্তমুখ, হৃদয়েতে কত সুখ,
হাস্যমুখী কুমুদিনী সতী।
তুষিবারে শশধরে, সৌরভ বিস্তার করে,
দিগ্‌দিগন্তরে সদা গতি॥
ফুটিছে রসাল ফুল, কুহরিছে পিককুল,
প্রদোষেতে মকরন্দ পিয়ে।
বন বিনোদিনী লতা, শশী করে প্রফুল্লতা,
পাইয়ে প্রকাশ করে হিয়ে॥
গন্ধ বিচরণ করে, পথিকের মন হরে,
এমন সুরভি চমৎকার।
অতি ক্ষুদ্র কলেবর, নাহি হয় সুগোচর,
কিন্তু গুণে সম কেবা তার?
লয়ে নব দম্পতীরে, চন্দনা তটিনী-তীরে,
রথ আসি উপনীত হয়।
সারাদিন শ্রমে অতি, হইল মন্থরগতি,
রথ-সংযোজিত হয় চয়॥
ঘনীভূত স্বেদধারা, অঙ্গে বহে ফেনাকারা,
নত ভাব কেশর লাঙ্গুল।
আর আর যত জন, বাহক বাহনগণ,
সরে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আকুল॥
কহিছেন সাধু বীর, "সুখদ চন্দনা তীর,
কর সবে হেথায় বিশ্রাম।
পর-পারে রাঠোরেরা, পেতেছে আপন ডেরা,
এই মাত্র আমি শুনিলাম॥"
আজ্ঞা পেয়ে সবে যায় স্থান-লয় যে যেথায়,
বিভাবরী করিতে যাপন।
পর দিন হবে রণ, পর-পারে শত্রুগণ,
সাজি আসিয়াছে অগণন॥
এমত সময়ে শুন, দড় বড় পুনঃ পুনঃ,
অদূরেতে অশ্বপদ ক্ষেপ।
ঔরিংটের অনুচর, আসিতেছে দ্রুততর,
লয়ে তাঁর বচন সঙ্ক্ষেপ॥
শুন বাপা মহাশয়, যা হবার তাই হয়,
যা ভেবেছি তাহাই ঘটিল।
ভবিতব্য ছিল যাহা, অবশ্য হইল তাহা,
কালগতি কেবল কুটিল॥
এখন উপায় চাই, আর ত বিলম্ব নাই,
শুনিয়াছি সব সমাচার।
মন্দ-গিরি * পরিহরি, ঘোর রণ বেশ ধরি,
অরণ্য-কমল আগুসার॥
সমরের সজ্জা ভারী, রাঠোর হাজার চারি,
আসিয়াছে রণমদে মেতে।
তার যোগ্য অনুবল, এনেছে প্রবল দল,
মিহিরজ নাগরিয়া জেতে॥
অতএব যোগ্য হয়, যথা হেন শত্রুচয়,
উপযুক্ত সেনা আয়োজন।
হবে তব অনুকারি, মোহিল হাজার চারি,
সত্বরেতে করিব প্রেরণ॥"
শ্বশুরের পত্রোত্তরে, কালব্যাজ নাহি করে,
লিখে সাধু স্বীয় নিবেদন।
"অবগতি মহোদয়, শত্রু প্রতি কিবা ভয়,
ধ্যান করি তব শ্রীচরণ॥
আসুক হাজার শত, করুক বিক্রম যত,
শৃগালস্বরূপ জ্ঞান করি।
যে আছে আমার বল, ভট্টি-কুল ভানু-দল,
সপ্ত-শত বিক্রম-কেশরী॥
ইহাই যথেষ্ট হবে, রাঠোর এ ভীমাহবে,
ত্রাণ না পাইবে একজন।
অত্যাজ্য প্রসাদ তব, পঞ্চাশ মোহিল লব,
এইমাত্র মম নিবেদন॥"
পত্র লয়ে ধায় দূত, তারা-প্রায় গতি দ্রুত,
অতি দূরে নিমেষে যাইল।
হইল যামিনী ঘোরা, বিগত অষ্টম হোরা,
সব নেত্রে সুষুপ্তি ছাইল॥
শশী অস্তাচলে চলে, যেন দিনে দীপ জ্বলে,
অরুন্ধতী উদয় বিমল।
শীতল সুগন্ধ বায়, চন্দনার কূলে ধায়,
তরল তরঙ্গ টল টল॥

---

* আধুনিক মন্দোরের প্রাচীন নাম। কোন গ্রন্থকার লেখেন, এই স্থানে ময় দানবের বসতি ছিল।

সেই সুমধুর স্বরে, ঘুম-ঘোর বৃদ্ধি করে,
একেবারে শুদ্ধ বসুমতী।
কিবা পশু পক্ষী নর, মৃত-কল্প কলেবর,
সকল জীবের এক গতি ।।
পরিশ্রমে দুই দিন, কাতর নয়ন-নীর,
কর্ম্মদেবী কোলে রাখি শির।
যেন দময়ন্তী কোলে, নল মুগ্ধ নিদ্রা-ভোলে,
সুখে নিদ্রা যায় সাধুবীর ।।
কত সুখ-স্বপ্নোদয়, হৃদয়-মাঝারে হয়,
কভু হাস্য-ছটা বিম্বাধরে ।
বোধ হয় প্রিয়া সহ, বিলসিত অহরহ,
সন্তরিত সুখসরোবরে ।।
আবার সে ভঙ্গি-গত, যেন রৌদ্র-রসে রত,
উগ্রভঙ্গী অপাঙ্গ-যুগলে।
কপোলে অনল জ্বলে, মধ্যাহ্ন ময়ুখ-ছলে,
রক্ত-ছটা স্থল-শতদলে ।।
যেন লক্ষ্য করি অরি, ভয়ানক ভাব ধরি,
ভাসিতেছে সমর-তরঙ্গে।
আবার সে ভাব গত, বিগ্রহ-বিজয়ী মত,
অপরূপ শোভা ভুরু-ভঙ্গে ।।
মদ-গর্ব্বে মত্ত মন, যেন করি আগমন,
প্রিয়া সন্নিধানে মহোল্লাস।
অরণ্যকমল রণে, হত গত সেনা সনে,
একেবারে বিরোধ বিনাশ ।।
এইরূপ কত ভাব, ক্ষণে ক্ষণে আবির্ভাব,
হইতেছে সাধুর হৃদয়ে।
হায় রে স্বপন-মায়া, মিথ্যা-দৃষ্টি তোর জয়া,
কত ভ্রান্তি দেখাও উভয়ে ।।
সবে সুখে নিদ্রা যায়, শিথিল শীতল কায়,
শুধু জাগরিত একজন।
কর্ম্মদেবী-নেত্রদ্বয়, তিলেক মুদিত নয়,
নিদ্রাবশ নহে একক্ষণ ।।
হেরিয়ে নাথের মুখ, মনে মনে কত সুখ,
কভু দুঃখ সঞ্চারিত হয়।
একবার ভাবে মনে, "অনায়াসে এই রণে,
প্রাণপতি পাবেন বিজয় ।।
নিত্য নিত্য নব নব, অনুরাগ মহোৎসব,
মাতিবে তাহাতে মণ প্রাণ।

মন-আশা পূর্ণ হবে, পতি-প্রেম সুধাসবে,
প্রেম-তৃষ্ণা হবে অবসান ।।
কপোত-দম্পতির মত, সোহাগ বাড়িবে কত,
তিল আধ ছাড়াছাড়ি নয়।
হইবে চন্দনচয়, সাধুসম সদাশয়,
ধীরে ধীরে প্রসন্ন-হৃদয় ।।
বীরের নন্দিনী আমি, বীরবর মম স্বামী,
বীরপ্রসবিনী হব শেষ।
বাহুবলে পুত্রগণ, করিবেক সুশাসন,
বাড়িবেক পুগলের দেশ ।।"
পুনঃ ভাবে অন্য মত, "রণে যদি হন হত,
আমার হৃদয়-অধিকারী।
কি হবে আমার দশা, কোথা রবে এ ভরসা,
কোথা রবে আশা মনোহারী?
রাঠোরের বন্দী হব, দাসীবৃত্তি লয়ে রব,
ভাবিলে তা হৃদয় বিদরে।
হায় হায় হরি হরি, আর কি উপায় মরি,
কারে কব যে ভাব অন্তরে ।।
হায় কেন গুণ শুনে, বাঁধা গেল প্রেম-গুণে,
অখল সরল মম মন?
হায় কেন এর সনে, দেখা হলো ফুল-বনে,
প্রেম-দীপ তাহে সন্দীপন ।।
হায় কেন সংগোপনে, প্রেম-ব্রত উদ্‌যাপনে.
না করিনু কানন গমন?
সাধুর মঙ্গলোদ্দেশে, ধ্যানে ধরি পরমেশে,
করিতাম জীবন যাপন ।।
হায় কেন সভাস্থলে, বরমালা বরগলে,
দিতে পাঠালাম সহচরী?
যে কিছু আমার দোষ, ভেবে হয় হৃদি-শোষ,
হায় হায় কি উপায় করি?
হায় প্রেম-কিসলয়, সুখ-জলে উপজয়,
মম দুঃখ-জলে উপজিয়া।
অকালেতে বুঝি তার, বিনাশ হইল সার,
প্রেম-হ্রদ যায় বা মজিয়া ।।"
এইরূপ নানারূপ, চিন্তাজলে চিত্ত-কূপ,
প্লাবিত হতেছে মহিলার।
কভু আশা, কভু খেদ, হৃদে করে রাজ্যভেদ,
কভু করুণায় অধিকার ।।

নানারূপ তার রাগ, শোভিছে বদন-ভাগ,
কিরূপে তা করিব বর্ণন।
কত বর্ণ ফলাইতে, আছে কেবা এ জগতে,
চিত্র করে কেবা হেন জন ॥
যদি হেন থাকে কেহ, যথা ইন্দ্রধনু দেহ,
তুলী তুলি ডুবাইয়ে তলায়।
লেখে প্রতিকৃতি তার, তবে বুঝি সে শোভার,
কিঞ্চিৎ প্রকাশ প্রতিভায় ॥
সেইরূপ কিবা আর, বর্ণিব সেভাব তার,
কত ভাব কত রাগ ধরে।
বাড়িল হৃদয়ে ব্যথা, প্রাতে ইন্দিবরে যথা,
বিন্দু বিন্দু নীহার নিঃসরে ॥
সেইরূপ অশ্রুধার, বিগলিত মুক্তাকার,
নিপতিত সাধুর বদনে।
জাগিয়ে উঠিল বীর, দেখি ভাব প্রেয়সীর,
"কেন কেন?" জিজ্ঞাসে সঘনে ॥
"কেন কেন কেন পুনঃ বিষণ্ণ বদনাম্বুজ তব হে।
হায় হায়, প্রাণ যায়,
জাগিয়ে পোহালে নিশি সব হে ॥
অতি আদরের তুমি, যতন-বিরহে বুঝি মম হে।
নিদ্রা না যাইলে প্রাণ,
আজ রাতি কাল-রাতি সম হে ॥
গত দিন নরপতি যে কহিল বিদায়ের কালে হে।
যতন করিতে তোমা,
যথা উপযুক্ত ভূপ-বালে হে ॥
কি ছার কুরীতি মম,
যে দিন পাইনু সেই ভার হে।
সেই দিন অনায়াসে
হেলন করিনু আমি তার হে ॥
ক্ষম অপরাধ মম, প্রিয় মম, প্রাণের আধার হে।
আর হেন দোষ কভু
না হইবে, প্রেয়সি, আমার হে ॥
এসো এসো মম কোলে,
শ্রান্তি দূর কর কিছুক্ষণ হে।
জাগরণে ঢুলুঢুলু, ছুল ছুল যুগল নয়ন হে।
তাহে মম অনাদরে,
ধারাকারে সলিল বহিছে হে।
সহে না সহে না, সেই জলে মম হৃদয় দহিছে হে ॥

দেখিহ দিবসে আজি,
তব দাস-বিক্রম-প্রতাপ হে।
শুভ যাত্রা হয় যাহে তাই
কর প্রিয়ে ত্যজিয়ে বিলাপ হে ॥"
কর্ম্মদেবী কন, "নাথ এ কি ব্যবহার।
কেন মিছে অনুযোগ কর আপনার ॥
তুমি যথা আছ মম রোদনে কি কাজ।
সত্যকথা কহি নাথ পরিহরি লাজ ॥
তুমি নিদ্রা গেলে সখে মম নিদ্রা নাই।
তাহে শত্রু নিকটেতে মনে ভয় পাই ॥
কি জানি নিশীথকালে বুঝিয়ে সময়।
ছলে বলে আসি যদি তব প্রাণ লয় ॥
প্রহরী হইয়ে গেল তৃতীয় প্রহর।
নিদ্রা আসি নেত্রদ্বারে হলো অগ্রসর ॥
তেঁই সে অলসে আঁখি অশ্রুভারে নত।
মিছে আর অনুযোগ কর নাথ কত ॥
নিদ্রা না হইবে গতপ্রায় বিভাবরী।
যাই গিয়ে জাগাই হে যত সহচরী ॥
চন্দনার চারু জলে করিব হে স্নান।
পূজিব তাহার তীরে দেব ভগবান্ ॥
তোমার মঙ্গল নাথ, লইব মাগিয়ে।
বিধিমতে ইষ্টলাভ এ নিশি জাগিয়ে ॥
করিব মঙ্গলাচার মঙ্গল স্মরিয়ে।
দেখাব হে পূর্ণঘট নয়ন ভরিয়ে ॥
আমারে আদর কর মৃগাক্ষী বলিয়ে।
দেখিব সে মৃগ যবে যাবে হে চলিয়ে ॥
বামে শব চাই প্রভু রব শবাকার।
যদবধি চাঁদমুখ না দেখিব আর ॥"
এত শুনি সাধুর নয়নে অশ্রুধার।
চুম্বই চন্দ্রমামুখে অমৃতের ধার ॥
উঠিয়া হসিতমুখী হিরণ্য-বরণী।
উষাতে উষার প্রায় প্রকাশে ধরণী ॥
যায় যথা সখীকুল নিদ্রায় আকুল।
নিশায় মুদিত যেন দিবসের ফুল ॥
কারু চারু কবরী লোটায় ধরাতলে।
নামিল নিবিড় মেঘ বুঝি ভূমণ্ডলে ॥
নিদ্রাযোগে মুখে হাসি সৌদামিনী প্রায়।
ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয় ক্ষণে লোপ পায়।

ঈষৎ বিভিন্ন কারু বিম্ব ওষ্ঠাধর।
দেখা দেয় মুক্তা-পাঁতি শোভার আকর॥
বাহুরে বালিশ করি রাখিয়াছে শির।
আহা মরি মৃণালে কি রাতুল রুচির॥
কেহ বা সুষুপ্তি ভোগ করে উভরায়।
নাসিকায় নিশ্বাস-প্রশ্বাস ঘন ধায়।
যথা দাব-দগ্ধ মৃগী মৃতকল্প হয়ে।
ঘন ঘন নিশ্বাস বিহায় রয়ে রয়ে॥
কর্ম্মদেবী সকলের শিরে হাত দিয়ে।
মধুস্বরে নাম ধরে দেন জাগাইয়ে॥
যেন ভানুকর-পরশনে পদ্মকুল।
জাগিল সঙ্গিনীগণ হাস্য-সমাকুল॥
চলিল চন্দনা-স্নানে চঞ্চলচরণে।
মরালীমণ্ডলী যথা যমুনা-জীবনে॥
লাফাইয়া পড়ি জলে দিতেছে সাঁতার।
জল-কেলি-কলাযুতা অপ্সরা আকার॥
কেহ স্রোতে অঙ্গ ঢালে পৃষ্ঠে রাখি ভর।
হেমলতা ভাসে যেন জলের উপর॥
হায় রে জগত-লীলা বুঝে উঠা ভার।
এক পারে হাস্য-লীলা কৌতুক অপার॥
অন্য পারে সমরের সাজ ভয়ঙ্কর।
ছাড়িয়ে বিশাল দীপ্তি মশাল-নিকর॥
দূরে থেকে দেখা যায় উড়িছে নিশান।
সংগ্রাম-পুঙ্গব-শিরে ভীষণ বিষাণ॥
বাজিতেছে রণতূরী ভেরী ঢাক ঢোল।
মাঝে মাঝে হর হর শব্দে মহাগোল॥
কিন্তু রাজপুত-পুত্রীগণে কিবা ভয়?
আর পারে কেলি-কলা-রসে মগ্ন রয়॥
প্রভাতের প্রভাকরে প্রাচী হাস্যবতী।
জল ত্যজি স্থলে উঠে যতেক যুবতী॥
সেই দিন সবে কর্ম্মদেবীরে সাজায়।
যার যত নিপুণতা প্রকাশিছে তায়॥
চমরীর দর্পহরা চাঁচর কবরী।
বিনাইয়া দেয় চন্দ্রচূড়া সহচরী॥
তরুণী তরলা সখী পূর্ণিত পুলকে।
ভাল ভূষিতেছে ভাল অগুরু-তিলকে॥
অঞ্জনা নামেতে আলী লইয়ে অঞ্জন।
সাজাইছে সুরঞ্জন নয়ন-খঞ্জন॥

মুক্তালতা নামে সখী লয়ে মুক্তামালা।
সমাদরে সাজাইছে ভূপতির বালা॥
কি ছার সে মোতিহার, কিবা জ্যোতি তার!
সে অঙ্গ-সমীপে হলো মলিন আকার॥
বাহুযুগে দিল সখী বলয়, বিজটা।
করকান্তি-কাছে তার হারি মানে ছটা॥
হীরকের কর্ণফুল শোভে কর্ণমূলে।
পাইয়ে উত্তম স্থান বুঝি হেলে দুলে॥
কনক-কিঙ্কিণী পেয়ে কটিতটে স্থান।
আনন্দে মাতিয়ে করে মধুস্বরে গান॥
আইলা সুচেলা সখী লইয়ে বসন।
ঘাঘরা ওড়না চেলী কাঁচলী কষণ॥
ঘন নীল চারু পট্ট-বসন-ফলক।
মাঝে মাঝে স্বর্ণ-পটি দিতেছে ঝলক॥
কত বা কৌশল সব পিন্ধন-পিধানে।
যে চতুরা হয় তাহে, সেই ভাল জানে॥
অঙ্গের বলনী ছাঁদ লুকাতে প্রয়াস।
অথচ সকল ভঙ্গী হইবে প্রকাশ॥
যথা কবিতায় রস-ভূষণ প্রদান।
কখন না হয় যেন রস মূর্ত্তিমান॥
ঢাকিবে উপরে কিন্তু রাখিবে এরূপ।
যাহে প্রকটিত প্রতি রূপ প্রতিরূপ।
হইল বিন্যাস-বেশ বিনোদ-বিশেষ।
যেন লক্ষ্মী ধরাধামে করিলা প্রবেশ॥
বসিলেন বরারোহা পূজার আসনে।
ধ্যানে ধরিলেন ধনী ধ্বান্ত-বিনাশনে॥
মহাধ্বান্তহারী তেজ যেই ধ্বান্ত হরে।
প্রতিদিন চলাচল সুপ্রকাশ করে॥
যাঁর শৈত্য-সুধায় কৃতার্থ সুধাকর।
যাঁর শ্বাসে সমীরণ বহে নিরন্তর॥
যাঁর তাপে হুতাশনে তাপন-সঞ্চার।
যাঁর কৃপা-বারিগুণে তুষার সুধার॥
সর্ব্বত্র সমান তিনি সর্ব্বত্র মঙ্গল।
বিদ্যমান সর্ব্বস্থলে নিখিল নিষ্ফল॥
হিন্দুধর্ম্ম-মর্ম্ম এই, সর্ব্বভূতে যিনি।
যত্র তত্র কর পূজা জানিবেন তিনি॥
জল, স্থল, আকাশ, সমীর, বৈশ্বানর।
দিনকর, নিশাকর, নক্ষত্র-নিকর॥

তরু-লতা, পাষাণ, প্রতিমা নানামত।
দৃশ্যমান এ জগতে পঞ্চীকৃত যত॥
উপাস্য না হয় তারা উপাস্য ঈশ্বর।
যিনি যেই সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত নিরন্তর॥
রাজপুত্র পূজে তাঁরে দিনকর-করে।
প্রভাত প্রদোষে হেরে ভার-ভক্তি-ভরে॥
পূজা অন্তে পদ্মমুখী প্রণমিলা পদে।
স্তব করে মৃদু-মধুস্বরে ধ্রুবপদে॥

(গীত)

রাগ-ভৈরব।

দিনকর, দয়া কর তমোহর,
হর মম তাপ তমোনিকর।
তুমি হে প্রভু সবিতা, জীব-শিব-প্রদায়িতা।
সর্ব্বসুখ-প্রেরয়িতা, পোষয়িতা পরাৎপর॥
তরুণ-অরুণাশুয়, করুণা-বরুণালয়,
দেহি মে করুণাময়, করুণা-বারি-শীকর।
তুমি হে কাল-জনক, মূরতি তপ্ত কনক,
সকল ক্ষণ-গণক, ত্বং হি ত্রিকাল ঈশ্বর।
মনোমত প্রিয়বরে, পেয়েছি তোমার বরে,
অরুন্তুদ অরিকরে, রক্ষ প্রভো প্রভাকর॥

স্তব অন্তে প্রমদা প্রণত পূর্ব্বমুখে।
চাহিতে দেখেন পতি দাঁড়ায়ে সম্মুখে॥
গললগ্নকৃতবাস, মুখে মৃদু চারু হাস।
ভক্তিরসে অপরূপ-রূপের প্রকাশ॥
নাথে হেরি বিনোদিনী কন ধীরে ধীরে।
"কি আজ্ঞা আছে হে প্রিয় কহ এ দাসীরে।"
এত যে পরুষ ভাব পুরুষের মন।
দ্রবীভূত অভিভূত শুনিয়ে বচন॥
প্রেয়সীর কাছে সাধু লইতে বিদায়।
আসা-মাত্র বচন-বিকাশ বড় দায়॥
মনেরে ধৈরয-ডোরে বাঁধিয়ে যতনে।
কহিতেছে কথা বীর অমিয় বর্ষণে॥

"আইলাম বিধুমুখি,
বিদায় লইতে তব কাছে হে।
নিবেদন তব প্রতি॥
আমার আর কি বল আছে হে?
জয়াজয় রণে পণে
নিশ্চয় কখন কিছু নয় হে।
গ্রহ-দোষে যদি প্রিয়ে
হয় মম রণে পরাজয় হে॥
যদি আমি প্রাণে মরি,
শুন সতি প্রিয়ে, পতিপ্রাণা হে।
এই করো প্রাণেশ্বরি
কৃশোদরি সুশীলা-প্রধানা হে॥
হের দেখ হরিণাক্ষি,
ঈশানে অচল শোভা পায় হে।
তব ভ্রাতা মেঘরাজ
স্বসেনায় আছেন তথায় হে॥
সমরান্তে তথা গিয়া
লবে প্রিয়ে তাঁহার শরণ হে।
শত্রুহস্তে কোন মতে
না হইবে তোমার পতন হে॥
অনন্তর সাবিত্রী-শেখরে গতি
করি পতিব্রতা হে।
সুপবিত্র যতি-ধর্ম্ম
ধারণ করিহ স্বর্ণলতা হে॥
দেহত্যাগে পুনরায়
মিলন হইবে সূর্য্যলোকে হে।
আর না ভুগিতে কভু হইবে
বিরহ ঘোর শোকে হে॥
নিরন্তর জুড়াইবে,
জুড়াইব, প্রেমামৃত-পানে হে।
না হবে বিভিন্ন ভাব
চিত্ত রবে সদা একতানে হে॥
নাহি তথা জন্ম জরা
জ্বর জ্বালা যন্ত্রণা জড়িমা হে।
অন্তহীন যৌবনের
অধিকা অসীমা মহিমা হে॥
নাহি তথা পাপ পঙ্ক,
নাহি তথা ত্রিতাপ-তিমির হে।

সদাকাল পুণ্যের প্রতাপে
দীপ্ত বিমল মিহির হে ।।
যদি আমি তোমা ত্যজি
আগে যাই সেই সুখধামে হে ।
ভেব না ত্বরায় সুখী
হবে তুমি সিদ্ধমনস্কাম হে ।।"
শুনিয়ে পতির কথা কহিছেন সতি ।
"কেমনে কহিলে নাথ এমন ভারতী ।।
তুমি যাবে পরপারে হেথা রব আমি ।
এমন কি হয় ? আমি হব অনুগামী ।।
নিকটে থাকিব আমি না থাকিব দূরে ।
হেরিব ঐ মুখ-শশী মন-সাধ পূরে ।।
যদি শ্রান্ত হও নাথ তুষিব সেবায় ।
শ্রম নিবারিব তব অঞ্চলের বায় ।।
যদি হে আহত রণে হও গুণধাম ।
বিশল্য ঔষধে ক্ষত করিব আরাম ।।
ধুইব অসৃক্-ধারা নয়নের জলে ।
মুঝাইয়ে দিব অঙ্গ বিমুক্ত কুন্তলে ।।
রণস্থলে বাড়াই উৎসাহ-প্রবাহ ।
আমারে না ত্যজ নাথ সঙ্গে করি লহ ।।
পরাইব শিরস্ত্রাণ সন্নাহ সুন্দর ।
বেঁধে দিব শরাসন সিরোহী খঞ্জর ।।
কি ভয় আমার নাথ সংগ্রামের স্থলে ?
রাজপুত্র-তেজ অগ্নিসম দেহ জ্বলে ।।
যদি মম ভাগ্যদোষে ঘটে অমঙ্গল ।
তা ভাবিয়ে নহি আমি ক্ষণেক বিকল ।।
তব অনুগামী আমি জীবনে মরণে ।
চল নাথ এ দাসীরে সঙ্গে লয়ে রণে ।।"
শুনি প্রেয়সীর বাণী সাধু নিরুত্তর ।
নদী পারে যেতে সবে কহিল সত্বর ।।
এমন সময়ে আসি অনুচর কয় ।
"রাঠোরের দূত এক শিবিরে উদয় ।।
এই পত্র আনিয়াছে শুন গুণাকর ।"
পত্র লয়ে করে পাঠ করে বীরবর ।।

পত্র

"শুন ওহে ভট্ট-কুল-ভূপাল-নন্দন ।
তব সহ সম্মুখ-সংগ্রাম অশোভন ।।
মম সহ সহস্র সহস্র দলবল ।
অনুবল মিহিরজ যেন আখণ্ডল ।।
তব সঙ্গে আছে ভট্ট কতিপয় শত
ইহাতে সম্মুখ-রণ নহে ন্যায়মত ।।
ইথে অপযশ মম ঘুষিবে সকলে ।
অতএব দ্বন্দ্বযুদ্ধ * উচিত এ স্থলে ।।
জানিতে বাসনা তব কিবা অভিলাষ ।
বিলম্ব না হয়, তাতে কার্য্যের বিনাশ
পত্র পাঠ করি সাধু হসিত অধর ।
অমনি পাঠায় লিখি তাহার উত্তর ।।

প্রত্যুত্তর

"শুন হে মন্দোর-পতি রাঠোর-কুমার ।
যাহা অভিরুচি তব, তাহাই আমার ।।
ফলে পূর্ব্বকল্পে নাহি দ্বিধাভাব মম ।
সহস্র রাঠোর সহ শত ভট্ট সম ।।
তবু তব লোক-লজ্জা-রক্ষণ আশয় ।
তব মতে মত মম অন্যমত নয় ।।
আমার বিলম্ব নাই জানিহ বিশেষ ।
নদী-পারে যাইবারে দিয়াছি আদেশ ।।
চন্দনার পুলিনে নেমেছে সেনা সবে ।
অবিলম্বে পর-পারে উপনীত হবে ।।"

ভাঙ্গি কুশ কাশ বেণা, পুলিনে নামিল সেনা,
কিবা শোভা হেরি চন্দনায় ।
প্রভাত-ভানুর করে, কিবা ঝক্‌মক্ করে,
আয়স-কবচ সব কায় ।।
সকলের আগে আগে, বিমল অম্বরভাগে,
উড়িতেছে ভট্টির নিশান ।
প্রভাত-পবনে রঙ্গে, উড়িছে এমন ভঙ্গে,
বিপক্ষে কি করিছে আহ্বান ?
বাহিনীর মধ্যখানে, আরোহী তুরঙ্গ-যানে,
সাধু যান লয়ে বনিতারে ।
ঊর্দ্ধে কিছু দৃষ্ট নয়, কেবল বল্লমচয়,
শোভা পায় কানন-আকারে ।।

---

* উভয়পক্ষের সম্মুখে উভয়পক্ষীয় দুই জন নির্ব্বাচিত প্রতিযোগীর যুদ্ধের নাম দ্বন্দ্বযুদ্ধ ।

অগ্রভাগে জয়তঙ্গ, নয়নে লোহিত রঙ্গ,
বীরমদে মত্ত অবিরত।
পাহু-বংশে অবতার, সিংহ সম মহামার,
শিরোদেশ বিশেষ আয়ত ॥
ব্যাঘ্রসম ভয়ঙ্কর, সঙ্গে শত ধনুর্দ্ধর,
স্বল্প বটে যুদ্ধে যমদূত।
মরণে নাহিক ভয়, আরোহিয়ে হয়চয়,
নদী পার হয়ে যায় দ্রুত ॥
তুরঙ্গের পদাঘাতে, ধ্বনি হয় তরঙ্গেতে,
গভীর মধুর সেই ধ্বনি।
চপর্ চপর্ চপ, ঝপ ঝপ ঝপ ঝপ,
শ্রবণে শ্রবণে সুখ গণি ॥
আবর্ত্তে পড়েছে কেহ, অস্থির তুরঙ্গ-দেহ,
ঘুরিয়া বেড়ায় পাকে পাকে।
কিন্তু সে সৈন্ধব হয়, তথাপি ব্যাকুল নয়,
গরজিয়া উঠে ঘোর ডাকে ॥
তুলিয়া বিপুল পুচ্ছ, আবর্ত্ত করিয়া তুচ্ছ
তেজে উঠে ধায় তুরঙ্গম।
লুতাতন্তু-জালিকায়, বরটা কি ধরা যায়,
বিষম তাহার পরাক্রম ॥
অবিলম্বে সেনাচয়, পারে অবতীর্ণ হয়,
বাছিয়া লইল নিজ স্থান।
পড়িল ছাউনী ঠাট, সমর-পশরাহাট,
ক্ষণমাত্রে হয় শোভমান ॥
এই হলো নিরূপণ, পরাহ্নে হইবে রণ,
পূর্ব্বাহ্নে ভোজন-পান-কাল।
বিশ্রাম-বিলাস-ভরে, সবে পরিশ্রম হরে,
যথাকালে উদয় বিকাল ॥
শ্রমেতে অবশ অঙ্গ, নিদ্রা যায় জয়তঙ্গ,
যেন সুপ্ত ভুজঙ্গ ভীষণ।
কাছে অশ্ব অভিরাম, শ্রীপঞ্চকল্যাণ নাম,
প্রভুর প্রহরী অনুক্ষণ ॥
হেনভাবে খাড়া আছে, মক্ষিকা না যায় কাছে,
কি সাধ্য শত্রুর সমাগম।
দূরে থেকে নাগরিয়া, জয়তঙ্গে নিরখিয়া,
আরোহিয়া নিজ তুরঙ্গম ॥
উপহাস করণাশে, ধেয়ে যায় তার পাশে,
অমনি পাহুর অশ্ববর।
চরণ উন্নত করি, উগ্রচণ্ড মূর্ত্তি ধরি,
বিঘোষণ করে ঘোরতর ॥
জাগিয়া উঠিল পাহু, প্রসারণ করি বাহু
দেখে শত্রু অদূরে উদয়।
জিজ্ঞাসিছে হাস্য করি, "কি বাসনা অনুসরি,
হেথায় আইলে মহাশয়?
হেরি মোর নিদ্রাঘোর, গুপ্তচর কিবা চোর,
সেইরূপ দেখি তব ধারা।
ছি ছি এ কি ক্ষাত্রধর্ম্ম, ধিক্ ধিক্ হীনকর্ম্ম,
হইয়াছ বুদ্ধি-শুদ্ধিহারা ॥"
শুনি মিহিরজ কয়, এ রহস্য মন্দ নয়,
রণ-ব্রতে ব্রতী যেই জন।
নাহিক তাহার দায়, যুদ্ধকালে নিদ্রা যায়,
ন-ভূত ন-ভাবি এ ঘটন ॥
নিকটে আইলে দোষ, দেখাও আক্রোশ রোষ,
মিছে ঘুম ঘুমাইবে কত।
সুখদ সংগ্রামক্ষেত্রে, চির-নিমীলিত নেত্রে,
সুখে নিদ্রা যাবে অবিরত ॥"
জয়তঙ্গ তদুত্তরে, কহিতেছে হাস্যাধরে,
"দেখা যাবে কত শক্তি কার।
কে কারে পাড়ায় ঘুম, মিছে কেন ধাম-ধূম,
সে ঘুমের মন্ত্র তরবার ॥
আমার বিলম্ব নাই, এই সজ্জা ধরি ভাই,
একমাত্র প্রার্থনা আমার।
ফুরায়েছে পান-পাত্র, অলস অবশ গাত্র,
চাহি কিছু সুধার উধার ॥"
বলামাত্র মিহিরজ, যথা রক্ত-সলিলজ,
বর্ণধর মদিরা মোহন।
আপনি আনিয়ে দিল, অন্য পাত্র করে নিল,
উভয়েতে করিল গ্রহণ ॥
পানান্তে উভয় বীর বাহুড়িয়া যায়।
আপন আপন দলে প্রকাশে প্রভায় ॥
দুই দল হইতে আসি রণবাদ্য কর।
বাজাইল ঘোর বাদ্য ঝাঁঝরা ঝাঁজর ॥
বাদ্যহস্তে প্রতিহারী করিল ঘোষণ।
বিদ্রোহের হেতুবাদ করিয়া বর্ণন ॥

অরণ্য কমলের প্রতিহারী

"নাগর পতির পুত্র মিহিরজ নাম।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় শৌর্য্য-বীর্য্য-ধাম॥
মন্দোরের যুবরাজ তাঁর বন্ধুবর।
বন্ধু অপমান শোধ হেতু অগ্রসর॥
এই হয় ক্ষাত্রধর্ম্ম শাস্ত্রে হেন কয়।
ধর্ম্মযুদ্ধে রিপুকুল পাইবেক ক্ষয়॥"

সাধুর প্রতিহারী

"পাহুকুলদীপ এই জয়তঙ্গ বীর।
পরাক্রমে প্রভঞ্জন প্রতাপে মিহির॥
বীর-চূড়ামণি সাধু সাধুর প্রধান।
মানীর সম্মান যাঁর প্রাণের সমান॥
কারো মান নাশে যাঁর নাহি কভু মতি।
যেই দেয় হেন দোষ সেই দুষ্টমতি॥
ন্যায়ের বিপক্ষ যেই রণে মত্ত হয়।
এই রণে পরাজয় তাহারি নিশ্চয়॥
এই জয়তঙ্গ বীর জয়ের নিশান।
কে আছ হে শত্রুদলে তাঁহার সমান?"

মিহিরজের উক্তি

"সাজ হে সাজ হে যত সাজ বীরগণ।
নিজ নিজ সমযোগ্য সহ কর রণ॥"

জয়তঙ্গের উক্তি

"ন্যায় ধর্ম্মে সকলে রাখিয়ে নিজ চিত।"
প্রতিকূল প্রতি দেহ শাস্তি সমুচিত॥

আদেশ পাইল, অমনি ধাইল,
বাজিল সমর তূরী রে।
ভাগে ভয়াতুর, হিয়া দুরু দুর,
ঝজরী ঝলরী ভূরি রে॥
বাধিছে ঝ ড়া, নাদিছে দগড়া,
কড়া কড়া কড়া করি রে।
বাজিছে ঝম্প, সহিত ডম্ফ,
লম্ফ দম্ভ ভরি রে॥
বাজনের তাল, পরম রসাল,
সেই তালে তাল রাখি রে।
কাঁপাইয়ে ঢাল, যায় সেনাপাল,
শিরোদেশ সব ঢাকি রে॥
গোমুখে যেমতি, ভাগীরথী গতি,
বাঁধা ছিল কিছু কাল রে।
করিবল বলে, ভেদিল অচলে,
ধাইল স্রোত বিশাল রে॥
বাজনের বলে, সেইরূপ চলে,
উভয় দলের সেনা রে।
শিরোপরে পর, উড়ে ফর ফর,
তরঙ্গে উঠিল ফেনা রে॥
দুই খর নদী, মিলে আসে যদি,
ভাবহ ভাবুক দল রে।
ভাঙ্গি ঝঙ্কা ঝোড়, ভয়ানক তোড়,
শত পাকে ফেরে জল রে॥
হয় কাটাকাটি, নাহি কারো ঘাটি,
সমরে উভয় সম রে।
সবে সমগুণ, কেহ নহে উন,
কেহ নহে কিছু কম রে॥
আপন আপন, বাদী যেই জন,
তারি সহ সেই লড়ে রে।
রণে প্রাণ যায়, চিতে এই চায়,
সুখে রণভূমে পড়ে রে॥
সে রণ বিস্তার, কি বলিব আর,
শুনহ ভ্রমণকারী রে।
আমি হীনমতি, বিহীন ভারতী,
স্বরূপ রচনে নারি রে॥
যুঝে দুই বীর, রুধিরে শরীর,
প্লাবিত অতি রে।
খর তরবার দামিনী আকার,
অম্বরে করিছে গতি রে॥
পরাক্রম পাহু, খ্যাত মহাবাহু,
মিহিরজ মিহিরজ রে।
তুল্য দুই জন, করিতেছে রণ,
যেন দুই দিগ্‌গজ রে॥
কিবা মনোহর, দুই হয়বর,
তীর তারা সম ধায় রে।

মুখে ফেন লাল, খাড়া কেশজাল,
স্বেদ বহে সব কায় রে ॥
আখেটক প্রায়, ছুটে ছুটে যায়,
প্রভুর মানস বুঝে রে।
খুলে খাড়া খাপ, মানে কোপকাপ,
সহিত প্রতাপ যুঝে রে ॥
শির হাড় ভাঙ্গি, মারিতেছে টাঙ্গি,
লোহে যায় রাঙ্গি শরীরে।
উচচ স্বর করি, কেহ কহে হরি,
কেহ কহে মরি মরি রে।
কাটা কারো শির, কাহার শরীর,
বেঁধা শত তীর ফলে রে।
কেহ গাঁথা শূলে, দুই আঁখি তুলে,
পড়িয়ে ধরণীতলে রে ॥
এইরূপে সমর হইল ঘোরতর।
রুধিরের স্রোত বহে ধরণী-উপর ॥
ফেউ রবে ফেরুপাল ফেরে পালে পাল।
নর-মেদ-মাংস খায় আনন্দে বিশাল ॥
রণস্থলে শকুনি গৃধিণী দলে দলে।
পাকে পাকে ফেরে কোলাহল কুতূহলে ॥
জয়তঙ্গে মিহিরজে যুদ্ধ অনুপম।
কারু মাত্র কোনক্রমে নাহিক বিভ্রম ॥
ধূলায় ধূসর তনু যেন ধূমময়।
তাহে রুধিরের ধার স্বেদসহ বয় ॥
হয় ত্যজি দুই বীর ধরণী-উপর।
অতি ঘোর অসি-যুদ্ধে হলো অগ্রসর ॥
ক্ষণে ক্ষণে সামালিয়া লইতেছে চোট।
ক্ষণে বসে জানু পাতি ক্ষণে দেয় যোট ॥
চাপেতে লাগিছে চোট পট পট রবে।
পটহ বাজিছে যেন আনন্দ উৎসবে ॥
কি চিকণ চালাকী, চতুর-চূড়ামণি।
চপল চরণ কিবা চপলা-চলনী ॥
চকিতে পড়িছে ধরা, চকিতে উঠিছে।
চকিতে যুটিছে, পুনঃ চকিতে ছুটিছে ॥
কতক্ষণ পরে কর্ম্ম দেখহ বিধির।
স্খলিত-চরণ হৈল মিহিরজ বীর ॥
অমনি ক্ষণেক পাছ বিলম্ব না করি।
প্রহারিল কণ্ঠে তার অসি ভয়ঙ্করী ॥
পড়িল বীরের চূড়া মিহিরজ নাম।
জয়নাদ ভট্টির শিবিরে অবিশ্রাম ॥
রাঠোর-শিবিরে সব হলো বিষাদিত।
অরণ্য-কমল-মুখ কমল মুদিত ॥
তবু রণে নাহি ভঙ্গ দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বে ভিড়ি।
সম্মুখ-সংগ্রামে সবে খুঁজে স্বর্গ-সিঁড়ি ॥
কিবা চমৎকার বৃত্তি, কিবা চমৎকার।
পরদ্বন্দ্বে দেহ-দানে, পরহিত সার।
শেষ প্রায় সমুদায় বীরের প্রধান।
হইলে সমর ক্ষেত্র শ্মশান সমান ॥
অনন্তর সাধু সদাশয়।
অরণ্য-কমল সহ সমরে প্রবিষ্ট হয়।
কর্ম্মদেবী দুই করে, সজ্জা লয়ে যত্ন-ভরে,
সাজাইছে সমাদরে, স্বীয় প্রিয় রসময় ॥
রূপ হেরি রতি পায় লাজ।
বিধাতার আদ্য সৃষ্টি যুবতীগণ সমাজ।
চাকত মৃগ-লোচনা, অমৃত-মিত-বচনা,
কিবা ভুরুর রচনা, বারিজে অলি বিরাজ ॥
কল্যাণী কমলা-অবতার।
কুল-কমল-আকরে ফুল্ল পদ্মিনী আকার।
গুণময়ী চারুশীলা, লীলা হেতু জনমিলা,
প্রিয়বরে সাজাইলা, কিবা শোভা চমৎকার।
কুরুবক-নিভ দুটি কর।
বিচিত্র কবচ-দানে ঢাকে নাথ-কলেবর।
শিরে দিল শিরস্ত্রাণ, কৃপাণ করিয়ে দান,
অশ্রুজলে করে স্নান, নয়ন নীলেন্দীবর ॥
হেরি বীর হইল ব্যাকুল।
কোলে লয়ে প্রেয়সীরে চুম্বয়ে মুখ রাতুল।
শিরে দিয়ে পদ্মপাণি, কহিছে আশ্বাস-বাণী
"ধৈর্য্য ধর হে কল্যাণি, কালী কুলাবেন কূল ॥
রণে মারি রাঠোর দুর্জয়।
জয় জয় রবে আমি ফিরিব সন্ধ্যাসময়।"
এত বলি পুনরায়, চুম্বি প্রাণপ্রমদায়,
রণস্থলে যায় রায়, আরোহণ করি হয় ॥
ও দিকেতে অরণ্য-কমল।
বীরমদে ক্রোধমদে আরক্ত আঁখি-যুগল ॥
আরোহি তুরঙ্গবর, হইলেক অগ্রসর,
হরি সহ যুঝিবারে এলো যেন আখণ্ডল ॥

মিলিল আসিয়ে দুই বীর।
বঙ্কিম ভাবেতে চূড়া উন্নত আয়ত শির।
যেন এক সিংহী তরে, দুই সিংহ রণ করে,
গরজিত ঘোর স্বরে, কম্পিত দুই শরীর ।।
কিরূপে বর্ণিব সেই রণ।
বর্ণনায় বর্ণ হারে, কে পারে করিতে বর্ণন ?
কোন বীর নহে ঘাটি চটাপটি কাটাকাটি,
ফুটি সম ফোটে মাটী তুরগ-খুর-ঘাতন ।।
ভীষণ গর্জ্জন ঘন ঘন।
যেন দুই দ্বিপ দ্বন্দ্বে দিগন্তে করে ঘোষণ।
কিবা জহ্নুমুনি-কন্যা, ধারা-পাতে ধরা কন্যা,
আইলে প্রবল বন্যা, গরজে অতি ভীষণ ।।
জ্বলে চারি চঞ্চল নয়ন।
যেন আসি চারিখণ্ডে উদয় হলো তপন।
চারি চক্ষে রক্তচ্ছবি, অনল-লভিত হবি,
কিবা কালান্তের রবি প্রকাশ করে গগন ।।
হতচিত যত সেনাগণ।
দুই বীর-পরাক্রম দূরে করে নিরীক্ষণ।
বচাবচ দুই দলে, ধন্য সাধু কেহ বলে,
কেহ অরণ্যকমলে দেয় জয়-সম্বোধন ।।
তরবার ঘোরে বন্ বন্।
সিন্ধুতটে শত পাকে আবর্ত্ত ফেরে যেমন।
এই সোজা এই বঙ্ক, কটিতটে ঝুলে টঙ্ক,
টুটে তরবার অঙ্ক, বরিষয়ে হুতাশন ।।
টপাটপ টপকে টাঙ্গনা
নিজ নিজ প্রভু-প্রাণ রক্ষণেতে সযতন।
বিপক্ষের অসি লক্ষ্যে, স্থাপন করিয়া চক্ষে,
বাঁচাইছে নিজ পক্ষে, চালনা করি চরণ ।।
অস্ত্রাঘাতে অরণ্যকমল।
যেন দিবা দ্বিপ্রহরে লোহিত সহস্র দল।
প্রায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, তবু রণে জ্ঞানহত,
বিষম বিক্রমে রত, হৃদে জ্বলে ক্রোধানল ।।
হের দেখ এমন সময়।
হয় ছেড়ে সাধুবীর ধরায় পতিত হয়।
পুনঃ না উঠিতে বসি, অরণ্যকমল পশি,
হৃদয় উপরে রুষি, মারিল অসি দুর্জ্জয় ।।
যেন যজ্ঞোপবীতের প্রায়
মুহূর্ত্তেকে কাটিলেক সাধুর কাঞ্চনকায়।

রণভূমে ডাকে শিবা, বিগত হইল দিবা,
ভানু অস্ত শোভা কিবা, সিন্ধুনদে লুকায় ।।
ভট্টির শিবিরে হাহাকার।
কি হইল কি হইল মুখে মাত্র সবাকার।
আমাদের সবে ফেলে কোথা সাধু কোথা গেলে
বিষম শোকাগ্নি জ্বেলে করিলে হে ছারখার !
কর্ম্মদেবী কনক-লতার।
শুকাইল চারুমুখ প্রদোষ-কমলাকার।
ছিন্নমূলা যেন লতা, নিপতিতা পতিব্রতা,
ক্ষণেক চৈতন্যহতা, নয়নে সহস্রধার ।।
ক্ষণেকে হইয়ে সচেতন,
প্রহারিয়ে পুনঃ পুনঃ কপালে কর-কঙ্কণ।
পূর্ব্বকথা সকাতরে, শোকমগ্ন ভগ্নস্বরে,
কহিছেন সহোদরে, পরিহরি রোদন ।।
"আর মম জীবনে কি ফল ভাই,
আর বল বাঁচিয়ে কি ফল ?
নাথ-শোকে হৃদয় বিকল ভাই,
জ্বলে যেন প্রবল অনল ।।
এ অনল জুড়াইতে আছে ভাই,
কেবল সে চিতার অনল।
দেহ তার আয়োজন,
এই শেষ ভিক্ষা ভাই করহ সফল ।।
পতিব্রতা পত্নী যেই,
পতিব্রতে রতি তার, জীবনে মরণে।
হারাইয়ে পতিধন,
যতি-ব্রতে ব্রতী হইবে কেমনে ?
একান্ত যাহার রতি মতি
সেই পতিপদ-পঙ্কজ-পূজনে।
কেমনে যাইবে বিভু বিশ্বপতি-ধ্যানে,
নিদিধ্যাসনে, মননে ?
কপোতিনী কপোত ধিয়ায়,
হায়! বিধি আনি মিলাইল তায়।
হইতে না হইতে মিলন-সুখ,
ঘটিল বিরহ ঘোর দায় ।।
কোথা থেকে আইল নিষাদ ক্রূর,
কপোতে মারিল বিষবাণে।
কাতরা কপোত-বধূ বিরহের বাণে,
কিবা আশ্বাস পরাণে ?

উদয়-অচলে দিনকর,
হেরি হাস্যমুখী হয় কমলিনী।
হাসিতে না প্রকাশিতে মুখ,
মেঘরাশি আসি করিল মলিনী॥
কোথা লুকাইল দিনকর,
হায়! সরোজিনী বাঁচিবে কেমনে?
জীবনে জীবন আশা ছাড়ে সেই,
তার মাত্র জীবন তপনে॥
তাই ভাই যাই সেই লোকে
যথা মম হৃদয়ের ধন।
আর মিছা প্রবোধ কি কাজ হায়!
বিহনে সে জীবন-জীবন॥
নন সাধু সামান্য মানুষ ভাই!
শাপ-ভ্রষ্ট জনমিলা কাম।
কিছু দিন করি খেলা চলি গেলা নিজস্থান,
যথাযোগ্য ধাম॥"
এত বলি শারদ সরোজ-মুখী,
অভিষিক্ত অশ্রু-হিম-হারে।
পতি-খর-কৃপাণ লইয়ে করে,
স্বীয় বাম বাহুতে প্রহারে॥
ছিনু কর ভূষণ সহিত,
সহোদর হস্তে করি সমর্পণ।
কহে, "শুন শুন ভাই,
করিহ পালন মম চরম বচন॥
আমাদের কুল-কবিবরে,
দিও এই হস্ত রতনমণ্ডিত।
সতীত্বের সঙ্গীত আখ্যানে ভাই,
গান যেন দাসীর চরিত॥"
অনন্তর ভ্রাতারে কৃপাণ দিয়ে
কহিতেছে বিনত বচন।
"করবালে ছেদন দক্ষিণ বাহু,
হোক মম সুখেতে মরণ॥
এই হস্ত পাঠাও আমার।
হৃদয়-নাথ-পিতার নিকটে।
জানিবেন এই কথা তিনি ভাই,
বধূ তাঁর সুতযোগ্য বটে॥
পিতা-স্থানে দাসীর এ শেষ ভিক্ষা,
সাধু সহ দহি কলেবর,
এই স্থানে সরসী খনন করি,
নাম দেন কর্ম্ম-সরোবর॥"
বাণী-শেষে ধরাসনে বরাননা,
পতি-পাশে পতিতা হইলা।
সেনা মাঝে উঠিল রোদন-ধ্বনি,
সবে কহে, ধন্য পুণ্যশীলা॥
দ্রবীভূত ক্ষত্রিয়-হৃদয় সব,
যাহাদের ব্যবসা সমর।
যাহাদের রুধিরে পুলক,
বহে তাহাদের নয়ন-নির্ঝর॥
শোকস্বর উঠে, উভয় সেনায়,
নিরাশ্বাস অরণ্যকমল।
কর্ম্মদেবী জীবন ত্যজিলা শুনি,
হলো অতি হৃদয় বিকল॥
শত শত আঘাত শরীরে,
তবু তাহে কিছু না ভাবে যাতনা।
কর্ম্মদেবী-শোকে দহে প্রাণ,
কোনমতে আর না মানে সান্ত্বনা॥
ভাবে আমি পাপী নরাধম,
পতিপ্রাণা সতী-প্রাণনাশ-হেতু।
রতিপতি অনর্থের মূল,
ধিক্! ধিক্ রে ধিক্ রে মীনকেতু॥
এ রমণী-রতন-অযোগ্য আমি,
বীরবর সাধু যোগ্য বর।
এ প্রেম পঙ্কজ-বনে আমি দুরাচার,
ছার দ্বিরদ-সোসর॥"
হেথা মেঘরাজ মতিমান্,
চিতা সাজাইল মহা আড়ম্বরে।
স্তূপে স্তূপে চন্দনের সার,
চন্দনার তীরে, শোভে স্তরে স্তরে॥
সর্জ্জরস গুগ্গুলু প্রভৃতি,
নবনীত ঘৃত শত শত ভার।
পুণ্য-পয়স্বিনীর সলিল,
বিধিমত যত, প্রয়োজন আর॥
সাজাইল নেতের বসন চারু,
রজতের পালঙ্ক সুন্দর।
শোয়াইল তাহাতে যুগল তনু,
প্রাণগতে দৃশ্য মনোহর।

বিহসিত উভয় শবের মুখ
মরণেতে এত রূপ ঘটে।
সেই ভাব বর্ণিব কি আর আমি
ভাবহ ভাবুক চিত্তপটে॥
সাধু, সাধু-প্রিয়া মগ্ন প্রেমহ্রদে।
ভাব রে ভাবুক জনগণ।
সে ভাবের ভাবুক কোথায় হায়।
কে ভাবে সে ভাবের কারণ ?
জ্বলিল বিষম হুতাশন,
কালানল সম সেই বৈশ্বানর।
দহিল কাঞ্চন-তনুদ্বয় চারু,
কোথা বা সে মাধুরী-নিকর ?
এই দেহে মিছা অভিমান হায়।
ইথে লোক যত্ন কেন করে ?
মাটির শরীর এই, মাটি হবে পরে,
কথা জানে সব নরে॥
বিচেতন শোকে মন প্রাণ
কর্ম্মদেবী-প্রিয়-সহচরীগণ।
ক্ষিপ্তপ্রায় ভ্রমে, জ্ঞানহারা,
দাব-দগ্ধ মৃগী-স্বরূপ লক্ষণ॥
বেড়ে চিতানল, মুখে রব,
কোথা গেলে দেবি। দেখা দেহ সতি।
তোমা ভিন্ন কি কাজ জীবনে,
হায়! আমাদের কি হইবে গতি ?

সহচরীদিগের উক্তি-গীত

"হায়। এ সময়ে সতি, রহিলে কোথায় ? হায়।
তোমা ভিন্ন চারুশীলে, কি কাজ এ শূন্য কায় ?
ধন্য ধন্য পুণ্যবতী, দেবী-অংশ তুমি সতী,
পবিত্র এ বসুমতী, তোমার কৃপায় হায়।
তুমি নিজ পুণ্যবলে, দিব্য লোকে গেলে চ'লে,
দাসীদের স্নেহচ্ছলে, আর কে সুধায় ? হায়।
আমাদের প্রীতি জন্য, নাহি ছিল ভাব অন্য,
সবে সহোদরা গণ্য, করিতে মায়ায়! হায়।
চার মাস অন্তে হয়ে অন্তরে বিকল।
প্রাণত্যাগ করিলেন অরণ্য-কমল॥
সাগর হইল যেই দিনেতে পতন।
সেই দিনের কমলের চৌমাসী ঘটন॥
সেই বৈর-শোধনার্থ পুরুষানুক্রমে।
ভট্টিসহ রাঠোর যুঝিল পরাক্রমে॥
অবশেষে ভট্টিদের হইল বিজয়।
গ্রাম্য গীতে সে সকল ব্যক্ত দেশময়॥
যেই সরোবর-কথা কহিলে ধীমান্।
সেই কর্ম্ম-সরোবর পুণ্যতীর্থ-স্থান॥
রত্নশিলা বিরচিত সতীর আকৃতি।
ধরাধামে অবতীর্ণা যেন দেবী ধৃতি॥
সতীত্ব-সাধ্বীত্ব-গুণে বরণীয়া অতি।
অধুনা তাহার তুল্য আছে কে বা সতী ?
এ হেন অমূল্য নিধি ধরায় কি ধরে ?
দিব্যলোকে পতি সহ সুখে কাল হরে॥
এত বলি নিবারিলা সারঙ্গের তান।
শ্রোতৃগণ যেন মুগ্ধ মধুপ সমান॥

সমাপ্ত

শূর-সুন্দরী

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

মঙ্গলাচরণ

(কবিতাশক্তির প্রতি)

কোথা গো কবিতা সতি সুধাস্বরূপিণী।
কেন গো আমার প্রতি এরূপ কোপিনী॥
তুয়াপদ-সরসিজ পরিহরি আমি।
হইয়াছি বিফল চিন্তার অনুগামী॥
সে চিন্তাগরলে মম মন জর জর।
স্থির নহি ঠাকুরাণি! কাঁপি থর থর॥
বহুদিন দেখি নাই শান্তি-মুখশশী।
দিবানিশি ঘেরিয়াছে মলিনতা-মসী॥
অনুতাপে অনুদিন কাঁদি উভরায়।
ভাবি আমি কি কর্ম্ম করিনু হায় হায়॥
তুমি মম কিশোর-কালের সহচরী।
তব সঙ্গে যেত রঙ্গে দিবা বিভাবরী॥
বিজনে তটিনীতটে শষ্পশয্যা করি।
তরুচ্ছায়ে মৃদুবায়ে সুখে শ্রম হরি॥
তমি গো আমার কাছে বসি হাসি হাসি।
দেখাইতে নিসগের যত রূপরাশি॥
স্থলজ জলজ পুষ্প-প্রকাশ-মাধুরী।
বিধাতার তাহে কত চিকণ চাতুরী॥
তুমি চারু মন্ত্রবলে মোহিতে নয়ন।
অতি পুরাতন বস্তু হইত নূতন॥
দিনকর নিত্য নিত্য নব ভাব ধরি।
বিস্তারিত দিগন্তরে লাবণ্য-লহরী॥
এই যেন নব-জবা-কুসুম-সঙ্কাশ।
এই তপ্ত কাঞ্চনের প্রতিভা প্রকাশ॥
সে কাঞ্চনে তুমি দিতে অপূর্ব্ব রসান।
নিরখিয়া হইতাম আনন্দে অজ্ঞান॥
পদোষে পশ্চিম দিকে সিন্দুরের রাগ।
যেন সোম করে তথা অগ্নিষ্টোম-যাগ॥
বিন্দু বিন্দু হিমপাতে স্নিগ্ধ দিক্ দশ।
সোম-মুখ হ'তে কিবা চ্যুত সোমরস॥
উদয়ে তারকাবলী, তব সহোদরা।
শিয়রেতে বসি প্রজ্ঞা, দেবীরূপধরা॥
কহিতেন কত কথা সীমা নাহি তার।
ভ্রান্তি অপগমে মুক্ত বিজ্ঞানের দ্বার॥
স্তম্ভিত হইতে তনু অভিভূত মন।
সে ভাব কি কেহ ব্যক্ত করেছে কখন্॥
শেখর-সাগর-শোভা প্রথমে যখন।
নয়ন ভরিয়া আমি করি দরশন॥
দর দর প্রপতিত পুলকাশ্রুবারি।
সে ভাবের কণামাত্র বর্ণিতে কি পারি॥
ফিরাইতে নারিলাম যুগল নয়ন।
নিরমল নীলনিভা নিমজ্জিত মন॥
বেলাকূলে অপরূপ শোভার সঞ্চার।
উপজিত অগণিত হীরকের হার॥
ইন্দ্রনীল হিল্লোলেতে বিষদ ঝলকে।
অমনি অদৃশ্য হয় পলকে পলকে॥
তমোময় মানুষের মানসে যেমন।
বিজ্ঞান-বিমল-বিভা দেয় দরশন॥
এখন সে সব ভাব বল গো কোথায়।
ইতর ধাতুর লোভে ক্ষোভে প্রাণ যায়॥
কোথায় আছ গো দেবি দেহ দরশন।
আর আমি পাব নাকি শান্তি-সংমিলন॥
কভু কভু স্বপ্নাবেশে হইয়া উদয়।
অপসরার বেশে মুগ্ধ কর গো হৃদয়॥
জাগ্রত ছায়ার প্রায় কভু দেহ দেখা।
শূন্যে জাত যথা মন্দাকিনী-ফেনলেখা॥
ধরি পায় কৃপা করি হৃদি সিংহাসনে।
বসো গো বিনোদদাত্রি লয়ে স্বীয় গণে॥
ভাবামৃতে মুগ্ধ মন কর একবার।
রচিব পুরাণকথা সুধার ভাণ্ডার॥
করিয়াছ মম প্রতি কৃপা বারম্বর।
এবারেও যেন মম লজ্জারক্ষা হয়॥
তোমা বিনা জ্ঞান হয় সব অন্ধকূপ।
ছেড়ো না গো মম সঙ্গ থাকিতে অরূপ।

দেহ ভাবরূপিণি গো। লেখনীতে বল।
এইমাত্র আশা মম কর গো সফল॥
স্বদেশীয় সতীগণ অবলা অখলা।
জ্ঞানবলে বদ্ধিবলে কর গো সবলা॥
ছল বল কৌশলের কতই বিস্তার।
দুরন্তের হাতে নাহি তাদের নিস্তার॥
এইমাত্র কর, শূরসুন্দরীর মত।
দুষ্টদল অভিসন্ধি করিয়া বিহত॥
গৃহমেধি ফলদাত্রী হউন সকলে।
ভারতে ভাবিনী ধন্যা লোকে যেন বলে॥

সূচনা

একদিন কর্ম্মদেবী কথা সাঙ্গ পরে।
কহেন দ্বিজেন্দ্র কবি, পথিক প্রবরে॥
"মহারাণা লিখেছেন, শুন মহাশয়।
যাইতে উদয়পুরে যদি ইচ্ছা হয়॥
তব আগমন আর বিনোদ উদ্দেশ।
লোকমুখে হইলেন বিদিত বিশেষ॥
দেখিবে সে রাজধানী অতি মনোহর।
পেশলা নামেতে যথা রম্য সরোবর॥
গিরিকূটে উচচতর প্রাসাদ-নিকর।
চারু শ্বেত উপলেতে গ্রথিত বিস্তর॥
কি বর্ণিব ত্রিপোলিয়া শোভন তোরণ।
বাদল মহলপুরী পরশে গগন॥
যত্র শাহাজাঁহা খ্যাতি লভি মহাবীর।
ধরাধীশ-পদপ্রাপ্ত গতে * জাঁহাগীর॥
শ্রীসূর্য্য-মহলে বার দেন মহারাণা।
বিচিত্র বিভব তথা নিরখিবে নানা॥
অপরূপ কেলিগৃহ জগৎমন্দির।
চারিধারে বহে চারু সরসীর নীর॥
প্রস্ফুটিত সহস্র সহস্র শতদল।
কনকপরাগে জল বহে ঢল ঢল॥
পবন-মোদিত হয়ে তার পরিমলে।
ধীরে ধীরে ফিরে সেই বিচিত্র মহলে॥
যথা নির্ব্বাসনে ছিল আক্‌বরসুত।
মহারাণা প্রেম-গুণে হয়ে হর্ষযুত॥
চল চল চল হে পথিক গুণাকর।
দেখিবে উদয়পুর নগর সুন্দর॥
আর তব উদ্দেশ ফলিবে বহুমত।
শুনিতে পাইবে সত্য ইতিহাস কত॥"
পথিক কহেন, "যদি এইরূপ ঘটে।
অবশ্য উদয়পুরে যাবা যোগ্য বটে॥
আপনি যদ্যপি যান তবে করি গতি।
নয়ন সাথক করি হেরি হিন্দুপতি॥
জানিলাম এইবারে সিদ্ধ মনোরথ।
কৃতাথ হইবে আসা এই দূরপথ॥"
এইরূপে দুই জন কথা স্থির করি।
প্রফুল্ল হৃদয়ে চলে উদয়-নগরী॥
বিগত পথের শ্রম বিবিধ কথায়।
কত দিনে উপনীত হইল তথায়॥
বিহিত আদরে রাণা তুষিলা দোঁহারে।
নিত্য নিত্য নব কথা হয় দরবারে॥
রাণাকুলকাণ্ড কথা গাথা গ্রন্থ কত।
গ্রন্থাগারে পথিক দেখেন শত শত॥
হেমন্ত একদা এক পত্র পাঠ করে।
জিজ্ঞাসা করেন প্রিয় বন্ধু দ্বিজবরে॥
"কহ কবি এ পত্রের মর্ম্ম সুবিস্তার।
কেবা এই পৃথ্বীসিংহ কবি গুণাধার॥
লিখেছেন মহারাণা প্রতাপ-নিকটে।
কাহারও নিস্তার নাই নৌরোজা-সঙ্কটে॥
কিবা এ নৌরোজা কাণ্ড বুঝিতে না পারি
কহ কহ অনুগ্রহে বিশেষ বিস্তারি॥
অচিরপ্রভার প্রায় দীর্ঘ বিভাবরী।
বিগত হইবে সুখে দীপ্তি দান করি॥"
শুনিয়ে কবীন্দ্র আরম্ভিলা ইতিহাস।
শারঙ্গে শারদা আসি হইলা প্রকাশ॥
নাচিতে লাগিলা যত রাগিণীর সঙ্গে।
স্বজিল সুরস রঙ্গ গানের প্রসঙ্গে॥

---

* কথিত আছে, উদয়পুরে মহারাণার বাদাল-মহলে আথিত্য-গ্রহণ-করণ-কালে যুবরাজ খুরম পিতৃবিয়োগ সমাচার প্রাপ্ত হওয়ানান্তে শাহাজাঁহা নাম ধারণ পূর্ব্বক প্রথমাভিষিক্ত হন।

প্রথম সর্গ

ভ্রমভরা এই ভবে মানুষের মন।
কবে কোন্ ভাবে থাকে নহে নিরূপণ॥
এই শান্ত দান্ত ক্ষান্ত ভ্রান্তির প্রলোভে।
এই পাপপঙ্কে মগ্ন ভগ্ন চিত্ত ক্ষোভে॥
এই ঋষি বিবেকের ভক্ত দাস অতি।
এই মোহ-মাদকে প্রমত্ত ঘোর মতি॥
এই ছিল বিদ্যারসে রসিক সুজন।
এই অবিদ্যার বশ মূর্খ অভাজন॥
এই পিয়া পরিণীতা বনিতার বশ।
এই পরকীয়া-প্রেমে পিয়ে সুধারস।
এই মত্ত মাতঙ্গের মত বলবান্।
এই ক্ষীণ ক্ষুধাতুর কৃমির সমান॥
তড়িত জড়িত যথা জলদঘটায়।
শশলেখা দেয় দেখা শশীর ছটায়॥
কমলে কণ্টক যথা সাগরে লবণ।
স্থান বিবেচনা যথা না করে পবন॥
সেইরূপ মানুষের গতি স্থির নয়।
এই একরূপ এই অন্যরূপ হয়॥
একক্ষণে পাপস্থানে যার প্রতি রোষ।
পরক্ষণে সেই পাপে চিত্ত পরিতোষ॥
কে বুঝিতে পারে এই ভবের মরম।
কিছুই নহেক স্থির ইহার চরম॥
এ সুধায় কেন বিষ-সঞ্চার ঘটিল।
এ ক্ষীরকলস কেন কুরসে ডুবিল॥
বিমল হইবে কবে কেহ না জিজ্ঞাসে।
ঘনঘটা মোহ-মেঘ হৃদয়-আকাশে॥
ভেবে ভেবে পরিহার করিয়া আশ্রম।
কেহ যায় বনে সেও ব্যর্থ পরিশ্রম॥
মনে ভাবে ত্যজিয়াছি প্রবৃত্তিসঙ্গম।
সঙ্গী সব পাপহীন স্থাবর জঙ্গম॥
কিন্তু হায় এ কথার মীমাংসা কোথায়।
বনে কেন বিবেকী পাতক পথে ধায়।
সুরগুরু বুদ্ধে বৃহস্পতি মহাযশ।
এমন নিষ্কামী কেন কামেতে বিবশ॥
ধর্ম্ম-ধ্যান-ধৃত পরাশর বীতরাগ।
মীন-গন্ধা প্রতি কেন তাহার সোহাগ॥
বৃন্দা-বিলোকনে কেন ধর্ম্ম ধর্ম্মহীন।
সতীশাপে কলিকালে হইলেন ক্ষীণ॥
কামিনী-কুহকে নারদের নানা গতি।
হরিল হরিণনেত্রা হরিপদে রতি॥
কিছুই না থাকে বোধ সম্বন্ধ-বিচার।
ভ্রাতৃপ্রেম বন্ধুপ্রেম হয় ছারখার॥
অশ্বিনীকুমার সম এক-তনু-মন।
সুন্দ উপসুন্দ নামে দনুজ দুজন॥
তন্বী তিলোত্তমা তরুণীর তন্ত্রবলে।
ভ্রাতৃভেদ গৃহচেছদ বিলীন বিপলে॥
কোথায় সুমেরুচূড়া সুবর্ণ পত্তন।
রম্ভাশাপে রাবণের সবংশে নিধন॥
কোথা গেল হস্তিনার বিপুল বিভূতি।
যাজ্ঞসেনী-রোষানল-যজ্ঞের আহুতি॥
যতদিন মানুষের ধর্ম্মে থাকে মতি।
ততদিন সব দিকে উদিত উন্নতি॥
অধর্ম্মে ধাইলে রতি অমনি সংহার।
ক্ষীর-পূর্ণ কুম্ভে যথা অম্বলসঞ্চার॥
ক্রমে ক্রমে ক্ষয় পায় যত কিছু সার।
বিনাশের হাতে আর না থাকে নিস্তার॥
যথা ফুল-ফল-দল-পল্লব শোভন।
বনের ভূষণ তরু নয়ন-লোভন॥
অন্তরে লাগিলে কীট ক্রমশঃ শুকায়।
সহসা বাহিরে কিছু দেখা নাহি যায়॥
দিল্লীর দোর্দ্দণ্ড দর্প দীপ্ত দশ দিশি।
মোগলমার্ত্তণ্ডে নষ্ট নৃপনিন্দা নিশি॥
বিচার বিজ্ঞান-বীজ করিয়া বিস্তার।
করিল হিতের সৃষ্টি অশেষ প্রকার॥
তৈল যথা তোয় সহ সংমিলিত নহে।
হবি যথা অনল-পরশ পেয়ে দহে॥
ভুজঙ্গের প্রতি যথা বিরাগী নকুল।
হিন্দু-মুসলমানে হেন ভাব প্রতিমুল॥
এমন বিষম বৈর করি সংহরণ।
হুমায়ুন-বংশে যশে ভরিল ভুবন॥
কত কীর্ত্তিকলাধর কহিতে কে পারে।
বিবিধ বিবুধরত্ন দিল্লীরূপ-হারে॥
মহাকবি দহলবী আমীর-প্রধান।
অদ্যাপি যাহার গান রসের নিধান॥

অদ্যাপি যাহার পুণ্য-প্রবাহ-কৃপায় ।
স্নানপান করি লোক দেহে প্রাণ পায় ।।
গোপাল নায়ক গুণী কলিতে তুম্বুরু ।
খোসরুকে মানিল বলিয়া গান-গুরু ।।
আর সেই দুই ভাই গুণের সাগর ।
বিদ্যাব্রতে পতন করিল কলেবর ।।
প্রবেশিল বারাণসী বিপ্রবেশ ধরি ।
অসাধ্য সাধিল শ্রুতি স্মৃতি শিক্ষা করি ।।
যথা ভীমার্জুন ধরি ব্রাহ্মণের বেশ ।
দুর্গম মগধ-দুর্গে করিল প্রবেশ ।।
আর সেই ধীর বীরবর বীরবর ।
যার ঋণ শুধিতে নারিল আক্‌বর ।
যার বুদ্ধিকৌশলের যাই বলিহারি ।
যবন-দানবদল-গর্ব্ব-খর্ব্বকারী ।।
হিন্দুর রাখিল মান বিবিধ বিধানে ।
দুই দলে প্রতিপত্তি তুল্য পরিমাণে ।।
দিয়ে দান হিন্দু রাজবালা দিল্লীশ্বরে ।
রাজপুরে স্বদেশের বলবৃদ্ধি করে ।।
জয়পুর অধিপতি করি কন্যাদান ।
দিল্লীপতি-কৃত প্রাপ্ত অতুল সম্মান ।।
তাঁর সুত মানসিংহ বিক্রমে বিশাল ।
বাঙ্গালায় নবাবী করিল কত কাল ।।
মোগলসেনার ছিল প্রধান সেনানী ।
ভগিনীর প্রসাদাৎ মান হৈল মানী ।।
সেই পথে পথিক মরুর অধিকারী ।
অকলঙ্ক কুলে পঙ্কপ্রদ দুরাচারী ।।
কেবল মিবার-পতি প্রতাপকেশরী ।
বিশুদ্ধ রাখিল কুল প্রাণপণ করি ।।
মোগলের ছলে বলে না হইল বশ ।
প্রকাশিল অনুপম বীরত্ব ওজস্ ।।
প্রাচীতে রেঙ্গান, পশ্চিমেতে তুর্কস্থান ।
একচ্ছত্রা শাসন করিল সেই মান ।।
যাইতে যবনদেশে মন নাহি সরে ।
যবন প্রবাদ একে কুলশশধরে ।।
আবার আটক-পারে ম্লেচ্ছদেশে যেতে ।
কোনরূপে বাধা আর না রহিল চেতে ।
মোগলপতির চারু উপদেশ-বাণী ।*
লঙ্ঘিবতে নারিল মান নিল মনে মানি ।।
কিন্তু কুলকলঙ্কেতে দুঃখী সদা মান ।
জাতি-নাশে হত মান সদা ম্রিয়মাণ ।।
বল বল, বুদ্ধিবল, ধন যশ বল ।
কুল গেলে কেন হয় মানুষ বিকল ।।
কি কাণ্ড কুলের কাণ্ড জাতি-অভিমান ।
ধরা পরিহরি কবে হবে অন্তর্দ্ধান ।।
কবে সবে এক জাতি করিবে স্বীকার ;
এক ভাবে জাতীশ্বরে দিবে নমস্কার ।।
এই জাতি বহুতর অনর্থের মূল ।
ইতিহাসে আছে তার প্রমাণ বহুল ।।
দাক্ষিণাত্য জয় করি মানসিংহ রায় ।
উদয় উদয়পুরে জাতির আশায় ।।
রাণার সহিত করি একত্রে ভোজন ।
পুনর্ব্বার ক্ষত্রিয়ত্ব-প্রাপণ মনন ।।
প্রতাপ পাঠায়ে দেন আপন কুমারে ।
মানসিংহে যথা-সমাদরে আনিবারে ।।
রাণারে না দেখি মান ভোজন-সময়ে ।
কুমারে জিজ্ঞাসা করে ম্লানমুখ হয়ে ।।
"কহ তাত মহারাণা কেন অনাগত ।
তদভাবে ভোজন না হয় সুসঙ্গত ।।"
কুমার কহেন, "পিতা অসুস্থশরীর ।
আপনি বসুন ভোজে হইয়ে সুস্থির ।।"
মান কহে, "বুঝিয়াছি অসুস্থ-কারণ ।
কহ তাত ভবিতব্য কে করে বারণ ।।
রাণার প্রসাদ ভিন্ন এবে গতি নাই ।
তিনি যদি জাতি দেন তবে জাতি পাই ।।'
শুনিয়ে সে কথা রাণা আসিয়ে নিকটে ।
কহিলেন, "যা কহিলেন সব সত্য বটে ।।

* আক্‌বর শাহের আদেশানুসারে মানসিংহ আটক পার হইয়া ম্লেচ্ছদেশে যাইতে প্রথমে অস্বীকার পাইয়াছিলেন, কিন্তু সম্রাটের নিম্নলিখিত জ্ঞানপূর্ণ বাক্যে তাঁহার আর আটক থাকিল না ।
যথা—
"সব হি ভূমু গোপালকা, ইস্‌মে আটক কঁহা ।
জিসকা মন্‌মে আটক রৈ বহি [illegible] ।।"

কিন্তু কহ প্রায়শ্চিত্ত হইবে কেমনে।
তোমার ভগিনী গত যবন-ভবনে॥
বিষ-বিসর্পণে হ'লে রুধিরে বিকার।
কেমনে ধরিবে পুনঃ কান্তি আপনার॥"
সে কথায় শুকাইল মানের বদন।
পঞ্চগ্রাস অন্ন শিরে করিয়া ধারণ॥
তুরঙ্গে উঠিয়ে কহে সরোষ বচন।
"আমাদের জাতিপাত তোমারি কারণ॥
তনুজা অনুজাগণে দিয়ে বিসর্জন।
করিয়াছি তব দেশে শান্তির স্থাপন॥
এখন ক্ষত্রিয়গণে করি পরিহার।
দেখা যাবে কেমনে রাখিবা অধিকার॥
তবে জেন মম নাম মানসিংহ নয়।
যদি তব সর্ব্বনাশ অচিরে না হয়॥"
প্রতাপে প্রতাপ কন, "আচছা দেখা যাবে।
আহবে আমায় কভু বিমুখ না পাবে॥"
পারিষদ্ কহে এক দিয়ে টিটকারী।
"সঙ্গে করি আনিও হে দিল্লী-অধিকারী॥
তব বুনাইয়ের বল হইবে পরীক্ষা।
দেখা যাবে সমরে কে কারে দেয় দীক্ষা॥"
ক্রোধে মান কম্পমান করিল প্রয়াণ।
ক্ষত্রিয়গণ নদীজলে করে গিয়ে স্নান॥
শুচি হেতু ধৌত বস্ত্র করিল পিধান।
উৎখাতিল ভূমি যথা বসেছিল মান॥
সেই স্থল পবিত্র করিল গঙ্গাজলে।
ম্লেচ্ছবৎ জ্ঞানে মানে মানিল সকলে॥
শ্যালকের দুর্দ্দশা শুনিয়ে দিল্লীপতি।
একেবারে ক্রোধানলে জ্বলিতাঙ্গ অতি॥
বল দেখি ভবলীলা এ কি চমৎকার।
যে আক্‌বর করুণার সাগর অপার॥
যে আক্‌বর সুবিচারে ধর্ম্ম-অবতার।
যে আক্‌বর বহুবিধ জ্ঞানের আধার॥
যে আক্‌বর ভেদজ্ঞান বিহীন সুজন।
সকল জাতির প্রতি সমান দর্শন॥
সেই গুণসিন্ধু শাহ শ্যালক বচনে।
হিন্দুধর্ম্ম-সংহারে প্রতিজ্ঞা করে মনে॥
না থাকিবে ভারতে হিন্দুর স্বাধীনতা।
অসতী হইবে পুণ্যভূমি পতিব্রতা॥

বড় বড় রাজপুত কুলকন্যা ধরে।
বড় বড় সরদার সেবা পরিচরে॥
পরিণীতা নহে শুধু শশদীয়া বালা।
নহে পীত সে সিন্ধু নিঃস্থত চারু হালা॥
নহে বশীভূত ভূপ উদয়-নন্দন। *
এই অনুতাপদাহে দহে তনু-মন॥
শাস্ত্র এই, যুক্তি এই, যেই হয় বীর।
অধর্ম্মে বিপদে কভু না নোয়ায় শির॥
সহস্র শত্রুতা থাক্ প্রতিযোগী সহ।
বিগ্রহ-ব্যসনে সদা অধর্ম্মবিরহ॥
কিন্তু বীর আক্‌বরে সে ভাব কোথায়।
করিল কুকীর্ত্তি শেষ শ্যালার কথায়॥
সাজিল উদয়পুর-দর্পচূর হেতু।
উড়িল আকাশে অর্দ্ধচন্দ্র চিত্রকেতু॥

দ্বিতীয় সর্গ

যৌবনে যুবতী যথা পতিহীনা হয়।
সকল সম্পদ হত ব্যাকুল হৃদয়॥
বসন-ভূষণ ভোগ-যাগে বীতরাগ।
দিবানিশি গত লয়ে ব্রত পূজা যাগ॥
সেইরূপ তরুণী-যতিনী প্রায় তুমি।
প্রতাপের রাজ্যকালে ছিলে মরুভূমি॥
তরু দুর্গ-দেহে আর নাহি পূর্ব্বশোভা।
যেই শোভা শূর-বীরগণ-মনোলোভা॥
উদয়ের সহ যবে যবনের রণ। †
তাহে অন্তর্গত তব প্রতিভাতপন॥
একবার আমার প্রবল কোপানলে।
কত কীর্ত্তিকলা তব গেল রসাতলে॥
তার পর বেয়াজীদ করে আক্রমণ।
পুনঃ তাহে তোমার লাবণ্য সংহরণ॥
অনন্তর আক্‌বর সাজিয়া আসিল।
যে কিছু বা ছিল বাকী সকলই নাশিল
কে বলে জগদ্‌গুরু সে মোগলবরে।
কেন বা তাহার মুদ্রা লোকে সমাদরে।

---

* রাণা প্রতাপসিংহ।
† রাণা প্রতাপের পিতা উদয়সিংহ।

কোনরূপে নহে ক্ষান্ত অশান্ত মোগল।
শ্যালকের অপমানে হইল পাগল॥
বিশেষতঃ প্রতাপের প্রতাপ দুঃসহ।
পাঠাইয়ে দিল পুত্রে সেনা-সিন্ধু সহ॥
সঙ্গেতে আইল মানসিংহ মহাবেত।
হায় ভিন্ন ধাতু প্রসবিল এক ক্ষেত॥
এই মহাবেত রাণাবংশেতে সম্ভূত।
প্রতাপের কনীয়ান সাগরের সুত॥
ধনলোভে ধর্ম্মচ্যুত হইল দিল্লীপুরে।
দ্বেষানল যথা কাশ্যপেয় সুরাসুরে॥
প্রতাপের অন্য ভাই শক্তিসিংহ নাম।
সেই স্বীয় জাতি জ্ঞাতি ভ্রাতৃ প্রতি বাম॥
মোগলের অনুগত, তারি সেবাকারী।
স্বদেশ-বিরুদ্ধে অদ্য প্রহরণধারী॥
ধনহীন উপায়বিহীন, ভ্রাতৃহীন।
মনে কর প্রতাপের কিরূপ দুর্দ্দিন॥
কিন্তু যথা সাগর-তরঙ্গ প্রতিঘাতে।
মহেন্দ্র অচল কভু শরীর না পাতে॥
প্রতি প্রতিঘাতে তার মূলবদ্ধ হয়।
সেরূপ সুদৃঢ়চেতা উদয়-তনয়॥
এই পণ সভাস্থলে করে মহাবল।
"জননীর স্তন্য-দুগ্ধ করিল উজ্জ্বল॥"
সেই পণ পালন করিব মহাশয়।
হেন কীর্ত্তি হয় নাই হইবার নয়॥
সকল সাম্রাজ্য শুদ্ধ বিরুদ্ধ তাহার।
একেশ্বর সহিল, রাখিল অধিকার॥
কত শত শক্রভূমি দিল ছারখার।
কভু বনে বাস, কভু পর্ব্বত মাঝার॥
আহার বনের ফল, পেয় নদীজল।
সুখের শয়ন কাননের তৃণদল॥
বন্য পশু বন্য নর সহিত বসতি।
এরূপে পালিল দারা-সুত মহামতি॥
মনে ভাবে আমি শিলাদিত্য-বংশধর।
নমস্য কে আছে মম ভুবন-ভিতর॥
দূরে থাক যবনেরে সুতা সম্প্রদান।
প্রাণ সত্ত্বে না মানিল বলিয়া প্রধান॥
অদ্যাপি প্রতাপ-নাম শ্রুত মুখে মুখে।
কীর্ত্তিকলা লেখা যত রাজপুত্র-বুকে॥

কহিতে সে কথা কবি-নেত্রে বহে নীর।
সত্য সেই প্রদীপ্ত করিল মাতৃক্ষীর॥
কেবল ঠাকুর পঞ্চ প্রতাপের বল।
প্রাণপণে প্রভুসেবা হৃদয় সরল॥
হিন্দুরাজ চক্রবর্ত্তী কীর্ত্তি হয় শেষ।
ভাবিয়া অস্থির কিসে রক্ষা পাবে দেশ॥
প্রভু-পাশে সমরে জীবন যদি যায়।
সেও শ্রেয়ঃ মোগল-দাসত্ব ঘোর দায়॥
প্রভুপাত্র-উচ্ছিষ্ট প্রসাদ উপাদেয়।*
অমিয় তাহার সহ নহে উপমেয়॥
হেথা শুন সমাচার সমরসমিদে।
আইল সলিম † রৌদ্ররস-পূর্ণ হৃদে॥
আরাবল পর্ব্বত-পশ্চিম দিয়ে ধায়।
প্রবেশিল মেরুদেশে কালানল প্রায়॥
হল্‌দীঘাটে প্রতাপ পাতিল নিজ থানা।
অমরের সাধ্য নহে তথা দিতে হানা॥
বাইশ হাজার মাত্র সেনার যোগান।
গিরিকূটে সুসজ্জিত রাখে মতিমান্॥
গিরিব্রজে রাজধানী ঘেরা অনুপম।
জরাসন্ধ দুর্গসম বিষম-দুর্গম॥
কিবা উপত্যকা কিবা অধিত্যকা স্থলে।
নিবিড় কানন প্রায় শোভা সেনাদলে॥
অট্টালিকা-শিখরে কি পর্ব্বত-শিখরে।
কোষযুক্ত অসি নির্ঝরের ভাতি ধরে॥
কৃতান্তকিঙ্কর সম দেখিতে করাল।
প্রহরণ প্রস্তর ধনুক শরজাল॥
প্রভুভক্ত অনুরক্ত ভীল নানা জাতি।
সকলের আগে ভাগে রহে থানা পাতি॥

---

* মহারাণা নিজাধীন সামন্তদিগের সহিত ভোজনে উপবেশনান্তর স্বীয় পাত্র হইতে কিয়দন্ন লইয়া তন্মধ্যে প্রধান মর্য্যাদাবান্ ব্যক্তির প্রতি প্রসাদ করেন, এই প্রসাদের নাম 'দুনা' বা 'দয়া'। এই সম্ভ্রম-প্রাপণার্থ সামন্তগণ অতীব লোলুপ, মানসিংহ এই পাত্রাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট প্রাপ্ত না হওয়াতেই মিবারের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।

† জাহাঁগীরের বাল্য নাম।

বনে বাস সভ্যতা ভব্যতা নাহি জানে।
কিন্তু প্রভুভক্তি যোগসার জ্ঞানে মানে॥
শিশদীয়া বিপদ্-সাগর-পার-সেতু।
কত শত হত প্রভু পরিত্রাণ হেতু॥
হইল বিষম যুদ্ধ কি বলিব আর।
স্বধর্ম্ম পালনব্রত সর্ব্বব্রত-সার॥
এক এক রাজপুত্র কুলের ঈশ্বর।
ক্রমে ক্রমে স্বদলে হইল অগ্রসর॥
নির্ভয়-হৃদয়ে ধায় কেশরীর প্রায়।
হুহুঙ্কার হর হর শব্দ উভরায়॥
মহাবীর্য্যবান্ সবে মদমত্ত হিয়া।
বরিষে বরশী ভল্ল অশ্বে আরোহিয়া॥
আপন সেনায় হেরি বিক্রম বিশাল।
আনন্দ-রসেতে ভোর হইল ভূপাল॥
সমরতরঙ্গে ভাসে সকলের আগে।
যথা যায় শত্রুভট ভঙ্গ দিয়ে ভাগে॥
উড়ে বৈজয়ন্তী ভানু-ভাসিত লোহিত।
বাজীরাজী চাতকের * পৃষ্ঠে আরোহিত॥
বৈর শোধ-গ্রহণার্থ ব্যাকুল অন্তরে।
কুলের কজ্জল মানসিংহে তত্ত্ব করে॥
সন্ধান না পেয়ে তার ঘন ঘন ফেরে।
সম্মুখে পাইল শাহ-সুত সলিমেরে॥
শত শত যবনেরে করিয়া সংহার।
মহাতেজে তথায় হইল আগুসার॥
যেমন দেবতা, যান ভূষণ তেমনি।
ঘন ঘন চাতক করিয়া হ্রেষাধ্বনি॥
সলিমের করিশুণ্ডে করে খুরাঘাত।
ঝলকে ঝলকে হয় রুধির-সম্পাত॥
ভাগ্যবশে আয়সে হাউদা ছিল আঁটা।
তাই বাদশাহসুত নাহি গেল কাটা॥
তুরুকসোয়ারগণ দিয়েছিল হানা।
কদলীর বন প্রায় কাটিলেন রাণা॥
কাটা গেল মাহুত মাতঙ্গ মাতোয়াল।
চাতকের পদাঘাতে ক্ষেপিল বিশাল॥
পলায় আপন সেনা শিবির সন্ধানে।
তাহে তৈমুরের বংশ রক্ষা প্রাণে প্রাণে॥

রাণা প্রতাপের অশ্বের নাম।

ঘোরতর সমর হইল সেই স্থলে।
দুইদল সমতুল কেহ নাহি টলে॥
সলিমের রক্ষা হেতু যবনে যতন।
রাণা-রক্ষা হেতু রাজপুতের পতন॥
মহামার-মদে মত্ত মেরুদেশপতি।
শরে শরে জরজর কলেবর অতি॥
খরতর করবালে বিক্ষত শরীর।
কিন্তু মনে কিঞ্চিৎ বিকল নহে বীর॥
তিলেক না ছাড়ে রাজছত্র শিরোপরে।
শত্রুসেনা তার প্রতি একলক্ষ্য করে॥
সেই দিকে ধেয়ে সবে বর্ষে প্রহরণ।
প্রাবৃটের মেঘজালে তপন যেমন॥
অতাপে প্রতাপ বার বার তিন বার।
শত্রুসেনা মথি করে আপন উদ্ধার।
যেন ঘোর আখেটে ভীষণ সিংহবরে।
পাল পাল গৃহপাল ঘেরি শব্দ করে॥
ব্যূহভেদ করি হরি যত যায় দূরে।
ততই তাহারে বেড়ে আখেটী কুকুরে॥
সেইরূপ অবসন্ন কৈল মহোদয়।
পরিত্রাণপথ আর দৃশ্য নাহি হয়॥
হেনকালে ঝালবর দেশের ঈশ্বর।
প্রভুর উদ্ধার হেতু হয় অগ্রসর॥
ছত্র দণ্ড নিশান অন্যথা তথা করি।
ধরাইল হেমচাঙ্গী স্বীয় শিরোপরি॥
মোহিল মোগলসেনা দেখি ছত্র-দণ্ড।
সেই দিকে প্রহরণ প্রহারে প্রচণ্ড॥
সেই অবকাশে রাণা অন্য পথে যায়।
ধন্য ধন্য ঝালবরপতি মহাকায়॥
প্রভুরে বাঁচায়ে দিয়ে স্বীয়গণ সহ।
শত্রুদলে সমর করিল দুর্ব্বিসহ॥
অনন্তর আয়ুধ-আঘাতে হতবল।
প্রাণ পরিহরে ঝালী সহিত স্বদল॥
অনুপম প্রভুভক্তি, দেহ দিল ডালি।
রাখিল অপূর্ব্ব কীর্ত্তি নিজ ধর্ম্ম পালি॥
কীর্ত্তিকলা পুরস্কার থাকে মাত্র শেষ।
করিলা প্রতাপ এই নিয়ম নির্দ্দেশ॥
বংশ অনুক্রমে ঝালবরপতিগণ।
রাজচ্ছত্র দণ্ড আর নিশান শোভন॥

নিজ ধামে ধরাইবে ধরাধীশ তায়।
রাণার দক্ষিণে স্থান পাইবে তথায়॥
অদ্যাপি উদয়পুরে আছে এই রীতি।
ভক্তির তনয় স্নেহ কহে ধর্ম্মনীতি॥
কিন্তু বল একের বীরত্বে কি উপায়।
মোগলের সেনা সীমাহীন সিন্ধু-প্রায়॥
চারিদিকে জ্বলিয়া উঠিলে হুতাশন।
ঘটপূর্ণ জলে কভু হয় নিবারণ?
লক্ষ লক্ষ মোগল করিল আক্রমণ।
অগণিত কামানে অনল-বরিষণ॥
দলে দলে উটের উপরে বাঁধা তোপ।
যেই দিকে বর্ষে গোলা সেই দিকে লোপ
কি কহিব হলদীঘাটে দুঃখের কাহিনী।
বাইশ হাজার ছিল রাণার বাহিনী॥
থাকিল হাজার অষ্ট চরম প্রহরে।
বহিল রুধির-নদী কন্দরে কন্দরে॥
প্রভুভক্ত-প্রস্রবণ-জাত তরঙ্গিণী।
যশোরূপ জাম্বুনদ-রেণু-প্রসবিনী॥
শৌর্য্য-সুধাময় ফল ফলে যার জ্বলে।
যে পায় আস্বাদ সেই ধন্য ধরাতলে॥
প্রদোষে প্রতাপ পুরে করিলা প্রস্থান।
নির্ভয় চাতক-গতি পবনগমান॥
পুরোভাগে পয়স্বিনী বহিছে ঝঙ্কারে।
এক লাফে তুরঙ্গ যাইল তার পারে॥
অশ্বে ছুটে যুগল মোগল তার পাছে।
থমকিয়া তারা সেই তটিনীর কাছে॥
প্রভু প্রায় চাতক আহত অতিশয়।
নিকট হইল শত্রু জানিল নিশ্চয়॥
খুরের আঘাতে শৈলে উঠিছে অনল।
জলধরে যেন ক্ষণপ্রভা ঝলমল॥
এমন সময়ে রাণা করেন শ্রবণ।
কহিতেছে স্বদেশ ভাষায় একজন॥
কহে ধন "ওহে নীল ঘোড়ার চালক।"
শুনি সম্বোধন রাণা ফিরান মস্তক॥
দেখিলেন অশ্বারোহী আর কেহ নয়।
আপন অগ্রজ শক্তিসিংহ মহোদয়॥

পিতা দিল অনুজেরে নিজ রাজ্যভার। *
ক্ষোভানলে স্বদেশ ত্যজিল গুণাধার॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্ রে ধনাশা দুরাশয়।
ভ্রাতৃপ্রেম-অমৃতে গরল উপজয়॥
শাহের সেবায় শক্তি তদবধি রত।
স্বদেশের প্রতিকূলে সম্প্রতি আগত॥
মোগলসেনায় থাকি করে নিরোক্ষণ।
একেশ্বর প্রতাপ করিছে পলায়ন॥
সেই ক্ষণে দ্বেষানল নির্ব্বাণ পাইল।
পুনঃ আসি ভ্রাতৃস্নেহ হৃদয় ছাইল॥
মনে ভাবে হায় ধিক্ আমি দুরাচার।
আমার স্বরূপ কেবা আছে কুলাঙ্গার॥
ভ্রাতৃভেদে বিচ্ছেদে স্বদেশ পরিহার।
পরের প্রসাদ-লোভে প্রবৃত্তি আমার॥
জন্মভূমি আর নিজ ভ্রাতৃ-প্রতিকূলে।
আসিয়াছি মদে মেতে ধর্ম্মনীতি ভুলে॥

---

* রাণা উদয়সিংহের ভোগ্যাজাত পুত্রনিকর ব্যতীত পঞ্চবিংশতি বিবাহিতাজাত পুত্র ছিল। মিবারদেশে জ্যেষ্ঠানুক্রমে সিংহাসন প্রাপণের নিয়ম সত্ত্বেও রাণা উদয়সিংহ তাহা ভঙ্গ করিয়া স্বীয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রেয়সী-গর্ভজাত জগৎমল্লকে রাজ্য-ভার প্রদান করেন। অশৌচকাল মধ্যে জগৎমল্ল সিংহাসনোপবেশন করিলে শোণিতগড়ের অধিপতি আপন ভাগিনেয় প্রতাপসিংহকে রাণাপদস্থ করণমানসে চণ্ডাবৎ শ্রেণীর প্রধান ও মিবারের রাজমন্ত্রী কৃষ্ণসিংহের নিকট উপস্থিত হইয়া জগৎ-মল্লের অন্যায় রাজ্যগ্রহণের কথা উল্লেখ করিলেন, তাহাতে সচিববর কহিলেন, মুমূর্ষু ব্যক্তি যদি দুগ্ধ পানেচ্ছা করে, তবে তাহাও প্রদান করা উচিত, ফলতঃ আমি প্রতাপের পক্ষ। এই কথা কথ-নানন্তর উভয় রাজন্য রাজসভায় যাইয়া জগৎ-মল্লকে সিংহাসন হইতে উঠাইয়া তন্নিম্নভাগস্থিত এক আসনে বসাইয়া কহিলেন, "মহারাজ! আপ-নার ভ্রম হইয়াছে, সিংহাসন আপনার ভ্রাতা প্রতাপ-সিংহের।" মাতুল এবং মন্ত্রীর প্রসাদেই প্রতাপ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। শক্তি বা শক্তা সিংহ প্রতাপের অগ্রজ বৈমাত্রেয় ছিলেন।

এইরূপ তিতিক্ষায় হয়ে দ্রবমনা।
সলিমে কহিল, "অবধান জাঁহাপনা॥
আর কারো কার্য্য নহে প্রতাপের ধরা।
আমি যাই তাহারে আনিয়া দিব ত্বরা॥"
এইরূপ কৌশল করিয়া বীরবর।
যুগল যবন সহ ধাইল সত্বর॥
পথে সেই তুরস্ক তুরঙ্গিদ্বয়ে নাশি।
অনুজ-সমীপে শক্তি উত্তরিল আসি॥
দুই ভেয়ে দেখামাত্র কোথা থাকে দ্বেষ।
পরস্পর আলিঙ্গন প্রণয়-আবেশ॥
হায় হায় ভ্রাতৃভাব বুঝে উঠা ভার।
কখন কি ভাবে হয় আবির্ভাব তার॥
সদ্ভাবে শীতল যথা তুষার তুষার।
অভাবেতে যেন কালানল অবতার॥
ধরাসনে চাতক পড়িল সেইখানে।
একদৃষ্টে নয়ন আরোপি প্রভুপানে॥
শক্তি স্বীয় তুরঙ্গ ওঙ্কার নামাধর।
অনুজেরে অর্পণ করিল বীরবর॥
যেই স্থলে চাতক ছাড়িল নিজ প্রাণ।
সেই স্থলে হৈল এক মণ্ডপ নির্ম্মাণ॥
অদ্যাপিও চাতকের চবুতারা নামে।
প্রতিষ্ঠিত আছে সেই হলদীঘাট গ্রামে॥
হাসি ভ্রাতৃ প্রতি শক্তি কহে, "এ কি রীতি।
রণভূমি ত্যাগ করা কোন্ ক্ষত্রনীতি॥
হেন কার্য্য যেন নাহি কভু আর হয়।
কুলের অযশ তাহে হইবে নিশ্চয়॥
যা হবার হইয়াছে শুন সহোদয়।
এখানে বিলম্ব আর সুবিহিত নয়॥
এত বলি হত তুরঙ্গীর অশ্বে চড়ি।
সলিম-সমীপে ফিরে গেল দড়বড়ি॥
কহে "জাঁহাপনা পথে প্রতাপের করে।
মরিল সর্দ্দারদ্বয় তুমুল সমরে॥
মরিল তাহার করে তুরঙ্গ আমার।
একা আমি কি করিতে পারি বল তার॥"
শুনি শাহসুত হৃদে করে অবিশ্বাস।
শক্তিসিংহ পতি কহে মুখে মন্দহাস॥
"রাজপুত ধর্ম্ম নহে অসত্য কথন।
কেন রাণাবৎ হেন কর বিড়ম্বন॥
সত্য কথা কহ দেখি নির্ভয় হৃদয়।
বীর যেই কভু সেই ভীত নাহি হয়॥"
শুনি শক্তি কহে যথাযথ সমাচার।
"নিবেদন করি ওহে সম্রাট-কুমার॥
রাজ্যভার-ভারাক্রান্ত অনুজ আমার।
গুরুভারে চঞ্চল চরণযুগ তাঁর॥
ভারাক্রান্ত ভাই যদি ভূমিশায়ী হয়।
কেমনে দেখিব আমি কহ মহোদয়॥
ভ্রাতৃদুঃখে দুঃখী নহে যেই নরাধম।
বিফল তাহার দেহ বিফল জনম॥"
শুনি কথা সলিম কহেন তাঁর প্রতি।
"কহ বীর কৃতঘ্নের কি হয় দুর্গতি॥
দেশ ত্যজি, ভ্রাতৃ ত্যজি, ত্যজি আত্মজন।
দিল্লীর আসনতলে লইয়া শরণ॥
যে দিল আশ্রয়, কর অহিত তাহার।
কহ রাণাবৎ কোন্ ধর্ম্মের বিচার॥
অতএব এ স্থান তোমার যোগ্য নয়।
প্রস্থান করহ যথা অভিরুচি হয়॥"
কথামাত্র শক্তিসিংহ লইয়া বিদায়।
স্বীয় দলে বলে চলে ভোটতে রাণায়॥
উপহাররূপ কিছু দান সমুচিত।
কি দিব অনুজে এই চিন্তায় চিন্তিত॥
চারিদিকে মোগল যুড়েছে অধিকার।
মিবারের পূর্ব্বরূপ নাহিক বিস্তার॥
ভইস্রোর নাম দেশ করিতে উদ্ধার।
পড়িল যবন সৈন্যে অনল-আকার॥
দুই দিনে দেশোদ্ধার করি মহামার।
উদয় উদয়পুরে উদয়কুমার॥
উদার-হৃদয় রাণা পেয়ে পরিতোষ।
অগ্রজে সে দেশ দিল সহ রত্নকোষ॥
অদ্যাপি শক্তির বংশ বিরাজিত তথা।
অমৃতের খনি রাজপুতনার কথা॥
"খোরাসানী, মুলতানী, আগল" * আখ্যান।
কুলকবি করিলেন শক্তিসিংহে দান॥

---

* এই উপাদানের তাৎপর্য্য এই যে, যে দুই মুসলমান রাণা প্রতাপের পশ্চাদ্ধাবমান হন, তাঁহারা খোরাসান ও মুলতান দেশের আমীর ছিলেন।

শুনি শাহ দুই ভেয়ে সুখ-সংমিল।
ক্রোধে জ্বলে যেন যুগান্তের হুতাশন॥
রাজ্য-অধিকার তত মনে নাহি লাগে।
শ্যালকের অপমান অন্তরেতে জাগে॥
কবে হবে মিবারের কুল-গর্ব্বনাশ।
শিশোদীয় সীমন্তিনী সহিত বিলাস॥
কিরূপে হইবে ক্ষত্রকুলের কৃন্তন।
অনুক্ষণ নানারূপ উপায় চিন্তন॥
দৈববশে একদা শুনিল আকবর।
ভিকানের রাজভ্রাতা পৃথ্বী কবিবর॥
শক্তিসিংহ-সূতা সতী বনিতা তাহার।
রূপে গুণে অনুপমা রমা-অবতার॥
মনে ভাবে পৃথ্বীসিংহ মম অনুগত।
দিল্লী-দরবারে কাব্যকলায় নিরত॥
আনিব অন্দরে আমি তার প্রমদারে।
দেখিব কেমনে রাণা রাখে এই বারে॥
সতী নাম ধরে সে রমণী রত্নকলা।
প্রতাপের ভ্রাতৃসুতা প্রবলা অবলা॥
প্রবলা হউক বালা জাতিতে অবলা।
কতক্ষণ সহিবেক পুরুষের ছলা॥
ধনের পিপাসা আর প্রভুত্বের আশা।
রমণীর ধর্ম্মকর্ম্ম শর্ম্ম মর্ম্ম-নাশা॥
প্রলোভের দাসী তারা স্তবের কিঙ্করী।
ইথে বশীভূত নহে কে আছে সুন্দরী॥
এত ভাবি ষড়যন্ত্র ঠাহরে সম্রাট।
অন্তঃপুরে বসাইব যুবতীর হাট॥
দিল্লীপুরে আছে যত ধনীর গেহিনী।
কিবা মহারাজা রাণা মানস-মোহিনী॥
কিবা ওমরা আমির বণিক্ কি সৈনিক।
দরবারে নিয়োজিত যাহারা দৈনিক॥
সকলে পাঠাবে দারা বেগম-মহলে।
নানারূপ বাণিজ্য বসিবে সেই স্থলে॥
গোপনে ভ্রমিব তথা ছদ্মবেশ ধরি।
নিরখিব নানা নারীনিধি নেত্র ভরি॥
অবশ্য আসিবে তথা শক্তির নন্দিনী।
লীলা-কল্পলতামূলে রস নিস্যন্দিনী॥
ভাঙ্গিবে রসের হাট রজনী সময়ে।
যখন যাইবে সবে আপন আলয়ে॥
কোশলে করিব তারে নিজ করগত।
সাধিব সকল সাধ অভিমত যত॥
ইহা ভিন্ন কেমনে হইব চক্রেশ্বর।
এখনো ভারতে আছে এক নরবর॥
প্রভাতের তারা প্রায় এখনো এ দেশে।
আছে রাণা হিন্দুপতি জয়-অবশেষে॥
বার বার কুটুম্বিতা-করণ-কারণ।
তাহার নিকটে কত দূতের প্রেরণ॥
করিলাম কতবার তন্ত্রমন্ত্র নানা।
কোনরূপে বশীভূত না হইল রাণা॥
এবার কি হবে গতি শুনিবে যখন।
বিক্রীত নৌরোজা-হাটে তনুজারতন॥
মানের থাকিবে মান নিষ্কণ্টক পথ।
এক কার্য্যে সিদ্ধ হবে সব মনোরথ॥
পরদিন দিল্লীপুরে ঘোষণা প্রকাশ।
হইবে "নৌরোজা" পর্ব্ব প্রতি মাস মাস॥
ভাগ্যধর-ভাগিনীর বসিবেক হাট।
মহলে মহলে হবে নানারূপ নাট॥
বিবিধ বিদেশী নারী বাক্য আলাপন।
তাহে হবে নবরূপ ভাষার সৃজন॥
সকল জাতির মধ্যে না থাকিবে দ্বেষ।
জানা যাবে রাজ্যের সংবাদ সবিশেষ॥
নারীমুখে কোন কথা গুপ্ত নাহি রবে।
সব কথা বাদ্‌শার সুগোচর হবে॥
শুনি দিল্লীপুরে বৃদ্ধি আনন্দ-উৎসাহ।
ন-ভূত ন-ভাবী কীর্ত্তি করিলেন শাহ॥
কিছুমাত্র অবিশ্বাস নাহি কোনক্রমে।
স্বচ্ছন্দে সকলে যায় প্রথমে প্রথমে॥
নৌরোজা আমোদমদে মত্ত অবিরত।
এইরূপে কতকাল হইলে বিগত॥
একদা দিল্লীশ এই চিন্তা করে মনে।
হইয়াছে সুসময় সতী-আকর্ষণে॥
সতীর ভাসুর জায়া ভিকানের রাণী।
অগ্রে তারে কোনরূপে করতলে আনি॥
প্রগল্‌ভা প্রমদা সেই প্রৌঢ়া প্রৌঢ়মতি।
অনায়াসে ভিকানেরী ভিক্ষা দিবে রতি॥
পরে কণীয়সী সেই রূপসী সতীরে।
সুযোগে আনিয়ে দিবে বিলাস-মন্দিরে॥

যথা গৃহপালিত মাতঙ্গ বিচক্ষণ।
প্রলোভে ভুলায়ে আনে বনের বারণ।।
যা ভাবিল তা ঘটিল রায়মল্ল * রাণী।
আকবরে দেহ দিল মনে ধন্য মানি।।
নারীধর্ম্ম অমূল্য রতন বিনিময়ে।
লভিল অশেষ খনিজাত মণিচয়ে।।
একদিন সতীরে প্রলোভ দেয় ছলে।
কহে, "সই এমন দেখিনি ধরাতলে।।
অপরূপ হাট বসে না যায় বর্ণন।
দেখি শোভা যদি পাই সহস্রলোচন।।
কত রূপ-রঙ্গ, কত ভাষার কথায়।
নাহি মাত্র পুরুষের সম্পর্ক তথায়।।
অতি প্রিয়বাদিনী মহিষী যোধাবাই। †
ভুবনে এমন বুঝি চারুশীলা নাই।।
দিল্লীশ্বর দাস সম যাহার নিকটে।
পদানত হয় যার পেশোয়াজতটে।।
হেন রামা গুণধামা নাহি অহঙ্কার।
সরলতা শীলতার যেমন ভাণ্ডার।।
চল চল চল সই তথা লয়ে যাই।
চক্ষু কর্ণ বিবাদ মিটিবে তথা ভাই।।"
জায়ের কথায় সতী পাইল বিশ্বাস।
রজনীতে বিবরণ কহে পতিপাশ।।
সাধুশীল পৃথ্বীরায় দিল অনুমতি।
গুণবতী ভার্য্যাভক্ত নহে কোন্ পতি।।
সতীর সতীত্ব পরীক্ষিত বারে বারে।
কার সাধ্য সতীরে অসতী করিবারে।।
অভেদ্য অচ্ছেদ্য সে সতীত্ব-কবচ।
পাপ-অস্ত্র সাধ্য নাই স্পর্শে তার ত্বচ।।
হাসি হাসি কহে পৃথ্বী, "শুন প্রিয়ে সতি।
নৌরোজার হাটে যেতে হইয়াছে মতি।।
তোমার পসরা ভারী থেকো সাবধানে।
লঠেরায় লুঠে পাছে তাই ভয় প্রাণে।।
জানি তব পসরা অমূল্য এ সংসারে।
কেবা পারে মূল্য দানে ক্রয় করিবারে।।
কিন্তু লুঠেরার ভয়ে ভীত মহাজন।
নির্ঘাত বজ্রের প্রায় তার আক্রমণ।।"
শুনি স্মিতমুখী সতী নতমুখে কয়।
"হাটে বাটে দ্রব্যের মূল্য নাহি হয়।।
হেন দ্রব্য পুষে কেন রাখা চিরকাল।
লুঠেরায় লুঠে লয় সে বরং ভাল।।"
কথা শুনি কবি ফুল্ল মানস-সরোজে।
জায়ারে বিদায় দেন যাইতে নৌরোজে।।

------ ------

তৃতীয় সর্গ

কিবা অপরূপ শোভা নাগরীর হাট।
ন-ভূত ন-ভাবী কীর্ত্তি করিল সম্রাট।।
বিবিধ কুসুম যেন কুসুম-কাননে।
কুসুম-সময়ে হাসে প্রফুল্ল আননে।।
কোন পুষ্প প্রভায় প্রকাশে পরিপাটী।
শন্য থেকে তারা কি আইল পুষ্পবাটী।।
কোন পুষ্প লালিত্য রসের চারুধাম।
ভানুকরে ম্লানমুখ হয় অবিশ্রাম।।
কোন পুষ্প কষিত-কাঞ্চন-কান্তিধর।
কারু বর্ণ যেন সুশীতল বৈশ্বানর।।
কেহ শোভে নবীন নীরদরেখা-প্রায়।
কেহ বা তুষার ছবি অমলিন-কায়।।
নহে স্থির ছোট বড় রূপের বিচারে।
এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমারে।।
যার দিকে পড়ে দৃষ্টি, তারি দিকে রয়।
পালটিতে পলকের প্রমাদ নিশ্চয়।।
কাহার সৌরভে মন প্রাণ করে চুরি।
নয়নের দাস করে কাহার মাধুরী।।
এইরূপ নানাদেশজাত নানা নারী।
বসাইল মণিহারী মুনিমনোহারী।।
কোন নারী গারজিয়া * নাম দেশে জাতা।
জনমিয়া জানে নাই কেবা পিতা মাতা।।
কুমার কুমারকালে পরকরগত।
বিক্রীত শরীর পণ্য পুতুলের মত।।

* ভিকানের দেশাধিপতির নাম।

† মানসিংহের ভগিনী, আকবরের প্রধানা মহিষী।

* জর্জিয়া দেশের পারস্য নাম।

ইস্তাম্বুলে ক্রয় করে যত বিলজ্জিত।
অনঙ্গ-যজ্ঞের বলিস্বরূপ সজ্জিত।।
বড় রূপে বড় মূল্য হয় ডাকাডাকি।
দক্ষিণা দীনার দানে নাহি রাখে বাকী।।
ধিক্ ধিক্ দ্রবিণাশা দুরিত এমনি।
অপত্যের স্নেহ ছাড়ে জনক জননী।।
ধিক্ পুষ্পশরাহত পামরনিকরে।
যুবতী জাতিরে যারা পশু-জ্ঞান করে।।
বসিয়াছে বিজাতীয় বরাঙ্গনাগণ।
শিশির-সময়ে যথা সরোজকানন।।
রূপ বড় বটে কিন্তু লাবণ্যবিহীন।
পিঞ্জরে কোথায় সুখী বনের হরিণ।।
নানা ভোগ-রাগ বটে দিল্লী-অন্তঃপুরে।
কিন্তু তাহে মনের মানস নাহি পূরে।।
হীরক শৃঙখল পদে হেমদণ্ডে বাস।
সারিকা তাহাতে হৃদে লভে কি উল্লাস।।
না বসিলে নয় তাই বসিয়াছে হাটে।
মনোদুঃখ আবরিয়া কাপট্য কপাটে।।
বসিয়াছে আয়াগণ প্রদেশের নারী।
অপাঙ্গের পরে পঞ্চশর মানে হরি।।
স্বর্ণ-বর্ণ চিকণ চিকুর কমনীয়া।
বসিয়াছে রোমক রমণী রমণীয়া।।
আরক্ত কপোল কিবা প্রকাশে প্রভায়।
গোলাপ ত্যজিয়ে অলি তার দিকে ধায়।
বিস্ফুরিত বিপুল বিনোদ কলেবর।
যুগল মরালবর চারু পয়োধর।।
হৃদয় সুরস সরোবরে মোদমান।
লোহিত চুচুকপুট চঞ্চুর সমান।।
বসিয়াছে আরমানী গত আরমান্।
মোগল-মন্দিরে কোথা থাকে আর মান।।
মস্তকে মুকুট ধরা অমরী-আকার।
অঙ্গের আভায় হারে রত্ন-অলঙ্কার।।
বসিয়াছে য়িহুদী অবলা সুপ্রবলা।
রসিকা রসনা ছলা কলায় চঞ্চলা।।
অলকে ঝলকে হেমমুদ্রা থরে থরে।
বিজড়িত মুক্তামালা স্তনপরিসরে।।
বসিয়াছে ঈরাণী তুরাণী কত আর।
কি বর্ণিব বিশেষ বর্ণন করা ভার।।

সহস্র সহস্র নারী অপ্সরী-আকার।
দেশে দেশে বাছিয়া এনেছে সার সার।।
যথা নানা দেশীয় কুসুম বিমোহন।
শোভা করে পাতশার প্রমোদ-কানন।।
কিন্তু কহ কেবা নাহি জানে এই কথা।
বিদেশীয় পুষ্প নহে হাস্যমান তথা।।
কুঙ্কুম কিঞ্জল্ক কভু মালবে না হয়।
কাশ্মীরেতে দেব-পুষ্প কভু জাত নয়।।
স্থানভ্রষ্ট হ'লে আর শোভা নাহি রয়।
বিদেশেতে বায়ু তার আয়ু করে ক্ষয়।।
অতএব নিসর্গের বিপরীত এই।
যে করে এমন কাজ দুরাচারী সেই।।
বসিয়াছে তার কাছে মোগলবাহিনী।
কামের কামিনী কিবা চাঁদের রোহিণী।।
প্রফুল্ল দাড়িমী সম লোহিত অধর।
মাদকে ঘূর্ণিত-প্রায় আঁখি ইন্দীবর।।
সুবর্ণ ঘুঙঘুর পদে বাজে পদে পদে।
বিশদ মেহেদী রাগ করকোকনদে।।
ঝলমল পেশোয়াজ টলমল কায়।
আতরেতে তর করে যেখানেতে যায়।।
জরীতে জড়িত বেণী বিনোদ-বন্ধন।
মেঘে যেন সৌদামিনী দেয় দরশন।।
মানমদে মাতোয়ালা গুমান গরবে।
হীন হেন বোধ করে অন্য নারী সবে।।
রাজ-রাজেশ্বর পতি পৃথিবী-প্রধান।
মোগলের পদানত সব হিন্দুস্থান।।
যতেক আমীর-পত্নী অহঙ্কারে ভোর।
অন্যদেশী অবলারা যেন সবে চোর।।
বিনোদ আরাম সেই শোভার ভাণ্ডার।
স্থানে স্থানে পড়িয়াছে বস্ত্রের কাণ্ডার।।
রেশমী পশমী থোপ মুকুতার ঝারা।
চন্দ্রাতাপ শোভে কত সুবর্ণের তারা।।
মাধবীমণ্ডপমাঝে কোন মনোরমা।
বসিয়াছে সাজায়ে পসরা অনুপমা।।
কনকরঞ্জিত পত্রে লিপি মনোহর।
প্রেমময় কবিতা গীতিকা তর তর।।
নাস্তালিক প্রভৃতি হরফ হরবীজে।
বেড়া তায় হীরক পল্লব-সরসিজে।।

কোথা রত্ন-শিলাময় বহিছে ফুহারা।
উগরিছে গোলাব-বাসিত বারিধারা।।
তার তলে মণিময় কমলের দলে।
নানা রঙ্গে খেলে নানারঙ্গী মীনদলে।।
সফর হইতে আনা সুবর্ণ-সফর।
তার সহ খেলে মীন নীলনভোধর।।
যেন ক্ষুদ্র মেঘমালা গগনে বিস্তার।
অস্তগত ভানুকরে শোভা চমৎকার।।
উঠিয়াছে সব তরু নির্ঝরের কাছে।
তার তরে কোন বামা পসরা দিয়েছে।।
বিহঙ্গ পসরা তার পিঞ্জরে পিঞ্জরে।
পড়িতেছে কাকাতুয়া সুগভীর স্বরে।।
বয়েৎ বলিছে তোতা বিনাইয়া কত।
শুনিতেছে হীরামন শির করি নত।।
ওমরা শুনিছে যেন মৌলবীর বাণী।
বিবি সাজে লোরী আসি করে কানাকানি।।
জল দে জল দে বলি ডাকি কপিঞ্জল।
হোসেন মরিল যেন করি জল জল।।
বুলবুল হাজারা হাজার ছাড়ে তান।
একেবারে কেড়ে লয় মন আর প্রাণ।।
প্রমোদে পাপিয়া পাখী পিউ পিউ রটে।
বিয়োগা বিয়োগব্যথা বৃদ্ধি তাহে বটে।।
কুহু কুহু মুহুর্মুহুঃ ডাকে পিকবর।
ললিত পঞ্চম স্বরে সরে পঞ্চশর।।
বলিছে বিবিধ বুলি মদন সারিকা।
ঘটকের মুখ যেন মিশ্রের কারিকা।।
পুষিয়াছে পারাবত নানারূপ সাজ।
সেরাজু লোটন লক্কা মুখ্‌খী গিরবাজ।।
প্রণয়ের দূত-কার্য্যে পটু বিলক্ষণ।
চঞ্চুপুটে লিপি লয়ে করয়ে বহন।।
আর সেই বিহঙ্গ চতুর-চূড়ামণি।
ইঙ্গিতে হরিয়ে আনে নায়িকার মণি।।
নিকটে দাঁড়ায়ে মেঘপ্রিয় মেঘনাদ।
পুচ্ছে যার শোভিত হাজার স্বর্ণচাঁদ।।
আর এক নারী বসে বকুলের মূলে।
সাজাইয়া আপন আপন নানা ফুলে।।
ফুলের স্তবক-গুচ্ছ তোড়া ভাতি ভাতি।
মল্লিকা মালতী যূথী নাগেশ্বর জাতি।।

কামের করাত তীক্ষ্ণ কুসুম-কেতকী।
কুরুবক ভূচম্পক পুন্নাগ ধাতকী।।
কুমুদ-কহ্লার আর কেশর কস্তুরা।
কামিনী স্বরূপ সেই কামিনী ভঙ্গুরা।।
বসরার গর্ব্ব-খর্ব্ব গোলাব সুন্দর।
পুষ্পরাজ কেবা আছে তাহার সোসর।।
মালিনীর প্রায় ধনী পুষ্পবিভূষণা।
দোনায় দোনায় ভাগ দেয় সুবদনা।।
গাঁথিয়াছে ফুলময় হার শতেশ্বরী।
ফুলচন্দ্রহার আর ফুল সাতনরী।।
ফুলময় বলয় বিজটা কর্ণফুল।
ফুলময় ভুজবন্ধ ফুলময় দুল।।
ফুলময়ী ব্যজনী ফুলের দণ্ড তার।
ফুলময় ঝালর শোভিত চারি ধার।।
ফুলময় আসন বসন বিভূষণ।
রহিয়াছে ফুলময় কাঁচলী কষণ।।
কি কল করিল ফুলে কুমার সুন্দর।
এ মালিনী পারে তারে শিখাতে সুন্দর।।
কাজ কি ফুলেতে লেখা কাব্য রসময়।
প্রতি পুষ্পে মনোভাব দেয় পরিচয়।।
জ্বলিতেছি বহু দিন প্রণয়-অনলে।
রঙ্গণ সে ভাব ব্যক্ত করে বন-স্থলে।।
অধীরা অবলা আমি চাহি হে আশ্রয়।
চুতে আলিঙ্গন দিয়ে মাধবিকা কয়।।
অন্তর আসর মুখে কথার করাত।
কুলটা কেতকী করে পুষ্পবন মাত।।
অশোক অশোক ভাব প্রকাশিছে কিবা।
মধুর মধুর মাসে হাসে নিশা দিবা।।
প্রখর প্রভাব নাহি সহে কলেবরে।
কুমুদিনী আমোদিনী হিমকর করে।।
পর পরশনে ম্লান সলজ্জশালতা।
আ মরি কি ভাব ব্যক্ত করে লজ্জলতা।।
এইরূপ প্রতি পুষ্পে প্রকৃতির লীলা।
মানুষের মনোভাব স্বভাব লিখিলা।।
দম্পতীর প্রেমালাপ সাধন কারণ।
কত রূপ হার ধনী গাঁথিছে শোভন।।
কেলিশৈলে সুরাগৃহে অপর তরুণী।
পসরা সাজায়ে বেচে বিবিধ বারুণী।।

সুবর্ণ সুবর্ণধরা সিরাজী মদিরা।
পানমাত্র দোলে গাত্র সুধীরা অধীরা।
গোস্তনীর গর্ত্তজাতা লোহিত বরণী।
রসাইল রসদানে নিখিল ধরণী॥
চষকে চষকে চারু শোভা চমৎকার।
মোহিনীর পুনঃ কি হইল অবতার॥
অসুরের ক্ষোভ শান্তি করিবার তরে।
সুধা বুঝি জনমিল দ্রাক্ষার উদরে॥
হেন অপরূপ শক্তি কে রাখে সংসারে।
দূর করে সকল সন্তাপ একেবারে॥
দুঃখভরা ধরা দুঃখ বিপলে বিলয়।
নন্দন কানন সুখ অনুভূত হয়॥
বসিয়াছে তার কাছে আর এক নারী।
নানামত সুমধুর ফলের পসারী॥
সুরঙ্গ নারঙ্গ করে সৌরভে আকুল।
জামীর সভায় যায় নবরঙ্গ কুল॥
আর সেই চারু ফল বীজপুর নাম।
ফুল্লপয়োধর তুল্য শোভা অভিরাম॥
এমনি প্রচুর রস ধরে কলেবরে।
সময় হইলে পর আপনি বিদরে॥
রাখিয়াছে আর কত মত ফল-মূল।
তুলে তুলে বিনিময় লয়ে বহু মূল॥
আর এক নারী বেচে গন্ধ মনোহর।
অগুরু চন্দন চূয়া কুন্দুরু কেশর॥
কালীয়ক কুঙ্কুম কর্পূর কস্তূরিকা।
মধুযষ্টি চন্দরুষ আর মধুরিকা॥
তর তর আতর অসীম শক্তি তার।
রতি-তরঙ্গিণী তরণের সে আতার॥
পাঁদরী সন্দলী যূথী গোলাবী চামেলী।
মোতিয়ার আমোদে মদন করে কেলি॥
মজাভরা মজমুয়া মধুর রচনা।
তিলে তিলে যেন তিলোত্তমার সূচনা॥
কিছুই আপন নহে পরধনে ধনী।
অথচ সৌরভ আর গৌরবের খনি॥
বসিয়াছে বণিক্-বনিতা বরাননী।
সাজাইয়া বিধিমত নিধির বিপণি॥
সূর্য্যকান্ত, প্রভাকর-প্রভা-প্রতিযোগী।
চন্দ্রকান্ত, যারে ছুঁলে শীতল বিয়োগী॥

পদ্মরাজ, পুষ্পরাগ, ইন্দ্রনীলোৎপল।
মরকত, গোমেদক, হীরক উজ্জ্বল॥
বৈদূর্য্য বিখ্যাত মণি বিদর্ভে বিজাত।
পাকা বদরীর মত মুকুতা বিভাত॥
সর্ব্ব-রত্ন গর্ব্ব-খর্ব্ব বেণেনীর কাছে।
তার রূপ প্রতিভায় হারি মানিয়াছে॥
পদ্মরাগ হতরাগ অধর নিকটে।
গণ্ডে হেরি প্রবালের প্রভা কি প্রকটে॥
নয়নের নীলিমায় হারে ইন্দ্রনীল।
দন্তদ্যুতি দেখি মুক্তা পরাস্ত মানিল॥
আর ধারে এক রামা নিবাস বসরা।
কৌষেয় রাঙ্কব বস্ত্রে দিয়াছে পসরা॥
মুকুতা জড়িত চোলী কাঁচলী কাফতান।
ঝকমক্ তারকস্ অতি দীপ্তিমান্॥
রবি-শশি-ছবি আলোহিত মখমল।
চীনজাত সুচীন শাটিন নিরমল॥
বিশালা দোশালা জুব্বা জেগা জামেয়ার।
গলবন্ধ কটিবন্ধ প্রকার প্রকার॥
চিকণের চিকণিয়া চারু চন্দ্রিকায়।
নয়ন নিস্পন্দ অন্য দিকে নাহি চায়॥
মখন মখন করে প্রকৃতির জারি॥
ধন্য ধন্য সূচিকার যাই বলিহারি॥
ধন্য কাশ্মীরের তাঁত তোমার গৌরব।
অদ্যাবধি শ্বেতশিল্পী মানে পরাভব॥
আর এক নারী বেচে কার্পাসের বাস।
বেশে দেয় পরিচয় ঢাকায় নিবাস॥
বিমল বারির স্রোত নাম আবরোঁয়া॥
পূরাগান বংশবিলে সুখে যায় খোয়া।
অনুপম শবনম সূক্ষ্ম অতিশয়।
নিশির শিশির যাহা দৃশ্য নাহি হয়॥
বিবিধ বিচিত্র পুষ্পদাম বিরচিত।
জামদান কামদান রমণী-রচিত॥
মজায় বিলীন সেই বুক মজলিন।
সন্তানক-কুসুম স্বরূপ অমলিন॥
সাবাস্ সাবাস্ তোরে ঢাকা জনপদ।
শিল্পচাতুরীতে তোর অতুল সম্পদ॥
পরাভূত সবে বটে কৈল বাষ্পকল।
কিন্তু জয়ী তব শিল্প-চাতুর্য্য-কৌশল॥

এইরূপ নানারূপ লইয়ে পসরা।
বসিয়াছে পুষ্পবনে যত মনোহরা॥
এক্ধারে যত সব রাজপুতদারা।
অমরী কিন্নরী পরী অপ্সরী-আকারা॥
ইন্দু ভানু কৃশাণু কুলেতে অবতার।
রূপের ছটায় সত্য সাক্ষ্য দেয় তার॥
মোগলের মন্ত্রে মজি হেঁট চন্দ্রানন।
ভাতিহীন ভস্মে যথা দৃশ্য হুতাশন॥
অথবা শ্যেনের করে কপোতিকাপ্রায়।
সশঙ্কিত ভীতচিত শিহরিত কায়॥
কার ভাগ্যে কোন্ দিন কি হয় ঘটনা।
অবিরত অন্তরেতে ইহাই রটনা॥
ভিকানের ভামিনীর সতীত্ব-ভঞ্জন।
চৌহান কুলেতে কীলী গঞ্জন অঞ্জন॥
অনেকেতে জানিয়াছে সেই সমাচার।
ভয়ক্রমে আলাপন নাহি করে তার॥
নিদাঘ-নীরদ মত নাহি বরিষণ।
মৃদু রব কভু শ্রুত নহে গরজন॥
হেন কালে ভিকানের ভাবিনী-যুগল।
উদয় হইল যেন জ্যোতির মণ্ডল॥
প্রগল্ভা প্রথমা যেন প্রফুল্ল কমল।
প্রকাশিত বিস্তারিত পল্লব সকল॥
বিতরিত মকরন্দ কৃপণতাহীন।
দানে দানে ভাণ্ডার হয়েছে কিছু ক্ষীণ॥
কিন্তু যাহা আছে শেষ তার লালসায়।
কলি ত্যজি অলিকুল সেই দিকে ধায়॥
দ্বিতীয়ার রূপ সহ কি দিব তুলনা।
যৌবনের উপক্রম ললিত ললনা॥
হাটেতে বসিয়ে ছিল হাজারে হাজার।
সাজাইয়ে নিজ নিজ রূপের ভাণ্ডার॥
সতীর উদয়ে সবে হইল মলিনী।
দ্বিজেশ-দরশে যথা প্রদোষে নলিনী।
বিচিত্র ভাবিল রূপ করি দরশন।
নিজ নিজ রূপে ধিক্ দানে নারীগণ।
নানাদেশী রমণীর গর্ব্ব ছিল ভাবী।
পূর্ব্ব চেয়ে পশ্চিমের রূপবতী নারী॥
সে গর্ব্ব হইল খর্ব্ব সতীরে নিরখি।
কহে কোন বরাননা সম্বোধিয়া সখী॥
আহা মরি এ কি হেরি রূপের মহিমা।
কি দিয়ে গড়িল বিধি এ চারু প্রতিমা।
লাবণ্য বরষি যেন যাইছে রূপসী।
যত রূপ-গর্ব্বিতার মুখে দিয়ে মসী॥
হায় এরে হেরে শাহ হইবে পাগল।
হের দেখ ম্লানমুখা মহিষীমণ্ডল॥
যখন দেখিবে যোধা এই যুবতীরে।
তখনি তাহার বক্ষঃ ফাটিবে অচিরে॥
যে জানে সন্ধান সেই করে কানাকানি।
বলে কি রাক্ষসী এই ভিকানের রাণী॥
অবলা অখলা এই সরলা রূপসী।
শিশোদীয়া সিন্ধুজাত অকলঙ্ক শশী॥
ইহারে এনেছে ছলে নৌরোজার হাটে।
পরশিরে বাজ মারি তুষিবে সম্রাটে॥
ডঙ্কিণী রঙ্কিণী এই শঙ্খিনী পামরী।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ মায়াবিনী নিশাচরী॥
এইরূপ কানাকানি হয় নারীদলে।
হেন কালে তপন চলিল অস্তাচলে॥

চতুর্থ সর্গ

কিবা শোভা অপরূপ হেরি দিল্লীপুরে
নিরখি নয়ন-যুগ তমঃ যায় দূরে॥
ইন্দ্রের অমরাবতী বিরাজে গগনে।
নরের অসাধ্য তাহা নিরখে নয়নে॥
বুঝি বিধি সেই ক্ষোভ হরণ কারণে।
ইন্দ্রসভা-প্রতিকৃতি আনিল ভুবনে॥
এই হেতু পূর্ব্বে ছিল ইন্দ্রপ্রস্থ নাম।
জগতে বিজয়ী পঞ্চ পাণ্ডবের ধাম॥
জগতের যত কীর্ত্তি সকলি ভঙ্গুরা।
তথাপি অদ্যাপি দৃশ্য দিল্লীর কঙ্গুরা॥
হিন্দু আর সারসেনী কীর্ত্তির প্রকাশ।
ভয়াল বিদ্রোহ কালে না পাইল নাশ॥
গগনপরশী স্তম্ভ পাষাণে রচিত।
দেহে তার রত্নময় চিত্র বিখচিত॥
কোথা সেকেন্দর সাহ দারার সমর।
বিলেখিত ইষ্টকায় বিচিত্র নগর॥

কোথায় রুস্তম বীর প্রকাশে বিক্রম।
পুত্র সাহরাব সহ বিগ্রহ বিষম।।
কোথায় তৈমুরলঙ্গ চতুরঙ্গ-দলে।
অগণিত অরি দেহোপরি দলে বলে।।
কোথায় লিখিত রৌশনক গুণধামা।
হেন চিত্রভঙ্গী যেন কথা কহে রামা।।
কোথায় জেলেখা যুসফের প্রেমলেখা।
কি ক্ষণে মিসরপুরে হয়েছিল দেখা।।
কোথায় লয়লার প্রেমে মজনুমুগণ।
কি লগন আ মরি একি মনের লগন।।
আদিরস বীররস পৌরুষ-প্রধান।
এ জগতে এই দুই সুখের আধান।।
প্রেম ছাড়া বীর কোথা, বীর্য্য ছাড়া প্রেমী।
ধুরা ছাড়া কভু স্থির নহে চক্রনেমি।।
প্রবেশে নিগম-পথে * দৃশ্য মনোহর।
প্রকাণ্ড পাষাণময় যুগ্ম বীরবর।।
যুগল তুরঙ্গোপরে সমর-ভঙ্গিম।
প্রফুল্ল নয়ন-পদ্ম ঈষৎ রক্তিম।।
বিনিয়ে পথিক জিজ্ঞাসেন সমাচার।
"কহ দ্বিজ সেই দুই প্রতিমা কাহার।।"
শুনি বাণী কথকের লোমাঞ্চ শরীর।
কহিতে সে কথা নয়নেতে বহে নীর।।
কহে "হে পথিক দেখ নাই কি এ দেশে।
ঘরে ঘরে লেখা সেই দুই বীর বেশে।।
জয়মল্ল নামধর তার এক বীর।
উজ্জ্বল করিল সেই জননীর ক্ষীর।।
রাঠোর বংশীয় বীর বেদনোর-পতি।
কুলকুবলয়ে সুধাকর মহামতি।।
চিতোরের তিজোশকো † বীরত্ব তাহার।
স্বকরে ছেদিল শত্রু হাজারে হাজার।।
অন্যায় সমরে তারে মারে আক্‌বর।
আগন্তক গোলাঘাতে হত বীরবর।।
যে বন্দুকে মরিল সুরেন্দ্র গুণধাম।
"সংগ্রাম" বলিয়ে শাহ রাখে তার নাম।।
নিজ গ্রন্থে গুণ তার গায় বারে বারে।
প্রতিমূর্ত্তি আরোপিল দিল্লী পুরদ্বারে।।
দ্বিতীয় প্রতাপ নামা চণ্ডবংশজাত।
জগবৎ শ্রেণীর ঠাকুর সুবিখ্যাত।।
ষোড়শবর্ষীয় শিশু সিংহের গোসর।
চিতোর-দুর্গের দ্বারে ত্যজে কলেবর।।
কতিপয় দিন পূর্ব্বে জনক তাহার।
রণক্ষেত্রে ঘোর যুদ্ধে পাইল সংহার।।
জননী কুমার প্রতি করিল আদেশ।
পিতৃবৈর-শোধে ধর অরুণিত * বেশ।।
পুত্রে পাঠাইয়ে সেই বীর-প্রসবিনী।
কুঙ্কুম-রঞ্জিত বর্ম্ম পরিল ভাবিনী।।
সাজাইল ব[illegible]রে বিবিধ প্রহরণে।
সহচরী দলে বলে প্রবেশিল রণে।।
প্রাণ প্রিয়তমা আর আপন জননী।
সমর-তরঙ্গে দেহ ঢালিল যখনি।।
জীবনের আশা ছাড়ি প্রতাপ তখন।
মোগল সহিত আরম্ভিল ঘোর রণ।।
সেই সেনা মত্ত মাতঙ্গিনীর সমান।
চালাইল শিশু বীর ধীমান্ শ্রীমান্।।
স্বপুরে হইল হত রাণার কল্যাণে।
অদ্যাপি তাহার গুণ-গীত নানা স্থানে।।
সেই দুই বালেন্দ্রের প্রতিমা ভীষণ।
অদ্যাপি দিল্লীর দ্বারে আছে সুশোভন।।
বীরের সম্মান জানে বীর যেই জন।
আক্‌বরে ছিল এই উদার লক্ষণ।।
রবি শশী উপহাসে সিংহদ্বারচূড়া।
অদ্যাপি নহিল কাল-দশনেতে গুঁড়া।।

---

* নিগম্বদ্ ইতি অপভ্রংশ।

† চিতোর-দুর্গ বারত্রয় মুসলমানদিগের দ্বারা আক্রান্ত হয়। প্রথমতঃ আলাউদ্দীন পাঠান ভীমসিংহের সহিত যুদ্ধোপস্থিত করে, তাহা মদ্বিরচিত পদ্মিনী উপাখ্যানে বিন্যস্ত আছে, দ্বিতীয়তঃ বেয়াজীদ নামক ঘোরতর পরাক্রান্ত ব[illegible]র কর্ত্তৃক তাহা আক্রান্ত হয়, এই বেয়াজীদকে ইউরোপীয়েরা বাজাজেট কহেন। তৃতীয়তঃ আক্‌বর কর্ত্তৃক চিতোর আক্রান্ত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হয়, এই তৃতীয় আক্রমণকে রাজপুতেরা 'চিতোর বা তিজোশকো' কহেন।

* রাজপুতদিগের যুদ্ধবাস লোহিত-রঙ্গে রঞ্জিত।

কি ছার রাবণপুরী দিল্লী-তুলনায়।
প্রবেশিতে কেঁপে যায় কৃতান্তের কায়॥
কত কাণ্ড কি বর্ণিব ব্যর্থ আকিঞ্চন।
কত দেশে কত কবি করিল বর্ণন॥
তিন ধারে সুগভীর পরিখানিচয়।
কলিন্দ-নন্দিনী রঙ্গে এক ধারে বয়॥
লোহিত উপলে বপ্রব্যূহ বিরচিত।
স্থানে স্থানে পুঞ্জ পুঞ্জ কুঞ্জ সুশোভিত॥
নৌরোজার দিনে ঘোর ঘটা আড়ম্বর।
দেবানী আমেতে * বার দিলা আক্‌বর॥
কিবা সেই সিংহাসন মণি-বিরচন।
অলক্ষিত বাসব বিরিঞ্চি বিরোচন॥
কুবেরের ধনে তার মূল্য নাহি হয়।
মহেন্দ্রস্বরূপ শাহ তাহাতে উদয়॥
প্রসন্ন প্রসরতর উন্নত ললাট।
যেন তাহে লেখা পাঠ ধরারাজ্যপাট॥
হোমাপুচ্ছ গুচ্ছ গুচ্ছ কিরীটে কলিত।
মুখে তার বিন্দু বিন্দু হীরক-ফলিত॥
ললিত লুলিত লোল পবন-হিল্লোলে।
বারি-বিন্দু দোলে যেন তুষারের কোলে॥
বসিয়াছে ওমরা আমীর মীরগণ।
রাজা মহারাজা বড় বড় মহাজন॥
সুকবি সুধীর বক্তা পণ্ডিত গায়ক।
মিয়া তানসেন আদি বিবিধ নায়ক॥
কোথায় সঙ্গীত-বাদ্য সুরস-লহরী।
জনগণ মন-প্রাণ-জ্ঞান লয় হরি॥
কোথায় তর্কের সিন্ধু তরঙ্গিত হয়।
ন্যায়েতে অন্যায় বটে বিতণ্ডার জয়॥
খ্রীষ্টিয়ানী হিন্দুয়ানী মুসলমানী লয়ে।
মিছে বাদ বিবাদ সময় যায় বয়ে॥
বালকের দ্বন্দ্ব মত নাহি আগা গোড়া।
জ্ঞানী হাসে বলে ধর্ম্ম নাশে যত গোড়া॥
এক দিকে মল্লযুদ্ধ মহা মালসাট।
আর দিকে হইতেছে ভেড়ুয়ার নাট॥
আর দিকে মাতঙ্গে মাতঙ্গে ঠেলাঠেলি।
আর দিকে রণসজ্জা চমূচয় মেলি॥
আর দিকে তুরঙ্গে তুরঙ্গী শোভমান।
দেখাইছে হয়শিক্ষা বিবিধ বিধান॥
এত যে কৌতুক কাণ্ড একের কারণ।
কিন্তু তার অন্তরেতে জ্বলে হুতাশন॥
কিছুতে না হয় স্থির মানস অস্থির।
বুঝিতে না পারে ভাব খোসরু আমীর॥
পার্শ্বে এক ক্ষুদ্র দ্বার আছে সুশোভন।
সেই দিকে আরোপিত শাহের নয়ন॥
উচাটন অনুক্ষণ ঘন ঘন চায়।
ক্ষণ বোধ হয় যেন যুগান্তের প্রায়॥
ভানু যায় অস্তগিরি প্রদোষ আগত।
বহে ধীর-বায়ু বিরহীর শ্বাসমত॥
বিরহি-বাসনা সম শশধর-রেখা।
প্রাচী-শিরে অচিরে আসিয়া দিল দেখা॥
হেনকালে উদ্‌ঘাটিত হইল সে দ্বার।
বাহির হইল আসি খোজার সর্দ্দার॥
পরিণত জম্বুপ্রায় অসিত বরণ।
দীঘল ব্যাদান বক্র দীঘল চরণ॥
শালুক-সমান শ্বেত নয়ন-যুগল।
হনূমত মত সমুন্নত গণ্ডস্থল॥
মেষলোম সম কেশ কুটিল বিশেষ।
ওষ্ঠাধরে যুগল কদলী সমাবেশ॥
কটমট বিকট দশন পরকাশ।
হিয়া কাঁপে হেরি সেই হাবশীর হাস॥
ইঙ্গিত করিল খোজা থাকিয়া অন্তরে।
দরবার ভাঙ্গি শাহ চলিল অন্দরে॥
গুপ্তগৃহে কহে খোজা, "শুন জাঁহাপনা।
আসিয়াছে পুরীমাঝে সতী সুবদনা॥
সেরূপ স্বরূপ কথা কি কহিব আমি।
হেন নারী দেখি নাই হে ধরণীস্বামী॥
ক্লীব আমি নিরখি মোহিত মম মন।
সে রূপেতে মুগ্ধ হয় স্থাবর জঙ্গম॥
তার সমতুল নাই তোমার আগারে।
চল জাঁহাপনা ত্বরা হেরিতে তাহারে॥"
কি বেশে যাইব তথা ভাবে দিল্লীপতি।
কোনরূপে সংশয় না করে মনে সতী॥
সাত পাঁচ চিন্তা করি ধরে যোগিবেশ।
পরিহরে রাজবেশ ভুবন নরেশ॥

* শাহজাঁহার নির্ম্মিত দেবানী আম স্বতন্ত্র, আক্‌বরের সময়েতেও উক্ত নামধেয় প্রাসাদ ছিল।

শিরে ধরে জটাভার ধরণীচুম্বিত।
পরিহিত মৃগচর্ম্ম আজানুলম্বিত॥
ভস্ম-বিভূষিতকায় তুষার-বরণ।
প্রচুর রুদ্রাক্ষমালা কণ্ঠে আভরণ॥
ললাটে ত্রিশূল-চিহ্ন লোহিতচন্দনে।
মুখে ধ্রুবপদ গীত ত্র্যম্বক-বদনে॥
করেতে ত্রিতন্ত্রী বীণা বিনোদ ঝঙ্কার।
নানা সন্ধ্যা রাগিণীর হয় অবতার॥
অপরূপ ছদ্মবেশ বলিহারি যাই।
সাজিল মোগল ভাল গুণের গোঁসাই॥
কে বলিতে পারে তারে যবনাধিপতি।
মহেশস্বরূপ মনোহর সে মূরতি॥
দেবানী খাসেতে শাহ যায় ধীরে ধীরে।
মুখে শিবরব হৃদে ধিয়ায় সতীরে॥
হেথা শুন সমাচার প্রধানা মহিষী।
রূপে গুণে যোধাবাই কমলাসদৃশী॥
পিতা ভ্রাতা ধনলোভে মোগলে অর্পিতা।
কিন্তু রাজপুত-কুল-দর্পেতে দর্পিতা॥
বিবিধ সন্ধানে জানি শাহের ছলনা।
সতীর সতীত্ব রক্ষা চিন্তিল ললনা॥
বড় বড় ক্ষত্রিসুতা দিল্লীশ্বরে ডালী।
কোনরূপে রণাকুলে নাহি পড়ে কালি॥
বিশেষে রমণী মারে অভিমান রাজা।
রূপগর্ব্ব সিন্দূরেতে মন-মণি মাজা॥
মনে ভাবে সতী পেয়ে মত্ত হবে শাহ।
তার প্রতি ধাইবেক প্রণয়-প্রবাহ॥
আমার প্রভুত্ব আর থাকা হবে ভার।
জাতি দিয়ে লাভ মাত্র কুলের খাকার॥
এই বেলা করি তার উপায় চিন্তন।
বিষ-বল্লী অঙ্কুরে উচিত নিকৃন্তন॥
শুনিতে পাইল শাহ যোগিবেশ ধরে।
আপনি যোগিনী-বেশ পরিধান করে॥
পরিহরি পেশোয়াজ রক্তপট্ট শাটী।
পরিল প্রমদা তাহে শোভা পরিপাটী॥
ত্যজি মৃগমদ-মিশ্র অগুরুচন্দন।
মুখেতে ধরিল ধনী বিভূতি-ভূষণ॥
আলুয়িল চারু বেণী লোটাইল ধরা।
মণিময় অলঙ্কার ত্যজে মনোহরা॥

এক কর-কমলেতে ত্রিশূল বিরাজে।
অন্য করে জপমালা অপরূপ সাজে॥
সহচরীগণ ধরে সেইরূপ বেশ।
দেবানী-খাসেতে আসি করিল প্রবেশ॥
দেখে শাহ বসিয়াছে এক তরুতলে।
ঘেরি তারে দাঁড়ায়েছে নারী দলে দলে॥
কোন রামা দেখাইছে আপনার কর।
কর ধরি ভূত ভাবী কহে যোগিবর॥
কারে বলে অচিরে হইবে পুত্রবতী।
কারে বলে প্রবাসে রয়েছে তব পতি॥
ত্বরায় আসিতে পারে যদি ইচ্ছা করে।
কিন্তু পড়িয়াছে বাঁধা পরকীয়াকরে॥
কারে বলে পতির সোহাগ তুমি চাহ।
পরে হবে তব ধন, তাহে অঙ্গদাহ॥
পতিরে ফিরাতে যদি থাকে প্রয়োজন।
সন্ন্যাসীরে দেহ কিছু পূজা আয়োজন॥
দিল্লীতে অধিক কাল আমি না রহিব।
আমার কুটীরে যেও ঔষধ কহিব॥
কারে কহে তোমার সতীনে বড় দোষ।
কিন্তু যদি কথা শুন খণ্ডিবেক দোষ॥
নিত্য নব নব বেশ করিয়া ধারণ।
করিবে প্রদোষে ছাদে চরণ-চারণ॥
সে ভাব দেখিয়া যদি কান্ত কাছে আসে।
দ্বাররোধ করিবে তখনি নিজবাসে।
জনমিয়া দিবা দ্বৈধী তাহার অন্তরে।
দেখিবে কদিন আর অবহেলা করে॥
নিকটে আইলে মুখে মানাম্বর ডাকি।
না করিও ত্বরা তার সহ তাকাতাকি॥
হইলে বিহিত নম্র রোদন করিয়া।
আদায় লইবা বাকী শ্রবণে ধরিয়া॥
এইরূপ নানারূপ গণন গাথন।
হাস্য-পরিহাসে রত যত নারীগণ॥
দূরেতে দাঁড়ায়ে সতী দেখেন কৌতুক।
ব্রীড়ানম্রমুখী প্রাণ করে ধুক ধুক॥
জায়ে কন, "চল দিদি গৃহে ফিরে যাই।
এখানে বিলম্বে আর কার্য্য কোন নাই॥
বলেছিলে পুরুষ-নিষিদ্ধ এই স্থান।
তবে কেন এ সন্ন্যাসী হেরি বিদ্যমান॥

না জানি সন্ন্যাসী এই হয় কোন্ জন।
চল দিদি এখানে নাহিক প্রয়োজন॥"
প্রথমা কহিছে, "সতি কারে ভয় কর।
সংসার-বিরাগী এই মহাযোগীশ্বর॥
দেখ যোগি-দেহ পুঞ্জ পুঞ্জ তেজোময়।
তুমি মুগ্ধা হেন সন্ন্যাসীরে কর ভয়॥
এই দেখ যাই আমি দেখাইতে কর।
এসো সঙ্গে কিছুই করো না মনে ডর॥"
এত বলি হাত ধরি করে টানাটানি।
হইল দ্বিগুণ রাঙ্গা সতী-পদ্মপাণি॥
অশ্রুমুখী হয়ে সতী রোষে কন বাণী।
"কি দুঃখে ফেলিলে দিদি এখানেতে আনি॥
হাসাইতে চাহ না কি রমণীসমাজ।
হায় আমি নারী খেয়ে করিনু কি কাজ॥
কেন মজিলাম আমি তব প্রলোভনে।
কি কবে দেবর তব এ কথা শ্রবণে॥
বিনয়েতে ধরি দুটি তোমার চরণে।
চল চল চল দিদি যাই নিকেতনে॥"
এমন সময়ে তথা আইল যোগিনী।
দেখে দ্বন্দ্বপরায়ণা দুই সীমন্তিনী॥
কহে, "এ আনন্দধামে কি হেতু বিষাদ।
শুনিলে দিল্লীর নাথ ঘটিবে প্রমাদ॥"
বিবরণ শুনি পরে কহিছে বচন।
"অনিচ্ছায় প্রবৃত্তি প্রদান অশোভন॥
বিশেষতঃ জানি আমি শুন সুবদনি।
এই যোগিবর হয় ভণ্ডচূড়ামণি॥
কেমনে আইল হেথা বুঝিতে না পারি।
প্রমোদা প্রমোদবনে কেন বামাচারী॥"
শুনি কথা সন্ন্যাসী উঠিল রোষভরে।
আরামের অন্য দিকে চলিল সত্বরে॥
যায় যথা মধুরিকা বেচিতেছে সুরা।
বিনায়ে বীণায় গায় গাতিকা মধুরা॥

গীত।

কালাংড়া।

দেখ কমলিনী-কলি প্রভাতে উদয়।
নব-বধূ সম কিবা লালিত্য-নিলয়॥

অর্দ্ধ-বিকসিত মুখ,
নয়নে বিতরে সুখ,
অস্ফুট কারণে দুঃখ
ভাবে অলিচয়॥
রাখে রূপ আবরণে,
তাহে ক্ষোভ পেয়ে মনে,
ফিরে যায় অলিগণে
ব্যাকুল-হৃদয়॥
পরদিন দেখে আসি,
নলিনী হয়েছে বাসী,
যামিনী গিয়াছে নাশি
রূপ রসময়।
অতএব বাক্য ধর,
কন বৃথা কাল হর,
যৌবন সফল কর,
থাকিতে সময়॥

গীত শুনি হাসে যত সুরত-রঙ্গিণী।
অরুণ-উদয়ে যথা সুর-তরঙ্গিণী।
হেসে কহে কোন ধনী, "ভাল দেখি যোগী
গাতে দেয় পরিচয় প্রকৃত সম্ভোগী॥
প্রণয়-বিয়োগে বুঝি যোগে দিলা মন।
কহ হে নবীন যোগী শুনি বিবরণ॥"
উত্তরে সন্ন্যাসী ধরে দ্বিতীয় সঙ্গীত।
মোহিনীমণ্ডল মহা পাইল পীরিত॥

গীত।

বাহার।

প্রেম-যোগে আছি নিরন্তর।
ধ্যান ধরি সদা প্রিয়া-মুখ-সুধাকর॥
সে মুখ সুধার স্থান,
তাহে সোমরস পান,
করিয়া পবিত্র কবে হবে কলেবর॥
তার পদ-রজঃ রঙ্গে,
মাখিব পরম রঙ্গে,
এমন বিভূতি কোথা ভুবন-ভিতর॥
বিনোদ কবরীজাল,
হবে মম মৃগ-ছাল,
মনোহর কমণ্ডলু হৃদয়-উপর॥

হৃদি-কুঞ্জে স্নেহ-হবি,
প্রণয় অনল ছবি,
করি হে সোহাগ যাগ যামিনী-বাসর ॥

হেন কালে তথায় যোগিনী উপনীত।
নিরখি অমনি যোগী সমাপিল গীত ॥
কহিছে যোগিনী রোষে, "রে রে ভণ্ড যতি।
ভাল ভাল এই বটে যোগিযোগ্য রতি ॥
যেমন দুর্ম্মতি তব সেরূপ দুর্গতি।
পূর্ব্বজন্ম-কথা * মনে কর দুষ্টমতি ॥
জাতিস্মর বলিয়া করহ অহঙ্কার।
চিন্তা নাহি হয় কিসে পাইবে নিস্তার ॥
কথা শুনি সন্ন্যাসী চলিয়া গেল দূরে।
অন্য পথে যোগিনী প্রবেশে অন্তঃপুরে ॥
হেথা সতী সীমন্তিনী কিছুকাল পরে।
প্রথমারে না হেরিয়া কাতর-অন্তরে ॥
শুকাইল মুখশশী ভাবে মনে মনে।
পরিহরি গেল দিদি আমার গঞ্জনে ॥
আর বার ভাবে বুঝি লুকাইয়া আছে।
অভাগার রঙ্গ দেখে দাঁড়াইয়া কাছে ॥
যারে হেরে সম্মুখেতে জিজ্ঞাসে তাহারে।
দেখেছ কি ভিকানের রাজ-প্রমদারে ॥
কেহ বলে, "সে কেমন না দেখি কখন।"
কেহ বলে, "উপবনে কর অন্বেষণ ॥"
কেহ নিরুত্তরে যায় মৃদু হাস্যাধরে।
কেহ বা অন্তরে অতি পরিতাপ করে ॥
ব্যাকুল হইয়া বালা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
কভু কুঞ্জে কুঞ্জে তার অন্বেষণ করে ॥
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু ললাটে উদয়।
সিন্দূর চন্দনবিন্দু পরিভ্রষ্ট হয় ॥

*অপ্রকাশ নহে, এতদ্দেশে এরূপ প্রবাদ আছে, আকবর শাহ পূর্ব্বজন্মে এক ব্রাহ্মণতনয় ছিলেন, কর্ম্মদোষে শাপভ্রষ্ট হইয়া যবনকুলে জন্মগ্রহণ করেন। অপর, আকবর শাহ জাতিস্মর ছিলেন, বোধ হয়, সুচতুর আক্‌বর এইরূপ প্রবাদ প্রচার দ্বারা স্বীয় হিন্দু প্রজামণ্ডলে সমধিক প্রিয় হইবার চেষ্টা পাইয়া থাকিবেন।

গলিত নয়নজলে দলিত অঞ্জন।
কপোল-কমলে যেন দ্বিরেফ রঞ্জন ॥
আকুল হইয়ে বসে বকুলের তলে।
ঘন ঘন বহে শ্বাস প্রতি পলে পলে ॥
যেন কিরাতের জালে কপোত-মহিলা।
মুক্তি-লাভে বহুক্ষণে হয়ে যত্নশীলা ॥
পরিশেষে শ্রান্ত-দেহে পড়ি এক ধারে।
মহুর্মুহুঃ শ্বাস ত্যজে নারে উঠিবারে ॥
তরুতলে বসি এই স্থির করে সতী।
যে পথে এসেছি সেই পথে করি গতি ॥
শুনিয়াছি কাত্যায়নী অগতির গতি।
অবশ্য আমারে রক্ষা করিবেন সতী ॥
এত ভাবি পূর্ব্বপথে করিল গমন।
প্রবেশে পুরীর মধ্যে সচকিত মন ॥
দেখে রত্ন-স্ফটিকের কত দীপাধার।
নানারঙ্গে তাহে গাঁথা প্রভাপুষ্পহার ॥
হেমপাত্রে স্বাহানাথ ঈষৎ উদয়।
ধূপচূর্ণ চারুগন্ধ বহে গৃহময় ॥
জ্বলিছে ভিত্তির গাত্রে প্রকাণ্ড মুকুর।
মন্দাকিনী যথা দীপ্ত করে সুরপুর ॥
এইরূপ নানা সজ্জা নিরখে নয়নে।
কিন্তু জন-প্রাণী নাই সেই নিকেতনে ॥
দূরে দূরে মধুর বীণার ধ্বনি হয়।
কোথায় সারঙ্গ-তানে সুধা বরিষয় ॥
কোথায় মুরলীস্বরে মন করি চুরি।
সতী ভাবে মায়ার রচনা এই পুরী ॥

মুরলীর গীত।---১
ঝিঝোঁটী।

কেন মত্ত হলি রে এমন।
হেন মদ কোথা পান করিলি রে মন ॥
সুধার ভাণ্ডার যার সুচারু বদন,
সে ত নাহি করে তোরে বিন্দু বিতরণ,
জ্ঞান হারাইলে তুমি, করি দরশন ॥
দরশন করি সুধা হলে অচেতন,
না জানি করিলে পান কি হবে তখন,
অবোধ না হেরি আর তোমার মতন ॥

সব শুনে ভাবে সতী এই দিকে যাই।
দেবীর দয়ায় যদি সদুপায় পাই॥
এত ভাবি সেই দিকে করিল প্রয়াণ।
অমনি স্থগিত তথা মুরলীর গান॥
অন্যদিকে বাজিতে লাগিল মৃদুস্বরে।
শুনিয়ে শঙ্কায় সতী শরীব শিহরে॥

মুরলীর গীত।---২

বাহাব।

যৌবন-মাদকে তব ঘূর্ণিত নয়ন।
নিকটে অধীন, নাহি কর দরশন॥
মিলন শীতল বারি,
এ মাদকে হিতকারী,
পান কর প্রমোদিনি, ধরহ বচন,
মত্ততা হইবে গত,
পথ পাবে মনোমত,
সুস্থির হইবে তব সুচঞ্চল মন॥

সঙ্গীতের ভাব শুনি ভয়ার্ত্ত ভাবিনী।
ভাবে কোথা অভাবে সম্ভব সম্ভাবিনী॥
নাহি পায় পথ ধনী যেই দিকে যায়।
কপালে কঙ্কণ মারে করে হায় হায়॥
রাবণের ঘোর চক্রস্বরূপ ভবন।
যত ঘোরে তত ঘোরে পড়ে ভ্রান্ত জন॥
কুটিলা তটিনী যথা বাঁকে বাঁকে বয়।
দণ্ডেকের পথ দিনে সাঙ্গ নাহি হয়॥
পথিক ভাবনা করে আইলাম দূরে।
শেষে দেখে পূর্ব্বস্থানে আসিয়াছে ঘুরে॥
সেইরূপ পথ সতী সন্ধান না পায়।
সেই দ্বার মুক্ত, যেই দিকে ধনী যায়॥
রজত-রচিত দ্বার শোভে শত শত।
কাঞ্চন-কবচে ঝুলে সুবিচিত্র কত॥
হুতাশে হতাশ হয়ে পড়িল বসিয়া।
বিনোদ-কবরী-ভার গিয়াছে খসিয়া॥
তৃষায় তাপিত কণ্ঠ নাহি সরে রব।
মৃদু-স্বরে আরম্ভিল কুলদেবী স্তব॥

স্তোত্র

রাগ ভৈরব।

ভব-চিত-অলি-পদ্মিনি!
ভকত-হৃদয়-সদ্মিনি!
ভব-ভয়-চয়-হারিণি!
জনম-জলধি-তারিণি!
সুর-দল-বল-রূপিকে!
সব-শুভ-শিব কূপিকে!
হিম-গিরিবর-নন্দিনি!
হরি-হর-বিধি-বন্দিনি!
ভুকতি-মুকতি দায়িনি!
স্মর-হর-হৃদি শায়িনি!
দুরিত-দনুজ-দামিনি!
কুলপতি-কুল-কামিনি!
পশুপতি-অনুগামিনি!
ভুবন-ভরণ-ভামিনি!
নরক-নিবিড়-মোচনি!
শতদল-দল-লোচনি!
ত্রিপুর-মথন-মোহিনি!
ত্রিপুর-হৃদয়-বোহিণি!
মহিষ-মদ-বিমর্দ্দিনি!
অগণিত-গজ-নর্দ্দিনি!
মুহি তুহি পদ কিঙ্করি!
জয় জয় জয় শঙ্করি!
যবন-ভবন-অন্তরে!
মরি মরি ডরি অন্তরে।
তনুরুহ ঘন শিহরে।
ভয়-চয় সব ধী হরে।
প্রণত চরণ-সেবিকে!
বিতর শরণ দেবিকে!
প্রসীদ সিদ্ধ ঈশ্বর!
প্রভাত-ভানু-ভাস্বরি!
মহেন্দ্রনাথ-সুন্দরি!
ধরাধরা-ধুরন্ধরি!
নিশুম্ভ-শুম্ভ-ঘাতিনি!
প্রচণ্ড-চণ্ড-পাতিনি!
প্রসীদ মুণ্ডমালিনি!

শশাঙ্কখণ্ডভালিনি।
সুধা-সমস্ত-শালিনি।
কৃতান্ত-যন্ত্র-খণ্ডিকে।
কৃপাণু দেহি চণ্ডিকে।
প্রলম্ব-হার-লম্বিকে।
প্রসীদ মাতরম্বিকে।
দুরন্ত দুঃখ ত্রাহি মে।
উপায় শীঘ্র দেহি মে॥

এইরূপে একমনে করে নতি স্তুতি।
প্রসন্না হইলা তাহে দেবী শিবদূতী॥
পার্শ্বগৃহে নরাঙ্কিত হয় দৈববাণী।
মা ভৈ মা ভৈ রবে ভৈরবী ভবানী॥
কহিছেন স্নেহভরে "শুন কন্যে সতি।
তোর অমঙ্গল করে কাহার শকতি॥
সতীত্ব কবচে তোর আবৃত শরীর।
প্রকাশে প্রভাব যেন মধ্যাহ্ন-মিহির॥
কার সাধ্য অতিচার করিতে তাহার।
কোন্ তুচ্ছ আক্‌বর যবন-কুমার॥
ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই আর।
এই লহ তরবারি প্রসাদ আমার॥
হৃদয়ে গোপনে রাখি করহ গমন।
সাহসে নির্ভর সতি দৃঢ় কর মন॥"
শুনিয়া স্তম্ভিত চিত কিছুক্ষণ সতী।
উদ্দেশে চণ্ডিকাপদে করিল প্রণতি॥
দেখে জানালায় এক সুতীক্ষ্ণ ভুজালী।
হৃদয়ে রাখিল মুখে বলি জয় কালী॥
কদম্বকুসুম প্রায় লোমাঞ্চিত কায়।
চকিত স্থগিত নেত্রে এই মনে ভায়॥
"যে স্বরে ভবানী-বাণী শুনিলাম কানে।
যেন তাহা শুনিয়াছি আর কোন্‌খানে॥"
অনেক চিন্তিয়া সতী করিল নিশ্চয়।
"যোগিনীর স্বর প্রায় অনুভূত হয়।
বুঝিলাম কালিকার করুণা এখন॥
আমারে রাখিতে দেবী দিলা দরশন॥
যোগীর নিকটে যেতে করিলেন মানা।
নিবারিলা প্রথমার প্রলোভন নানা॥
বুঝিতে না পারি কিছু অভিসন্ধি তার।
প্রবৃত্তি প্রবন্ধ কত দিল বার বার॥
এখন আমায় ত্যজি অদৃশ্য হইল।
সভাভঙ্গে কেন মোরে সঙ্গে না লইল॥
দেখেছি ক-দিন আসে এই নৌরোজায়।
নানা রত্ন-অলঙ্কারে গৃহে ফিরে যায়॥
কোথায় পাইল সেই সকল রতন।
কেন হেন কেমন কেমন করে মন॥"
ভাবিতে ভাবিতে বালা যায় দ্রুতগতি।
সহসা ভেটিল তথা আসি দিল্লীপতি॥
রাজপরিচ্ছদধর মনোহর বেশ।
রূপেতে করিল আলো প্রাঙ্গণ প্রদেশ॥
কোহিনুর রত্ন ভেট দিয়ে সতীপদে।
জানু পাতি কহে যুক্ত-কর-কোকনদে॥
শুন রাজকন্যে মহীধন্যে বরাননি।
তব রূপ গুণ যশে ভরিল ধরণী॥
নয়ন-শ্রবণ-বাদ ভঞ্জন কারণ।
করিলাম যজ্ঞরূপ নৌরোজা সৃজন॥
তব অধিষ্ঠানে পূর্ণ হলো সেই যাগ।
লহ এই কোহিনুর তব যজ্ঞভাগ॥
তোমার অযোগ্য এই খনিজাত মণি।
হৃদয়ে দ্বিতীয় ভেট আছে সুবদনি॥
যদি তুমি অনুমতি দেহ অকিঞ্চনে।
বুক চিরে সেই মণি দেই শ্রীচরণে॥
রাঙ্গাপায় বিকায়েছি প্রাণ আর দেহ।
প্রসন্না হইয়ে দীনে কৃপাদৃষ্টি দেহ॥"
যেন কোন পথিক পতিত ঘোর বনে।
পথ হারা দিক্ হারা ভ্রমে ভ্রান্তমনে॥
অকস্মাৎ করে দৃষ্টি নির্গম সময়।
ভীষণ শার্দ্দূল আসি সম্মুখে উদয়।
তরজে গরজে ঘোর সুগভীর স্বরে।
সেইরূপ দেখে সতী দিল্লীর ঈশ্বরে॥
প্রথমতঃ প্রকম্পিত হইল শরীর।
প্রবল পবনে যেন কদলী অস্থির॥
কিন্তু ক্ষত্রিয়ার তেজ থাকে কতক্ষণ।
শরদ-জলদে কভু ঢাকে বিকর্ত্তন॥
কেশরি-কুমারী প্রায় বিষম বিক্রম।
কহে সতী, "শুন রে মোগল নরাধম॥

তুমি না ধাৰ্ম্মিক ধীর বীর বাদশাহ।
তুমি না জগদ্‌গুরু বলি যশ চাহ॥
তুমি না অভেদ-জ্ঞানী সর্ব্বধর্ম্ম প্রতি।
তুমি না সাধুর শ্রেষ্ঠ সুরতি সুমতি॥
এই কি বীরত্ব তব যবন তনয়।
এই কি তোমার ধৰ্ম্ম রে রে দুরাশয়॥
এই কি তোমার পুণ্যব্রত-পরিচয়।
এই কি তোমার কীৰ্ত্তি কলুষনিলয়॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্ রে মোগল দুরাচার।
মনে ভাব পরলোকে কিসে হবে পার॥"
কথা শুনি আক্‌বর হইল অবাক্।
মানস চঞ্চল যেন কুলালের চাক॥
ভাবে "সুনিশ্চয় পতিব্রতা এই নারী।
এত দিনে অবলার হাতে হৈল হারি॥
ভুবনের ভামিনী ভাবিনীগণ যত।
আমার প্রণয় যাচে কাঙ্গালিনী মত॥
এ নারী কেমন নারী নারি চিনিবারে।
নারিলাম কোহিনুর রত্নে কিনিবারে॥
যে হোক্ সে হোক্ এরে ছাড়া কভু নয়।
ছলে বলে বশীভূত করা যুক্তি হয়॥
শুদ্ধ দেহে যদি যায় কলঙ্ক রটিবে।
রাঙ্গোড়া-মণ্ডল সহ বিবাদ ঘটিবে॥
এত ভাবি যায় শাহ প্রসারিত করে।
ধরিতে ধীরায়, থর থর কলেবরে॥
হেরিয়ে হরিণ-নেত্রা হরিদারা প্রায়।
কণ্ঠ ধরি দূরেতে ফেলিল বাদশায়॥
অবশ নরেন্দ্রনাথ সুরেশরাঘাতে।
ছিন্নমূল দ্রুম প্রায় পড়িল ধরাতে॥
অমনি রমণী হৃদে পদাঘাত করি।
কহিতে লাগিল করে করবাল ধরি॥
"অরে রে গোলামপুত্র গোলাম দুর্জন।
এত বড় সাধ্য তোর শূকরনন্দন॥
কোথায় করেছ আশা পাপিষ্ঠ পামর।
শৃগাল হইয়া চাহ সিংহসুতা কর॥
জান না ভানুর বংশ ভানু অংশধর।
শিশোদীয় পুরুষ প্রমদা পরিকর॥
রে দুর্ম্মতি আমরা মোগলসুতা নই।
বানরের বানরী স্বরূপ বাঁধি রই॥
আমাদের অস্ত্র নহে সূচিকা কর্ত্তরী।
এই দেখ করে করবাল ভয়ঙ্করী॥
এই দেখ পরীক্ষা তাহার দুরাচার।
এই রে তৈমুর বংশ করি রে সংহার॥"
এত বলি উঠাইল করাল কৃপাণ।
নিরখিয়া আক্‌বর হৈল হতজ্ঞান॥
অকস্মাৎ পুষ্পবৃষ্টি সতীর উপরে।
'ধন্য ধন্য বলি' দৈববাণী ঘোর স্বরে॥
ভাবে শাহ ভীম মূৰ্ত্তি করি নিরীক্ষণ।
নিমন্ত্রিয়া আনিলাম আপন মরণ॥
দূর গত পূর্ব্বভাব কহে সবিনয়ে।
"শুন শক্তিমতী রতি শক্তির তনয়ে॥
জানিলাম তুমি সতি সত্য পতিব্রতা।
ক্ষত্রকুল পবিত্রকারিণী কল্পলতা॥
ধন্য বীরাঙ্গনা তুমি বীরের নন্দিনী।
বীরগণ অন্তরেতে আনন্দ স্যন্দিনী॥
করিয়াছি অপরাধ মাগি পরিহার।
রোষ পরিহর হর দুর্গতি আমার॥
করিলাম মাতৃরূপে তোমায় স্বীকার।
স্বচ্ছন্দে সুখেতে যাহ গৃহে আপনার॥
একমাত্র ভিক্ষা মম কর অঙ্গীকার।
প্রকাশ না হয় যেন এই সমাচার॥"
শান্ত হয়ে সতী কহে "তবে ক্ষমি আমি।
যদি এক প্রতিজ্ঞা করহ ক্ষিতিস্বামী॥
সত্য কর কোরাণ শরীফ শিরে ধরি।
লিখে দেহ নিজ পঞ্জা দস্তখৎ করি॥
যদবধি তুমি কিংবা তব বংশধর।
ভারতের সিংহাসনে থাকিবা ঈশ্বর॥
ছলে বলে কি কৌশলে দিল্লী অধিকারী।
না আনিবে নিজপুরে রাজপুতনারী॥"
'তথাস্তু' বলিয়া শাহ করে অঙ্গীকার।
লিখে দিল সেই কথা আজ্ঞা অনুসার॥
পুনরায় বহুতর করিল বিনতি।
প্রসন্ন হৃদয়ে গৃহে ফিরে গেল সতী॥
হেথা পৃথ্বী প্রিয়া হারা পরাবত প্রায়।
যামিনী যাপন করে ছট্‌ফট্ কায়॥
কভু আসি কাকতন্দ্রা নয়নে উদয়।
সঙ্গে সঙ্গে ফেরে তার কুস্বপ্ন তনয়॥

মিথ্যাদৃষ্টি মহিলা তাহার প্রমোদিনী।
মানস প্রমোদ বনে ভ্রমে প্রমোদিনী।।
কুস্বপ্নে দেখিছে পৃথ্বী মহা পারাবার।
প্রবল পবনে তরঙ্গিত অনিবার।।
তরঙ্গ-তুফানে এক তরণী চঞ্চল।
টলটল শতদলদলে যেন জল।।
কখন আকাশমার্গে উঠিছে হেলন।
কখন পাতালে যেন করিছে গমন।।
ভেঙ্গে পড়ে গুণবৃক্ষ কাণ্ডারী বিকল।
আতঙ্কে দাঁড়ায়ে কাঁপে আরোহী সকল।।
তার মাঝে এক নারী রোদন-বদনে।
গগনের প্রতি দৃষ্টি উন্নত নয়নে।।
ছিন্ন ভিন্ন অলকা উড়িছে সমীরণে।
ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্য ক্ষণপ্রভার কিরণে।।
আইল প্রবল বাত্যা কুলিশ-কল্লোলে।
ভগ্নতরী মগ্ন করে সাগর-হিল্লোলে।।
তরঙ্গে বনিতা সেই হয়ে নিপতিতা।
কভু নিমজ্জিতা হয় কভু সমুত্থিতা।।
দেখে পৃথ্বী সেই নারী আর কেহ নয়।
প্রাণপ্রিয়া সতী সিন্ধুগর্ভে পায় লয়।।
জাগিয়া উঠিল কবি বলি সতী সতী।।
দেখিল গৃহেতে নাই জায়া গুণবতী।।
মনোদুঃখে বসি তথা ভাবে পুনর্ব্বার।
এখনো এল না কেন প্রেয়সী আমার।।
না জানি কি অমঙ্গল ঘটিল তাহার।
ছারখারে যাক ছার নৌরোজা বাজার।।
কেন তথা যাইবারে দিলাম বিদায়।
এখন ভাবিয়া মরি প্রমদার দায়।।
দাসীরে ডাকিয়া পৃথ্বী জিজ্ঞাসে সঘনে।
"ভ্রাতৃবধূ এসেছেন ফিরে কি ভবনে।।"
দাসী কয়, "মহাশয় অনাগত তিনি।
না জানি বিলম্ব কেন করেন ভগ্নিনী।।"
পুনরায় ভাবনায় তন্দ্রার তুহিন।
মুদিত করিল তার নয়ননলিন।।
পুনরায় কুস্বপন করে নিরীক্ষণ।
যেন সুবিস্তীর্ণ এক নিবিড় কানন।।
দাবানলে প্রজ্বলিত তার চারিধার।
নানা জাতি জীব জন্তু করে হাহাকার।।
তার মাঝে গরজে তরঙ্গ ভয়ঙ্কর।
সহস্র ফণায় ক্ষরে বিষ বৈশ্বানর।।
তার পুরোভাগে এক পলায় রমণী।
ঘনবেগে পশ্চাতে ধাইছে সেই ফণী।।
শিহরিতা বরাঙ্গনা চেতন-রহিতা।
নিপতিতা ধরায় হইল বিমোহিতা।।
দেখে পৃথ্বী সেই নারী আর কেহ নয়।
ভোগিভয়ে ভার্য্যা সতী ভ্রান্তমতি হয়।।
জাগিয়ে উঠিল কবি বলি সতী সতী।
দেখিল গৃহেতে নাই জায়াগুণবতী।।
বলে হায় এ কি দায় ঘটিল আমায়।
ভাবিয়ে চিন্তিয়ে কিছু না পাই উপায়।।
একবার ভাবে মনে যাই অন্বেষণে।
কখন হইবে দেখা প্রেয়সীর সনে।।
আরবার ভাবে তাহে হইবে কি ফল।
সুষুপ্তির ক্রোড়ে নীত মনুষ্য-মণ্ডল।।
কেহ নহে জাগরিত এমন সময়।
হতভাগ্য আমি ভিন্ন কেহ দুঃখী নয়।।
জিজ্ঞাসিব এখন কাহারে সমাচার।
বাদ্শার মহলেতে পড়িয়াছে দ্বার।।
ভাবিতে ভাবিতে পুনঃ লাগিল নিদালী।
পুনরায় হৃদে বহে কুস্বপ্ন-প্রণালী।।
দেখে এক অতি উচ্চতর গিরিবর।
পরশিছে তুঙ্গ শৃঙ্গ নীরদ নিকর।।
কন্দরে ভ্রমিছে এক ভীষণ শার্দ্দূল।
ঘন ঘন ধরাপৃষ্ঠে আছাড়ে লাঙ্গুল।।
নবীনা ললনা এক দূরেতে পলায়।
বহে স্রোতস্বতী সেই গিরির তলায়।।
পলাইতে প্রমদা পতিতা ভৃগুদেশে।
অধোভাগে ঘোর বেগে পড়ে মুক্তকেশে।।
দেখে পৃথ্বী সেই নারী আর কেহ নয়।
প্রাণপ্রিয়া সতী স্রোতস্বতী-গত হয়।।
জাগিযে উঠিল কবি বলি সতী সতী।
দেখে গৃহে দাঁড়াইয়ে জায়া গুণবতী।।
বিভাবরীশেষে সতা আসিয়া উদয়।
নিরখিয়ে কবিবর চঞ্চল হৃদয়।।
কহে "প্রাণপ্রিয়ে সতি কহ বিবরণ।
কোথায় করিলে এত যামিনী-যাপন।।

মনে কি ছিল না গৃহ রঙ্গ-রস পেয়ে।
শর্ব্বরীর শেষে এলে মোর মাথা খেয়ে॥
কিঞ্চিৎ ভাবিতে যদি যাতনা আমার।
তবে কি থাকিতে ভুলে আপন আগার॥
চিন্তানলে দাহন করিলে মম তনু।
নারীধর্ম্মে সার কথা কহিলেন মনু॥
কুলবধূ অবিহিত পরগৃহে গতি।
জনারণ্যে গমন না করে কভু সতী॥
তোমারে বিদায় দিয়ে দুর্ভাবনা কত।
কুস্বপনে বিভাবরী হইল বিগত॥"
কহে সতী স্মিতমুখে বচন অমিয়।
"যা কহিলে তাহাই ঘটিল প্রাণপ্রিয়॥
যে রতন তোমার আদৃত অতিশয়।
আজ নিশি হরিল তস্কর দুরাশয়॥
কি কাজ এ দেহে আর বল প্রাণ ধরি।
দেহ খর করবাল প্রাণ পরিহরি॥"
শুনি পৃথ্বী ভাব কিছু বুঝিতে না পারে।
কহে "পরিহাস হর প্রেয়সি আমারে॥
কহ সত্য বাণী ধনি কহ সত্য বাণী।
তোমার বচন কভু অন্যথা না মানি॥"
প্রফুল্ল বন্ধুক প্রায় হসিত অধরে।
স্বীকৃতি পত্রিকা সতী দিল পতি-করে॥
কহিল সকল কথা গোপন না করি।
কবি কহে, "এক কথা জিজ্ঞাসি সুন্দরি॥
শাহের নিকট তুমি করেছিলে পণ।
সদাকাল রাখিবারে সত্য সঙ্গোপন॥
সে সত্য করিলে ভঙ্গ প্রকাশিয়ে কথা।
সতীর এরূপ কার্য্য অযোগ্য সর্ব্বথা॥
তুমি যদি লঙ্ঘিলে আপন অঙ্গীকার।
কহ এ স্বীকৃতি পত্রে আস্থা কিবা আর॥
দেখ রণে এক পক্ষ যদি ভাঙ্গে সন্ধি।
অন্যপক্ষে কিবা দায় থাকে সত্য-বন্ধি॥"
সতী কহে, "কিসে সত্য লঙ্ঘিলাম আমি।
বেদে বলে এক তনু পত্নী আর স্বামী॥
তবে জানিলাম নাথ তুমি এবে পর।
পরিণয়ে দেহ নাই অর্দ্ধ কলেবর॥"
এইরূপ হাস্যরসে পোহায় শর্ব্বরী।
প্রত্যূষে চলিল পৃথ্বী দিল্লী পরিহরি॥
সস্ত্রীক পুষ্করতীর্থে করিলেক স্নান।
কত দিন থাকি তথা করে দান ধ্যান॥
সেই সে লিখিল পত্র রাণার নিকটে।
"কাহারো নিস্তার নাই নৌরোজা-সঙ্কটে॥"
রাজ্য-নাশে সেই কালে কাননে কাননে।
ভ্রমেন প্রতাপ সিংহ পরিবার সনে॥
জনরবে শুনিলেন পৃথ্বী কবিবর।
রাজ্যলাভ হেতু পুনঃ মেরুনরেশ্বর॥
দিল্লীশ্বর-আনুগত্য করিবে স্বীকার।
পত্র পাঠাইলা জানিবারে সমাচার॥
সেই পত্র এই পত্র শুন হে সুজন।
ইতি শ্রীশূরসুন্দরী-কথা সমাপন॥

পদ্মিনী উপাখ্যান

ভূমিকা

এই অভিনব কাব্যের প্রণয়ন ও প্রকটন সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। ১২৫৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে একদা বীটন সমাজের নিয়মিত অধিবেশনে কোন কোন সভ্য বাঙ্গালা কবিতার অপকৃষ্টতা প্রদর্শন করেন। কোন মহাশয় সাহসপূর্ব্বক এরূপও বলিয়াছিলেন যে, "বাঙ্গালীরা বহুকাল পর্য্যন্ত পরাধীনতা-শৃঙখলে বদ্ধ থাকাতে তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃত কবি কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই।" প্রত্যুত স্বাধীনতা-সুখ-বিহীনতায় মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য বিরহ হয়, সুতরাং পরিপীড়িত পরাধীন জাতির মধ্যে যথার্থ কবি কোনরূপেই কেহ হইতে পারে না। আমি উক্ত মহাশয়দিগের অযুক্তি নিরসন নিমিত্ত ঐ সভায় এক প্রবন্ধ পাঠ করি, তাহা পুস্তিকাকারে নিবদ্ধ হইয়া প্রচারিত হইলে অনেক অনুগ্রাহক মহাশয় আমার প্রতি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন, বিশেষতঃ লেখকদিগের পরমবন্ধু রঙ্গপুরের অন্তঃপাতী কুণ্ডীর প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী মৃত বাবু কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী উক্ত প্রবন্ধপাঠান্তে আমাকে যে পত্র লেখেন, তন্মধ্যে এই আক্ষেপোক্তি করিয়াছিলেন, যথা,---

> "আধুনিক যুবজনে, স্বদেশীয় কবিগণে,
> ঘৃণা করে নাহি সহে প্রাণে।
> বাঙ্গালীর মনঃ-পদ্ম, কবিতা-সুধার সদ্ম,
> এই মাত্র রাখ হে প্রমাণে।।"

কালীচন্দ্র বাবু এই ইঙ্গিত ভিন্ন নিরবদ্য পদ্যগ্রন্থ প্রণয়নে আমার প্রতি সর্ব্বদাই সোৎসাহ বাক্য লিখিয়া পাঠাইতেন। পরন্তু কিয়দ্বর্ষাতীত হইল, মদনুগ্রাহকবর স্বদেশহিততৎপর সুনির্ম্মল চরিত্র মৃত রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর এতদ্দেশীয় অধিকাংশ ভাষা কাব্যনিচয়ের অশ্লীলতা ও অপবিত্রতা সত্ত্বে সত্তাবৎপাঠে এতদ্দেশীয় বালক, বৃদ্ধ, বনিতা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অবস্থার লোকদিগের প্রগাঢ় আনুরক্তি দর্শনে পরিখেদিত হইয়া আমার প্রতি বিশুদ্ধ প্রণালীতে কোন কাব্য রচনা করণার্থ ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করেন। আমি উক্তোভয় মহাত্মার অনুরোধে কর্ণেল টড বিরচিত রাজস্থান প্রদেশের বিবরণ-পুস্তক হইতে এই উপাখ্যানটি নির্ব্বাচিত করিয়া রচনারম্ভ করিয়াছিলাম। তদনন্তর উক্ত উভয় মহাশয় অকালে পরলোকপ্রাপ্ত বিধায় শোকাভিভূত মনে তৎসঙ্কল্প পরিহার করি। কিন্তু কালসহকারে ইহজগতে সকল বিষয়েরই হ্রাস ও পরিবর্ত্তন আছে, অতএব প্রবোধচন্দ্রের নির্ম্মল প্রতিভায় সন্তাপতিমির কথঞ্চিৎ বিগত হইলে কিয়ন্মাসাতীত হইল, পুনর্ব্বার পদ্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়া উক্ত কাব্য সমাপ্ত করিলাম। সমাপ্তির পরে শ্রীযুত রেবরণ্ড ডবল্যু ওব্রাএনস্মিথ, তথা শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি কতিপয় মার্জিত-বুদ্ধি বন্ধুর নিকট ইহা প্রেরণ করি---তাহাতে তাঁহারা এবং উক্ত স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের অনুজ শ্রীযুত রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর, তথা বর্ণাক্যুলের লিটরেচর সোসাইটী নামক প্রসিদ্ধ সমাজের অধ্যক্ষবর্গ তৎপ্রকাশার্থ বিশেষ উৎসাহ প্রদানপূর্ব্বক অনুরোধ করাতে আমি সেই কাব্য প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু যে মহদভিপ্রায়ে এই নূতন প্রণালীতে বাঙ্গালা

ভাষায় কাব্য রচনায় প্রথমোদ্যোগ-পদবীতে আমি পদার্পণ করিলাম, তৎসিদ্ধিপক্ষে কতদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভস্থ। বিশেষতঃ এবম্প্রকার বিষয়ে দোষ-গুণ প্রভৃতির পর্য্যবসান সুভাবুক পাঠকদিগের বিচারাধীন। তথাহি---

"কবিতারসমাধুর্য্যং কবির্বেত্তি ন তৎ কবিঃ।
ভবানী ভ্রূকুটীভঙ্গীং ভবো বেত্তি ন ভূধরঃ॥"

এ স্থলে ইহাও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, আমি এতদ্দেশীয় প্রাচীন পুরাণেতিহাস হইতে কোন উপাখ্যান না লইয়া আধুনিক রাজপুত্রেতিহাস হইতে তাহা গ্রহণ করিলাম, ইহার কারণ কি? ---এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, পুরাণেতিহাসে বর্ণিত বিবিধ আখ্যান ভারতবর্ষীয় সর্ব্বত্র সকল লোকের কণ্ঠস্থ বলিলেই হয়, বিশেষতঃ ঐ সকল উপাখ্যান-মধ্যে অনেক অলৌকিক বর্ণনা থাকাতে অধুনাতন কৃতবিদ্য যুবকদিগের তত্তাবৎ শ্রদ্ধার্হ নহে এবং এতদ্দেশীয় জনসমাজে বিদ্যা-বৃদ্ধির বান্ধব মহানুভবদিগের মতে তদ্রূপ অদ্ভুত-রসাশ্রিত কাব্য-প্রবাহে ভারতবর্ষীয় যুবকদিগের অত্যুর্ব্বর চিত্তক্ষেত্র প্লাবিত করা কর্ত্তব্য নহে। পরন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অন্তর্দ্ধানকালাবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তরেই ধারাবাহিক প্রকৃত পুরাবৃত্ত প্রাপ্তব্য। এই নির্দ্দিষ্ট কাল মধ্যে এ দেশের পূর্ব্বতন উচ্চতম প্রতিভা ও পরাক্রমের যে কিছু ভগ্নাবশেষ, তাহা রাজপুতানা দেশেই ছিল। বীরত্ব, ধীরত্ব, ধাম্মিকত্ব প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণালঙ্কারে রাজপুতেরা যেরূপ বিমণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদিগের পত্নীগণও সেইরূপ সতীত্ব, বিদুষীত্ব এবং সাহসিকত্বগুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অতএব স্বদেশীয় লোকের গরিমা-প্রতিপাদ্য পদ্য-পাঠে লোকের আশু চিত্তাকর্ষণ এবং তদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধাবন হয়, এই বিবেচনায় উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রেতিহাস অবলম্বনপূর্ব্বক মৎকর্ত্তৃক রচিত হইল।

অপিচ, কিশোরকালাবধি কাব্যামোদে আমার প্রগাঢ় আসক্তি, সুতরাং নানা ভাষার কবিতা কলাপ অধ্যয়ন বা শ্রবণ করত অনেক সময় সংবরণ করিয়া থাকি। আমি সর্ব্বাপেক্ষা ইংলণ্ডীয় কবিতার সমধিক পর্য্যালোচনা করিয়াছি এবং সেই বিশুদ্ধ প্রণালীতে বঙ্গীয় কবিতা রচনা করা আমার বহুদিনের অভ্যাস। বাঙ্গালা সমাচারপত্রপুঞ্জে আমি চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে উক্ত প্রকার পদ্য-প্রকটন করিতে আরম্ভ করি। তত্তাবৎ যদিও অনেকের নিকট সমাদৃত হউক, কিন্তু সেই আদর তাঁহাদিগের মহত্ত্ব ব্যতীত আমার ক্ষমতা-পরিচায়ক নহে। আমার এ স্থলে এ কথা লিখিবার তাৎপর্য্য এই যে, উপস্থিত কাব্যের স্থানে স্থানে অনেকানেক ইংলণ্ডীয় কবিতার ভাবাকর্ষণ আছে, সেই সকল দর্শনে ইংলণ্ডীয় কাব্যামোদিগণ আমাকে ভাবহারী জ্ঞান না করেন, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বকই অনেক মনোহর ভাব স্বীয় ভাষায় প্রকাশ-কারণ চেষ্টা পাইয়াছি, যেহেতু তাহা করণের দুই ফল। আদৌ ইংলণ্ডীয় ভাষায় অনভিজ্ঞ অনেক এতদ্দেশীয় মহাশয় এরূপ জ্ঞান করেন, তদ্‌ভাষায় উত্তম কবিতা নাই; সেই ভ্রমাপনয়ন করা বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ইংলণ্ডীয় বিশুদ্ধ প্রণালীতে যত বঙ্গীয় কাব্য বিরচিত হইবে, ততই ব্রীড়াশূন্য কদর্য্য কবিতা-কলাপ অন্তর্দ্ধান করিতে থাকিবে এবং তত্তাবতের প্রেমিক-দলেরও সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিবে। পরন্তু এই উপলক্ষে ইহাও নিবেদ্য, আমি সকল স্থলেই যে ইংলণ্ডীয় মহাকবিদিগের ভাব গ্রহণ করিয়াছি, এমত নহে। অনেক ভাব স্বতই আসিয়া অনেকের মনে একেবারে সমুদিত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগের অগ্রপশ্চাৎ প্রকাশমতে কাব্যকারের প্রতি চৌর্য্যাভিযোগ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। কোন ইংলণ্ডীয় সুকবি কহেন---"আমাদিগের মধ্যে একদল বিদূষিক আছেন, তাঁহারা সম্ভাবিত সকল ভাবকেই পুরাতন জ্ঞান করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের এমত জ্ঞান নাই যে, পৃথিবীতে ক্ষুদ্র বৃহৎ স্বাভাবিক উৎসসমূহ আছে। তাঁহারা কোন প্রবাহ দৃষ্টিমাত্রে বোধ করেন, তাহা অমুক মনুষ্যের পুষ্করিণী হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে।

এক্ষণে কাব্য কি?---এবং তদালোচনার ফল কি?---এই দুই সুকঠিন প্রশ্নের মীমাংসাকল্পে কিঞ্চিৎ লেখা যাইতেছে, যেহেতু, তদুভয় বিষয়ে

এতদ্দেশীয় অনেক লোকের ভ্রম আছে। মিত্রাক্ষরে এবং মিতাক্ষরে রচিত, যতি-সমন্বিত, অনুপ্রাসাদি অলঙ্কারে ভূষিত পদবিন্যাস করিলেই তাহা কাব্য হয় না। সুবিখ্যাত সাহিত্য-দর্পণ গ্রন্থে ইহার যথার্থ লক্ষণ লিখিত হইয়াছে। যথা,---"কাব্যং রসাত্মকং বাক্যম্।" এই স্বল্প বাক্যে কবিতা-কলার গুণ ব্যাখ্যাত ও বৃহদ্ গ্রন্থবিশেষের মর্ম্ম ব্যক্ত হইয়াছে। প্রত্যুত কাব্য মানসিক ধ্যানধৃতি-রূপ পুষ্পবাটিকাস্থ অশেষবিধ ভাবকুসুমের সৌরভ-মাত্র, সেই সুগন্ধভাব-প্রবহণে কবিদিগের মলয়ানিলবৎ রচনা শক্তিই পটুতর। কবিতার অসাধারণা শক্তি মনুষ্যের মনে সর্ব্বপ্রকার রসোদ্দীপনে ইহার মহীয়সী ক্ষমতা। শাস্ত্রকারেরা প্রত্যেক রসোৎপত্তির এক একটা নিদান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু কবিতাকে সকল রসের নিদান কহা যাইতে পারে। মোহের প্রত্যক্ষ কারণ কিছুই নাই, অথচ কবিতা পাঠ বা শ্রবণ করত মনুষ্যের অশ্রুপাত হইতেছে;---হাস্যের প্রত্যক্ষ কারণ কিছুই নাই, অথচ কবিতা পাঠ বা শ্রবণ করত জনসমাজে হাস্যার্ণব তরঙ্গিত হইতেছে;---বীভৎসের প্রত্যক্ষ কারণ কিছুই নাই, অথচ কাব্যপাঠক বা শ্রোতার মুখভঙ্গীতে তাহা প্রকৃষ্টরূপে লক্ষিত হয়।

কবিতার আর এক গুণ এই, তাহা সুষুপ্তপ্রায় মানসিক বৃত্তিচয়কে সহসা জাগরিত এবং উত্তেজিত করিতে পারে। প্রাচীন জাতিদিগের মধ্যে এই এক রীতি ছিল, তাহারা বিগ্রহব্যসনাদি সমুদায় উৎসাহকর ব্যাপারে কবিদিগের সাহচর্য্য রাখিতেন। কবিগণ উক্ত জাতিদিগের শৌর্য্য বীর্য্য গুণসম্পন্ন পূর্ব্বপুরুষদিগের গুণানুবাদ গান করিতেন। তাহাতে শ্রোতৃবর্গের মানসে বীর, শান্তি, রৌদ্র প্রভৃতি ভাব সকলের সমুদ্ভবে বিশেষোপকার হইত। প্রকৃত কবিদিগের অন্তঃকরণ সহস্রধারা নামক বিচিত্র উৎসস্বরূপ, তাহাতে যেরূপ সামান্যরূপ শব্দ করিলেই ধারা নির্গত হয়, কবিদিগের অন্তঃকরণ হইতে সেইরূপ সামান্য ঘটনাতে ভাবধারা নিঃসৃত হইতে থাকে।

কবিতার * আর এক শক্তি, তাহা আমাদিগের স্বাভাবিক অতি সূক্ষ্মতর ভাবসমূহকে সচেতন করিতে পারে। তদ্দ্বারা দয়া, করুণা, মমতা, প্রণয় প্রভৃতি মানসিক ধর্ম্মসকল বৃদ্ধিযুক্ত হয় ও চিন্তা প্রভৃতি পরিকল্পনার বিশুদ্ধতা জন্মে। প্রকৃত কবি ব্যক্তি কোন ইতর বা গর্হিত কার্য্যকারণে অগত্যা বাধিত হইলে তাঁহার আর মর্ম্মপীড়ার সীমা থাকে না। কবিতার অপর এক গুণ এই, তাহা সাংসারিক সামান্য চিন্তাজাল ও ইন্দ্রিয়-ভোগ শক্তি হইতে মনুষ্যের মনকে সর্ব্বদা বিমুক্ত রাখিতে পারে এবং অন্তঃকরণে এরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাসের সংস্থান করে যে, জাগতীয় সামান্য প্রকার ক্ষণিক সুখ ব্যতীত এক সুনির্ম্মল নিত্যসুখ-সম্ভোগের সম্ভাবনা আছে। কবিতা একপ্রকার ধর্ম্মবিশেষ। কবিরা নিসর্গরূপে ধর্ম্মের পুরোহিত। তাঁহারা জগতীস্বরূপ কার্য্যের ক্রমপ্রদর্শনপূর্ব্বক তৎকর্ত্তার সত্তা সংস্থাপন করেন. তাঁহারা মানুষের নিকট ঐশিক ক্রিয়া-প্রণালীর, যাথাথ্য নিরূপণ করিয়া দেন। কবিরা নীরস অস্থিসার তত্ত্বশাস্ত্রের শরীরে আত্মার সঞ্চার করত তাহাকে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে শোভিত করেন। তাঁহাদিগের উপদেশে আমরা অচেতন পদার্থ সকলকে সচেতনস্বরূপ প্রত্যক্ষ করি। তথাহি :---

"তরু লতিকায় যেন বচন নিঃসরে।
বেগবতী নদীচয় গ্রন্থ-ভাব ধরে।।
উপদেশ দান করে পাষাণ সকল।
সকলি প্রতীত হয় সুন্দর নিষ্ফল।।"

অপিতু, মনোজ্ঞ ভাবাভরণে মনুষ্য মনোভূষণ-কারিণী ও হৃদয়-পদ্মে ঔদার্য্যাদি সত্ত্বগণরূপ মধু-সঞ্চারিণী এই চমৎকারিণী বিদ্যা মনুষ্যকে ইতর এবং স্বার্থপর চিন্তাচক্র হইতে যেরূপ দূরান্তরিত রাখে, এমন আর কিছুতেই রাখিতে পারে না। কোন জ্ঞানীপ্রবর কহেন, "কবিদিগের মর্য্যাদাকল্পে বক্তব্য এই যে, আমি তাঁহাদিগকে কস্মিন্‌কালে

---

* এতদ্দেশীয় লোকের শ্রীবর্দ্ধনেচ্ছুক কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে এই পরিচ্ছেদের কিয়দংশ লিখিত হইল।

অতিশয় লালসাপরবশ বা জঘন্যরূপ কার্পণ্য দোষাশ্রিত দেখি নাই।—অন্যান্য শ্রেণীর লোকাপেক্ষা তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ এমত সুপ্রশস্ত যে, তাহার সহিত পরমেশ্বর এবং দিব্যলোকের বিশেষ সম্পর্ক আছে, এমত বলা যাইতে পারে।"

বর্ত্তমান সময়ে যে সকল ব্যক্তি ইংলণ্ডীয় বিদ্যায় সুশিক্ষিত নহে, তাহারা মানসিক শক্তি-সমূহের পরিচালনাজনিত সুখসম্ভোগে বঞ্চিত বিধায় তুচ্ছতর ইতর আমোদে অবকাশকাল অতিপাত করিয়া থাকে।

"ইন্দ্রিয়ের ভোগে যবে অরুচি উদয়।
দুর্ব্বল নাড়ীর গতি মন্দ মন্দ বয়।
যেই চারু সুখে পুনঃ পূর্ণ তাহা হয়।
সেই মনোহর সুখ অবগত নয়।"

অপিচ, কেবলমাত্র বিজ্ঞানবিদ্যায় বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সম্পাদন-করণের শিক্ষা প্রণালীকে সম্পূর্ণ বা সংশুদ্ধ রীতি বলা যাইতে পারে না। বিজ্ঞানবিদ্যা স্বভাবতঃ কঠিন এবং ঔৎসুক্যবিহীন, অতএব চিন্তাকরণ করণক ভাবকুসুমপ্রফুল্লকারী পরম-গৌরবভাজন কলাকলাপের সাহায্য ব্যতীত তাহা প্রিয়ঙ্কর হয় না। বুদ্ধির প্রাখর্য্য সম্পাদনার্থ যেরূপ বিজ্ঞান-বিদ্যার প্রয়োজন, অন্তঃকরণের উৎকর্ষ-সম্পাদনার্থ সেইরূপ কাব্যালঙ্কার প্রভৃতি কলা-কলাপের আবশ্যকতা। প্রত্যুত, উভয়বিধ পদার্থেরই শ্রীবৃদ্ধি-সম্পাদন অতিকর্ত্তব্য। বিজ্ঞানদ্বারা আকাশ-বিহারী জ্যোতির্গণের যেরূপ পরিধি, পরিমাণ ও সংখ্যাদি নিরূপণ করা যাইতে পারে, কবিতা দ্বারা সেইরূপ তাহাদিগের অনির্ব্বচনীয় শোভা-সৌন্দর্য্যাদি হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যিনি এই দৃশ্যমান বিশ্বকে অপরূপ শোভা-সৌদৃশ্যে আবৃত করিয়াছেন, তিনি আমাদিগের তত্তাবতের পরিমাণ ও সংখ্যা নিরূপণ করিতে নির্দ্দেশ করিয়া সেই অপূর্ব্ব প্রতিভাপুঞ্জের রসজ্ঞ হইতে যে নিষেধ করিয়াছেন, এমত কথা কখনই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব জগদীশ্বর কিরূপ নিয়মে ইহ-জগৎকে সৌন্দর্য্যরসে প্লাবিত করিয়াছেন, তাহা এতদ্দেশীয় লোকেরা ইংলণ্ডীয় এবং সংস্কৃত মহাকবিদিগের গ্রন্থাধ্যয়ন পূর্ব্বক অনুভব করুন! যাঁহারা তদ্রূপ অধ্যয়ন দ্বারা কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের আন্তরিক সুখের পরিসীমা নাই, এমত সকল ব্যক্তি সংসারের ইতর চিন্তা ও ব্যতিব্যস্ত জনমণ্ডলীর সহবাস পরি-ত্যাগ করিয়া নৈসর্গিক সামান্য শোভাবলোকনে অত্যন্ত পুলকিত হন।—

"সামান্য কুসুম-কলি কন্দলে কলিত।
সামান্য বিহঙ্গনাদ পবনে চলিত।
সাধারণ সূর্য্য আর সমীর, আকাশ।
তাঁহার নিকটে যেন স্বর্গের প্রকাশ।।"

এইরূপ কবি এবং কবিতার প্রশংসা বিশেষ-মতে করিলে তাহা গ্রন্থ-প্রমাণ হইয়া উঠে, অতএব আর বাহুল্যোক্তি না করিয়া এ স্থলে এতাবন্মাত্র বলিয়া শেষ করি যে, হে স্বদেশীয় মহাশয়বর্গ, আপনারা ঘৃণিত উলঙ্গ আদিরসের কবিতার প্রেম পরিহারপূর্ব্বক নির্মলানন্দদায়িনী কবিতার প্রীতি-রসে প্রবৃত্ত হউন। ইতি।

পদ্মিনী-উপাখ্যান

সূচনা

নবীন ভাবুক এক ভ্রমণ কারণ।
ভারতের নানা দেশে করি পর্য্যটন॥
অবশেষে উপনীত রাজপুতানায়।
বসুধা বেষ্টিত যার কীর্ত্তি-মেখলায়॥
দেখিলেন আজামীল-পুরী আজমীর।
যশল্মীর যোধপুর আর বিকানীর॥
কোটা বুদি শিখাবতী নীমচ সারয়ে।
উদয় উদয়পুরে প্রফুল্ল-হৃদয়ে॥
জয়সিংহ-পুরী জয়পুর চারুদেশ।
যার শোভা মনোলোভা বৈকুণ্ঠ বিশেষ॥
ভ্রমি বহু রাজপুরী সানন্দ অন্তরে।
প্রবেশেন একদিন চিতোর নগরে॥
দেখেন অচল এক অতি উচ্চতর।
তার নিম্নে শোভাকর সুন্দর নগর॥
গিরিপথে শোভে গড় প্রাচীর-বেষ্টিত।
রাজচক্রবর্ত্তী হিন্দু-সূর্য্য * প্রতিষ্ঠিত॥
ধরাধর-অঙ্গে শোভে নানা তরুবর।
নয়নের প্রীতিকর ওষধি বিস্তর॥
কোন স্থলে মৃদুস্বর করি নিরন্তর।
উগরে নির্ঝরচয় মুকুতা-নিকর॥
তরুণ অরুণ ভাতি জলে কোন স্থলে।
প্রবালের বৃষ্টি যেন হয়েছে অচলে॥
কোথাও তটিনীকুল কুল কুল স্বরে।
শেখরের শ্যাম-অঙ্গে চারু শোভা করে॥

যেন রঘুপতি-হৃদে হীরকের হার।
ঝলমল ভানু করে করে অনিবার॥
বিবিধ বিহঙ্গে নানা স্বরে গান করে।
সন্তাপীর তাপ দূর মন-প্রাণ হরে॥
আহা এইরূপ শোভা অতি অপরূপ
উথলয় ভাবুকের বিভাবনা-কূপ॥
সরসী সরিৎ সিন্ধু শেখর সুন্দর।
গগন গহ্বর বন নির্ঝরনিকর॥
দিনকর নিশাকর নক্ষত্রমণ্ডল।
মেঘমালে তড়িতের চমক উজ্জ্বল॥
ইহ খলু নিসর্গের শোভা অনুপম।
যাহে জন্মে ভাবুকের বিলাসবিভ্রম॥
সে সুখের তুল্য সুখ আর কিবা হয়?
দৈব-অনুগ্রহ ভিন্ন অনুভূত নয়॥
দেখ দেখি ভবভূতি আর কালিদাস।
কাব্যে সেই রস কিবা করিলা প্রকাশ॥
মহামহীপালগণ সভার ভিতর।
মহাবত্নরূপে খ্যাত দেশ-দেশান্তর॥
কিন্তু তাঁরা সেই সব সভার বিষয়।
না বর্ণিয়া কিছুমাত্র ভাব রসময়॥
প্রকৃতি রূপের ছটা করি দরশন।
করেছেন কাব্য সুধা-সার বরষণ॥
পাঠমাত্রে লোমাঞ্চিত হয় কলেবর।
ধন্য ধন্য কাব্যশক্তি রসের সাগর॥
আয় মন! চল যাই সেই সব দেশে।
যথায় প্রকৃতি সাজে মনোহর বেশে॥
দেখিবে বিচিত্র শোভা শৈল আর জলে।
শ্রবণ জুড়াবে তটিনীর কলকলে॥

---

* উদয়পুরের রাণাদিগের আদি-পুরুষ বাপ্পা-রাও অন্যান্য উপাধি মধ্যে এই গৌরবাত্মক উপাধি গ্রহণ করেন।

কন্দরে কন্দরে ফুটে কুসুম অশেষ।
শরীর জুড়াবে যাবে সমুদায় ক্লেশ॥
এইরূপ নানা শোভা দেখিতে দেখিতে।
পথিক উঠেন দুর্গে পুলকিত চিতে॥
বিশেষ দুর্গম পথ পাষাণে রচিত।
ভুজঙ্গের গতি সম ক্রোশ পরিমিত॥
ক্রমে ক্রমে পরিহার করি ছয় দ্বার।
উপনীত যথা সিংহদ্বার সুবিস্তার॥
অতিশয় পুরাতন কীর্ত্তির প্রকাশ।
হইয়াছে কত তরু লতার নিবাস॥
খচিত বিবিধ কার্য্য দ্বারদেহময়।
মূর্ত্তিমান কত শত দেবী-দেবচয়॥
যবনের কার্য্য তাহে নহে দৃশ্যমান।
দ্বার যেন কৃতান্তের ফাটক সমান॥
তদন্তে শোভিত দেবালয় দুই ভিতে।
পণ্যবীথি পূর্ণ সারি সারি পশারিতে॥
বৃহত্তর মনোহর প্রাসাদ প্রচুর।
কাল-দন্তে প্রতিক্ষণ হইতেছে চুর॥
নগরাধিষ্ঠাত্রী কর্ত্রী হর্ত্রী মহাদেবী।
চিতোরের সর্ব্বনাশ যাঁর পদ সেবি॥
রয়েছে তাঁহার মঠ পর্ব্বত-প্রমাণ।
অষ্টভুজা করি-অরিপরে অধিষ্ঠান॥
মহাকাল এক-লিঙ্গ * শিব অনুপম।
মন্দির-সমীপে কত দণ্ডীর আশ্রম॥
এ সকল নিরখিয়ে পথিকের চিত।
মলিনতা মেঘজালে হইল জড়িত॥
মানসে করেন চিন্তা কোথায় সেদিন।
যে দিনে ভারতভূমি ছিলেন স্বাধীন॥
অসংখ্য বীরের যিনি জন্ম-প্রদায়িনী।
কত শত দেশে রাজ-বিধি বিধায়িনী॥
এখন দুর্ভাগ্যে পরভোগ্যা পরাধীনী।
যাতনায় দিন যায় হয়ে অনাথিনী॥
কোথা সে বীরত্ব আর বিক্রম বিশাল।
সকলি করেছে গ্রাস সর্ব্বভুক কাল॥

এই যে ভীষণ দুর্গ না জানি কাহার?
কত বীর করেছেন ইহাতে বিহার॥
এখন দরিদ্র-দশা দৃশ্য সর্ব্বস্থানে।
মলিনতা প্রবলতা যেখানে সেখানে॥
কোথায় উৎসাহ রঙ্গ হাস্য মহোৎসব?
তেজোহীন জনগণ যেন সব শব।
এইরূপ ব্যাকুলিত হয়ে চিন্তাকুলে।
আইলেন শেষে এক সরোবর-কূলে॥
ঢল ঢল করে জল বিমল উজ্জ্বল।
সন্তরণ করে তাহে রাজহংসদল॥
চারি ধার বাঁধা তার বিমল উপলে।
অদ্যাপি পতিত নহে কালের কবলে॥
তার মাঝে চারু দীপ রচিত পাষাণে।
হেন মনোলোভা শোভা নাহি কোন স্থানে॥
তাহে রম্য হর্ম্ম্য এক অতি পুরাতন।
হুতাশনে দগ্ধ প্রায় হয় দরশন।
দেখিয়ে পথিক মনে ভাবেন তখন।
কি হেতু হইল ইথে এ হেন বরণ?
এমন সময়ে এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ।
স্নানাশয়ে জলাশয়ে দিলেন দর্শন॥
করপুটে জিজ্ঞাসেন পথিক তাঁহারে।
"কহ দ্বিজ, এই পুরী বৃত্তান্ত আমারে।"
বিপ্র কন, "শুন ওহে পথিক সুজন।
করুণা রসের সিন্ধু স্থান-বিবরণ॥
শ্রবণেতে দ্রব হয় পাষাণ-হৃদয়।
অভাবুক হৃদে হয় ভাবের উদয়॥
রাজ-পুত্র ইতিহাস সমুদ্র সমান।
এই সে চিতোর-পুরী তার আদ্যস্থান॥
ত্রেতায় ছিলেন সূর্য্যবংশ দণ্ডধর।
দ্বাপরেতে চন্দ্রবংশ ধরার ঈশ্বর॥
কলির প্রারম্ভে পুনঃ ভানুকুল-ভূপ।
যাহাদের বীরত্বের নাহি অনুরূপ॥
দেব-বংশ শীলাদিত্য বিখ্যাত ধরায়।
যার বংশজাত বাপ্পারাও-মহাকায়॥
একলিঙ্গ শিব পূজি বীরত্ব ধরিল।
মোরি-বংশ মাতুলের সাম্রাজ্য হরিল॥
করিল অশেষ কীর্ত্তি কি কব বিশেষ।
হরিল বিক্রমবলে যবনের দেশ॥

* বাপ্পারাওর ইষ্টদেবতা এই শিবলিঙ্গের প্রকৃত মন্দির নাগিন্দ্রনামক স্থানে আছে, ঐ নাগিন্দ্র উদয়পুর হইতে পঞ্চ ক্রোশ অন্তরে স্থিত। একলিঙ্গের পূজকেরা হারীত ঋষির বংশধর।

একচ্ছত্রা অবনীরে করে মহাবীর।
দুরন্ত দুর্দ্দান্ত ম্লেচ্ছ ভয়েতে অস্থির॥
ইরাণ তুরান আদি কত শত স্থান।
কাবুল কাশ্মীর কান্দাহার কাফ্রিস্তান॥
ইত্যাদি অনেক দেশে হইলে বিজয়।
করিলেন কত রাজকন্যা পরিণয়॥
জন্মিল অসংখ্য বংশ হিন্দু মুসলমান।
হিন্দু সূর্য্যবংশী খ্যাত যবন পাঠান॥
শতবর্ষ বয়ঃপ্রাপ্তে সেই মহাশয়।
সশরীরে স্বর্গগত কবিচন্দ্র * কয়॥
সুখাসনে প্রাণ পরিহরে নৃপবর।
চারু চীন-বসনেতে বৃত কলেবর॥
চারিধারে অমাত্য আত্মীয়গণ বসি।
নক্ষত্রমণ্ডলে যেন মেঘাচ্ছন্ন শশী॥
আবরণ বিমোচন করি তার পর।
অদ্ভুত নিরখি সবে বিস্মিত অন্তর॥
না দেখে পর্য্যঙ্কে মহীপতি-মৃত-কায়।
কেবল প্রফুল্ল পদ্ম-জাল † শোভা পায়॥
সুরেন্দ্র-লোকের প্রায় সুরভি বহিল।
নন্দন-কানন সুখে সকলে মোহিল॥
ধন্য ধন্য বাপ্পারাও কীর্ত্তিকলাধর।
ধন্য বীর্য্য-বিভূষণ ধন্য বীরবর॥
সেই বংশে কত শত নৃপতি প্রভৃত।
চিতোরের অধীশ্বর নানা গুণযুত॥
তের শত একত্রিংশ সংবৎ বৎসরে।
বরিত লক্ষ্মণসিংহ সিংহাসনোপরে॥
কুমার লক্ষ্মণ নহে প্রাপ্ত-ব্যবহার।
রাজ্য করে ভীমসিংহ পিতৃব্য তাঁহার॥
যাঁর প্রিয়তমা সে পদ্মিনী মনোরমা।
রূপে, গুণে, জ্ঞানে, অবনীত অনুপমা॥
যাঁহার রূপের কথা শুনি দিল্লীপতি।
চিতোর ঘেরিল আসি হয়ে ক্ষিপ্তমতি॥

রাজ্যলোপ, বংশলোপ প্রাপ্ত হয় তায়।
ধ্যান মাতা * রাক্ষসীর ক্ষুধার জ্বালায়॥
তথাপি পদ্মিনী সতী, সতীত্ব রতন।
না দিলেন যবনেরে করি প্রাণপণ॥
অতুলিত রূপ, গুণ, সতীত্ব সহিত।
অর্পিলেন অগ্নিশ্বাসে রাখিতে স্বহিত॥
হের রে পথিক ঘোর গভীর † গহ্বর।
এই স্থানে দগ্ধ পদ্মিনীর কলেবর॥
দেবস্থলীরূপে গণ্য করে যত নর।
রক্ষকস্বরূপ আছে কাল বিষধর॥
স্থগিত চকিত নেত্রে পথিক তখন।
কৃতাঞ্জলি করে করিলেন নিবেদন॥
"কহ দ্বিজ মম প্রতি হয়ে কৃপাবান্।
বিবরিয়া পদ্মিনীর চারু উপাখ্যান॥

পদ্মিনী-বর্ণন।

দ্বিজ কন, "হে সুজন, কর মন সমর্পণ,
পদ্মিনীর বিচিত্র কথায়।
চৌহান কুলের দীপ, সিংহল-দ্বীপের নৃপ,
বিখ্যাত হামিরশঙ্খ রায়॥
তাঁর কন্যা মনোরমা, তিলোত্তমা কিবা রমা,
পদ্মিনী সৌন্দর্য্য-সার-ভাগ।
ভীমসিংহে দুহিতায়, দিলেন হামির রায়,
সহ যথাযোগ্য অনুরাগ॥
যেমন পদ্মিনী সতী, মিলিল তেমনি পতি,
রাজকুলে-চক্রবর্ত্তী ভীম।
ধর্ম্মে ধর্ম্মপুত্র সম, রূপে সহদেবোপম,
বীর্য্যে পার্থ বিক্রমেতে ভীম॥
যোগ্য পাত্রে মিলে যোগ্য, সুধা সুরগণ-ভোগ্য,
অসুরের পরিশ্রম সার।

---

* ইনি পৃথুরাজের সময়ে রাজপুত্রদিগের প্রধান কুলকবি ছিলেন।

† সেই পদ্মপুষ্পসমূহ সরোবর মধ্যে রোপিত হইলে বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। এইরূপে উপন্যাস নৌশেরয়া ভূপতির মৃত্যু বিষয়ে কথিত হয়।

* ইনি রাজপুতনার শ্রেয়সী কুলদেবতা। বাপ্পা ইঁহাকে স্বীয় শ্বশুরালয় বন্দর দ্বীপ হইতে আনয়নপূর্ব্বক চিতোরে প্রতিষ্ঠিত করেন।

† রাজপুতনার কোন কবি কহেন, ঐ গহ্বরের গর্ভে এক অট্টালিকা আছে।

বিকশিত তামরসে, অলি আসি উড়ে বসে,
ভেক ভাগ্যে কেবল চীৎকার ॥
মাধবী মাকন্দ কায়, প্রকাশিত প্রতিভায়,
বল তাহে কি শোভা অতুল।
আকন্দের দেহোপরে, যদ্যপি বিরাজ করে,
দেখিলে নয়নে বিঁধে শূল ॥
সর্ব্ব-সুলক্ষণবতী, ধরাধামে যে যুবতী,
লোকে বলে পদ্মিনী তাহারে।
সেই নাম নাম যার, সেরূপ প্রকৃতি তার,
কত গুণ কে কহিতে পারে?
পতিব্রতা পতিরতা, অবিরত সুশীলতা,
আবির্ভূতা হৃদি-পদ্মাসনে।
কি কব লজ্জার কথা, লতা লজ্জাবতী যথা,
মৃতপ্রায় পর-পরশনে ॥
থাকুক সে পরশন, পরমুখ দরশন,
সহনীয় না হয় সতীর।
দৃষ্টিমাত্র সেই ক্ষণে, সরমের হুতাশনে,
দগ্ধ হয় কোমল শরীর ॥
পদ্মিনীর পদ্ম নেত্র, বিনোদ বিহার ক্ষেত্র
ব্রীড়া তাহে সদা ক্রীড়া করে।
পলকেতে প্রতিপলে, বঙ্কিম কটাক্ষ ছলে
চারিদিকে অমৃত সঞ্চরে ॥
সতীর শুভদা দৃষ্টি, করে নানা সুখ সৃষ্টি
অনলের বৃষ্টি পাপিজনে।
সতীরে হরিতে আশ, যে করে তাহার নাশ,
ভাব কি দুর্দ্দশা দশাননে ॥
পদ্মিনী রূপের নিধি, বিরলে গড়িল বিধি,
নীর নিধি নন্দিনী সমান।
কি ছার পদ্মিনীচয়, সহ বিস-বিসলয়,
পুষ্করে প্রকাশে অভিমান ॥
অতুলনা রাজকন্যা, ভুবনে ভামিনী ধন্যা,
অগ্রগণ্যা রূপসী-সমাজে।
কিরূপ তাহার রূপ, কি বর্ণিব অপরূপ,
বর্ণিতে বিবর্ণ বর্ণ লাজে ॥
কোন মূঢ় চিত্রকরে, পদ্মদেহ চিত্র করে,
করিলে কি বাড়ে তার শোভা?
কিংবা সেই কোকনদে, মাখাইলে মৃগমদে
অতি সুখ লভে মধুলোভা?
কষিত কাঞ্চন কায়, কিবা কার্য্য সোহাগায়,
কিবা কার্য্য রসানের ছটা?
হেন মূর্খ আছে কে হে, দিব ইন্দ্রধনু দেহে,
অভিনব রূপরঙ্গঘটা?
জ্বালিয়ে ঘৃতের বাতি, প্রখর ভাস্কর ভাতি,
বৃদ্ধি করা দুরাশা কেবল।
কি কাজ সিন্দূরে মাজি, গজমুক্তাফলরাজি,
মাজিলে কি হয় সমুজ্জ্বল?
সেইরূপ ভূপজার, রূপ গুণ চমৎকার,
বর্ণনায় ব্যর্থ আকিঞ্চন।
মৃগপতি যূথপতি, দ্বিজপতি গজমতি,
তিলফুল কোকিল খঞ্জন ॥
এই সব উপমার, প্রয়োজন নাহি আর,
নব কবিজনের বাঞ্ছিত।
কহিলাম যতগুলা, পদ্মিনী রূপের তুলা,
কেহ নহে সকলি লাঞ্ছিত ॥
এই শ্রুতি পূর্ব্বাপর, যুবতীর মনোহর,
রূপ দৃষ্টে মুগ্ধ মুনি নরে।
কহ কোন নৃপ মুনি, রূপের ব্যাখ্যান শুনি,
মজিয়াছে পঞ্চশর-শরে?
পদ্মিনী-রূপের যশ, পরিপূর্ণ দিক দশ,
শ্রুত মাত্র দুরন্ত যবন।
না শুনিল কার মানা, সিংহপুরে দিল হানা,
সঙ্গে লয়ে সেনা আগণন ॥"

চিতোর আক্রমণ।

সাজিল যবন, সেনা অগণন,
করিবারে রণ চলিল।
শিরোপরে তাজ, যত তীরন্দাজ,
সাজ সাজ সাজ বলিল ॥
ধূলায় গগন, ধূসর বরণ,
অদৃশ্য তপন হইল।
কুলবতীচয়, মনে পেয়ে ভয়,
নিভৃতে আশ্রয় লইল ॥
বিষম বিশাল, মদে মাতোয়াল,
করিযূথ কাল ছুটিল।
পিঠেতে-আমরি শোভে সারি সারি
তাহে ধনুধারী উঠিল ॥

মণি মুক্তা কাজ, ঝুলেতে বিরাজ,
রবি ছবি লাজ পাইল।
কোমল কমল, সম মখমল,
শোভা নিরমল ছাইল॥
অগণিত বাজী, কিবা তাজি রাজি,
আসোয়ার সাজি ধাইল।
করে করবাল, পিঠে বাঁধি ঢাল,
যত সেনাপাল যাইল॥
হলো হুলস্থূল, করে করি শূল,
কত সেনাকুল সাজিল।
শূন্যরাজপুরী, বিগত মাধুরী,
ভোঁ ভোঁ রবে তূরী বাজিল॥
চলে সেনাদলে, তৃণহীন স্থলে,
জলাশয়-জল শুকাল।
হেরিতে করাল, চলে পালে পাল,
নাহিক সকাল বিকাল॥
উঠে ডাক হাঁক, বাজে জয়ঢাক,
কত শত শাঁক ফুঁকিল।
সুখী কত মতে, যবন যাবতে,
হিন্দু-বধ-ব্রতে ঝুঁকিল॥
দিল্লীর সম্রাট, সহ সেনা ঠাঁট,
ত্যজি রাজ্যপাট মাতিল।
স্থির নহে মন, তাহাতে মদন,
নিজ সিংহাসন পাতিল॥
পদ্মিনী স্মরণ, পদ্মিনী মনন,
পদ্মিনী জীবন দহিল।
পদ্মিনী দর্শন, পদ্মিনী শ্রবণ,
সেই ভাবে মন মোহিল॥
পদ্মিনী শয়নে, পদ্মিনী স্বপনে,
পদ্মিনী বচনে রাখিল।
সেইরূপে ধ্যান, করি রহে প্রাণ,
সেইরূপ জ্ঞান ঢাকিল॥
পদ্মিনী উদ্দেশে, ছাড়ি নিজ দেশে,
রাজপুত দেশে আসিল।
হয়ে কুতূহল, যত সেনাদল,
ভূপতি-মঙ্গল গাহিল॥
বাজে নওবৎ, সুধাবৃষ্টিবৎ,
সেনানী তাবৎ টলিল।
এমতি বাজনা, যত ভীরু জনা,
সমরাগ্নিকণা জ্বলিল॥
রাজপুতনায়, কেবা কারে চায়,
প্রলয়ের প্রায় করিল।
যে যাহারে পায়, লুঠে লয়ে যায়,
কত লোক তায় মরিল॥
আসি অবশেষ, চিতোরের দেশ,
সংগ্রামের বেশ যুড়িল।
নভঃস্থল ঢাকা, সহজ পতাকা,
যেমন বলাকা উড়িল॥
বিষম কাওয়াজ, গোলার আওয়াজ,
যত গোলন্দাজ দাগিল।
মনে খেয়ে ভয়, সব নারীচয়,
ত্যজিয়ে আলয় ভাগিল॥
যবনে উল্লাস, খল খল হাস,
দুর্গ চারি পাশ ঘেরিল।
ভীমসিংহ রায়, অধোভাগে চায়,
পাঠান-সেনায় হেরিল॥
ক্ষত্রিয়-নিকর, ক্রোধে গরগর,
প্রাচীর-উপর চড়িল।
মারে মালসাট, যবনের ঠাট,
দুর্গের কবাট পড়িল॥

বিগ্রহ ও সন্ধির মন্ত্রণা

শ্রাবণের ধারা সম ধারা অনিবার।
বুরুজ হইতে পড়ে গোলা * একধার॥
যেন ঘোর শিলা বৃষ্টির পতনে।
ফুলদল দলে দলে দলিত সঘনে॥
অথবা কর্ত্তনীমুখে শস্যের ছেদন।
অথবা হেমন্তশেষে পাতার ঝরণ॥

---

* যদিও মোগলসম্রাট বাবরের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে তোপ-ব্যবহার প্রচলিত হয়, কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ কবিচন্দ্রের গ্রন্থে 'নল গোলা' প্রভৃতি অগ্ন্যস্ত্রের উল্লেখ আছে; সুতরাং বোধ হইতেছে, ভারতবর্ষে অতি পুরাকালে গোলা-গুলীর ব্যবহার ছিল।

সেইরূপ দলে দলে পড়ে শত্রুঠাট।
সু এই শব্দ মার মার, কাট, কাট ॥
পলায় পাঠানসেনা শ্বাসগত প্রাণ।
দলভঙ্গ চতুরঙ্গ হারাইল জ্ঞান ॥
থাকে থাকে ঘিরেছিল দুর্গের প্রাচীর।
ব্যূহ ছেড়ে ভাগে যত দেড়ে ধেড়ে বীর ॥
শত্রুর প্রস্থান দেখি রাজপুতগণ।
সিংহনাদে জয়নাদে পূরিল গগন ॥
বুরুজে বুরুজে ফেরে পদাতি সকল।
মাঝে মাঝে তোপ শব্দে কম্পিত অচল ॥
পনর্ব্বার পাঠানের সেনাপতিচয়।
বিপক্ষে দেখিয়া শ্রান্ত রজনী সময় ॥
দলে দলে আসি করে নগর বেষ্টন।
পাতিল তোপের শ্রেণী ভুড়িতে তোরণ ॥
গুড়ুম গুড়ুম গুম বজ্রের আওয়াজ।
শুনি সচেতন হয় ভীম মহারাজ ॥
"সাজ সাজ" বলি আজ্ঞা দিলেন তখন।
পুনঃ প্রাচীরেতে উঠে যত সেনাগণ ॥
দুই পক্ষে ঘোরতর অস্ত্রের চালনা।
মরিল অনেক সেনা কে করে গণনা ॥
কালানল-সম অগ্নি জ্বলে ধূ ধূ ধূ।
যবনের যুদ্ধনাদ আল্লা হূ আল্লা হূ ॥ *
রুধির প্রবাহ বহে বিনাশ † প্রবাহে।
ভয়ানক ভাব আবির্ভাব হয় তাহে ॥
নেতে সরবর্ণ ধরিল আকাশ।
স্থানে স্থানে তোপমুখে বিজলী প্রকাশ ॥
নীচে থেকে উঠে গোলা শূন্যে গিয়া ফুটে।
চিতোরের কত শত ঘর-দ্বার টুটে ॥
বাজারে লাগিল অগ্নি দগ্ধ দ্রব্যরাশি।
ত্রাহি ত্রাহি শব্দ করে যত বাসী ॥
ফাটক-সমীপে কোন যোদ্ধা যুদ্ধ করে।
পুত্র পরিবার তার গৃহে পুড়ে মরে ॥
হাহাকার রবপূর্ণ চিতোর নগর।
বালক বনিতা বৃদ্ধ অস্থির অন্তর ॥

বিক্রমে কেশরী প্রায় রাজপুত্রগণ।
পরম সাহসে সবে করে ঘোর রণ ॥
পরাক্রমে ন্যূন নহে দুরন্ত পাঠান।
হিন্দুর বিনাশে পুণ্য, মনে দৃঢ় জ্ঞান ॥
সজারুর পায় শস্ত্র সর্ব্বাঙ্গে শোভিত।
ঝক মক চক মক পঞ্জা চারিভিত ॥
মনে ভাবে দূর হৌক মিছে করি রণ।
বিপদ্ ঘটিল এক নারীর কারণ ॥
মজিলাম কামকূপে রূপ শুনে যার।
একবার দেখা চাই সে রূপ তাহার ॥
আসার আশার ফল লাভ হ'লে বাঁচি।
ইহার অধিক মিছে মনে মনে আঁচি ॥
নাহি চাহি রত্নভার চিতোরের দেশ।
দেখিব সে মোহিনীরে এই ধার্য্য শেষ ॥
এত ভাবি পত্র লিখি দূত পাঠাইল।
সন্ধির পতাকা শুভ্র শূন্যে উড়াইল ॥
দূত-আগমনে দ্বারী রাজারে জানায়।
পত্র লয়ে বিদায় দিলেন তারে রায় ॥
পত্রপাঠে ক্ষত্রপতি দ্বিগুণ জ্বলিত।
ঘন বহে দীর্ঘশ্বাস চিত্ত চপলিত ॥
ভাবে হায় মম প্রাণ থাকিতে শরীরে।
যবনে কি দেখিবেক পদ্মিনী সতীরে?
ধিক্ মম বাহুবলে! ধিক্ এ জীবনে!
ধিক্ ক্ষত্রকুলে জন্ম! ধিক্ রাজ্যধনে!
অনাহারে দুর্গ মধ্যে যায় যাক্ প্রাণ।
মরুক সকল সৈন্য ক্ষত্রিয়-সন্তান ॥
এত অপমান সহ্য না হবে কখন।
না দেখাব পদ্মিনীরে থাকিতে জীবন ॥
সাধ্বী সতী পতিব্রতা অতি গুণবতী।
এ কথা তাহারে কবে কোন্ মূঢ়মতি ॥
এত ভাবি ম্লানমুখে সজল নয়নে।
ধীরে ধীরে যায় রায় পদ্মিনী-সদনে ॥
একবার অগ্রসর পুনঃ যায় ফিরে।
করাঘাত কাতরেতে করে কভু শিরে ॥
হেনকালে পদ্মিনীর প্রিয় সহচরী।
চিত্ররেখা নাম তার প্রেয়সী কিঙ্করী ॥
দূরে থেকে নৃপতিরে করি নিরীক্ষণ।
কহিলেক মহিষীরে সেই বিবরণ ॥

---

* লর্ড বায়রন কহেন, মুসলমানেরা এই যুদ্ধ-নাদকালে হূ শব্দটা এরূপভাবে উচ্চারণ করে যে, তাহাতে এক প্রকার ভয়ানক ভাবোদয় হয়।

† রাজপুতনার প্রদেশে প্রবাহিতা নদী।

শুনি সতী চলিলেন চঞ্চল-চরণে।
কুরঙ্গিণী ধায় যথা কুরঙ্গ দর্শনে॥

রাজ-দম্পতির কথোপকথন।

আসি ধীরে ধীরে, নিরখি পতিরে,
নেত্রনীর পদ্মিনীর।
ক্ষরে বিন্দু বিন্দু, সুধাসিক্ত ইন্দু,
হইল মুখ রুচির।
গদগদ স্বরে, কন নৃপবরে,
"আজ কেন প্রাণেশ্বর!
হেরি হেন ভাব, স্বভাব অভাব,
অশ্রুপাত দর দর?
অধর মধুর, বরণ সিন্দুর,
আজ হে পাণ্ডুর কেন?
সুধার সদন, সুধাংশু-বদন,
রাহুর গ্রাসেতে যেন॥
কেন হে উদাসী, আমি তব দাসী,
কও হে মনের কথা?
আমার কারণ, বুঝি হে রাজন্!
পেয়েছ প্রাণেতে ব্যথা?
আমারি কারণ, হয় এই রণ,
দেশে এত অমঙ্গল।
আমি অভাগিনী, তব সোহাগিনী,
তাই হে রণ প্রবল॥
যদি ওহে প্রিয়, সামান্য ক্ষত্রিয়,
ঘরণী হতো এ দাসী।
তবে হেন রণ, দুরাত্মা যবন,
করিত কি হেথা আসি?
পরিপূর্ণ খনি, কত শত মণি,
কে তার সন্ধান লয়?
ধনি-কণ্ঠহারে, নিরখি তাহারে,
চোরের লালসা হয়॥
কি কব অধিক, ধিক্ প্রাণে ধিক্,
শুন ওহে প্রাণাধিক।
ধিক্ এ জীবনে, ধিক্ সে যৌবনে,
রূপে গুণে ধিক্ ধিক্॥
ধিক্ বিধাতায়, কেন বা আমায়,
করিল লাবণ্যবতী?
দরিদ্রের দারা, কুরূপা যাহারা,
আমা চেয়ে সুখী অতি॥"
এইরূপে রাণী, খেদে কন বাণী,
পদ্মপাণি হানি শিরে।
শুনি নৃপমণি, অধৈর্য্য অমনি,
অভিষিক্ত অশ্রুনীরে॥
বাহু পসারিয়া, আলিঙ্গন দিয়া,
রাণীরে লইয়া কোলে।
অধর ধরিয়া, আদর করিয়া,
কহেন মধুর বোলে॥
"কেন হে প্রেয়সী, রূপসী-প্রেয়সি,
আপনায় অনুযোগ।
কিবা দোষ তব, কথা অসম্ভব,
মম ভাগ্যে কর্ম্মভোগ॥
পাইলে রতন, করিয়ে যতন,
কেহ সুখে কাল হরে।
কেহ পদে পদে, মজিয়ে বিপদে,
দস্যু-করে প্রাণে মরে॥
তুমি হে আমার, প্রাণের আধার,
প্রাণ দিব তব লাগি।
যাক্ রাজ্য ধন, নাহি প্রয়োজন,
হই হব দুঃখভাগী॥
সব দিব ডালি, তবু কুলে কালি,
প্রাণসত্ত্বে না হইবে।
হাজার রাজার, রাজ্য কোন্ ছার,
তব মূল কেবা দিবে?
কি কব বচন, ক্রোধ-হুতাশন,
কহিতে জলিত হয়?
তাই হে আমার, আজ এ প্রকার,
হইয়াছে ভাবোদয়॥
শত্রু দুরাশয়, সন্ধির আশয়,
ফেঁদেছে এ লিপি-ফাঁদ।
তবে ফিরে যায়, দেখিবারে পায়,
যদি তব মুখ-চাঁদ॥
রাজ্য নাহি চায়, ধন-পিপাসায়,
না কল্পে এ ঘোর রণ।

শুধু সুলোচনে, তব চন্দ্রাননে,
নিরখিবে এই আকিঞ্চন ॥
এ পণ তাহার, কেমনে স্বীকার,
করিব থাকিতে প্রাণ।
গরল ভখিব, জ্বলনে পশিব,
না সহিব অপমান ॥"
উত্তর উত্তরে, রাণী নরেশ্বরে,
কহিছেন মৃদুস্বরে।
"কেন হে উদাস, এরূপ নৈরাশ,
সর্ব্বনাশ মোর তরে ॥
দুর্জ্জন-দলন, সুজন-পালন,
এই তো রাজার নীতি।
দুষ্ট-নিসূদন, না হবে সাধন,
সাধুর পালন-রীতি ॥
যদ্যপি যবনে, পরাভূত রণে,
করিবারে না পারিলে।
পখর প্রবল, সমর-অনল,
নিবাও সন্ধি-সলিলে ॥
পাল প্রজাকুল, হয়েছে আকুল
অনাহারে নষ্ট হয়।
একের কারণ, মরে অগণন,
এ দুঃখ কি প্রাণে সয় ?
নিরখি আমায়, শত্রু যদি যায়,
সব দিক্ রক্ষা পায়।
তবে হে আমারে, দেখাও তাহারে,
নিরুপায়ে সদুপায় ॥
সাক্ষাৎ আমায়, যদি দেখে রায়,
হবে তবে কুলে কালি।
দেখক দর্পণে, ছায়া দরশনে,
বংশেতে না রবে গালি ॥"
এ কথা সতীর, শুনি ভূপতির,
আনন্দের নাহি পার।
অতি কুতূহলী, ধন্য ধন্য বলি,
প্রশংসা করেন তাঁর ॥
"তুমি বুদ্ধিমতী, অতি-সাধ্বী সতী,
রমণীর শিরোমণি।
তোমার সুযুক্তি, সুমধুর উক্তি,
শ্রবণে সৌভাগ্য গণি ॥
ধিক মন্ত্রিদল, কি করে কৌশল ?
অসার গণনা করি।
তুমি দেবী-অংশ, ধন্য ক্ষত্র-বংশ,
যাহে তব অবতরি ॥
কিন্তু সুবদনে, এই ভয় মনে,
হইতেছে হে আমার।
মুকুরে আকৃতি, হেরিতে স্বীকৃতি,
পাবে কি সে দুরাচার ?"
কহেন মহিষী, "ভাবনা ঈদৃশী,
করা হে উচিত নয়।
পরাস্ত যে জন, সন্ধি-সংস্থাপন,
তাহারি বাসনা হয় ॥
রাবণ-সোসর, দিল্লীর ঈশ্বর,
যদিও পরাস্ত নহে।
তার সেনাকুল, হয়েছে আকুল,
তাহারি লিপিতে কহে ॥
অতএব রায়, দর্পণে আমায়,
হেরিতে সম্মত হবে।
শত্রু-হস্তে শেষ, মুক্ত হবে দেশ,
কু রব না রবে ভবে ॥"
শুনিয়ে ভূপতি, সুযুক্তি ভারতী,
মানস প্রফুল্ল অতি।
পত্র লিখি রায়, পাঠান যথায়,
পাঠান চঞ্চল মতি ॥

পদ্মিনী-প্রদর্শন

দিল্লীপতি যবন ভূপাল,
আজ তার প্রসন্ন কপাল।
সুপ্রভাত শুভক্ষণে, সহিত অমাত্যগণে,
পত্রপাঠে আনন্দ বিশাল ॥
মোহিবারে মোহিনীর মন,
কত মত সজ্জা সুশোভন।
করিতেছে নানা অঙ্গে, কত রূপ রাগ রঙ্গে,
ভাবভঙ্গে রমণীমোহন ॥
চারুশেরপেচ শিরোপর,
উর্দ্ধে তার দুলিতেছে পর।

নানারূপ রত্ন তায়, নিরমল প্রতিভায়,
ঝলমল করে নিরন্তর ।।
গজমুক্তাফলে কোন স্থলে,
সূর্য্যকান্ত মণিশ্রেণী জ্বলে।
কোথায় বৈদূর্য্য ভাতি, কোথা হীরকের পাঁতি,
ভানু-প্রভা হরে প্রভা-ছলে ।।
কষিত কাঞ্চনে সুরচিত,
নানা রত্নরাজি-বিখচিত।
কবচ শরীরে আঁটা, কটিবন্ধ হীরাকাটা,
কটিতটে কিবা বিরচিত ।।
জঘন্য নগণ্য বামাকুলে,
মণির ছটায় যায় ভুলে।
পাদ্মিনী সুশীলা সতী, পতিব্রতা পুণ্যবতী,
অকলঙ্ক শশী ক্ষত্রকুলে ।।
পতিধন মনে মনে গণি,
পতিরূপ ধনে ধনী ধনী।
অন্য ধনে তুচ্ছভাব, পতিরূপ আবির্ভাব,
হৃদয়-গগনে দিনমণি ।।
জ্ঞানহীন যবন-কুমার,
এমন অবোধ কোথা আর?
দেখাইয়ে রত্নাবলী, পদ্মিনীর মন টলি,
হরিবারে বাসনা সঞ্চার ।।
হেথা ভীমসিংহ মহারাজ,
বাব দিয়ে অমাত্য সমাজ।
মন্ত্রণা এরূপভাবে, কিরূপে যন্ত্রণা যাবে,
কিরূপেতে রক্ষা পাবে লাজ ।।
কোন স্থানে গিয়া কি প্রকারে,
শত্রুর শিবিরে কি আগারে।
সহ সব সহচরে, দেখাবেন দিল্লীশ্বরে,
সঙ্গে লয়ে নিজ বনিতারে ।।
অবশেষে এই স্থির হয়,
প্রকাশে দেখান যোগ্য নয়।
বিহিত নিভৃত স্থল, না থাকিবে সৈন্যদল
রবে মাত্র নরপতিদ্বয় ।।
নয়নেতে না হইবে লক্ষ্য,
উভয় দলের সেনাপক্ষ।
আয়ুধ-বিহীন রবে, না লঙ্ঘিবে সীমা সবে
পদাতিক কিবা সেনাধ্যক্ষ ।।

চিতোর গড়ের ছয় দ্বার,
মধ্যে মধ্যে পরিখা বিস্তার।
তার মধ্যে মধ্যে গড়ে, বস্ত্রের কাণ্ডার পড়ে,
কি বর্ণিব তাহার বাহার ।।
স্থানে স্থানে হীরক ঝলকে,
ভানুকরে পলকে পলকে।
মণিময় চন্দ্রাতপ, জ্বলে রত্ন দপ্ দপ্,
যেন মেঘে দামিনী ঝলকে ।।
চারিধারে গজমুকুতার,
ঝালরেতে শোভা চমৎকার।
ভিতরেতে দুই খণ্ড, সুবর্ণ-মণ্ডিত দণ্ড,
স্থানে স্থানে সুশোভিত তার ।।
যেখানে পদ্মিনী পৌর্ণমাসী,
প্রকাশিতা হইবেন আসি।
সেই স্থান এইরূপ, রচনা করেন ভূপ,
বিহিত গোপন অভিলাষী ।।
গুপ্ত রবে কামিনীর কায়া,
দৃষ্টি মাত্র হবে তাঁর ছায়া।
সহচরী তার মাঝে, অকলঙ্ক শশী সাজে,
উদিতা হবেন নৃপজায়া ।।
সমাগত হইলে সময়,
দিল্লীপতি হইল উদয়।
অগ্রসর হয়ে রায়, আলিঙ্গিয়ে বাদশায়,
লয়ে যান করিয়া বিনয় ।।
অনন্তর যবন-ঈশ্বর,
প্রবেশিয়ে কাণ্ডার ভিতর।
করিলেন নিরীক্ষণ, তিন দিকে আচ্ছাদন,
একদিকে মুকুর সুন্দর ।।
দর্পণের চারু আবরণ,
ভীমসিংহ করেন মোচন।
হইল মহেন্দ্রক্ষণ, অস্থির শাহার মন,
সচকিত হইল লোচন ।।
করিতেছে ছায়া দরশন,
যেন সব মায়ার রচন,
কাচেতে কাঞ্চন-কান্তি, চিত্ররূপে হয় ভ্রান্তি,
মোহিনী মূরতি বিমোহন ।।
কভু ভাবে এমন কি হয়,
চিত্র-চক্ষে পলক উদয়?

নয়নে চাঞ্চল্য আছে, কমলে খঞ্জন নাচে,
বিম্বাধর অশন আশয় ॥
সরোরুহে হেরিলে খঞ্জন,
অধিপতি হয় সেই জন।
নৃপ হয়ে দেখে যেই, কি লাভ করিবে সেই,
ভাব দেখি হে ভাবুকগণ ॥
কটুতর কটাক্ষের জোর,
গরিমা-মাদক রসে ভোর।
যেন আহুতির গাত্র, পরশ পাইবামাত্র,
অনল জ্বলিয়ে উঠে ঘোর ॥
পরক্ষণে হেন জ্ঞান হয়,
যেন চক্ষে ঘৃণার উদয়।
বিষম অধর ভঙ্গে, যেন যবনের অঙ্গে,
কালসর্প বিষ বরিষয় ॥
করি হেন রূপ দরশন,
যবন হইল অচেতন।
ছায়াতে হরিল জ্ঞান, উড়ু উড়ু করে প্রাণ,
স্বেদ-বিন্দু ঝরে ঘন ঘন ॥
একেবারে চকিত স্থগিত,
মহীপতি হইল মোহিত।
নিপতিত মহী 'পরে, রাণী যান গৃহান্তরে,
সহ বীরগণের সহিত ॥
বলিহারি মদনের বাণ,
কোথা হেন অব্যর্থ সন্ধান?
যোগেশের যোগ ভঙ্গ, দ্বিজরাজ ক্ষত-অঙ্গ,
তৃণতুল্য হয় বলবান্ ॥
দেখি কি আশ্চর্য্য পঞ্চশর,
ত্রিলোক-বিজয়ী লঙ্কেশ্বর।
এই শরে জ্ঞান-হীন, বীর-দর্প সব ক্ষীণ,
না রহিল বংশে বংশধর ॥
আর দেখ দেব পুরন্দর,
অস্ত্র যার বজ্র ভয়ঙ্কর।
সে বাসব বজ্র ধরে, অতনুর ফুলশরে,
করেছিল পশুর সোসর ॥
এই যে দিল্লীর অধিপতি,
বিক্রম-কেশরী মহামতি।
হেরি রূপ-প্রতিরূপ, মোহিত হইল ভূপ,
ধন্য ধন্য ধন্য রতিপতি।
না জানি কি হইত তাহার,
নিরখিলে প্রকৃত আকার।
মুগ্ধ হয়ে রূপ-রসে, পঞ্চশর-পরবশে,
করিত জীবন পরিহার ॥
ভীমসিংহ দুই করে ধরি,
শাহরে তোলেন শীঘ্র করি,
জ্ঞানলাভে অচিরাৎ, পুনরায় দৃষ্টিপাত,
করিতেছে মুকুর উপরি ॥
শূন্য হেরি মোহন মুকুর,
উদাসে পূরিল চিত্তপুর।
বলে হায় কোথা গেলে! বিরহ অনল জেলে,
দহিলে হে মানস বিধুর ॥
এইরূপে ইন্দ্রপ্রস্থপতি,
বিহ্বল অতনু-শরে অতি।
ভীমসিংহ লয়ে সঙ্গে, শিবিরেতে মোহভঙ্গে,
ধীরে ধীরে করিলেক গতি ॥
সরল সুশীলমতি রায়,
অবিশ্বাস নাহি মাত্র তায়।
হৃদয়েতে নাহি ভীতি, রক্ষা হেতু রাজনীতি,
চলিলেন শত্রুর সভায় ॥

ভীমসিংহের বন্ধন-দশা

দারুণ দুর্নীত দুষ্ট দুরাত্মা দনুজ।
সাধে যবনেরে হিন্দু না বলে মনুজ?
অধার্ম্মিক বিশ্বাসঘাতক দুরাচার।
সকল জাতির প্রতি ঘোর অহঙ্কার ॥
কপট লম্পট শঠ পাতকে পুলক।
ন্যায়ান্যায়-বোধহীন বিষম বঞ্চক ॥
সরল সুধীর হিন্দু নৃপচূড়ামণি।
শান্তি হেতু দেখালেন আপন রমণী ॥
রাখিবারে রাজনীতি আইলেন সঙ্গে।
সন্ধি অভিলাষে ভাসে আহ্লাদ-তরঙ্গে ॥
দুরন্ত পাঠানপতি পেয়ে তারে করে।
সেইক্ষণে কারাগারে লয়ে বন্ধ করে ॥
ব্যঙ্গ-ছলে ঢলে ঢলে কহিছে বচন।
"এখনো পদ্মিনী আনি দাও হে রাজন

যদি তারে নাহি পাই করিলাম পণ।
সকলের আগে তব বধিব জীবন॥
পরে বিনাশিব সব কাল-বেশ ধরি।
চিতোর করিব চূর্ণ গোলাবৃষ্টি করি॥
ভৃগুরাম-কৃত যথা ক্ষত্রিয়-নিধন।
রাজপুত-কুলে না রাখিব একজন॥
পশ্চাতে পদ্মিনী হরি করিব প্রস্থান।
দেখিব তখন কেটা করিবেক ত্রাণ?
ছাড়াইব হিন্দুয়ানী ব্রত পূজা যাগ।
ইমানে আনিয়া তার বাড়াব সোহাগ॥
তার ছায়া হরিয়াছে মম প্রাণ মন।
প্রণয়-শৃঙখলে তার বাঁধিব চরণ॥
হৃদয়-মাঝারে যারে সতত ধেয়াই।
হৃদয় উপরে তারে বসাইতে চাই॥
কে আছে আমার সম ভুবন ভিতর?
আমি তার প্রজা হয়ে যোগাইব কর॥
দিবানিশি পূজিব প্রণয় পুষ্পহারে।
দেখি কে আমার এই প্রতিজ্ঞা নিবারে?
অতএব বৃথা কেন বাড়াইবে গোল।
পদ্মিনীরে এনে দাও রাখ মম বোল॥
সব দিক্ রক্ষা পাবে হইবে মঙ্গল।
একেবারে নিবে যাবে সমর-অনল॥
তোমার সহায় আমি রব চিরকাল।
ক্ষত্র-মাঝে তব তেজ বাড়িবে বিশাল॥
যদি তব জাতি মারে কোন রাজপুত।
আমি তারে তখনি করিব জাতিচ্যুত॥
যদি কেহ তুচ্ছভাবে ভাবে হে তোমারে।
একেবারে ছারেখারে দিব আমি তারে॥"
যবনের বাক্য শুনি ভীমসিংহ রায়।
ক্রোধে, ভয়ে, লাজে, খেদে থর থর কায়॥
অভিমানে অশ্রু আসি প্রকাশিতে চায়।
লজ্জা আর ক্রোধ গিয়ে রুদ্ধ করে তায়॥
রাগের লোহিত রাগ উদিত নয়নে।
অনল-প্রভাবে জল থাকিবে কেমনে?
অশ্রুপথ-অবরুদ্ধ, স্বেদধারা বয়।
অশ্রু যেন স্বেদরূপে হইল উদয়॥
শীতার্ত্তের প্রায় ঘন কাঁপে কলেবর।
নয়নেতে জ্বলে কিন্তু কৃশানু প্রখর॥

যথা উচ্চ গিরিবরে শোভা মনোহর।
নীচে হয় হিমবৃষ্টি উর্দ্ধে ভানুকর।
অথবা আগ্নেয় গিরি স্বরূপ লক্ষণ।
উপরে পাবক নিম্নে হিম বরিষণ॥
ক্রমে ক্রমে সে অনল হইল প্রবল।
সঘনে চঞ্চল করে অচল অচল॥
উগরয় অবশেষে অগ্নি রাশি রাশি।
একেবারে সমুদায় যায় তায় নাশি॥
সেরূপে নৃপতি বর্ষে বাক্য হুতাশন।
স্তব্ধপ্রায় হইল সভাস্থ সর্ব্বজন॥
ক্ষত্রিয়ের ক্রোধানল অতি খরতর।
বলে, "ধিক্ ওরে দুষ্ট যবন পামর॥
এই কি যোদ্ধার ধর্ম্ম রে রে দুরাচার?
এই কি রে রাজনীতি, ভদ্র ব্যবহার?
এই কি পৌরুষ তোর পুরুষ হইয়া?
বাদ্‌শাহী অধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া?
এই কি কোরাণে তোর লিখেছে ঈশ্বর?
নিপট লম্পট শঠ কুনীতি-আকর॥
যায় যাক্ ছার প্রাণ নাহি তাহে ভয়।
দেখি কোন্ গাচচা বাচছা পদ্মিনীরে লয়?
যায় যাক্ রাজ্য ধন, যায় যাক্ দেশ।
যায় যাক্ বংশ ক্ষত্রকুল হোক্ শেষ॥
কোনমতে পদ্মিনীরে না পারিবি নিতে
কার সাধ্য অকলঙ্ক কুলে কালি দিতে?
আর কি কহিব তোরে ওরে দুষ্টমতি।
তোর চেয়ে ক্ষত্রনারী হয় বীর্য্যবতী॥
আমি যদি মরি তবে দেখিস তখন।
ভাল শিক্ষা দিবে তারা করি ঘোর রণ॥
সমরে ত্যজিয়ে প্রাণ যাবে স্বর্গপুর।
তাহাতে হইবে তোর ঘোর দর্প চুর॥
কুকুর হইয়া কর যজ্ঞঘৃতে আশা?
অসুর কুলেতে জন্মি সুধার পিপাসা?
খদ্যোতে উদ্যত হয়ে ভানুপ্রভা ধরে?
গোষ্পদ আস্পদ কভু হয় রত্নাকরে?
দৈত্যদল-দলনার্থ দেবীর ছলনা।
বিন্ধ্যাচলে হইলেন নবীনা ললনা॥
দূতমুখে শুনি তার রূপের ব্যাখ্যান।
হরিবারে দৈত্যনাথ হইল অজ্ঞান॥

মরিল সবংশে শেষে চামুণ্ডার করে।
সেইরূপ রে দুরাত্মা যাবি যম-ঘরে ॥
দেবী-অংশে অবতীর্ণ পদ্মিনী আমার।
যবন দানবকুল করিতে সংহার ॥”
এইরূপে ভীমসিংহ করিলে উত্তর,
একেবারে ফুলে উঠে দিল্লীর ঈশ্বর ॥
সহস্র ভুজঙ্গ যেন শরীরে দংশিল।
কিংবা কোটি করবাল হৃদে প্রবেশিল ॥
দাবানল প্রজ্বলিত নয়ন-কাননে।
ভয়ানক ভাবোদয় হইল আননে ॥
বদনে না স্ফুরে বাক্য ওষ্ঠাধর কাঁপে।
রসনা অনল শিখা ক্রোধানল-তাপে ॥
নীরস হইল কণ্ঠ স্বর নাহি সরে।
কটমট বিকট দশনে শব্দ করে ॥
ক্ষণ পরে কহে ঘোর গর্ব্বিত বচনে।
“ওরে রাজপুত ভূত বাসনা মরণে ॥
তোর কটূত্তরে মোর নাহি কিছু ক্ষতি।
কিন্তু তোর কোনরূপে নাহি অব্যাহতি ॥
ভাল কহিলাম দুষ্ট বুঝিলি বিরূপ।
তার ফল হাতে হাতে ফলিবে স্বরূপ ॥
আমারে করিলি নিন্দা তাহে নাহি খেদ।
কোরাণের নিন্দা শুনি হয় বক্ষোভেদ ॥
সয়তানী বেদমন্ত্র বিনাশিব তূর্ণ।
তোর একলিঙ্গ শিবে করিব রে চূর্ণ ॥
গুঁড়া করি ছড়াইব মসজীদের দ্বারে।
দেখিব সয়তান-বাচ্ছা কি করিতে পারে?
এইক্ষণে মম বাক্য শুন সর্ব্বজন।
এখনি দুষ্টেরে লয়ে করহ বন্ধন ॥
পদ্মিনী না আসে যদি সপ্তাহ-ভিতরে।
নিশ্চয় ইহার প্রাণ লব তার পরে ॥
সত্য সত্য কোরাণ পরশি দিব্য করি।
ভূমিসাৎ ক'রে যাব চিতোর নগরী ॥
হিন্দু দেব-দেবী আর হিন্দু নারীগণ।
ভ্রষ্ট করিবেক মম ক্রোধ-হুতাশন ॥”
আজ্ঞামাত্র প্রহরী পবন বেগে ধায়।
লৌহ-নিগড়েতে বদ্ধ করিল রাজায় ॥
বেঁধে লয়ে কারাগারে করিল আটক।
শূকর-শালায় যথা পতিত হাটক ॥
দণ্ডে দণ্ডে দণ্ডধর করে দণ্ডাঘাত।
বহিয়া কোমল তনু হয় রক্তপাত ॥
ধূলায় ধূসর দেহ রুধিরাক্ত তায়।
ভস্মে আচ্ছাদিত অগ্নি সম শোভা পায় ॥
মধ্যে মধ্যে ভস্ম ভেদি প্রকাশিত ছটা।
ভস্মে কি ঢাকিতে পারে অনলের ঘটা?
এখানে সংবাদ যায় চিতোরের গড়ে।
শুনি কথা স্বর্ণলতা আছাড়িয়া পড়ে ॥

রাণীর আর্ত্তনাদ।

“কোথা হে প্রাণের পতি রহিলে এখন?
কি হবে আমার গতি কে করে রক্ষণ?
কি হেতু বিপক্ষপুরে করিলে গমন।
দেখালে মুকুরে কেন দাসীর বদন?
তোমার কি দোষ নাথ ছিল না মনন।
আমা হ'তে এ উৎপাত হইল ঘটন ॥
তাই কহিলাম হায়! এমন বচন।
দর্পণে আমায় রায় দেখুক দুর্জ্জন ॥
ধর্ম্মভয়হীন হেন পাপিষ্ঠ যবন।
তাহারে বিশাস কেন করিলে রাজন ॥
ভাল গেলে করিবারে শিষ্ট আলাপন।
বদ্ধ হলে কারাগারে ওহে প্রাণধন ॥
মনে হয় চিতানলে ত্যজিতে জীবন।
নিবাইতে চিতানলে পারে কি দহন?
প্রাণ ত্যজিয়াছে দাসী করিলে শ্রবণ।
তখনি হয়ে উদাসী ত্যজিবে জীবন ॥
তোমার এ দুঃখ ভাবি স্থির নহে মন।
মরণে অনিচ্ছা ভাবি করিয়ে স্মরণ ॥
কি করিব কোথা যাব চিন্তা অনুক্ষণ।
কেমনে নিস্তার পাব না দেখি লক্ষণ ॥
তোমা ভিন্ন শূন্যময় নিরখি ভুবন।
তমঃপূর্ণ সমুদয় তুমি হে তপন ॥
এস নাথ অন্ধকার কর হে মোচন।
দীপ্তিহীন হে আমার হয়েছে লোচন ॥”
এইরূপে রাজদারা করেন রোদন।
অবিরত অশ্রুধারা বরষে নয়ন ॥

দীর্ঘশ্বাস সমীরণ ঘন প্রবহণ।
শিরে করাঘাত স্বন্ বজ্র নির্ঘোষণ॥
ললাটেতে বার বার প্রহারে কঙ্কণ।
রণৎকার ধ্বনি তার শব্দ ঝন্ ঝন্॥
তাহে রুধিরের ধার হতেছে পতন।
যেন বিজলীর হার দেয় দরশন॥
আলুয়িত চারু বেণী কবরী-বন্ধন।
কিবা ঘন ঘনশ্রেণী ছাইল গগন॥
কভু যেন পাগলিনী করেন ভ্রমণ।
যথা ভ্রমে কুরঙ্গিণী দাবদগ্ধ বন॥
ধূলায় ধূসর তনু নিন্দিয়া কাঞ্চন।
প্রভাত কালের ভানু মেঘে আচ্ছাদন॥
পরিপূর্ণ শোক-স্বরে নৃপ-নিকেতন।
চারিদিকে খেদ করে সহচরীগণ॥

ধৈর্য্য-ধারণ।

ধীরা ধর্ম্মমতী যেই, তাহার লক্ষণ এই,
ধৈর্য্য ধরে বিপদ সময়।
পদ্মিনী সুধীরা সতী, নিরূপমা গুণবতী,
হইলেন সুস্থির-হৃদয়॥
রাজার বিপদ শুনি, অন্তরে প্রমাদ গণি,
কিছু কাল শোকাচ্ছন্নমনা।
নীরদা-বিগতে রবি, যেরূপ প্রখর ছবি,
সেইরূপ নৃপতি-ললনা॥
বিষাদ-বারিদরাশি, হৃদয় ঘেরিল আসি,
ঘনাচ্ছন্ন মানস-তপন।
অশ্রুপথে হ'লে বৃষ্টি, হৃদয়ে সাহস-সৃষ্টি,
আর ভানু থাকে কি গোপন?
ক্ষত্রিয় কুলজা বালা, মান-মদে মাতোয়ালা,
উগ্রতর মনোবৃত্তিচয়॥
বারেক ভাবেন মনে, "সঙ্গে লয়ে সেনাগণে,
রণ-ক্ষেত্রে হইব উদয়॥
করি শত্রু জীবনান্ত, উদ্ধারিব প্রাণকান্ত,
ক্ষত্র-কুলে রাখিব মহিমা।
যথা রঘুপতি-প্রিয়া, শতস্কন্ধে বিনাশিয়া,
প্রকাশিলা অসীম গরিমা॥"
আবার ভাবেন রাণী, "কিবা হয় নাহি জানি,
কপালেতে কি আছে লিখন?
যবনে বিশ্বাস নাই, যাহা ভাবি ঘটে তাই,
পাছে ভূপ হারান জীবন॥
পরিহরি কুল লজ্জা, ধরিব সমর-সজ্জা,
ইহা শুনি শত্রু দুরাশয়।
ক্রোধভরে মত্ত হয়ে, যদি প্রাণনাথে লয়ে,
বধে প্রাণ নিদয় হৃদয়॥
সে সংবাদে হয়ে ক্ষুণ্ণ, আমি হব শক্তিশূন্য,
ভয়ে পলাইবে সেনাকুল।
পড়িব যবন হাতে, দুই কুল যাবে তাতে,
কু-রব রৌরবে রবে কুল॥
অতএব ছলক্রমে, উদ্ধারিয়ে প্রিয়তমে,
পরে বৈরি বিনাশ-মন্ত্রণা।
যেমন দেখিছে রঙ্গ, হয় শত্রু ছত্রভঙ্গ,
তবে ঘুচে মনের যন্ত্রণা॥"
এরূপ প্রবোধ ধরি, বার দিয়ে কৃশোদরী,
বসিলেন বাহির দেওয়ানে।
উদ্দেশিয়া দিল্লীশ্বরে, লিপিকরে লিপি করে,
মন্ত্রিগণ আদেশ প্রমাণে॥
"পতি বিনা হীন গতি, শ্রীমতী পদ্মিনী সতী,
হইলেন আজ্ঞাধীন তব।
যাবেন তোমার কাছে, একমাত্র পণ আছে,
যেন তাঁর থাকে হে গৌরব॥
ক্ষত্রমাঝে শ্রেষ্ঠকুল, সম্মানে নাহিক ভুল
হিন্দুরাজচক্রবর্ত্তী পতি।
রূপসীর অগ্রগণ্য, তাঁর সম নাহি অন্য,
সবে কহে নিরুপমা সতী॥
অতএব হে তাঁহার, মান ভিন্ন ভিক্ষা আর,
নাহি কিছু তোমার নিকটে।
যাইবেন তব ঘরে, যথাযোগ্য আড়ম্বরে,
হীন বলি কলঙ্ক না রটে॥
তাঁহার সহস্র দাসী, সঙ্গে যেতে অভিলাষী,
যাবে সবে শিবিকারোহণে।
আগে যথা নরপতি, তথা করিবেন গতি,
প্রণতি করিতে শ্রীচরণে॥

একেবারে ত্যজি পতি, বিদায় লবেন সতী,
দেখা শুনা জনমের মত।
এইমাত্র নিবেদন, রাখ যদি হে রাজন,
হইবেন তব অনুগত।।"

শিবিরে গমন।

পদ্মিনীর পত্র পড়ি দিল্লীর ঈশ্বর।
মহাসুখ মানি মনে অস্থির অন্তর।।
ভাবে নাকি হেন দিন হইবে আমার।
অতুলনা ললনার হব প্রেমাধার?
মম প্রেম-সরোবরে পদ্মিনী ভাসিবে।
নয়ন-তপন মবে হাস্য প্রকাশিবে।।
জীবন সার্থক হয় হেরিলে যাহারে।
রাজপাটে পাটরাণী করিব তাহারে।।
দর্পণে হেরিয়ে যারে অস্থির হৃদয়।
পত্যক্ষ করিব তারে এ কি ভাগ্যোদয়।।
ভীমসিংহে বাড়াইব ভারত-ভিতর।
প্রধান হইবে সে সবার উপর।।"
এত ভাবি চলে শাহ হেরিতে রাজারে।
যথা ভীম বন্দিপ্রায় বদ্ধ কারগারে।।
শাহ বলে, "ওহে রায় বৃথা ভাব আর।
ক্ষমা কর পরিহরি মনোদুঃখভার।।
যে পদ্মিনী হেতু আমি ত্যজি দিল্লীপুর।
আপনি সংগ্রামে রত আসি এত দূর।।
যে পদ্মিনী হেতু কত শত জীব হত।
যে পদ্মিনী হেতু তুমি দুঃখ পাও কত।।
যে পদ্মিনী রূপে গুণে ধন্যা মহীতলে।
যে পদ্মিনী পতিব্রতা সতী সবে বলে।।
সেই সে পদ্মিনী দেখ লিখেছে আমায়।
ভজিবে আমায় রায়, ত্যজিবে তোমায়।।
অতএব কেন সহ যাতনা কঠোর?
যার জন্যে চুরি কর সেই বলে চোর।।
অবলা তরল তৃণ তরঙ্গের প্রায়।
যে দিকে বাতাস বহে সেই দিকে ধায়।।
এই দেখ পদ্মিনীর স্বাক্ষর সুন্দর।
এই দেখ পত্র পৃষ্ঠে রঞ্জিত মোহর।।"

প্রথমতঃ হেঁট মুখে ছিলেন ভূপতি।
উপহাস ভাবি মুখে না ছিল ভারতী।।
কিন্তু শেষ শুনি শব্দ স্বাক্ষর মোহর।
পত্র প্রতি কটাক্ষ করেন নৃপবর।।
দেখামাত্র স্বাক্ষর হলেন জ্ঞানহত।
নয়নে বিঁধিল যেন শূল শত শত।।
ধরাপতি ধরাশায়ী ছটফট প্রাণ।
হাস্যমুখে বাদশাহ করিল প্রস্থান।।
যথা মায়া-জায়া হত্যা দেখি রঘুবর।
মায়ামুগ্ধ হয়ে পড়িলেন ধরাপর।।
নিরখিয়া নিশাচরে আনন্দ অপার।
আনন্দে মঙ্গল বাদ্য করে বার বার।।
সেইরূপ আল্লাদীন আহ্লাদে অস্থির।
ললিতাঙ্গী লাভ ভাবে লোমাঞ্চ শরীর।।
নিজ হস্তে পদ্মিনী লিখে পত্রোত্তর।
"ধরণী-ঈশ্বরী পদে প্রণাম বিস্তর।।
দয়া দানে দাস প্রতি দিয়াছ যে আশা।
তাহে মাত্র মম প্রাণ বিহঙ্গের বাসা।।
আমি তব আজ্ঞাধীন জান হে নিশ্চয়।
কি সাধ্য করিব তব আজ্ঞা বিপর্য্যয়।।
এ দীন সেবক তব তুমি হে ঈশ্বরী।
তব মান বাড়াইব কি সাধ্য সুন্দরি?"
এইরূপে পত্র লিখি পাঠাইল শাহ।
পাঠ করি পদ্মিনীর বাড়িল উৎসাহ।।
প্রাণনাথে উদ্ধারিব বিপক্ষের হাতে।
আর না বিচ্ছেদ হবে এবার সাক্ষাতে।
এত ভাবি পুনর্ব্বার বার দিয়ে রাণী।
ডাক দিয়ে আনিলেন প্রধান সেনানী।।
গোপনেতে পরামর্শ করিলেন স্থির।
দাসী-রূপে সাজিবেক যত সব বীর।।
শিবিকারোহণে যাবে প্রচ্ছন্ন হইয়া।
পদাতিকগণ যাবে শিবিকা লইয়া।।
প্রতি যানে অস্ত্র শস্ত্র থাকিবে প্রচুর।
সময়েতে শূরত্ব দেখাবে যত শূর।।

ভীমসিংহের পরিত্রাণ।

হেথা ভীমসিংহ রায় দেখিয়া স্বাক্ষর।
কিছুকাল মূর্চ্ছিত ছিলেন মহীপর।।

মোহভঙ্গে পুনর্ব্বার বাড়িল যাতনা।
চক্ষে অশ্রু সহ শোভে ক্রোধ-অগ্নিকণা॥
এ কি বিপরীত ভাব জলে অগ্নি জলে।
কবি কহে বিজলী চমক মেঘদলে॥
মোহ-মেঘে ক্রোধ-সৌদামিনী দেয় দেখা।
সেই হেতু জ্বলে জলে অনলের রেখা॥
ভাবে রায় "হায় হায় কি করি উপায়।
পদ্মিনী অসতী হয়ে বঞ্চিল আমায়॥
এত দিনে শাস্ত্র মিথ্যা হইল নিশ্চয়।
অবলা সরলা জাতি কোন্ মূঢ় কয়?
প্রতারিতে আমারে তাহার ছিল মনে।
সেই হেতু বলেছিল দেখাতে দর্পণে॥
ধিক্ ধিক্ পদ্মিনী ধরিলি মিছে নাম।
কামচারী নিশাচরী সম তোর কাম॥
কঠিন হৃদয় তোর কঠোর পাষাণ।
তোর মায়া রাক্ষসীর মায়ার সমান॥
তোর চেয়ে নিশাচরী রাখে ধর্ম্মভয়।
হিড়িম্বার পতিভক্তি-কথা সুধাময়॥
তুই লো নিদয়া অতি সূর্পনখা সমা।
মায়ায় মোহিয়ে মন ছিলে মনোরমা॥"
পুনর্ব্বার ভাবে মনে এমন কি হয়।
আমারে বঞ্চিয়া যাবে যবন-নিলয়॥
কোন্ দোষে দোষী আমি তাহার নিকটে।
কভু নহি অপরাধী প্রকাশ্য কপটে॥
লিখেছে প্রথমে আসি দেখিবে আমায়।
জনমের মত তাহে লইবে বিদায়॥
এ কথার ভাব কিছু বুঝিতে না পারি।
কেন বা আসিবে আর যদি হবে তারি?
বঝি মম মনোব্যথা বাড়াইয়ে তায়।
একেবারে জ্ঞানশূন্য করিবারে চায়॥
আমারে করিয়া ক্ষিপ্ত লিপ্ত হবে সুখে।
ক্ষণমাত্র সন্তাপিত না হইবে দুঃখে॥
এমন কি হবে কভু তার অভিপ্রায়।
তবে কেন লিখিয়াছে লইবে বিদায়॥
বিশেষতঃ লিখিয়াছে করি আবিষ্কার।
সঙ্গেতে সহস্র দাসী আসিবে তাহার॥
অনেক কি সাধু নাই তাহার ভিতর।
একেবারে ধর্ম্ম কি হয়েছে দেশান্তর॥

অবশ্যই ইহার আছে গূঢ় অভিপ্রায়।
মম ত্রাণ হেতু কোন করেছে উপায়॥
যে হোক্ রহিল প্রাণ এই প্রতিজ্ঞায়।
পদ্মিনী আসিবে যবে লইতে বিদায়॥
ধরিয়ে রাখিব দিয়া দৃঢ় আলিঙ্গন।
কে তাহারে লবে মোর থাকিতে জীবন॥
তাহে যদি প্রাণ যায় কিবা দুঃখ তায়।
জীবন ত্যজিব নিজ রমণীর দায়॥
করিব আপন ধর্ম্ম যথাধর্ম্ম-নীতি।
সে ভুগিবে যোগ্য ফল যার যে পকৃতি॥"

এখানে পদ্মিনী সতী অন্তরে বিচারি।
ধরিলেন সামরিক বেশ মনোহারী॥
দুই স্কন্ধে প্রলম্বিত যুগ্ম শরাসন।
কটিতটে খর করবাল সুশোভন॥
করে ধরিলেন শূল অতি খরশাণ।
পৃষ্ঠে বাঁধা অসি চর্ম্ম বর্ম্ম পরিধান॥
ধরণী-চুম্বিত চারু বেণী চিকণিয়া।
বিচিত্র কিরীটে বদ্ধ করে বিনাইয়া॥
হইল অপূর্ব্ব শোভা কি কব বিশেষ।
যেন জগদ্ধাত্রী দেবী সমরে প্রবেশ॥
ধন্য রাজ্যপুত্রদেশ বীরত্ব আশ্রম।
ধন্য ধন্য রাজপুত্র-বংশ পরাক্রম॥
যেই বংশে অবতীর্ণ বীর-প্রসূ সবে।
ধর্ম্ম অনুরোগে মাতে সমর-আসবে॥
দূরে ফেলে বেশ ভূষা গন্ধ বিলেপন।
দূরে ফেলি বীণার বাদন বিনোদন॥
লাজ-ভয় পরিহরি ধরি প্রহরণ।
আরোহি তুরঙ্গোপরি করে ঘোর রণ॥
বীণার বাদন চেয়ে তাদের নিকটে।
রণবাদ্য সে সময় আনন্দ প্রকটে॥
স্বভাবতঃ যাহাদের সদা ভীত মন।
ভীরু কুরঙ্গের তুল্য যুগল নয়ন॥
কুসুম-চয়নে যারা শ্রান্তিমতী হয়।
কোমলা বালা বলি যাহাদের কয়॥
হেন সুকুমারী নারী রণ-রঙ্গে ধায়।
অক্ষয় বংশের ধর্ম্ম কিছুতে কি যায়?
ধন্য রাজপুত্র-দারা সাহস সুন্দর।
কত পুরাবৃত্তে তার ব্যাখ্যা মনোহর॥

দেখে যদি সেনাপতি স্বীয় প্রাণেশ্বর।
সমরে শত্রুর করে ত্যজে কলেবর॥
সে সময় অশ্রুজল না করে মোক্ষণ।
পতি-পদ ধরি করে সেনার রক্ষণ॥
যদি কেহ পলায় নিস্তার নাহি তার।
দলে দলে গিয়া করে শত্রুর সংহার॥
পতি-ঋণ পরিশোধ কারণ তৎপর।
রাজপুতনীর তুল্য কে আছে অপর?

এইরূপে পদ্মিনী প্রাণেশ-পরিত্রাণে
চলিলেন শত্রুর শিবির-সন্নিধানে॥
আজ্ঞা পেয়ে নারীবেশ ধরে সেনাগণ।
পুষ্প-কোলে লুকাইল বরটা যেমন॥
ভিতরে কবচ আঁটা উপরে ঘাগরা।
উড়নিতে ঢাকে মুখ বীর-চিহ্ন ভরা॥
রমণী পুরুষ সাজে পুরুষ রমণী।
যাহার কৌশল ধন্য ধন্য সেই ধনী॥
শুভক্ষণে করে রাণী শিবিকারোহণ।
চারিদিকে ছদ্মবেশ যত সেনাগণ॥
পদ্মিনীর আগমন-সংবাদ পাইয়া।
অতি সুখী দিল্লীপতি দুরু দুরু হিয়া॥
শিবিরে দিতেছে ঢেঁড়ি যত সৈন্যদলে।
আজি সবে রত হও আনন্দ-মঙ্গলে॥
পাঠাও নিশান ডঙ্কা পদ্মিনী সম্ভ্রমে।
ত্রুটিমাত্র যেন নাহি হয় কোন ক্রমে॥
রচহ বিবিধ ফুলে ফটক সুন্দর।
ছিটাও সকল পথে গোলাপ আতর॥
করহ আতসবাজী অশেষ প্রকার।
নৃত্য গীত বাদ্যভাণ্ড যা ইচ্ছা যাহার॥
এরূপে পদ্মিনী-মন মোহিবারে শাহ।
সেনার সাগরে তোলে আনন্দ-প্রবাহ॥
হেন কালে রাজদারা আসি সমুদিত।
শিবিকা সহস্রে চারি ধার সুমুদ্রিত॥
প্রহরী সকলে গেল নৃপে পরিহরি।
পতি-কারাগারে ধীরে প্রবেশে সুন্দরী॥
দেখি ভীম ভীববেশে ভামিনী রমণী।
বিস্ময়েতে অভিভূত হইল অমনি॥
ভাবিছেন কি ভাব প্রভাব পদ্মিনীর।
বীরবেশে ঢাকি কেন কোমল শরীর?
নিশ্চয় এসেছেন মম উদ্ধার কারণ।
আমি তারে বৃথা নিন্দিলাম এতক্ষণ॥
এইরূপ নব ভাব মানসে উদয়।
পূর্ব্ব প্রতিকূল ভাব পাইল বিলয়॥
প্রণত পদ্মিনী সতী পতির চরণে।
গলিত সহস্র ধারা রাজার নয়নে॥
রাণীরে লইয়া কোলে মধুরবচনে।
শীতল করেন কায় অমিয় সিঞ্চনে॥
রাণী কন "হে রাজন্ নাই হে সময়।
এ স্থানে তিলেক আর বিলম্ব না সয়॥
অনুরাগ এ সোহাগ কালে ভাল লাগে।
চল নাথ শত্রু-হস্তে মুক্ত করি আগে॥"

এত বলি চারুনেত্রা পতিকরে ধরি।
বেগে ধান শত্রুর শিবির পরিহরি॥
অদূরেতে সুসজ্জিত ছিল দুই হয়।
দম্পতি উঠেন তায় অভয় হৃদয়॥
খরতর তুরঙ্গ ছুটিল তীর প্রায়।
পবনেরে উপহাস করি কিবা ধায়॥
যেই অশ্বে আরোহিলা ভূপ গুণধাম।
বিখ্যাত কেশর কেলি সে অশ্বের নাম॥
পলকেতে পয়স্বিনী পারে যেতে পারে।
কলিত কেশর চারু চামর-আকারে॥
পদ্মিনীর প্রিয় হয় শ্রীপঞ্চকল্যাণ। *
বাজীর সমাজে সেই প্রধান শ্রীমান্॥
অসিত বরণ যেন দলিত-অঞ্জন।
কিবা অপরূপ গতি নয়নরঞ্জন॥
চলিল যুগল অশ্ব দম্পতি লইয়া।
প্রভু-পরিত্রাণ হেতু প্রফুল্ল হইয়া॥
মধ্য দিয়া যায় ঘোড়া দুই পাশে যান।
শত্রুর শিবিরে কেহ না পায় সন্ধান॥
চপলার প্রায় তেজে প্রবেশে নগরী।
পতি-সহ পুরী প্রাপ্ত পদ্মিনী সুন্দরী॥

---

* যে অশ্বের পাদচতুষ্টয় এবং নাসিকোর্দ্ধ ভাগ শ্বেতবর্ণ হয়, তাহার নাম পঞ্চকল্যাণ; সেই অশ্ব এতদ্দেশীয় তুরঙ্গপরীক্ষকদিগের মতে অতি সুলক্ষণাক্রান্ত।

রাজগৃহে হয় নানা মঙ্গলাচরণ।
প্রেরিত প্রমথনাথে পূজা আয়োজন ॥
"হর হর হর" * শব্দে পূরিল গগন।
গোধন কাঞ্চন দান লভে দ্বিজগণ ॥
সজ্জিত সকল সৈন্য কত মত সাজে।
ত্রিপলিয়া দ্বারোপরি নওবত বাজে ॥
হেথা পাঠানের পতি কাল গৌণ পরে।
সন্দেহ উদয়ে হয়ে অস্থির অন্তরে ॥
চঞ্চলচরণে চলে রাজা ছিল যথা।
দেখে শূন্যময় গেহ কেহ নাই তথা ॥
একেবারে উন্মত্ত হইল নরবর।
ফেন-লালাবৃত মুখ চক্ষে বৈশ্বানর ॥
যথা অহি বিবরে করিলে দণ্ডাঘাত।
গরজিয়ে বিষধর উঠে তৎক্ষণাৎ ॥
অথবা মৃগেন্দ্র মৃগে করিয়া নিপাত।
আহারের কালে যদি হারায় দৈবাৎ ॥
সেইরূপ ক্রুদ্ধচিত্ত দিল্লীর ঈশ্বর।
থর থর কাঁপিতে লাগিল কলেবর ॥
ঘোর নাদে কহিছেন, "শুন সৈন্যগণ।
আসিয়াছে পদ্মিনীর দাসী যত জন ॥
সকলের জাতি মার যথা স্বেচ্ছাচার।
পিছে সমুচিত ফল লইব ইহার ॥"
আজ্ঞামাত্র সেনাকুলে আনন্দ বিপুল।
সঙ্গিনীকুলের কুল খাইতে আকুল ॥
কবি কহে এ নহে নারীকেলী কুল।
কুলের পাতায় ঢাকা কণ্টকের কুল ॥
যেমন যবন খুলে শিবিকার দ্বার।
অমনি গরজি উঠে ক্ষত্রিয় হাজার ॥
মুখ-মধু-আশে কেহ শিবিকায় ঢুকে।
ছদ্মবেশী দাসী তার গুলী মারে বুকে ॥
কেহ আলিঙ্গন-সুখ অন্বেষণ করে।
খর তরবার চোটে নিমিষেক মরে ॥
কেহ বা ঘোমটা খুলে নিরখিতে মুখ।
যেমন ফিরিয়া যাবে হইয়া বিমুখ ॥
অমনি পড়িল গাঁথা বল্লমের ফজে।
বাধিল বিষম যুদ্ধ দুই শত্রুদলে ॥

ঘোরতর যুদ্ধ।

রণভূমে মহাধূমে উড়িল পতাকা।
লোহিত ফলকে তার ভানুমূর্ত্তি আঁকা ॥
নিরন্তর প্রিয়তর রাজন্যের ঠাঁই।
প্রাণনাথ সযতনে রক্ষা করে তাই ॥
অকাতরে শত্রু-করে দিবে প্রাণদান।
তথাপি না ছাড়ে কভু বংশের নিশান।
ঘেরি তায় দাঁড়াইল যত বীরবর।
কল্পতরু বেড়ি যথা অমর-নিকর ॥
দাড়িমী-কুসুমনিভ অতি সুমধুরা।
এক পাত্রে পাত্রভেদে ফিরিতেছে সুরা ॥
পানমাত্র ফুল্লগাত্র নবভাবে টলে।
এমনি আশ্চর্য্য ফল সুধাস্বাদে ফলে ॥
মানসে ধিয়ায় সবে রণ-ক্ষেত্রে মরি।
পাইবে আনন্দধাম অমর-নগরী ॥
সুরনারী-বিদ্যাধরী অপসরা-নিকর।
স্বর্গদ্বারে প্রতীক্ষা করিছে নিরন্তর ॥
প্রতাপীপুঞ্জের প্রেম প্রাপণ-কারণ।
পরিতেছে চারু অঙ্গে নানা আভরণ ॥
এ দিকে সমর-সজ্জা হয় মহীতলে।
ওদিকে বাসর-সজ্জা অমরীমণ্ডলে ॥

একাবলী।

মুকুট মুড়িছে ধনুকধারী।
বেণী বিনাইছে সুরকুমারী ॥
বাজে বীরঘণ্টা কিরীট-মূলে।
কবরী ফলিত কর্ণিক ফুলে ॥
লৌহময় জালে মুকুট টেড়া।
মুকুতার তারে কুন্তল বেড়া ॥
তরবার শাণে ক্ষত্রিয়গণ।
অমরী নয়নে পরে অঞ্জন।
গলে বিরাট শর ফলকে।
তিলক ভাবিনী-ভালে ঝলকে ॥
সাঁজোয়া শোভিছে যতেক শূরে।
কাঁচলী কষণ অমরপুরে ॥
হেথা রাজপুত ঝাঁপিছে ঢাল।
হোথায় উন্নত কুচবিশাল ॥

* রাজপুতদিগের যুদ্ধনাদ।

হেথা বাঘ-নখে অঙ্গুলি সাজে।
হোথা মণিময় কঙ্কণ বাজে॥
বীরগণ করে বল্লম ভাঁজে।
বরমালা দেবীকরে বিরাজে॥
রাজন্যের গলে রুদ্রাক্ষের মালা।
রত্নহার পরে অমর-বালা॥
ক্ষত্রিয় দিতেছে ধনুকে গুণ।
কামিনী কটাক্ষ-শরে নিপুণ॥
তুরঙ্গ সাজায় ক্ষত্রিয়গণ।
অপ্সরা করিছে রথ শোভন॥
আসিবে তাহাতে সুরেন্দ্রদল।
সুরেন্দ্র-ভবন হবে উজ্জ্বল॥
এইরূপ ধ্যান করি মানসে।
সমরে সকলে যায় সাহসে॥
ধন্য রে ধরমে রতি অপার।
তা ভিন্ন এ ভবে আছে কি আর?

ভুজঙ্গ-প্রয়াত।

মহাঘোর যুদ্ধে মুসলমান মাতে।
দিবারাত্র ভেদে ক্ষমা নাহি তাতে॥
সহস্রেক যোদ্ধা চিতোরের পক্ষে।
বিপক্ষের পক্ষে যুঝে লক্ষে লক্ষে॥
বহে রক্ত-ধার বুঁদেলা-শরীরে।
হয় স্নাত সেনা ঘন স্বেদনীরে॥
গুড়ুম গুম্ গুড়ুম গুম্ মহাশব্দ তোপে।
পড়ে সৈন্যঠাট তরবার কোপে॥
গুলী-পূর্ণ বন্দুক সঙ্গীন ঝাঁকে।
দুড়ুদ্দুড়ু দুড়ুদ্দুড় দুড়ুদ্দুড় হাঁকে॥
করে বাদ্য নানা শিঙ্গা ঢোল ঢাকে।
রণক্ষেত্র ধূলা রবের্লোক ঢাকে॥
শনন্ শন্ শনন্ শন্ গুলীপুঞ্জ ছোটে।
সিপাহীর বক্ষে শিলাবৃষ্টি ফোটে॥
মহা চণ্ড গোলা সদা ধায় বেগে।
প্রহারের চোটে সব যায় ভেগে॥
ছুটে মাতোয়ালা করিযূথ বেগে।
চলে তার ঊর্দ্ধ্বে বৃহত্তোপ দেগে॥
তুরঙ্গে তুরঙ্গী করে ঘোর যুদ্ধ।
সহাস্বামী ধূমে হলো দৃষ্টি রুদ্ধ॥
ধরা স্তব্ধ শব্দে মরে জীব তাহে।
নদী-বেগ বর্দ্ধিষ্ণু রক্ত-প্রবাহে॥
শবস্তূপ পার্শ্বে শিবাহাসি-সঙ্ঘ।
মহানন্দ লাভে করে রঙ্গ ভঙ্গ॥
কুতঃ ফেরুপালে পিয়ে রক্তধারা।
অপর্য্যাপ্ত ভোজ্য মনস্তৃপ্ত তারা॥
চিতোরের সেনা যুঝে বিক্রমেতে।
জনাভাব হেতু প্রভীত ক্রমেতে॥

বাদশাহের সমর-বিজয়।

বল বল বলে ধরাতলে,
লোকবল বল মাত্র ফলে।
সেই বলে যেই বলী, বলবান্ তারে বলি,
যদি বল প্রকাশে কৌশলে॥
ধৈর্য্য বীর্য্য সাহস সম্বল,
কি করিবে শুদ্ধ এ সকল?
কতক্ষণ থাকে ধৈর্য্য, কতক্ষণ বীর্য্য-স্থৈর্য্য,
কতক্ষণ শরীরের বল?
বলাধান প্রধান মাতঙ্গ,
তৃণদল বাঁধে তার অঙ্গ।
সুরাসুর এক মতে, মন্দরে সাগর মথে,
রজ্জু যাহে বাসুকি ভুজঙ্গ॥
একতায় হিন্দুরাজগণ,
সুখেতে ছিলেন অনুক্ষণ।
সেভাব থাকিত যদি, পার হয়ে সিন্ধু নদী,
আসিতে কি পারিত যবন?
এখানেতে দিল্লীর সম্রাট,
সঙ্গে অগণিত সৈন্যঠাট।
যেন পঙ্গপালদল, ছাইল সকল স্থল,
কিবা মাঠ কিবা ঘাট বাট॥
রাজপুত সেনানী হাজার,
পদাতিক চারিগুণ তার।
শত্রুসংখ্যা অগণন, তাহাতে সম্মুখ রণ,
কতক্ষণ করিবেক আর?
অরুণ-উদয়ে তারাগণ,
একে একে অদৃশ্য যেমন।
সেরূপ ক্ষত্রিয়গণে, যুদ্ধ করি প্রাণপণে,
ক্রমে ক্রমে পাইল পতন॥

বিক্রমেতে এক এক বীর,
কত শত কাটি শত্রুশির।
শরাঘাতে জরজর, শক্তিশূন্য কলেবর,
পরিশেষে ত্যজিল শরীর ॥
চিতোরের সেনানী প্রধান,
গোরা নামে খ্যাত মতিমান্।
বিনাশি সহস্র অরি, খর শর শয্যা করি,
ভীষ্ম প্রায় ত্যজিলেন প্রাণ ॥
তাঁর ভ্রাতৃপুত্র গুণধর,
দ্বাদশবর্ষীয় বীরবর।
বাদল তাহার নাম, বীরত্ব-ধীরত্ব-ধাম,
যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর ॥
চপলার প্রায় যথা তথা,
অতি বেগে ধায় মহারথা।
যেন প্রলয়ের ঝড়ে, অসংখ্য যবন পড়ে,
বিক্রমের কি কহিব কথা ?
সঙ্গে মাত্র নাহি সহচর,
সমর করিল একেশ্বর।
নাহি স্থান নিরূপণ, বরিষয়ে প্রহরণ,
যথা দেখে যবন-নিকর ॥
নব অনুরাগের অনল,
প্রজ্বলিত মানস-কমল।
তুরঙ্গে ত্বরিত ছুটে, খর শর অঙ্গে ফোটে,
নহে মাত্র তাহাতে বিকল ॥
হেরি দিল্লীপতি ক্রোধে জ্বলে,
উপনীত হয়ে রণস্থলে।
মুখে শব্দ মার মার, বাদলের চারিধার,
ঘেরিল অগণ্য সৈন্যদলে ॥
যথা ব্যূহ রচি সপ্তরথী,
অভিমন্যে বদ্ধ করে তথি।
সেইরূপ বাদলেরে, ঘেরিলেক কত ফেরে,
রাজপুত্রসেনা-সিন্ধু মথি ॥
বাদলের বারিধারা প্রায়,
পড়ে অস্ত্র বাদলের গায়।
বর্ম্মে চর্ম্মে ঠেকে বাণ, হয়ে শত শতখান,
অবিরত পড়িছে ধরায় ॥
হেনকালে নিশা আগমন,
অস্তাচলে চলিল তপন।
তিমিরে পূরিল বিশ্ব, কিছুই না হয় দৃশ্য,
অস্থির হইল সেনাগণ ॥
একে শরাঘাতে হত বল,
তাহে ক্ষুধা তৃষ্ণায় চঞ্চল।
সর্ব্বাঙ্গে রুধির ঝরে, ললাটেতে স্বেদ ক্ষরে,
বিকল হইল সৈন্যদল ॥
বীর শিশু সাহসে যুঝিয়া,
উপযুক্ত সময় বুঝিয়া।
জীবনাশা পরিহরি, এক দিক্ লক্ষ্য করি,
আক্রমণ করিল গর্জিয়া ॥
ব্যূহভেদ করি শিশু ধায়,
তিমিরে অলক্ষ্য তার কায়।
অতিশয় ক্লান্তদেহে, যেমন প্রবেশে গেহে,
মূর্চ্ছাগত অমনি ধরায় ॥
হেরি পুরবাসিনী সকলে,
"হায় কি হইল" সবে বলে।
বাদলের মাতা আসি, নয়নের জলে ভাসি,
ধূলায় লুটায় সেই স্থলে ॥
কতক্ষণ গতে এ প্রকারে,
মোহ ত্যাগ করায় তাহারে।
প্রকাশি নয়নাম্বুজ, প্রসারিল দুই ভুজ,
জননীর কোলে যাইবারে ॥
জননী অমনি তায়, মণিপ্রাপ্ত ফণি-প্রায়,
কোলে লয় চুম্বিয়ে বদনে।
বলে "ওরে বাছাধন, হেরিব ও চন্দ্রানন,
এমন ছিল না আর মনে ॥
হাঁ রে এ কি অসম্ভব, কাল প্রায় শত্রু সব,
তুই অতি বয়সে শৈশব।
কেমনে করিলি রণ ? দুরন্ত যবনগণ,
কালানল প্রায় সে আহব ॥
করিপ্রায় তারাবলী, তুই রে কমলকলি,
সুকোমল ননীর পুতলী।
ভাবিয়াছি এতক্ষণ, বুঝি ওরে বাছাধন,
ফাঁকি দিয়ে গিয়াছ রে চলি ॥
শরবিদ্ধ দেহময়, ইহা কি রে প্রাণে সয়,
রুধির বহিছে ধীরে ধীরে।
বিধি কি পাষাণ দিয়ে, গঠিল যবন-হিয়ে,
ধিক্ ধিক্ ধিক্ যত বীরে ॥"

প্রবোধিয়া জননীরে, কহিছে বালক ধীরে,
"তব গর্ভে জন্মেছি যখন।
বিধাতা আমার ভালে, লিখিয়াছে সেইকালে,
আমার ব্যবসা হবে রণ॥
ধরাধামে ক্ষত্রবংশ, শৌর্য্য-বীর্য্য অবতংস,
তাই প্রিয় জ্ঞান করি তারে।
শত্রু-হস্তে মুক্ত দেশ, যশোলাভ হয় শেষ,
কত গুণ কে কহিতে পারে?
রণে যেই ত্যজে প্রাণ, ধন্য সেই পুণ্যবান্,
কেবল কৈবল্য তার স্থান।
জীবনে মরণে যশ, পরিপূর্ণ দিগ্‌দশ,
কভু তার নাহি অবসান॥"
এইরূপ আলাপনে, প্রসূতি পুত্রের সনে,
সুখে কাল করেন হরণ।
হেন কালে দ্রুতগতি, গোরার প্রেয়সী সতী,
তথা আসি দিল দরশন॥
শ্রাবণের ধারাকারা, নয়নে বহিছে ধারা,
পতির সংবাদ জানিবারে।
বাদলে লইয়া কোলে, কহিছে মধুর বোলে,
বিম্বাধর চুম্বি বারে বারে॥
"কহ ওরে বাছাধন, কেমন হইল রণ,
কোথা তোর পিতৃব্য এখন?
একত্রে দুজনে গেলি, একা ঘরে ফিরে এলি,
তিনি কি রে হলেন নিধন?"
বাদল কহেন "মাতা, আজ নিদারুণ ধাতা,
চিতোরের সর্ব্বনাশ হেতু।
হরিল সকল গর্ব্ব, ক্ষত্রকুল হলো খর্ব্ব,
ভাঙ্গিয়াছে বীরত্বের সেতু॥
কিন্তু খুল্লতাত মোর, যেরূপ সংগ্রাম ঘোর,
করিলেন কহিতে ভয়াল।
সেরূপ বীরত্ব আর, ধরাধামে হওয়া ভার,
খ্যাতি তাঁর রবে চিরকাল॥
আমি শিশু ক্ষুদ্রমতি, রণ-রীতি অজ্ঞ অতি,
কিছু কাল ছিলাম দোসর।
আমার বিপদ দেখি, যুঝিলেন যে একাকী,
প্রবেশিয়ে শত্রুর ভিতর॥
সংগ্রাম হইল ভারী, অসংখ্য বিপক্ষ মারি,
সহস্র আঘাতে জরজর।
শত্রু শরে শির রাখি, শরজালে অঙ্গ ঢাকি,
কাল-নিদ্রাগত বীরবর॥"
পতির নিধন-বাক্যে, অশ্রুধারা সরোজাক্ষে,
স্থগিত হইল সেই ক্ষণ।
কাতরা না হয়ে সতী, হৃদয় প্রফুল্ল অতি,
বাদলেরে কহিছে বচন॥
"কি হেতু বিলম্ব আর? রাখ ধর্ম্ম ব্যবহার,
শুন ওরে প্রাণের নন্দন।
আমার বিলম্বে পতি, হবেন চঞ্চলমতি,
কর শীঘ্র চিতা আয়োজন॥
কিরূপ রে যাদুমণি? সেই বীর চূড়ামণি,
শত্রু সহ করিলেন রণ।
এই কথা শুনিবারে, এতক্ষণ দেহাধারে,
ওরে বাছা রেখেছি জীবন॥"
এত বলি গৃহে গিয়া, চিতাসজ্জা সাজাইয়া,
দিবাকরে করিয়ে প্রণতি।
প্রদক্ষিণ করি চিতা, অনলে যেমন সীতা,
সাহসে প্রবেশে পুণ্যবতী॥

পুনর্যুদ্ধ ও দৈববাণী

যুদ্ধে যুদ্ধে বহুতর, গতপ্রাণ বীরবর,
অগণিত সেনার নিধন।
ক্ষীণবল দিল্লীপতি, স্বস্থানে করিয়া গতি,
করে পূর্ব্বমত আয়োজন॥
পরিগতে সংবৎসর, করি পূর্ব্ব আড়ম্বর,
পুনঃ প্রবেশিল রাজস্থানে।
রাজপুত্র বীর যত, সমধিক ভাগ হত,
যুদ্ধ করি বিহিত বিধানে॥
সে ক্ষতি না হ'তে পূর্ণ, পুনর্ব্বার আসি তূর্ণ,
শত্রু ঘোর ঘিরিল প্রাচীর।
হের হে পথিকবর! দক্ষিণ শেখরোপর,
যথায় পরীখা সুগভীর॥
তথায় বুরুজ ভাঙ্গি, যবন উঠায়ে চাঙ্গা, *
নগরেতে করিল প্রবেশ।

---

* স্বর্ণ-নির্ম্মিত চক্রাকার রাজসজ্জাবিশেষ।

শুনি ভীমসিংহ রায়, দাবদগ্ধ মৃগ প্রায়,
নিরাশায় পূর্ণ বক্ষোদেশ ॥
শত্রু-সেনা সিন্ধু মথি, হত যত মহারথী,
মরিল সাহসী সেনাগণ।
অস্থির হলেন নৃপ, অন্তরেতে শোক-দীপ,
খরতর জ্বলে অনুক্ষণ ॥
অবিরত চিন্তানলে, হৃদয়-কানন জ্বলে,
দগ্ধ তাহে মানস-কুরঙ্গ।
দিবানিশি সমভাব, প্রসন্নতা তিরোভাব,
দিন দিন বিমলিন অঙ্গ ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা শান্তি, গত সব কত ভ্রান্তি,
হৃদয়ে উদয় প্রতিক্ষণ।
বসিয়ে বিজন স্থলে, সিক্ত হয়ে অশ্রুজলে,
হেঁট-মুখে করেন রোদন ॥
একদা ক্ষণদা গতে, আলস্য নয়নপথে,
করিলে পলক দ্বাররোধ,
দেখিলেন কালীমূর্ত্তি, স্তম্ভ হতে পেয়ে স্ফূর্ত্তি,
কহিতেছে বচন সক্রোধ ॥
"শুন ভীম বাক্য মোর, মঙ্গল হইবে তোর,
যদি ক্ষুধা নিবার আমার।
ক্ষুধায় জ্বলিয়া মরি, দে রে খাদ্য ত্বরা করি,
নর-মেদ-রক্ত উপহার ॥"
রাজা কন, "হে চামুণ্ডে অগণিত সৈন্যমুণ্ডে,
ক্ষুধা-শান্তি না হলো তোমার!
আর কি খাইবে কালি? সকলি দিয়াছি ডালি,
রক্ষ রাজ্য হয় ছারখার ॥"
দেবী কন, "মহাযশ, আছে পুত্র একাদশ,
মম গ্রাসে কর সমর্পণ।
পরিতৃপ্ত হব তায়, তোমার ঘুচিবে দায়,
যদি রাখ আমার বচন ॥
তিন দিন পুত্রগণে, বসাইয়া সিংহাসনে,
রাজ্যাস্পদে করিবে বরণ।
ক্রমে একাদশজন, প্রাণপণে করি রণ,
মম গ্রাসে হইবে পতন ॥"
এত বলি অন্তর্হিতা, হইলা অপরাজিতা,
মোহ যায় ভীমসিংহ রায়।
মূর্চ্ছা ভঙ্গে ভাবে ভূপ, "এ কি ভয়ঙ্কর রূপ,
এখনো শঙ্কায় কাঁপে কায় ॥
এ কি মম কর্ম্মভোগ, জাগ্রতে স্বপন-যোগ,
নয়নেতে নাহি নিদ্রালেশ।
মম দুর্গ-অধিষ্ঠাত্রী, সকল মঙ্গলদাত্রী,
দেখা দিল ধরি ভীমবেশ ॥
করেছি কি অপরাধ, পদে পদে কি প্রমাদ,
হায় হায় কি করি উপায়?
দেবী নিশাচরী প্রায়, পুত্রগণে খেতে চায়,
হায় দুঃখ কহিব কাহায়!
যেই নন্দনের লাগি সংসারেতে অনুরাগী,
হয়ে লোক চাহে ধন জন।
এমন নন্দনগণে, কালীগ্রাসে সমর্পণে,
রাজ্যে মোর কিবা প্রয়োজন?"
চিন্তা করি এইরূপ, বাহির দেওয়ানে ভূপ,
বার দিয়া বসিলেন গিয়া।
পাত্র-মিত্র-সন্নিধান, কহিলেন মতিমান,
কালিকার বাক্য বিবরিয়া ॥
শুনিয়ে অমাত্যগণ, করিতেছে নিবেদন,
মনে মনে মানিয়া বিস্ময়।
"হয় হেন অনুভাব, চণ্ডিকার আবির্ভাব,
প্রকৃত ঘটনা কভু নয় ॥
বিষম বিপদ্‌কালে, চিন্তারূপ মেঘজালে,
জড়িত বিজ্ঞান-বিভাকর।
অনাহারে অনিদ্রায়, শরীরের বল যায়,
অচেতন ইন্দ্রিয়-নিকর ॥
জাগ্রতে স্বপ্নের ভোগ, চক্ষে মিথ্যা দৃষ্টি-যোগ,
শ্রুতিপথে মিথ্যা স্বরবাদে।
মিথ্যা ভয়ে চিন্তাকুল, বাতলের সমতুল,
হয়ে লোক কভু হাসে কাঁদে ॥
এই হেতু বোধ হয়, বিভীষিকা সত্য নয়,
কালী কেন হইয়া নিদয়।
কহিবেন হেন বাণী? যেই বরাভয়পাণি,
তব রাজ্য-পদ্মে পদ্মালয়া ॥
তবে সে বিশ্বাস হয়, সভাজন সমুদয়,
সাক্ষাতে প্রত্যক্ষ যদি হন।
থাকিব সকলে সাক্ষ্য, কহিলে দারুণ বাক্য,
তবে যথা কর্ত্তব্য-সাধন ॥"

পুত্রদিগের সহিত পরামর্শ।

অমাত্যগণের এই বাক্য-পরিশেষে।
দৈববাণী অমনি হইল শূন্যদেশে।।
"ওরে রে পাষণ্ডগণ কর অবিশ্বাস।
এই পাপে চিতোরের হবে সর্ব্বনাশ।।"
শুনিয়ে হইল সবে স্তম্ভিতের প্রায়।
চিত্রপুত্তলিকামত অচেতনকায়।।
চকিত স্থগিত নেত্রে উর্দ্ধ দিকে চায়।
বিনা মেঘে ঘোর শব্দ শুনিবারে পায়।।
দিবস তিমিরে পূর্ণ রক্তচ্ছটা রবি।
ঘন ঘন দেখা দেয় বিজলীর ছবি।।
ক্ষণে ক্ষণে ভূমিকম্প, চঞ্চল সকল।
যেন ধরা চূর্ণ হয়ে যাবে রসাতল।।
হইল শোণিতবৃষ্টি কাঁদে শিবাগণ।
ভাঙ্গিল বিষম ঝড় বন উপবন।।
ভয়ে ভীমসিংহ ভূপ ভাবিয়ে ভবানী।
কাতরে কুমারগণে কহিছেন বাণী।।
"আর কেন বিলম্ব সকলে অস্ত্র ধর।
এ নব বয়সে সব মায়া পরিহর।।
ধন জন জীবন যৌবন পরিবার।
সকলের আশা সুখ কর পরিহার।।
চল সবে সমর করিব প্রাণপণে।
রাখিব জাতীয় ধর্ম্ম রুধির-তর্পণে।।
কুলধর্ম্ম রাখিতে জীবন যদি যায়।
জীবনের সার্থকতা, ক্ষতি কিবা তায়?
কুলের কলঙ্ক কে দেখিবে ক্ষত্র হয়ে?
রাজপুত-সুতা যাবে যবন আলয়ে?
বিশেষে পদ্মিনী সতী প্রেয়সী আমার।
যদিও তোমরা নহে গর্ভস্থ তাঁহার।।
তথাপি সবার প্রতি মাতৃভাব ধরি।
সদাকাল সমস্নেহে পালিল সুন্দরী।।
প্রসূতি সমান ভক্তি করিয়াছ সবে।
এখন করিলে রক্ষা ধন্য বলি তবে।।"
শুনিয়ে পিতার বাক্য নির্ভয়হৃদয়।
ধরিল সমরসজ্জা রাজপুত্রচয়।।
হায় এ কি পরিতাপ! এ কি মনঃক্লেশ!
মৃত্যু মুখে পুত্রে যেতে পিতার আদেশ।।
যৌবন-সাহস-বীর্য্য-রূপ-গুণধর।
এক নহে যেন একাদশ দিনকর।।
এ হেন কুমার-চয় মরিবে অকালে।
হায় হায় কি দুর্ভাগ্য তাঁদের কপালে।।
দুষ্টের অনিষ্ট-চেষ্টা পূরণ কারণ।
হেন বীররত্নচয় পাবে কি নিধন?
পরম পৌরুষ ধর্ম্ম দেশ-হিতৈষিতা।
ক্ষত্রিয়ের বীর-বৃত্তি-চির প্রশংসিতা।।
এ সকল সাধু ধর্ম্ম ব্যর্থ যদি হবে।
বিধাতার বিধানেতে ন্যায় কোথা তবে?
দুষ্ট যবনের পক্ষে অধর্ম্ম কেবল।
মহাপাপ-মেঘমালা মানসে প্রবল।।
কি কদাশে চিতোরেতে আইল পামর।
হত যাহে সহস্র সহস্র নারী নর।।
স্মরিলে সহসা হয় এই প্রশ্নোদয়।
এমন দুরাত্মা লব্ধ হবে কি বিজয়?
তবে সেই শাস্ত্রবাক্য রহিবে কোথায়?
"যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" গীতার গাথায়।।

অরিসিংহের যুদ্ধ।

দুর্গের দ্বিতীয় দ্বারে মহীপতি আসি দেন বার।
বসিল ঘেরিয়া তাঁরে তারাকারে এগার কুমার।।
সেইদিন রাজা তথা পরিহরি ছত্র সিংহাসনে।
রাজ-পাটে যথাবিধি বরিলেন প্রথম নন্দনে।।
অরিসিংহ নাম তাঁর, অরিপক্ষে সিংহের সমান।
তিন দিন পরে শূর সসৈন্যেতে রণভূমে যান।।
ঘোরতর রাগ-নাগ-গরলে অন্তর জরজর।
অদ্ভুত বীরত্ব বীর দেখালেন শত্রুর ভিতর।।
কোটি কোটি তারা-মাঝে মৃগাঙ্কের প্রভাব যেমন।
অস্থির শত্রুর দল চারিদিকে করে পলায়ন।।
কিন্তু সে পাঠানসেনা সীমাহীন সিন্ধুর সমান।
সহস্র সোয়ার মাত্র কুমারের সহিত যোগান।।
যেন কোটি ক্রৌঞ্চ সহ সহস্র মরাল যুদ্ধ করে।
বিশেষে যবন-সৈন্য উঠিয়াছে গড়ের উপরে।।
যথা শেফালিকা ফুল বিতরিয়া গন্ধ মনোহর।
প্রভাতে নিস্তেজ হয়ে ঝরি পড়ে ধরণী-উপর।

সেইরূপ অরিসিংহ যুদ্ধে হয়ে বল-হত।
অস্ত্রাঘাতে রক্তপাতে অবশেষে জীবন-বিগত ।।

শেষ সমরে ভীমসিংহের প্রবেশ।

সমরে মরিল জ্যেষ্ঠ কুমার সুন্দর।
শুনি নৃপমণি হন অত্যন্ত কাতর ।।
কিন্তু বজ্রাঘাত-প্রায় ক্ষণিক সে শোক।
হৃদয়ে উদয় ধৈর্য্য-সূর্য্যের আলোক ।।
একে ইস্‌লামের প্রতি দ্বেষ ঘোরতর।
তাহাতে স্বদেশ-প্রীতি-পূর্ণিত অধর ।।
তাহে কুল-লজ্জা-রক্ষা রাজকুল-ব্রত।
কোন ক্রমে সে কলঙ্ক না হয় সঙ্গত ।।
তাহে ক্ষত্রিয়ের এই ধর্ম্ম চিরন্তন।
সাক্ষাৎ কৈবল্যদাতা সমরে মরণ ।।
বিশেষে আশ্বাস-বারি ত্যক্ত মনোমীন।
একেবারে জীবনের প্রতি মায়াহীন ।।
যেরূপ দীপের আলো ম্লান দিবাভাগে।
সেইরূপ শোক-তাপ মনে নাহি লাগে ।।
পরদিন পুনঃ রাজা বিহিত আচারে।
রাজ্য-পাটে বরিলেন দ্বিতীয় কুমারে ।।
তিন দিন অবসানে পাঠালেন রণে।
মরিল কুমার যুদ্ধ করি প্রাণপণে ।।
এইরূপে একে একে দশ পুত্র হত।
ঘোরতর বিগ্রহেতে মাসাধিক গত ।।
শ্রীহীন চিতোরপুরে দিনে অন্ধকার।
কেবল বিশ্রুত রমণীর হাহাকার ।।
যে ছিল পুরুষ মাত্র রাজ-সন্নিধান।
চিতোর হইল নারী-রাজ্যের সমান ।।
একদা বসিয়া ভীমসিংহ দরবারে।
কহিছেন সম্বোধিয়া যত সরদারে ।।
"মরিল সকল পুত্র বাকী মাত্র এক।
করিব তাহারে অদ্য রাজ্যে অভিষেক ।।
তারে রাখি রাজ্য-পাটে আমি যাব রণে।
লভিব অক্ষয়-স্বর্গ জীবন-অর্পণে ।।
শত্রুহস্তে পরিত্রাণ হেতু নারীগণ।
প্রাণত্যাগ করিবেক প্রবেশি দহন ।।"

শুনিয়ে অজয়সিংহ পিতার বচন।
করপুটে ভূপতিরে করে নিবেদন ।।
"অনুচিত কথা কেন কন মহারাজ।
এবার সমর-সজ্‌জা সেবকের কাজ ।।
এই তো কালীর বাণী আপনার প্রতি।
না দিলে এসার পুত্র নাহি অব্যাহতি ।।
আপনি যাবেন যদি সাজিয়ে সমরে।
কহ তাত মঙ্গল হইবে কার তরে?
কি ছার আমার এই অসার জীবন?
তব নাশে রাজ্য-আশে করিব বঞ্চন?
অনুমতি দেহ পিতা রণে যাই আমি।
তব কার্য্যে প্রাণ ত্যজি হই স্বর্গগামী ।।"
শুনিয়ে পুত্রের কথা সজল নয়নে।
কহিলেন ভীমসিংহ অমিয়-বচনে ।।
"কেন বাপ্‌ অযুক্ত কথায় আস্থা রাখ।
প্রবোধ-চন্দনে স্বীয় মন-পুষ্প মাখ ।।
দেখ দেখি বিচারিয়ে মনের ভিতর।
কি আছে মঙ্গল মম ইহার অন্তর?
মরিল সকল লোক জ্ঞাতি বন্ধুগণ।
পুত্র হত পত্নী হত, চ্যুত সিংহাসন ।।
প্রবল বিজয়ী বৈরী ঘোর অত্যাচারী।
সর্ব্বস্বান্ত হয়ে তার কি করিতে পারি?
অতএব আমার মঙ্গল কোথা আর?
মরণ মঙ্গল মম এই জান সার ।।"
এইরূপে পিতা পুত্রে বাদ অনুবাদ।
উভয়ের মন প্রাণ প্রতি অবসাদ ।।
শেষেতে রাজার বাক্য হইল প্রবল।
"সাজ সাজ" শব্দে পূর্ণ আকাশমণ্ডল ।।

ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজার উৎসাহ-বাক্য।

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙখল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়।
কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।

দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গ-সুখ তায় হে,
স্বর্গ সুখ তায়।
এ কথা যখন হয় মানসে উদয় হে,
মানসে উদয়।
পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয়-তনয় হে,
ক্ষত্রিয় তনয়॥
তখনি জ্বলিয়া উঠে হৃদয়-নিলয় হে,
হৃদয়-নিলয়।
নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে,
বিলম্ব কি সয়?
অই শুন! অই শুন! ভেরীর আওয়াজ হে,
ভেরীর আওয়াজ।
সাজ সাজ সাজ বলে, সাজ সাজ সাজ হে,
সাজ সাজ সাজ॥
চল চল চল সবে, সমর সমাজে হে,
সমর-সমাজ।
রাখহ পৈতৃক ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের কাজ হে,
ক্ষত্রিয়ের কাজ॥
আমাদের মাতৃভূমি রাজপুতানার হে,
রাজপুতানার।
সকল শরীরে ছুটে রুধিরের ধার হে,
রুধিরের ধার॥
সার্থক জীবন আর বাহু-বল তার হে,
বাহু-বল তার।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার॥
কৃতান্ত-কোমল-কোলে আমাদের স্থান হে,
আমাদের স্থান।
এসো তার মুখে সবে হইব শয়ান হে,
হইব শয়ান॥
কে বলে শমন-সভা ভয়ের নিধান হে,
ভয়ের নিধান?
ক্ষত্রিয়ের জ্ঞাতি যম * বেদের বিধান হে,
বেদের বিধান॥
স্মরহ-ইক্ষাকু বংশে কত বীরগণ হে,
কত বীরগণ।

* যম সূর্য্যের পুত্র এবং ক্ষত্রিয়দিগের আদি যমও সূর্য্যপুত্র।

পরহিতে, দেশহিতে, ত্যজিল জীবন হে,
ত্যজিল জীবন॥
স্মরহ তাঁদের সব কীর্ত্তি-বিবরণ হে,
কীর্ত্তি-বিবরণ।
বীরত্ব-বিমুখ কোন্ ক্ষত্রিয়-নন্দন হে?
ক্ষত্রিয়-নন্দন॥
অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই হে,
চল ত্বরা যাই।
দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে,
তুল্য তার নাই॥
যদিও যবনে মারি চিতোর না পাই হে,
চিতোর না পাই।
স্বর্গসুখে সুখী হব, এস সব ভাই হে,
এস সব ভাই॥"

শুনিয়ে সাজিল লোক কিবা যুবা শিশু।
যে ছিল নিপুণ চাপে যুড়িবারে ইষু॥
"মার মার" শব্দ করি সকলে চলিল।
প্রলয়ের কালে যেন সিন্ধু উথলিল॥
পাবকে পতঙ্গ যথা পড়ে বেগভরে।
ছুটিল তুরঙ্গি-সেনা করবাল করে॥
যেন উৎস বদ্ধ ছিল শেখর গহ্বরে।
পর্ব্বতের বক্ষঃ ভেদি ধাইল সত্বরে॥
উড়ে পর শুভ্রতর টোপর উপর।
স্রোত মুখে ফেনরাশি যেন অগ্রসর॥
কভু উর্দ্ধে, কভু নীচে হয় চয় ধায়।
তরল তরঙ্গ রঙ্গ শোভা হইল তায়॥
কোষমুক্ত অসিপুঞ্জ ধক্ ধক্ জ্বলে।
দিনকর-কর যেন জাহ্নবীর জলে॥
ওদিকে যবন উঠে একেবারে রেগে।
ধাইল বিপক্ষ প্রতি ঘোরতর বেগে॥
যেন দুই প্লাবিত পয়োধি অঙ্গ ঢালে।
মিলিল ভয়াল শব্দে প্রলয়ের কালে॥

পদ্মিনী-স্থানে রাজার বিদায় গ্রহণ

হেথা ভীমসিংহ রায়, কদম্ব কুসুম প্রায়,
লোমাঞ্চ শরীর বীরবর।

প্রবেশিয়ে অন্তঃপুরে, নয়ন-নীরদ ঝুরে,
নীরস হইল বিম্বাধর ॥
উপনীত হন তথা, পদ্মিনী রূপসী যথা,
সখী সহ করেন রোদন।
বিমুক্ত কুন্তল-জাল, অশ্রু-ধারা মুক্তামাল,
সুশোভিত পূর্ণেন্দু-বদন ॥
নিরখিয়ে নৃপতিরে, উঠে রাণী ধীরে ধীরে,
বসাইয়ে বিচিত্র আসনে।
জিজ্ঞাসেন মৃদু ভাষে, বসিয়ে রাজার পাশে,
"আজি হে উদয় কি কারণে?
দশ নন্দনের মায়া, কেমনে সহিল কায়া,
ছায়া প্রায় ছিল হে তোমার?
রণশায়ী পুত্রগণ, আছে মাত্র একজন,
প্রিয় শিশু অজয়কুমার ॥
আর কেন হে রাজন্, যদি দিবে সেই ধন,
ব্যাল মাতা রাক্ষসীর পায়?
পানীয় পিণ্ডের স্থল, কে আর রহিল বল,
বাপ্পা রাও বংশ লোপ প্রায় ॥
ক্ষমা দেহ নরপতি, সমরে করহ গতি,
আর পাঠাও না সে সন্তানে?
তুমি যাও রণস্থলে, আমি স্বীয় দলে বলে,
অনলে প্রবেশি ত্যজি প্রাণে ॥"
রাণীর বচনে রায়, চিত্রপুত্তলিকা প্রায়,
মৌনী হয়ে ক্ষণেক থাকিয়া।
কহিছেন মৃদু স্বরে, বিকচ কমলোপরে,
মলয়জ অনিল জিনিয়া ॥
"শুন শুন প্রাণ প্রিয়ে, জুড়াল তাপিত হিয়ে,
সুধাসিক্ত তোমার কথায়।
যা কহিলে কৃশোদরি, সেই কথা স্থির করি,
আসিয়াছি লইতে বিদায় ॥
এ বিদায় জন্ম-শোধ, প্রণয়-পঙ্কজ-রোধ,
ইহলোকে তোমার আমার।
যদি পুরে মনস্কাম, প্রাপ্ত হয়ে যোগ্যধাম,
মিলন হইবে পুনর্ব্বার ॥
হের অই প্রাণপ্রিয়ে! দিনকরে আবরিয়ে,
প্রকাশিছে যথা জলধর।
সেইরূপ মম সঙ্গ, তোমার ললিত অঙ্গ,
মলিন করিল নিরন্তর ॥
প্রথম মিলন কালে, প্রমোদপ্রসূনমালে,
বিভূষিত ছিল তব মন।
সে ভাব কোথায় হায়? অশ্রুজলে ভেসে যায়,
কপোল কমল বিমোহন ॥
আর না যাতনা ঘোরে, মলিন করিব তোরে,
যাই প্রিয়ে দেহ লো বিদায়।
অই দেখ জলধর, পরিহরি দিনকর,
দিগ্‌দিগন্তরে দ্রুত ধায় ॥"
এত বলি মহাবাহু, শশধরে যথা রাহু,
মহিষীরে লইলেন কোলে।
চারি চক্ষে ঝরে জল, প্রজ্বলিত দুঃখানল,
বাড়ব যেরূপ বারি তোলে ॥
যথা দিবা অবসানে, বিদায় প্রেয়সী স্থানে,
কাতরেতে চাহে চক্রবাক্।
সেইরূপে মতিমান্, বিদায় লইয়া যান,
রাজপুরে রোদনের জাঁক্ ॥
পদ্মিনী অস্থিরা নন, ডাক দিয়া দাসগণ,
আজ্ঞা দেন সাজাইতে চিতা।
ক্ষত্রিয় রমণীগণে, সুমধুর সম্বোধনে,
ডাকিলেন হয়ে প্রফুল্লিতা ॥

অগ্নি প্রবেশ।

দেখ পথিক সুজন।
যেই স্থানে পদ্মিনীর, কলেবর সুরুচির,
দাহন করিল হুতাশন ॥
গিরি-গুহার ভিতর।
না চলে ভানুর ভাতি, তমোময় দিবা রাতি,
আছে পুরী অতি ভয়ঙ্কর ॥
তাহে করিছে নিবাস।
মেরী-কুল * প্রসবিনী, ভীমা রূপা ভুজঙ্গিনী,
সহ স্বীয় সঙ্গিনী সঙ্কাশ ॥

---

* বাপ্পা রাওর মাতুল-কুল নাগ বংশ, নাগমাতার শরীরের একার্দ্ধ মানুষাকার এবং অপরার্দ্ধ ভুজঙ্গাকার, এইরূপ বর্ণিত আছে।

হেন সাহসী কে হয়?
অতিক্রম করি দ্বার, প্রবেশে ভিতরে তার,
সদা বহে বায়ু বিষময়॥ *
এই গুহার নিকট।
হলো চিতা আয়োজন, আবির্ভূত হুতাশন,
কালানলস্বরূপ বিকট॥
পরি বসন-ভূষণ।
হইলেন উপনীত, রাখিতে কুলের হিত,
সহস্র সহস্র রামাগণ॥
আগে পদ্মিনী আসিয়া।
সকলেরে সম্বোধিয়া, সুসাহস সংবর্দ্ধিয়া,
কহিলেন হাসিয়া হাসিয়া॥

সহচরীদিগের প্রতি উৎসাহবাক্য।

এসো এসো সহচরীগণ।
হুতাশন গ্রাসে করি জীবন অপণ॥
ধর সবে মনোহর বেশ,
বাঁধ বিনাইয়ে কেশ।
চলহ অমরাবতী করিব প্রবেশ॥
ওরে সখি আজি রে সুদিন,
ঘটিয়াছে ভাগ্যাধীন।
শুধিব জীবন-দানে পতি প্রেম-ঋণ॥
আজি অতি সুখের দিবস,
পাব সুখ-মোক্ষ যশ॥
বিবাহের দিন নহে এরূপ সরস।
পরিণয় প্রমোদ-উৎসবে,
ভেবে দেখ দেখি সবে।
পতি যে পদার্থ কিবা কে জানিতে তবে?
সবে তবে ছিলে লো বালিকা,
যথা মুদিতা মালিকা।
অলি যে আনন্দদাতা জানে কি কলিকা?

* বোধ হয়, গুহা-গুপ্ত গৃহমধ্যে কার্ব্বনিক আসিড গ্যাস নামক ক্ষারাম্ল প্রধান বাষ্পবায়ুর আবির্ভাব থাকিবে, তাহা প্রাণিমাত্রের প্রাণহারক, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। টড এতাবৎ শঙ্কাক্রমে তন্মধ্যে প্রবেশ করেন নাই।

সকলেতে জেনেছ এখন,
পতি অতি প্রাণধন।
যার জন্যে যুবতীর জীবন ও যৌবন॥
হেন ধন নিধন অন্তরে,
এই ছার কলেবরে।
রাখিবে এ ছার প্রাণ আর কার তরে?
বিশেষতঃ যবনের ঠাঁই,
কোনরূপে রক্ষা নাই।
ভাবিলে ভাবীর দশা মনে ভয় পাই॥
সতীত্ব সকল ধর্ম্মসার,
যার পর নাই আর।
যুগে যুগে ক্ষত্রিয়ের এই ব্যবহার॥
অতএব এসো লো সকলে,
গিয়ে প্রবেশি অনলে।
যথা পতি তথা গতি লোকে যেন বলে॥
স্বর্গগত রাজপুত্র সবে,
প্রাণ ত্যজিয়া আহবে।
বিহরিছে নিত্যধামে আনন্দ-উৎসবে॥
তোমাদের আসার আশায়
আছে চাতকের প্রায়।
তোমরা জগতে রবে কার ভরসায়?
সকলের পরীক্ষা হইবে,
ভাল ঘোষণা রহিবে।
কে কেমন পতিব্রতা লোকেতে কহিবে॥
এস যাই অমর-নগরে
সবে আনন্দ-অন্তরে।
বিলম্ব উচিত নহে এসো লো সত্বরে॥
এত বলি নৃপতিললনা,
পতিভক্তি পরায়ণা।
দিবাকরে করে স্তব কুরঙ্গ-নয়না॥

স্তোত্র।

"জয় সুরপতি ভাস্কর।
সমুদয় সুখ-পুষ্কর।
ধরম-করম-রক্ষক।
সকল-চরিত-দক্ষক।

কলুষ-কলস-ভেদক।
ভব-ভয়-চয়-ছেদক।
সুমতি-সুরতি-চালক।
স্বাবনত-জন-পালক।
তিমির তুহিন-মোচন।
জয় জয় বিভুলোচন।
ফুল-ফল-দল-জীবন।
জলধর-তনু-সীবন।
খরতর-কর-বর্ত্তন।
জয়দ জয় বিকর্ত্তন।
উদয়-অচল শোভন।
কমলদল-সুশোভন।
নৃপকুল-চয়-আকর।
প্রণত পতিত, যা কর।
মুহি তুহ কুল-কামিনী।
হর মম দুঃখ যামিনী।”
পরে অগ্নি পদক্ষিণ করি,
পতি-পদাব্জ হৃদয়ে স্মরি।
প্রবেশে প্রোজ্জ্বল চিতা সাহসে নির্ভরি ॥
অস্তাচলে করিলে গমন,
যথা রোহিণী রমণ।
একে একে প্রভাতে অদৃশ্য তারাগণ ॥
সেরূপ পদ্মিনী পদ্মাকর,
পুরবাসি-ললনানিকর।
অনলে প্রবেশ করি ত্যজে কলেবর ॥
হলো অতি দৃশ্য ভয়ঙ্কর,
ভাবে শিহরে অন্তর।
প্রচণ্ড দহন-শিখা পরশে অম্বর ॥
চট্ চট্ মহাশব্দময়,
ধূমপূর্ণ পুরীময় হয়।
চন্দন-গুগ্গুলু-গন্ধে সমাকীর্ণ হয় ॥
রণস্থলে ভীমসিংহ রায়,
অগ্নি দেখি বারে বারে চায়।
জানিল পদ্মিনী সতী ত্যজিলেন কায় ॥
যেন নিষাদের খরশরে,
জরজর কলেবরে।
মৃত্যুকালে কুরঙ্গ গরজে ঘোর-স্বরে ॥
তাহে যদি করে দরশন,
কুরঙ্গিণীর নিধন।
বিষম বিক্রম মৃগ প্রকাশে তখন ॥
সেইরূপ মহারাণা ভীম,
হৃদে সন্তাপ অসীম।
চরম সময়ে যুদ্ধ করে অতি-ভীম ॥
কত শত শত শত্রু পড়ে,
যেন প্রলয়ের ঝড়ে।
পতিত অসংখ্য তরু স্খলিত-শিকড়ে
অবশেষে শক্তিশূন্য কায়,
সিন্ধু-ছাড়া তিমি-প্রায়।
পড়িল বীরের চূড়া ভীমসিংহ রায় ॥

চিতোরাধিকার।

মালঝাঁপ।

মুসলমান, বেগবান্, হয়রাণ, চাপে।
অনুক্ষণ, নিয়োজন, প্রহরণ-চাপে ॥
সমুজ্জ্বল, ঝলমল, মুক্তাফল, তাজে।
কত ঝল্ল, * মল্ল, হাতে ভল্ল ভাঁজে।
ফলকের, ঝলকের, আলোকের ছাঁদ।
যেন জ্বলে, সিন্ধুজলে, তারাদলে চাঁদ ॥
কটাকট্, চট্ চট্, পট্ পট্ শব্দ।
মার মার, শোর শার, চারি ধার স্তব্ধ ॥
কাটিয়ার, † আসোয়ার, তরবার হস্তে।
টানিতেছে, হানিতেছে, আনিতেছে দস্তে ॥
কেবাড়ের, ধারে ফের, দেওড়ের জাঁক।
দুড় দুড়, হুড় মুড়, গুড় গুড় ডাক ॥

---

* ইহারা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, রাজপুতানায় অদ্যাপি ঝালা নামে প্রসিদ্ধ। আলাউদ্দীন চিতোরাধিকার-সময়ে সর্ব্বাগ্রে সেই ঝল্লবংশীয় ঝালোরপ্রদেশীয় রাজা মল্লদেবকে হস্তগত করিয়া চিতোরের শাসন-কর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করিয়া যায়।

† রাজপুতানার অন্তঃপাতী প্রদেশবিশেষ। উক্ত প্রদেশীয় প্রসিদ্ধ ঘোটকগণ তন্নামেই খ্যাত হয়।

এক দিকে, মঞ্চনিকে * মারে ঝিকে ধেয়ে।
দুড় দাড়, হুড় মাড়, পড়ে চাড় পেয়ে॥
চউচির, দেহড়ীর, খিড়কির পাল্লা।
যত বলী, কুতূহলী, মুখে বলে আল্লা॥
ঢোকে গড়, যেন ঝড়, দড় দড় করে।
আঁখি লাল, সুবিশাল, কি কুলাল ঘোরে॥
সমুদয়, দেবালয়, করে লয় রাগে।
ছাড়ে দেহ, ছাড়ি গেহ, নাহি কেহ ভাগে॥

নিহত নিকর শূর, পুড়িল চিতোর পুর,
হিন্দু-সূর্য্য অস্ত-গিরিগত।
দাসত্ব দুর্জ্জয় ক্লেশ, রাজস্থানে † সমাবেশ,
তাপ-তমস্বিনী পরিণত॥
যখন যবন আসি, সমর-তরঙ্গে ভাসি,
পৃথুরাজে পরাভূত করে।
হিন্দুর প্রতাপ-লেশ, যাহা কিছু অবশেষ,
ছিল মাত্র চিতোর নগরে॥
যথা ঘোর অমানিশা, তমঃপূর্ণ দশ দিশা,
আকাশে জলদ-আড়ম্বর।
মেঘহীন একদেশে, বিমল উজ্জ্বল বেশে,
দীপ্তি দেয় তারক সুন্দর॥
অথবা তরঙ্গ-রঙ্গ, জলধির অঙ্গ-সঙ্গ,
স্রোতে হয় তৃণ তিনখান।
তমোময় সমুদয়, কিছু নাহি দৃষ্ট হয়,
পরিক্লান্ত পোতপতি-প্রাণ॥
বিপদ-বারণ-হেতু, শৈলোপরি যেন কেতু,
প্রদীপ্ত আলোকে শোভা পায়।
সেরূপ ভারত-দেশে, স্বাধীনতা-সুখ শেষে,
ছিল মাত্র রাজপুতানায়॥
কি হইল হায় হায়, সে নক্ষত্র লুপ্তকায়,
নিবিল সে আলোক উজ্জ্বল।

* দুর্গের প্রাচীর বা দ্বারাদি ভঞ্জন করণার্থ ঢেঁকি-কলের সদৃশ যন্ত্রবিশেষ, ইহাকে ইংরাজীতে 'ব্যাটেরিংরাম' কহে।

† রাজপুতানা দেশের নামান্তর।

যবনের অহঙ্কার, চূর্ণ হয়ে কতবার,
এইবার হইল সফল॥ *
চিতোরের অনুগত, সামন্ত ভূপতি যত,
একে একে স্বাধীনতাচ্যুত।
সোলাঙ্কি প্রমরা হার, পুরীহর আদি আর,
শুদ্ধ বংশ কত রাজপুত॥
কোথায় অবন্তী আর, কোথায় দেব-গিরিধার,
কোথায় মন্দোর হারাবতী?
আলাউদ্দীনের দণ্ড, করে সব লণ্ড-ভণ্ড,
কি বর্ণিব যে হলো দুর্গতি॥
ভাঙ্গিয়া পড়িল যত, দেবালয় শত শত,
শিল্প-চাতুরীর একশেষ।
লুঠে নিল সব ধন, চিতোরের সিংহাসন,
ছত্রদণ্ড অস্ত্র রাজবেশ॥
পোড়ায়ে ছারখার, করিলেক ঘর-দ্বার,
বাদশার আদেশে কেবল।
পদ্মিনীর মনোহর, অট্টালিকা পরিকর,
নষ্ট না করিল দুষ্টদল॥
হের হে পথিক জন! অদ্যাপি সে সুশোভন,
অট্টালিকা আছে বর্ত্তমান।
সরসীর গর্ভ থেকে, নীরদে মস্তক ঢেকে,
উঠিয়াছে পর্ব্বত-প্রমাণ॥ †

* ইতিপূর্ব্বে মুসলমানেরা চিতোর অধিকার-করণার্থে বার বার উদ্যোগ পাইয়াও অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারে নাই।

† রাজপুতানাপ্রদেশে রাজাট্টালিকার নাম 'বাদলমহল'। যে হেতু, ঐ সকল প্রাসাদ পর্ব্বত-শিখরোপরি নির্ম্মিত। বিশেষতঃ মেওয়ার অর্থাৎ মেরুদেশের পূর্ব্বরাজধানী চিতোর এবং আধুনিক রাজধানী উদয়পুরের রাজবাটী অত্যুচ্চ গিরি-চূড়ায় স্থাপিত। উদয়পুরের ভূপ-নিলয় দুই সহস্র পাদ উচ্চ শৈলোপরি প্রস্তুত, সুতরাং এই সকল নৃপ-নিকেতনকে "বাদলমহল" অর্থাৎ মেঘমন্দির পদে বাচ্য করা অযথা নহে। সেই সকল মন্দির-চূড়ায় সর্ব্বদাই মেঘাবির্ভাব হয়। ভারতবর্ষে এইরূপ শৈলশিরে রাজগৃহ নির্ম্মাণ-করণের রীতি অতি পুরাতনী। মহাত্মা মনু উক্তপ্রকার নিয়মে পুরী

কি হইল হায় হায়! কোথা সব মহাকায়,
তেজঃপূত রাজপুত্রগণ?
প্রভাতে উঠিয়ে তারা, যুঝিয়ে দিবস সারা,
প্রদোষেতে মুদিল নয়ন॥
কে ভাঙ্গিবে সেই ঘুম? ঘোর কালানল ধূম,
ঘেরিয়াছে পলকের দ্বার।
মুদিয়াছে হৃদিপদ্ম, বীরত্ব মধুর সদ্ম,
নাহি তাহে শ্বাসের সঞ্চার॥
ধরাতলে লোটাইয়ে, নাসারন্ধ্র পসারিয়ে,
তুরঙ্গ পতিত শত শত।
বিস্ফারিত তবু তায়, শ্বাস নাহি আসে যায়,
চিবুকেতে রসনা নির্গত॥
ধূনিত কার্পাস-প্রায়, ফেন-লালে শোভা পায়,
নবীন শ্যামল দূর্ব্বাদল।
মরকত বিজটায়, কিবা শোভে প্রতিভায়,
গুচ্ছ গুচ্ছ ক্ষুদ্র মুক্তাফল॥
অদূরে আরোহী তার, প্রদোষের পদ্মাকার,
আধ-বিমুদিত নেত্রে পড়ি।
সে তনু কাঞ্চন সম, ছিল প্রিয়া-প্রিয়তম,
ধূলায় যেতেছে গড়াগড়ি॥
যে অধর সুধাকর, যে নয়ন ইন্দীবর,
ছিল প্রেয়সীর প্রিয়ধন।
সেই অধরেতে আসি,
বায়সী সুখেতে ভাসি,
চঞ্চে চঞ্চু করিছে ঘাতন॥
হত হিন্দু নৃপমণি, উঠে জয় জয় ধ্বনি,
যবনের শিবির-ভিতর।

আনন্দ-জলধি-পর, ভাসিলেক দিল্লীশ্বর,
ব্যস্ত হয়ে প্রবেশে নগর॥
এই ভাবে গদগদ, ধরি পদ্মিনীর পদ,
পরিহার লইব মাগিয়া।
যাতনা হইল দূর, লয়ে যাব দিল্লীপুর,
কত দুঃখ তাহার লাগিয়া॥
রূপসী পঙ্কজহ্রদ, এ পদ্মিনী কোকনদ,
তথায় মহিষীপদ লবে।
সর্ব্বোপরি যার স্থান, কমলা দেবীর * মান,
এইবার লঘুকল্প হবে॥
এইরূপ করি কল্প, প্রবেশি প্রধান তল্প,
পদ্মিনীর অন্বেষণ করে।
মহলে মহলে ধায়, কিছু না দেখিতে পায়,
গৃহ-সজ্জা আছে থরে থরে॥
জানি শেষ সমাচার, হুতাশ হুতাশ সার,
ললাটেতে প্রহারয় পাণি।
বাষ্প বহে দুনয়নে, আত্ম-নিন্দা মনে মনে,
গুরু পাপে গুরুতর গ্লানি॥
যে যত দুর্ম্মতি হোক, পরদুঃখে গত শোক,
কিন্তু কুকর্ম্মেতে নাহি পার।
কুকীর্ত্তি হইলে শেষ, মানসে উদয় ক্লেশ,
অলঙ্ঘ্য নিয়ম বিধাতার॥
কহিল আমীরগণে, "জান দেখি সযতনে,
কে আছে ভীমের বংশে আর।
হইয়াছে যা হবার, অন্বেষণ কর তার,
সমুচিত শেষ প্রতীকার॥
করি তাহে লাল-বন্দী, পাতিয়ে প্রণয়-সন্ধি,
দিল্লীপুরে করিব প্রয়াণ।"
শাহের আদেশ পেয়ে, দূতচয় যায় ধেয়ে,
বিজয়ের করিতে সন্ধান॥

নির্ম্মাণার্থ রাজাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন এবং শকুন্তলা প্রভৃতি নাটকে এইরূপ মেঘমন্দিরের নির্দ্দেশ আছে। প্রত্যুত নির্ব্বিঘ্নতা এবং সুস্থতা-কল্পে এবম্প্রকার স্থানে বাস করা যে অতি হিতকর, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। এতদ্দেশে ইউরোপীয়েরা অসুস্থ হইলেই দার্জিলিং বা সিমলা অথবা নীলগিরিতে প্রবাস করিতে যান। পদ্মিনীর প্রাসাদের প্রতিরূপ টড সাহেবের গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে, আমাদিগের নিতান্ত মানস ছিল, তাহা এই গ্রন্থে প্রদান করি, কিন্তু উপযুক্ত শিল্পীর অভাবে সেই মানস পূর্ণ করিতে পারিলাম না।

* ইনি গুজরাট-অধিপতির মহিষী ছিলেন। আলাউদ্দীন নেহারওয়ালা অধিকার পূর্ব্বক উক্ত ভূপতির অন্যান্য সম্পত্তির মধ্যে কুলকামিনীগণকে হরণ করিয়া লইয়া আইসে। কমলাদেবী অসামান্য রূপলাবণ্যবতী ছিলেন, তজ্জন্য আলা তাঁহাকে প্রধানা মহিষী করে এবং তদবধি হিন্দু নৃপতি-ললনাগণ-হরণে লোলুপ হয়।

খুঁজিল সকল স্থল, গিরি-গুহা শিলাতল,
ঝুরি ঝোপ বন উপবন।
না পাইল তত্ত্ব তার, শূন্যময় নৃপাগার,
ফিরে গেল সম্রাট্-সদন॥
ওখানে বিজয় শূর, ত্যজিয়ে চিতোর-পুর,
পিতৃশব সঙ্গেতে লইয়া।
পুষ্করে সৎকার করি, হৈল বীর দেশান্তরী,
ভীলবারা প্রদেশে যাইয়া॥
রাহুগ্রস্ত শশি-প্রায়, ম্লানমনে ফেরে রায়,
সঙ্গে লয়ে যত পরিবার।
কি বর্ণিব সে সকল, বাহুল্য বর্ণন ফল,
সিন্ধুসম সীমা নাই তার॥
যত সব রাজপুত্র, বীরত্ব-ধীরত্ব-সূত্র,
নৃপবংশ-সমাজে প্রধান।
বলবীর্য্যে নাহি তুল, যার ভয়ে অরিকুল,
চিরদিন ছিল কম্পমান॥
পরম পৌরুষ বল, সাহস সুখের স্থল,
স্বাধীনতা আনন্দ-আকর।
অগণিত অসম্ভব, গুণরত্নরাজি সব,
বিভূষিত যত বীরবর॥
তাঁহাদের কীর্ত্তিভানু, দিন দিন পরমাণু,
প্রায় হয় কালের দশনে।
বিনাশে নিস্তার পায়, আছে মাত্র সদুপায়,
কবিতার অমৃত-সিঞ্চনে॥
করাল কালের কাণ্ড, যেন সব ক্রীড়া-ভাণ্ড,
এ ব্রহ্মাণ্ড আয়ত্ত তাহার।
কি মহৎ কিবা ক্ষুদ্র, কি ব্রাহ্মণ কিবা শূদ্র,
তার কাছে সব একাকার॥
সিংহাসন-অধিষ্ঠাতা, শিরোপরে হেম-ছাতা,
ধাতা প্রায় প্রতাপ যাঁহার।
তাঁহার যেরূপ গতি, অনুদাস ছন্নমতি,
মরণেতে তারো সে প্রকার॥
যে পথে মান্ধাতা গত, কোটি কোটি কত শত,
সেই পথে যায় দীনগণ।
মান্ধাতা মনুর জন্য, নাহি আর পথ অন্য,
এক পথ আছে চিরন্তন॥
থাকে কিছু কীর্ত্তিলেশ, নাম মাত্র থাকে শেষ,
সেই শুদ্ধ কবির কল্যাণে।
কে জানিত যুধিষ্ঠিরে, ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণবীরে,
যদি ব্যাস না বর্ণিত গানে॥
কোথায় মাহিষ্মতী, কোথা বা সে দ্বারাবতী,
কোথায় হস্তিনা শৌরসেনী?
কোথায় কৌশাম্বী আর, কিবা চিহ্ন আছে তার,
বহে যথা তটিনীর শ্রেণী॥ *
যেই পথে তারা গত, সেই পথে অবনত,
ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রম।
পাতার কুটীর বলি, কভু কাল মহাবলী,
করে নাই স্বতন্ত্র নিয়ম॥
মধু মাসে মনোহর, সৌরভেতে ভর ভর,
প্রফুল্ল ফুলের কত শোভা।
কিন্তু দেখ নিরখিয়ে, ক্ষণে যায় শুকাইয়ে,
ক্ষোভিত ক্ষুধিত মধুলোভা॥
কালের নাহিক বোধ, নাহি মানে উপরোধ,
বড় সুখে বড় রূপে বাদী।
সুখ-পুষ্প যথা ফুটে, অতি বেগে তথা ছুটে,
কটমট বিকট-নিনাদী॥
কিবা চারু রূপধর, কিবা বহু ধনেশ্বর,
কিবা যুবা নানা গুণধর।
কালের সুভোগ্য সব, হয় তার মহোৎসব,
পেলে হেন খাদ্য পরিকর॥
শোকে তাপে জরা যেই, তাহার বিপক্ষ নেই,
কাল তারে চিবায় সঘনে।
এমন নির্দয় আর, ত্রিজগতে মেলা ভার,
শিহরিত শরীর স্মরণে॥
হা রে রে নির্দয় কাল! এ কি তোর কর্ম্মজাল,
শোভা না রাখিবি ভব-বনে।
যথা কিছু দেখ ভাল, না ঠাহর ক্ষণকাল,
জালে বদ্ধ কর সেইক্ষণে॥
ওরে রে কৃষক কাল! কি করিছে তব হাল,
জঞ্জাল-জঙ্গল বৃদ্ধি পায়।
উত্তম বাছের বাছ, ফলপ্রদ যত গাছ,
অনায়াসে উপাড়িয়া যায়॥

---

* সম্প্রতি ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন, কৌশাম্বীপুর প্রয়াগের নিকট 'করা' নামক স্থানে স্থাপিত ছিল।

সুকৃষক যেই হয়, পরিপক্ব শস্যচয়,
সে করে ছেদন সুসময়।
তুই কাল নিদারুণ, নাহি জ্ঞান গুণাগুণ,
কাটিছ তরুণ শস্যচয়॥
ধিক্ কাল কালামুখ! ভারতের কোন সুখ,
না রাখিলে ভুবন-ভিতর।
কোথা সব ধনুর্দ্ধর, কোথা সব বীরবর,
সব খেয়ে ভরিলি উদর॥
কি আছে এখন আর, দাসত্ব-শৃঙখল সার,
প্রতি পদে বাঁধা পদে পদে।
দুর্ব্বল শরীর মন, ম্রিয়মাণ হিন্দুগণ,
তত্ত্বহীন মত্ত দ্বেষ-মদে॥
ফলতঃ সকলি ভ্রম, ঘোরতর মোহ-তম,
সদাচ্ছন্ন মানব-নয়নে।
সুখ-সূর্য্য সুবিমল, বিষাদ বারিদদল,
পরিবর্ত্ত হয় ক্ষণে ক্ষণে॥
যশোরূপ ইন্দ্রধনু, অসার তাহার জনু,
তনু তনু হয় প্রতি পলে।
কিবা প্রেম কিবা আশা, সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য বাসা,
অচিরাৎ ভস্ম কালানলে॥
সুখ দুঃখ বলাবল, প্রভুত্ব দাসত্ব বল,
কালচক্রে ঘুরিতেছে সদা।
কভু ঊর্দ্ধে কভু নীচে, কভু আগে কভু পিছে,
এই ভাব দেখ যদা তদা॥
ভারতের ভাগ্যজোর, দুঃখ-বিভাবরী ভোর,
ঘুম-ঘোর থাকিবে কি আর?
ইংরাজের কৃপাবলে, মানস-উদয়াচলে,
জ্ঞানভানু প্রভায় প্রচার॥
শান্তির সরসী-মাঝে, সুখসরোরুহ রাজে,
মনো-ভৃঙ্গ মজুক হরিশে।
হে বিভো করুণাময়! বিদ্রোহ-বারিদচয়,
আর যেন বিষ না বরিষে॥
শুন হে পথিকবর! সাঙ্গ হলো অতঃপর,
মনোহর পদ্মিনী-আখ্যান।
যদি আর থাকে ক্ষুধা, যোগাইব কাব্যসুধা,
এইরূপ হৃদে ধরি ধ্যান॥

সমাপ্ত

কুমার-সম্ভব

বিজ্ঞাপন

যে সকল কারণে কুমার-সম্ভব অনুবাদিত হইল, তাহা এই স্থলে বিজ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য ;---

১। বাল্যকালাবধি যাহা অভ্যস্ত হয়, তাহা অধিক বয়সে পরিহার্য্য নহে ; পূর্ব্বের ন্যায় আমার অবকাশ নাই ;---বিষয়-কর্ম্মে সমস্ত দিবস ব্যাপৃত থাকিয়া প্রাতে এবং প্রদোষে যে দুই এক দণ্ডকাল নিশ্বাস-পরিত্যাগের সময় আছে, তাহাতে নূতন কোন বিষয় চিন্তা করিয়া লেখা দুরূহ, অথচ অভ্যাসরক্ষার অনুরোধে আমি এই মহাকাব্যের অনুবাদকরণে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু পশ্চাৎ দেখিলাম, নূতনী রচনাপেক্ষা পুরাতন অনুবাদ করা অধিকতর পরিশ্রম-সাপেক্ষ। কি করি, আরম্ভ করিয়া কোন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে মূঢ়তা প্রকাশ পায়, সুতরাং অনুবাদ সমাপ্ত করিলাম।

২। অনেকে এক্ষণে পদ্যময় কাব্যের অনুবাদ গদ্যে সম্পাদন করেন, সহৃদয়বর্গ কহেন, তাহাতে অত্যন্ত রসভঙ্গ হয় ; চম্পকপুষ্পের প্রতিকৃতি স্বর্ণ-সহকারে নির্ম্মিত হইলেই সুন্দর দেখায়, রজতে রচিত হইলে তাদৃশ শোভনীয় হয় না, অতএব কোন কোন বন্ধু সংস্কৃতপ্রধান পদবীস্থ কাব্য-নিচয়ের পদ্যানুবাদ-করণে আমাকে অনুরোধ করাতে আমি সেই অনুরোধ-রক্ষার প্রথম আদর্শ-স্বরূপ তাঁহাদিগের হস্তে এই গ্রন্থ সম্প্রদান করিতেছি।

৩। আমরা ভিন্নদেশীয়দিগের দ্বারা অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ বিধায় ক্রমে ক্রমে সনাতন রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারাদি পরিহারপূর্ব্বক বহুরূপীর ন্যায় বহুরূপ ধারণ করিতেছি। আমরা পূর্ব্বে কি ছিলাম, এক্ষণেই বা কি হইয়াছি, ইহার পর্য্যা-লোচনা করণে স্বদেশহিতৈষিমাত্রেরই মনে বাসনা জন্মে, সেই বাসনা পূর্ণকরণে প্রাচীন গ্রন্থনিকর, বিশেষতঃ স্বদেশীয় পুরাতন কাব্যকলাপই সবিশেষ শক্তি রাখে। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমা-দিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের কিরূপ পরিচ্ছদ, কিরূপ বাসগৃহ ছিল, কিরূপ নিয়মে বিবাহাদি সংস্কার সম্পন্ন হইত, তাহা মহাকবি কালিদাসের লিপিতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে ; যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন নহেন, তাঁহারা তাহার অনুবাদ পাঠ করিয়া পূর্ব্বোক্ত অভিলাষ কথঞ্চিদ্রূপে পূর্ণ করিতে পারেন, তন্নিমিত্তেও আমি এই মহাকাব্যের অনুবাদ-করণে প্রবৃত্ত হই। উপরিভাগে অনুবাদ-করণের হেতু প্রদর্শিত হইল ; অনুবাদ সম্বন্ধেও কিঞ্চিদ্বক্তব্য আছে ;---

মহাকবি কালিদাসের নিয়মে আমি সমুদয় সর্গ এক ছন্দোবিশেষে রচিত না করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন ছন্দোবন্ধের অনুসরণ করিয়াছি ; অনবরত এক ছন্দ শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হইলে জড়তার প্রাদুর্ভাব হয় ; জলযন্ত্র নির্গত অনর্গল একাকার ধারাপাত-শব্দ নিদ্রাকর্ষণের উপযোগী বটে, কিন্তু কাব্যশাস্ত্র নিদ্রাকর্ষণের জন্য নহে, তাহা চিত্তকে অনবরত সচেতন রাখিবার সহকারী, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। প্রতি সর্গের সমাপ্তিতে বাদ্যের পরাঙ্গের ন্যায় মহাকবি ২।১ শ্লোক বিভিন্ন ছন্দে রচনা কার-

য়াছেন ; আমি সর্গৈক ভিন্ন সমুদয় সর্গে তন্নিয়ম অবলম্বন করিয়াছি।

মহাকবি এই কাব্য ঊনবিংশতি সর্গে সমাপ্ত করিয়াছেন, এমত কিংবদন্তী,---কিন্তু কুমারসম্ভব অর্থাৎ কার্ত্তিকেয়ের জন্মের পূর্ব্বে হর-পার্ব্বতীর পরিণয়-বর্ণনাত্মক সপ্তম সর্গ পর্য্যন্তই কালিদাস-রচিত বলিয়া সর্ব্বদেশে প্রসিদ্ধ। অনেকে কহেন, উত্তর সর্গ সকল তাঁহার প্রণীত নহে, তত্তাবৎ ভোজরাজের সভাসদ্ কালিদাস-খ্যাত অন্য এক কবিকর্ত্তৃক রচিত। ফলতঃ সপ্তম সর্গ পর্য্যন্তে যেরূপ কবিত্বচ্ছটা বিকীর্ণ আছে, তাহার সহিত অবশিষ্ট সর্গ সকলের রচনার তুলনা করিলে এই কথা অসঙ্গত বোধ হয় না। অনেকে আবার কহেন, অষ্টম সর্গে হর-পার্ব্বতীর বিশ্রম্ভ বিহার-বর্ণনায় মহাকবি অত্যন্ত অশ্লীলতা অবলম্বন করিয়াছেন, সুতরাং ধার্ম্মিকগণ সপ্তম সর্গ পর্য্যন্তের সমাদর করিয়া অবশিষ্টাংশ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, এ কথাও অতি সঙ্গত, ইহাতে হিন্দুজাতি যে একান্ত অশ্লীলতার পরবশ নহেন, ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে। সম্প্রতি পণ্ডিতবর তারানাথ তর্কবাচস্পতি কর্ত্তৃক এবং বারাণসীতে প্রকটিত পণ্ডিতাখ্য পত্রে উত্তরসর্গসমূহ প্রচারিত হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন আমি উৎকলদেশে দুইখানি হস্তলিখিত কুমারসম্ভব গ্রন্থে ঐ সকল সর্গ পাঠ করিয়াছি, তাহাতে অষ্টম সর্গে যত অশ্লীলতার আশঙ্কা ছিল, তত পরিমাণে দৃষ্ট হয় নাই। যাঁহারা নৈষধকাব্যে নলরাজার বাসর পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের নিকটে অষ্টম সর্গের বিহার-বর্ণন-ঢক্কানাদ-সমীপে ডমরুধ্বনিবৎ উপলব্ধ হইবে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, ঐ সর্গে সন্ধ্যাবর্ণনাটির স্থানে স্থানে অতি মনোজ্ঞ কবিত্বচ্ছটা বিকীর্ণ হইয়াছে, আমি তাহা অনুবাদপূর্ব্বক পুস্তকপরিশিষ্টে প্রদান করিলাম।

আমি এই গ্রন্থরচনায় অনুবাদের অনুরোধে কোন কোন স্থানে ২।১টি অতিরিক্ত শব্দ সংযোগ করিয়াছি, কোথাও বা ২।১টি শব্দ পরিত্যাগ করিতে বাধিত হইয়াছি, ফলতঃ সাধ্যমতে মহাকবির ভাব সংরক্ষণ করিতে যত্নের ত্রুটি রাখি নাই।

মহাকবি কালিদাস কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহার কবিত্বের চমৎকারিতা, তাঁহার মনুষ্য-প্রকৃতিতে সমীচীন জ্ঞান এবং নৈসর্গিক শোভা-বর্ণনে অপরিমিত শক্তি প্রভৃতি সমালোচনা-পূর্ব্বক এই স্থলে দিবার বাসনা ছিল, কিন্তু তৎ-প্রবন্ধ রচনা করিতে করিতে গ্রন্থপ্রমাণ হইয়া উঠিল, সুতরাং তাহা স্বতন্ত্ররূপে প্রকাশ করা যাইবে।

হুগলি।
১ ভাদ্র, ১২৭৯ শকাব্দা।

কুমার-সম্ভব

প্রথম সর্গ

উত্তরেতে আছে দেবাত্মক দেবধাম,
অচলের অধিরাজ হিমালয় নাম,
পূর্ব্বাপর ভাগ যার পয়োনিধি-গত,
রহিয়াছে মেদিনীর মানদণ্ড-মত ।।১ ।।

দোহনেতে দক্ষ মেরুবরে পরিহরি,
যারে শৈলগণ বৎস প্রকল্পন করি,
দীপ্তিমান্ মণি মহৌষধি সবিশেষে,
দুহিয়াছে ধরণীকে পৃথু-উপদেশে ।। ২ ।।

পরিমাণশূন্য রত্নরাজির প্রভব,
হিম হেতু নহে তার গৌরব লাঘব ।
গুণসমূহেতে এক দোষ লুপ্ত করে,
কলঙ্ক নিমগ্ন ইন্দু করে নিজ করে ।। ৩ ।।

শেখরের ধাতু-আভা লাগি মেঘচয়ে,
অকালেতে সন্ধ্যা বোধ হয় হিমালয়ে ।
মনোহরা অপ্সরার তাহে মন হরে,
বিভ্রমেতে অসময়ে বেশ-ভূষা করে ।। ৪ ।।

যার কটিতটাবধি গিয়ে মেঘচয়,
নিম্ন সম ভূমিভাগে ছায়া বিস্তারয় ;
স্নিগ্ধ ছায়ে থাকি বৃষ্টি-ব্যস্ত সিদ্ধগণ,
ভানু-করোজ্জ্বল শৃঙ্গে করেন গমন ।। ৫ ।।

সংহারিল সিংহগণ দ্বিপ দলে দলে,
রুধিরাক্ত পদচিহ্ন ধৌত হিমজলে,
সে চিহ্ন অভাবে নখে মুক্ত মুক্তাচয়,
কেশরী কোথায় গেল কিরাতেরে কয় ।।৬।।

যথায় ভূর্জ্জের ত্বচ্-পত্রিকা সুন্দর,
কুঞ্জরের বিন্দু সম শোণ-বিন্দুধর ;
বিদ্যাধর-বালাগণ তাহে অনুরাগে
লিখয়ে অনঙ্গলেখা ধাতু-রস-রাগে ।। ৭ ।।

যেই গিরি-দরীমুখ-জাত সমীরণ,
বংশের বিবর-ভাগ করি সম্পূরণ,
গানে রত গন্ধর্ব্বগণের সন্নিধান,
স্বর-সংমিলন হেতু চড়াইছে তান ।। ৮ ।।

করিগণ ঘরষণ করিয়াছে হনু,
সরল-বিটপিবৃন্দ তাহে ছিন্নতনু,
ক্ষরিয়াছে ক্ষীরধারা গন্ধে মনোহর,
ভরিয়াছে সুরভিতে কন্দরনিকর ।। ৯ ।।

কিরাত-দম্পতি প্রতি গত-অন্ধকার,
কন্দরের অভ্যন্তরে প্রভাব সঞ্চার,
রজনীতে বিনা তৈলে ওষধিনিকর,
হইয়াছে সুরতের প্রদীপ সুন্দর ।। ১০ ।।

যেখানে তুষাররাশি পথে শিলীভূত,
সে কারণে পদাঙ্গুলি সদা ক্লেশযুত,
শ্রোণি-পয়োধর-ভারে ভারাক্রান্ত তায় ।
কিন্নরীর গতি-মান্দ্য কখন না যায় ।। ১১ ।।

দিবাভীত অন্ধকার নিবসি কন্দরে,
রাত্রিচর প্রায় রক্ষা পায় ভানুকরে ;
শরণ-আগত অতি ক্ষুদ্র জন প্রতি,
নিতান্ত মমতাশীল মহতের মতি ।। ১২ ।।

চমরী-লাঙ্গুল-ক্ষেপ কিবা শোভাকর,
নিন্দিয়া চন্দ্রের দ্যুতি অতি শুভ্রতর ;
গিরিরাজ নাম গিরি ধরে সত্য বটে,
এ হেন চামর যার ঢুলায় নিকটে ।। ১৩ ।।

কাঁচলী হরিছে কান্ত তাহে সুলজ্জিতা,
কিন্নর-কামিনীকুল বিভ্রম-মজ্জিতা ;
দেব-মেঘমালা প্রলম্বিত-কলেবরে,
গুহাগৃহদ্বারে যবনিকা * কার্য্য করে ।।১৪।।

* বিলাসগৃহ-দ্বারে যবনিকা অর্থাৎ পর্দা ব্যবহার অতি পুরাতন রীতি, সন্দেহ নাই । যবনিকা

অঙ্গে ধরি ভাগীরথী-নির্ঝর-শীকর,
কাঁপাইছে বার বার মন্দারনিকর,
হেন সমীরণ সেবে মৃগ-অন্বেষণে,
চঞ্চল-ময়ূরপুচ্ছ-ধারী ব্যাধগণে ॥ ১৫ ॥

অধোভাগে বিভাকর করেন ভ্রমণ,
গিরিশিরে সরোবরে সরোরুহগণ,
সপ্তঋষি চয়নান্তে যাহা ছিল শেষ,
ঊর্দ্ধ করে বিকসিত করেন দিনেশ ॥ ১৬ ॥

যেই যজ্ঞসাধনীয় বস্তুব নিধান,
রমণী ধবিয়া যাব বল ফলবান্,
যাগ-ভাগ দিয়ে তাবে আপনি বিধাতা,
কবিয়াছে শৈল-আধিপত্যে অধিষ্ঠাতা ॥১৭॥

পিতৃগণ অতিশয় মান পুবঃসরে,
স্বজিলা মানসী কন্যা কুল-বক্ষা-তরে ;
নিজ যোগ্য সেই মুনিমান্যা মেনকারে,
বরিলেন মেরুমিত্র বিধি-অনুসারে ॥ ১৮ ॥

কালক্রমে দুই জনে মাতিলেন রঙ্গে,
স্বরূপ সুরভে বত বিবিধ প্রসঙ্গে,
মনোরম যৌবনের প্রভাব সুসাব,
মহীধর-মহিলাব গর্ভেব সঞ্চাব ॥ ১৯ ॥

মৈনাক নন্দনে রাণী কবিলা প্রসব,
নাগবধূবঁধূ সেই সিন্ধুর বান্ধব,
ইন্দ্রকোপে নহে যার পক্ষের ছেদন,
কভু না জানিল সেই বজ্রের বেদন ॥ ২০ ॥

মহেশের পূর্ব্বপত্নী দক্ষের দুহিতা,
পিতৃকৃত অপমানে হইয়া দুঃখিতা,
যোগভরে তনুত্যাগ করি গুণবতী,
গিরীন্দ্র-গৃহিণীগর্ভে সমুদিত সতী ॥ ২১ ॥

ভূধর-নিকর-অধীশ্বর পতি সনে,
সমাধি-সংযতা রাণী সদা শুচি মনে ;

শব্দে বোধ হয় যেন, এ ব্যবহারটি দেশান্তর হইতে অনুসৃত হইয়া থাকিবে। ফলে পুনর্ব্বার এতদ্দেশে এ শব্দ প্রচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যথানীতি উৎসাহেতে সম্পদ্ সঞ্চার,
সেইরূপ মঙ্গলার হৈল অবতার ॥ ২২ ॥

সুপ্রসন্ন দিক্, রজোহীন সমীরণ,
শঙ্খস্বন অনন্তর পুষ্পবরিষণ,
স্থাবর-জঙ্গম যত দেহধারিগণ,
তাঁর শুভ জন্মদিনে সবে সুখী মন ॥২৩॥

পূর্ণ-প্রভাপুঞ্জ পুত্রী জনম লইলা,
সে প্রভায় প্রসূতিও প্রদীপ্ত হইলা,
নব মেঘরবে যথা জন্মি রত্নশলা,
বিদূর-ভূমিরে দেয় প্রতিভা বিমলা ॥ ২৪ ॥

দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল গিরিবালা,
সুধাকবে বাড়ে যথা মরীচির মালা ;
এক কলা পরে যেন ব্যক্ত অন্য কলা,
সেইরূপ হইলেন লাবণ্য-উজ্জ্বলা ॥২৫॥

আদরিণী বালিকারে যত বন্ধুজনে,
ডাকে পিতৃপূর্ব্বক পার্ব্বতী সম্বোধনে,
উ-মা বলি বারিত মা তপ-আচরণে,
উমা নাম পরেতে লভিলা সে কারণে ॥২৬॥

পত্রবান্ হইয়াও গিরি হিমবান্,
উমা দেখি নাহি তাঁর তৃপ্তি অবসান ;
বিকশে অনন্ত পুষ্প বসন্ত সময়ে,
একা চূতকলিকায় ভ্রমরে রময়ে ॥ ২৭ ॥

পভাবতা শিখা সহ দীপ যথা সাজে,
ত্রিদিবে ত্রিধারা যথা শোভায় বিরাজে,
দেবভাষা করে যথা পণ্ডিতে মণ্ডন,
পূত বিভূষিত গিরি লভি উমাধন ॥ ২৮ ॥

মন্দাকিনী-পুলিনেতে বেদি নিরমিয়া,
কন্দুক কৃত্রিম পুত্র পরিবার নিয়া,
সঙ্গিনীগণের সঙ্গে বিনোদ-বিহার,
বাল্যলীলা-রসে রত হন অনিবার ॥ ২৯ ॥

শরদে মরাল যথা ভাসে গঙ্গাজলে,
নিশাগমে মহৌষধি যথা স্বতঃ জ্বলে,
সেইরূপ সমাগমে শিক্ষার সময়,
লভিলেন পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত বিদ্যাচয় ॥৩০॥

বিনা যত্নে আভরণ-শোভা কলেবরে,
আসব নহেক কিন্তু তার কার্য্য করে,
পুষ্পবাণ নহে কিন্তু মদনের শর,
এ হেন যৌবন প্রাপ্ত বাল্য-অনন্তর ॥৩১॥

তুলিকায় করে যথা চিত্রের বিকাশ,
দিনকর-করে যথা অরবিন্দে হাস,
সেইরূপ উমা-দেহে নবীন যৌবন,
সম-চতুরাংশে কিবা করে বিভাজন ॥ ৩২ ॥

অঙ্গুষ্ঠ বর্ত্তুল স্থূল, নখর-কিরণ,
নিক্ষেপেতে রক্ত আভা করে উদ্‌গীরণ;
স্থলকমলের শোভা * করিয়া হরণ,
অবনীতে অবতীর্ণ উমার চরণ ॥ ৩৩ ॥

শিখিতে কি মঞ্জীরের মধুর নিস্বন,
চরণ-চারণে শিক্ষা দিল হংসগণ?
নহে কেন ধরিলেন নত-কলেবরা,
বিভ্রম-বিক্রমযুক্ত গতি মনোহরা? ॥ ৩৪ ॥

নহে অতি দীর্ঘ, ক্রমে স্থূলতার হ্রাস,
সুবৃত্ত জানুর শোভা বিশেষে বিকাশ;
সৌন্দর্য্যের শেষ বিধি করিয়া তথায়,
শেষাঙ্গ রচিতে রূপ সঞ্চে পুনরায় ॥ ৩৫ ॥

করিবর-কর চর্ম্ম বিশেষে কর্কশ,
রামরম্ভা-তরু অতি শীতল পরশ;
কেবল বিশাল ভাব ধরিলে কি হবে?
উমা-উরু উপমান নাহি দেখি ভবে ॥ ৩৬ ॥

তার পর নিরুপম কাঞ্চীগুণ-স্থান,
কি আর বর্ণিব তাহা করি অনুমান?
অন্য নারী মোহিবারে নারিল যে হরে,
তিনি তারে নিজ অঙ্কে স্থাপিলেন পরে ॥৩৭॥

তনুতর নব রোমরাজি শোভাধার,
প্রবেশিল নতনাভি-বিবরে তাঁহার,
নীবি অতিক্রম করি অপরূপ সাজে,
নীলমণি-চ্ছটা যেন কাঞ্চীগুণ মাঝে ॥ ৩৮ ॥

বেদিসম কৃশোদরী কটি শোভাকর,
ধরিলেন তাহে বালা ত্রিবলী সুন্দর;
মদনের আরোহণে সোপান সমান,
নব-যৌবনের যোগে হইল নির্ম্মাণ ॥৩৯॥

কমলনয়নী কুচদ্বয় পরস্পর,
ঘরষণে পাণ্ডুবর্ণ বাড়িল সুন্দর;
শ্যামমুখ স্থূল কুচযুগল মাঝারে,
মৃণালের সূত্র মাত্র সঞ্চারিতে নারে ॥ ৪০ ॥

উমা-বাহুযুগে এই বিতর্ক আমার,
শিরীষ-কুসুমাধিক হবে সুকুমার;
মনোভব পরাভব, করিলা যে ভব,
তাঁহার কণ্ঠের পাশ যে বাহু-সম্ভব ॥ ৪১ ॥

সমুন্নত পয়োধরে কণ্ঠ সুবন্ধুর,
মুক্তামালা শোভা তথা বাড়িল প্রচুর,
উভয়েই উভয়ের শোভার জনন,
ভূষা আর ভূষ্য ভাব হৈল সাধারণ ॥ ৪২ ॥

চন্দ্রে গিয়ে সরোজ-সুরভি প্রাপ্ত নহে,
পদ্ম গতা তথা চন্দ্র সুধা নাহি রহে,
চপলা কমলা তায় উমার বদনে,
উভয়ের গুণ লভি রহে প্রীতমনে ॥ ৪৩ ॥

নবীন পল্লবে যদি কুসুম ঘটিত,
প্রবালেতে মুক্তাফল যদি প্রকটিত,
উমা অরুণিত ওষ্ঠে স্মিত নিরমল,
তবে সে হইত তারা উপমার স্থল ॥ ৪৪

মধুরভাষিণী উমা সুমধুরস্বরে,
আলাপেতে অবিরত অমৃত নিঃসরে,
কঠোর কোকিল-রব তাহার নিকটে,
বিতন্ত্রী বীণায় যথা কর্ণে কটু রটে ॥ ৪৫ ॥

আয়ত-নয়নে চারু কটাক্ষ চপল,
প্রবাত সময়ে যথা শোভে নীলোৎপল,
মৃগাঙ্গনা সহ এই বিবাদ বিষয়,
কে কাহার নেত্র নিল হইল সংশয় ॥ ৪৬ ॥

দলিত অঞ্জনে কি লিখিত মনোহর,
দীর্ঘ রেখাযুক্ত দুটি ভুরু শোভাকর;
বিলাস-চতুর শোভা নিরখি মদন,
স্বধনু-সৌন্দর্য্য-গর্ব্ব দিল বিসর্জন ॥ ৪৭ ॥

---

* স্থলে কভু কমল জন্মে না, যদি জন্মিত, তবে তাহার শোভা হরণপূর্ব্বক উমার চরণ-প্রতিভা পকাশ করিত।—নিদর্শনালঙ্কার।

যদ্যপি থাকিত লজ্জা পশুদের মনে,
পার্ব্বতীর সুচারু চিকুর-দরশনে,
অসংশয় চমরীর কেশের গৌরব,
একেবারে শিথিল হইত তবে সব ।। ৪৮ ।।

সকল উপমাদ্রব্য করিয়া সংগ্রহ,
যথাস্থানে নিবেশিত কবি পিতামহ,
সৃজন করিল বুঝি শৈলেন্দ্র-সুতাবে,
হেরিবারে সকল সৌন্দর্য্য একাধারে ।।৪৯।।

কামচর নারদ একদা তথা আসি,
দেখিলেন পিতৃপাশে কন্যারূপ-রাশি,
কহিলেন ইনি একপত্নী-ভাব ধরি,
হরের অর্দ্ধেক অঙ্গ লইবেন হরি ।। ৫০ ।।

শুনিয়া নিশ্চিন্ত গিরি, বয়স্থা সুতায়,
শিব ভিন্ন অন্য বরে দিতে নাহি চায়।
কৃশানুর যোগ্য মন্ত্রপূত হবাচয়,
অপর তেজেতে কভু যোগ্য নাহি হয় ।।৫১।।

প্রার্থনা-বিহীন দেবদেব মহেশ্বর,
সুতাদানে সমর্থ না হয় গিরিবর,
অভ্যর্থনা-ভঙ্গ-ভয় করিয়া সুজন,
উদাসীন-ভাবে করে কালসংবরণ ।। ৫২ ।।

যদবধি পূর্ব্ব-জন্মে শোভনা সুদতী,
দক্ষ-রোষে কলেবর ত্যজিলেন সতী,
তদবধি সঙ্গহীন হয়ে পশুপতি,
পত্নী-পরিগ্রহে সদা উদাসীন-মতি। ৫৩।।

মৃগনাভি সুরভিত, কিন্নর-কৃণিত,
গঙ্গাজল-সিক্ত দেবদারুচয়ান্বিত,
হেন কোন হিমালয়-প্রস্থে করি বাস,
তপস্যা করেন একচিত্ত কৃত্তিবাস ।। ৫৪ ।।

সুমেরু-কুসুমে চূড়া বাঁধি ভূতগণ,
সুখস্পর্শ ভূর্জত্বচে কল্পিয়া বসন,
কলেবরে দিয়ে মনঃশিলার বিলেপ,
শৈলজের শিলাতলে করে কালক্ষেপ ।।৫৫।।

খুরেতে খনিয়া শিলা হিম ঘনীভূত,
মদগর্ব্বে বৃষভ বিঘোর রবযুত,
না সহি সিংহের নাদ গর্জ্জে ভয়ঙ্কর,
ভয়ার্ত্ত হইয়া দেখে গবয়নিকর ।।৫৬।।

হোম-হুতাশন জ্বালি সমিধ প্রহিত,
নিজ অষ্টমূর্ত্তিগত-মূর্ত্তি-সন্নিহিত,
তপস্যার ফলের বিধান যেই করে,
কি ফল উদ্দেশে সেই তপস্যা আচরে ।।৫৭।।

বৃন্দারক-বৃন্দ-পূজ্য মহার্ঘ্য মহেশে,
অর্ঘ্যদানে অর্চ্চনা করিয়া সবিশেষে,
শুদ্ধচারা তনয়ারে সহচরী-সাথ,
হর-আরাধনে আদেশিল অদ্রিনাথ ।। ৫৮ ।।

যদিও সমাধি-বিঘ্নকারিণী পার্ব্বতী,
তবু তাঁর সেবা লইলেন পশুপতি,---
বিকারের হেতু সত্ত্বে অধীর যে নহে,
প্রকৃত সুধীর ধীর তাহাকেই কহে ।। ৫৯ ।।

সাজাইয়া নানা ফুল, বিধিবৎ ফল, মূল
মার্জ্জনা করিয়া পূজাস্থল,
নিত্য-কৃত্য-সহকারী, ভৃঙ্গারে ভরিয়া বারি
উপচিয়া যজ্ঞ-তৃণদল।

হরশিরে সুধাকর, তার সুশীতল কর
পার্ব্বতীর ক্লান্তি দূর করে,
অনুদিন এইরূপে, বিনোদিনী বিশ্বরূপে
সেবা করে যথা ভক্তিভরে ।। ৬০ ।।

ইতি উমোৎপত্তি নাম প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ

(১)

তারক দানব, করে উপদ্রব,
কাতর যতেক সুর
শচীনাথে আগে, লয়ে অনুরাগে,
চলিলেন ব্রহ্মপুর

(২)

মলিন সকল, শ্রীমুখমণ্ডল,
চতুরানন-গোচরে
হইল সরস, সুপ্ত তামরস,
প্রভাত-ভানুর করে।

(৩)

সৃজনকারণ সর্ব্বত আনন,
বচন-অধিপ প্রতি

দেবতাসকলে, পড়ি পদতলে
স্তুতি করে অর্থবতী।---

(৪)

"নমো জগৎপতি, ত্রিবিধ মূরতি,
একমাত্র সৃষ্টি আগে,
পরে গুণলয়, নিজগুণত্রয়,
প্রকাশিলে তিন ভাগে।

(৫)

তুমি হে অমোঘ, নিজ বীজ ওঘ,
বপিলে জল-ভিতরে,
তাহাতে উদয়, চরাচরচয়,
ভণিত বেদনিকরে।

(৬)

একমাত্র ছিলে, ত্রিভাগ হইলে,
মহিমাপ্রচারচছলে,
সৃজন পালন, আর সংহরণ,
করণ-কারণ ফলে।

(৭)

তুমি হে বিধাতা, সর্ব্ব-পিতা-মাতা,
বিঘোষিত চরাচরে,
নিজ কলেবরে, ভাগ করি পরে, *
বিরচিলে নারী নরে।

(৮)

নিজ পরিমাণে, রাত্রিদিনমানে,
করিয়াছ বিভাজন,
হও যবে সুপ্ত, সব হয় লুপ্ত,
জাগিলে হয় সৃজন।

(৯)

জগতের তাত, আপনি অজ্ঞাত,
সর্ব্বক্ষয় হে অক্ষর।
জগতের আদি, আপনি অনাদি,
জগদীশ নিরীশ্বর।

(১০)

প্রভাব আপন, জান বিলক্ষণ,
আত্মরূপ সৃষ্টিকর,
করিয়া সৃজন, করহ নিধন,
ওহে সর্ব্ব-শক্তিধর।

(১১)

তুমি দ্রবরস, নিবিড় কর্কশ,
লঘু গুরু সূক্ষ্ম স্থূল,
ব্যক্ত ব্যক্তেতর, তুমি কামচর,
সকল বিভূতিমূল।

(১২)

যেই বাক্য সব, প্রথমে প্রণব,
ত্রিতয় স্বরে ভণিত,
যজ্ঞ স্বর্গ ধর্ম্ম, যাহাদের কর্ম্ম,
তাহারা তব প্রণীত।

(১৩)

পুরুষার্থে প্রীতি-দায়িনী প্রকৃতি,
তোমাকেই কৃতি জানে,
তোমাকেই পুনঃ, বিচলিত গুণ,
পুরুষ বলিয়া মানে।

(১৪)

তুমি হে সবিতা, পিতৃগণ-পিতা,
দেবাধিদেবতা পাতা,
তুমি পরাৎপর, পরমার্থ পর,
তুমি হে ধাতার ধাতা।

(১৫)

তুমি হে শাশ্বত, হব্য হোতা স্বতঃ,
ভোজ্য আর ভোগকারী,
তুমি জ্ঞেয়চয়, জ্ঞাতা মহাশয়,
ধ্যেয় পুনঃ ধ্যানধারী॥"

(১৬)

এইরূপে শ্রুতি, করি দেবস্তুতি,
হৃদয়-সঙ্গত অতি,
প্রসাদাভিমুখ, হয়ে চতুর্ম্মুখ,
কহিছেন সুরপ্রতি।

(১৭)

যেই পুরাতন, করিব আনন,
চতুষ্টয়ে চতুষ্টয়,

---

* বলা বাহুল্য, এই উক্তির সহিত য়িহুদীয় নরনারী-সৃষ্টির কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে, মুসা ঈশ্বরাকারে আদি-পুরুষের সৃষ্টি এবং তাহা হইতে আদ্যা নারীর উৎপত্তি বর্ণন করিয়াছেন।

শব্দ অবয়ব, প্রবৃত্তি প্রভব,
অর্থসহ ব্যক্ত হয়।---

(১৮)
"কি মহৎ কার্য্য, হেতু অনিবার্য্য,
শক্তিধর সুরগণ!
স্ব স্ব অধিকারে, প্রভাব-সঞ্চারে,
সুখে হেথা আগমন?

(১৯)
তুষার-পতনে, যথা তারাগণে,
প্রকাশিত হয় দুঃখে,
তোমাদের হায়, দেখি তার প্রায়,
পূর্ব্বরাগ-ভ্রষ্ট মুখে।

(২০)
প্রথমেতে কহ, এ অস্ত্রনিবহ,
কি কারণে ছটাহীন,
এই বৃত্র-হর, বজ্র ভয়ঙ্কর,
ইন্দ্র-করে কেন ক্ষীণ?

(২১)
কেবা সে সবার, অরি দুরাচার,
যাতে প্রচেতার পাশ,
মন্ত্রে বীর্য্যহত, ভুজঙ্গের মত,
পাইতেন পরকাশ?

(২২)
কেন ধনেশ্বর, গদাহীন কর,
ভগ্নশাখ তরুপ্রায়,
দেয় পরিচয়, তব পরাজয়,
মনের বেদনা তায়?

(২৩)
ওহে যম তুমি, লিখিতেছ ভূমি,
আপন অমোঘ দণ্ডে,
নিব্বাণ অঙ্গার, সম দশা তার,
কেন গত লণ্ডভণ্ডে?

(২৪)
অহে ভানুগণ, হেরি কি কারণ,
সুশীতল তাপক্ষয়ে,
চিত্রলেখা প্রায়, হইয়াছ হায়,
হেরে সবে স্থির হয়ে?

(২৫)
কেন পর্য্যাকুল, হে মরুতকুল,
বেগভঙ্গ হয় বোধ,
প্রতীপ-গমনে, তরঙ্গ-সৃজনে,
জলে যথা গাত রোধ?

(২৬)
হুঙ্কারবিহীন, অতিশয় দীন,
রুদ্রগণে যায় দেখা,
পরাভবে ভালে, মুক্ত জটাজালে,
বিলম্বিত শশিলেখা।

(২৭)
কেবা সেই পর, * বলবান্‌বর,
ফেলিয়াছে সবে ফেরে,
বিশেষ নিয়ম, করে অতিক্রম,
যথা নিত্য নিয়মেরে?

(২৮)
কহ না কারণ, অহে বৎসগণ,
প্রয়োজন আসিবার,
সৃজন অন্তরে, তোমাদের করে,
দিয়াছি পালন-ভার।"

(২৯)
ধীরে সমীরণ-ভরে পদ্মবন,
হয় যথা কম্পমান,
তথা শচীপতি, বৃহস্পতি প্রতি,
সহস্র-নয়নে চান॥

(৩০)
সহস্র-নয়ন, হ'তে বিচক্ষণ,
বাসবাক্ষি বৃহস্পতি,
যথাভক্তিভরে, কহে বদ্ধ-করে,
দ্বিনয়ন অজ-প্রতি।—

(৩১)
"অহে ভগবান্‌, এ কথা প্রমাণ,
অধিকারচ্যুত সব,
সর্ব্ব-অন্তর্যামী, হও তুমি স্বামী,
কিবা অগোচর তব?

---

* শক্র।

(৩২)
আপনার বরে, ভুবন-ভিতরে,
তারকাখ্য মহাসুর,
যথা ধূমকেতু সৃষ্টিনাশ হেতু,
হইয়াছে বিভাসুর।

(৩৩)
তার পুরে রবি, খরতর ছবি,
একেবারে পরিহরে,
শুধু সরোবরে, কমলনিকরে,
বিকসে বিহিত করে।

(৩৪)
সর্ব্বদা সকলা, কলানাথ-কলা,
স্বেচ্ছমতে ভোগ করে,
কেবল যে কলা, হর-শিরোজ্জ্বলা,
তাঁহারেই নাহি হরে।

(৩৫)
কুসুমহরণ, দোষে সমীরণ,
আরামে বিরাম ডরে,
থাকি দৈত্য-পাশে, মৃদুমন্দ শ্বাসে,
ব্যজনীর কর্ম্ম করে।

(৩৬)
ক্রম অনুসার, ত্যজি অধিকার,
ভয়ে সব ঋতুকুল,
মালার সমান দিতেছে যোগান,
অকালে বিবিধ ফুল।

(৩৭)
তার উপায়ন, বিবিধ রতন,
জলময় নিজোদরে,
পুষ্ট যদবধি, না হয় জলধি,
প্রতীক্ষায় কাল হরে।

(৩৮)
প্রখর নিকর, রত্নরাজি-ধর,
বাসুকি ভুজঙ্গরাজ,
সারা বিভাবরী, স্থিরভাব ধরি,
করে প্রদীপের কাজ।

(৩৯)
আসি অনুক্ষণ, তার দূতগণ,
কল্পদ্রুমে হরে ফুল,
অনুগ্রহ-আশে, ইন্দ্র ভাবে ত্রাসে,
কিসে রবে অনুকূল।

(৪০)
এরূপে আরাধ্য, হয়ে সে অবাধ্য,
পীড়িছে ভুবনত্রয়,---
প্রতি অপকারে, দুর্জ্জনে নিবারে,
উপকারে শাম্য নয়।

(৪১)
যে নন্দনবনে, সুরবধূগণে,
দয়ায় তুলিত দল,
সেই তরুগণে, কর্ত্তনে পাতনে,
নিপাত করিছে খল।

(৪২)
ঘুমালে অধম, মৃদু শ্বাস সম,
ব্যজনী-বীজনে বয়,
নয়নের বারি, নয়নে নিবারি,
সুরনারী বন্দিচয়।

(৪৩)
রবির তুরঙ্গ-খুর-কৃত-ভঙ্গ,
সুমেরু-শিখরাবলী,
আপন আলয়ে, রচিয়াছে লয়ে,
উপগিরি * কেলিস্থলী।

(৪৪)
দিক্-হস্তী-মদ, যে হয় আস্পদ,
হেন মন্দাকিনী-জলে,
জাত হেমপদ্ম, হরি নিজ সদ্ম-
বাপীতে রোপেছে বলে।

(৪৫)
তার আসাভয়ে, স্বর্গপথ চেয়ে,
খিলভাব আবির্ভাব,
ভুবন-লোকন-সুখ দেবগণ,
নাহি করে অনুভাব।

(৪৬)
যাজ্ঞিক অধ্বরে, হব্য দান করে,
বৃথা আমাদের তরে,

* উপবনমধ্যে কেলিশৈল রচনা করা ভারতবর্ষের পুরাতন প্রথা, ইয়োরোপায়দিগের মধ্যে অধুনা প্রচালত হইয়াছে।

দুঃখে মরি দেখে, অগ্নিমুখ থেকে,
যাগ-ভাগ সব হরে।

(৪৭)
ইন্দ্রের অর্জ্জিত, বহুকালার্জ্জিত,
যশ উচৈচঃশ্রবা হয়,
উচ্চ কলেবর, বাজি-রত্নবর,
হরিয়াছে দুরাশয়।

(৪৮)
যথা সন্নিপাতে, বিকার-উৎপাতে,
মহৌষধ ব্যর্থ হয়,
তাতে সেইমত, আমাদের যত,
উপায় সফল নয়।

(৪৯)
হর-প্রতিঘাতে, তেজ জাত যাতে,
জয় আশা দেবতার,
সেই সুদর্শন, হয়েছে শোভন,
ধুকধুকী গলে তার।

(৫০)
তার যত করী, পরাভূত করি,
ঐরাবত গজবরে,
পুষ্কর আবর্ত্ত, আদি মেঘাবর্ত্ত-
মাঝে বপ্রক্রীড়া করে।

(৫১)
কর্ম্মবন্ধনাশী, ধর্ম্ম অভিলাষী,
যেরূপ মুমুক্ষু জ্ঞানী,
অমর-আশ্বাসে, তারক-বিনাশে,
সৃজন দেব-সেনানী।

(৫২)
সুর-সেনাপতি, করিয়া সঙ্গতি,
পুরোভাগে লয়ে তাঁরে,
নমুচিসূদন, জয়শ্রী মোচন,
পারিবেন করিবারে।"

(৫৩)
বাক্য অবসান, পরে ভগবান্,
বিধির রুচির কথা,
গরজন পরে, বরিষণ করে,
সুভগ জলদ যথা।—

(৫৪)
"দেব-মনোরথ, সিদ্ধ যথাযথ,
হবে কিছু কাল পরে,
নাশিতে এ রিষ্টি, না করিব সৃষ্টি,
আমি সেনাপতিবরে।

(৫৫)
আমা হ'তে দুষ্ট, হইয়াছে পুষ্ট,
ক্ষয়যোগ্য নাহি হয়,
বিষ-তরুবরে, সৃষ্টি করি পরে,
ছেদন উচিত নয়।

(৫৬)
পূর্ব্বে দৈত্যবর, নিল এই বর,
প্রতিশ্রুত সে কারণ,
তপো-হুতাশনে, দহে ত্রিভুবনে,
বরে করি নিবারণ।

(৫৭)
অমর সহিত, সমর প্রহিত,
সে তারক দুরাচার,
শিবতেজ-অংশ, বিনা করে ধ্বংস,
বল বল আছে কার ?

(৫৮)
তমোগুণ-পারে, মহাদীপ্ত্যাকারে,
আছেন সে মহাপ্রভু,
আমি, ত্রিবিক্রম, জানিতে অক্ষম,
প্রভাবের সীমা কভু।

(৫৯)
সংযমস্তিমিত, মহেশের চিত,
উমারূপে আকর্ষণে।
হও যত্নবান্, চুম্বক সমান,
লৌহ-প্রতি আক্রমণে।

(৬০)
সহিবারে ক্ষম, শিব আর মম,
মহাবীর্য্য নিজাধারে,
নগেন্দ্রকুমারী, অথবা এ বারি,
মহেশের একাকারে।

(৬১)
সিতিকণ্ঠসুত, বিভূতি-প্রভূত,
হবে দেখ সেনাপতি,

সুরবন্দিগণে, বেণী * বিমোচনে,
পাবে তবে অব্যাহতি।”

(৬২)

বলি এ বচন, জগৎ-জনন,
করিলেন তিরোধান,
যথা সুবিহিত, অন্তরে আহিত,
দেবদল স্বর্গে যান।

(৬৩)

এ কার্য্য সাধন, করিতে মদন,
যোগ্য ইতি স্থির পরে,
পাকনিসূদন, করেন স্মরণ,
ফুলময় পঞ্চশরে।

(৬৪)

অনন্তর সুললিত, ভামিনী ভ্রূলতাচিত,
শৃঙ্গধর ধনু মনোহর,
রহিত বলয়-পদ, চারুচিহ্নে শোভাস্পদ,
কণ্ঠতটে ধরি নিরন্তর।

(৬৫)

ঋতুপতি-সহচর, করে যার শোভাকর,
মাকন্দমঞ্জরী প্রহরণ,
শচীনাথসুগোচরে, প্রাঞ্জলি-আবদ্ধ-করে,
সমুদিত হইল মদন।

ইতি ব্রহ্মাভিগমন নাম দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ

সুরগণ পরিহরি রতিপতি প্রতি,
সহসা সহস্র দৃষ্টি দেন শচীপতি।---
প্রায় দেখা যায় প্রভুদের প্রয়োজনে,
আদরের অস্থিরতা অনুগত জনে॥ ১॥

আনি আপনার সিংহাসন-সন্নিধানে,
স্থান দিয়া কহিলেন বসো এইখানে।
প্রভুর প্রসাদ শিরে বন্দিয়া মদন,
গুপ্ত যুক্তি জানি করে বচন-রচন॥ ২॥

“আজ্ঞা কর যেবা হয় হে পুরুষর্ষভ,
সংসারেতে কোন্ কার্য্য করণীয় তব।
অনুগ্রহ স্মৃতিপথে সমুদিত যবে,
আজ্ঞা-যোগে তাহারে হে বাড়াইতে হবে॥ ৩॥

অতিশয় তপোবলে কিবা কোন্ জন,
তব পদাকাঙ্ক্ষী হেতু ঈর্ষ্যার ভাজন?
শায়ক-সঞ্চিত এই আমার কোদণ্ড।
লক্ষে পড়ি যদবধি নহে লণ্ডভণ্ড॥ ৪॥

তোমার অমতে পুনর্জন্মে ভীতমন,
মুক্তিমার্গ প্রাপ্ত বল হবে কোন্ জন?
কামিনীর কটুতর কটাক্ষের জোরে,
চিরকাল বদ্ধ হয়ে রবে ভব-ঘোরে॥ ৫॥

পড়ুক হাজার নীতি উশনার কাছে,
বিষয়ে মজাতে তায় মোরে ভার আছে,---
তরল তরঙ্গ যথা তোয়ধির তটে,
অর্থ ধর্ম্ম প্রপীড়িত আমার নিকটে॥ ৬॥

বল, কোন্ একপত্নী-ব্রত * দুঃখশীলা,
চারু রূপে তব মন মোহিলা মহিলা,
চাহ কি হে সেই মুক্তলজ্জা প্রমদারে,
কণ্ঠে ধরি আলিঙ্গন দিবেক তোমারে?॥ ৭॥

সুরতাপরাধে তব কেবা সে কামিনী,
পদানত হইলেও, নিদয়া ভামিনী?
অনুতাপে তাপ আমি বাড়াইব তার,
করাইব কোমল পল্লব-শয্যা সার॥ ৮॥

সংহর আপন বজ্র, প্রসাদ করহ,
মম শরে কোন্ দনুজের রক্ষা কহ?---
বাহুবল হয়েছে বিশাল যার তরে,
কামিনীর কোপরক্ত ওষ্ঠ দেখে ডরে॥ ৯॥

---

* পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে পতিবিরহিণীগণের একবেণী রক্ষা করা রীতি ছিল; স্বামীর পুনঃ-সংমিলন ব্যতীত তাঁহারা সেই বেণী মোচন বা কবরীবন্ধনাদি করিতেন না।

* এতদ্দ্বারা ইন্দ্র কর্ত্তৃক অহল্যা-হরণের কথা সূচনা হইতেছে।

তব অনুগ্রহে হয়ে ফুলশর-ধর,
লইয়ে সহায় মাত্র ঋতুর ঈশ্বর,
পিনাকী হরের ধৈর্য্য হরিবারে পারি,
কি আর গণনা করি অন্য ধনুর্ধারী ॥ ১০ ॥

উরু হতে উত্তোলন করিয়া চরণ,
মহামূল্য পাদপীঠে করিয়া স্থাপন,
কাম-মুখে ব্যক্ত শুনি নিজ অভিপ্রায়,
আখণ্ডল এইরূপে কহিছেন তায় ॥ ১১ ॥

"অহে সখে! যা কহিলে যথার্থ সকল,
তুমি আর বজ্র মধ্যে তুমিই সফল---
কুলিশ বিষম ক্ষুন্ন তপোবীর্য্য-কাছে,
সর্ব্বগামী তব শর অসাধ্য কি আছে ? ॥১২॥

তব বল জেনে শুনে---সমুচিত তার---
গুরুভার-নিয়োগেতে বাসনা আমার,---
ভূভার-ধারণে ধৃষ্ট নিরখিয়া শেষে,
স্বভার-বহনে বিষ্ণু নিয়োজিল শেষে ॥ ১৩ ॥

হস্নপ্রতি শর ক্ষেপে সাধ্য আছে তব,
এই কথা যখন বলেছ মনোভব!
বিষম বৈরিতে ব্যস্ত বৃন্দারকগণ,
মনোরথ-সিদ্ধিপথ প্রাপ্ত সেইক্ষণ ॥ ১৪ ॥

হর-তেজে সম্ভূত হবেন সেনাপতি,
তাহে হবে দেবতার বিজয়-সঙ্গতি,
ব্রহ্মধ্যানে লীনচিত্ত ব্রহ্মাঙ্গ-নিধান,
হেন হরে শরক্ষেপে তুমি ক্ষমবান্ ॥ ১৫ ॥

নগেন্দ্র-নন্দিনী উমা সদাকাল শুচি,
চালহ তাঁহাতে যতচিত্ত-শিব-রুচি,---
বিধির নির্ব্বন্ধ এই রমণীমাঝারে।
উমা মাত্র ক্ষমা হর-তেজ ধরিবারে ॥ ১৬ ॥

হিমালয়-সানুদেশে পিতার আদেশে,
হর-আরাধনে উমা বরের উদ্দেশে---
অপ্সরার মুখে সব আছি সুগোচর---
আমার স্বজন তারা হয় গুপ্তচর ॥ ১৭ ॥

অতএব দেবকার্য্য কর হে সুজন।
ইহাতে অপর অর্থে * আছে প্রয়োজন;

তথাপি তুমি হে হও উত্তম কারণ---
বীজাঙ্কুর-পূর্ব্বে যথা সলিল-সেচন ॥ ১৮ ॥

অমরের জয়ের উপায় এই কাম,
হরে করি শরাঘাত রাখ নিজ নাম ;
সামান্য কঠিন-কার্য্যে যশ লভে নর,
তমি কৃতী---অসামান্য কার্য্য তব স্মর ॥ ১৯ ॥

দেবতার প্রার্থনীয় এই প্রয়োজন,
ত্রিলোকের কার্য্য তাহে শুন হে মদন!
চাপের প্রতাপ ইথে হিংসা নাই অতি,
স্পৃহণীয়-বীর্য্য তুমি অহে রতিপতি ॥ ২০ ॥

শুন মনোভব তব মাধব বান্ধব,
বিনা আবাহনে তব সহায় সম্ভব---
যথা আবির্ভূত মাত্র হ'লে হুতাশন,
অমনি প্রোজ্জ্বল তারে করে প্রভঞ্জন ॥" ২১ ॥

প্রভুর প্রসাদ-পুষ্প-মাল্য তার পরে,
আজ্ঞাসহ মদন ধরিলে শিরোপরে,
করীন্দ্র-তাড়ন জন্য কর্কশিত করে,
শচীনাথ স্মরতনু পরশে সাদরে ॥ ২২ ॥

সঙ্গে লয়ে সশঙ্কিত সঙ্গী রতিপতি---
প্রিয় বন্ধু ঋতুরাজ প্রিয় দারা রতি---
দেবকার্য্য-সাধনায় শরীর-পতনে,
চলিল তুহিন-গিরি-স্থিত স্থাণু-বনে ॥ ২৩ ॥

সেই বনে সমাধিস্থ তপোধনগণ,
তপস্যার ফলসিদ্ধি বারণকারণ,
মদনের অভিযান সুখের বিষয়,
স্বরূপ প্রকাশি আসি বসন্ত উদয় ॥ ২৪ ॥

কুবের-রক্ষিতা দিক্ উদীচীর সঙ্গে,
অসময়ে দিনকর যাতে রতিরঙ্গে,
দক্ষিণা দক্ষিণা সতী গন্ধবহ-মুখে
পতি প্রতিকূল হেতু নিশ্বসিত দুঃখে ॥ ২৫ ॥

সদ্য সদ্য মুঞ্জরিত অশোক সুন্দর,
আপাদ-মস্তকে নব পল্লবনিকর---
সুন্দরীর সুশিঞ্জিত চরণ-পরশ,
অপেক্ষা না করি সেই হইল সরস ॥ ২৬

* কারণ।

নিরমিয়া শর স্মর মাকন্দমঞ্জরী,
নবদল পুঙ্খপুঞ্জ তাহে যুক্ত করি,
মধুকরশ্রেণী মধু মুড়িয়া শোভায়,
মদনের নামাক্ষর লিখেছে কি তায়? *২৭॥

বটে বটে বর্ণনীয় কর্ণিকার ফুল,
গন্ধহীন হেতু হয় হৃদয় ব্যাকুল---
সকল বিকলা দেখি বিধি-সৃষ্টি বিধি,
কাহাকেও করে নাই সর্ব্বগুণনিধি ॥ ২৮ ॥

বালশশী সম বক্র আর বিলোহিত,
পলাশ-মুকুলপুঞ্জ হলো পুরোহিত,
বনভূমি-বরাঙ্গনা-গণের শরীরে,
বসন্ত নখরে ক্ষত করে কি অচিরে? ২৯ ॥

ভাল সজ্জা ধরিলেক বাসন্তীয় শোভা,---
নয়নে অঞ্জন হলো মত্ত মধুলোভা,
চিত্রবর্ণ তিলকে তিলক পরিপাটী,
নবচূত-প্রবালেতে আল্‌তার পাটী ॥ ৩০ ॥

পিয়াল-ফুলের রজে বিঘ্নিত লোচন,
কাননে কাননে মদমত্ত মৃগগণ,
জীর্ণ-পর্ণপাতে মর্ম্মরিত বনস্থলী,
হেলে দুলে বায়ু-প্রতিকূলে যায় চলি ॥৩১॥

রসাল রসাল ফুলে করি রস পান,
কল কোকিলের কণ্ঠে বাজিল সুতান,---
মানবতী মহিলার মান-পরিহারে,
কামের আদেশ কিবা কোকিল ফুকারে ॥৩২॥

বিশদ হইল কিন্নরীর বিম্বাধর,
রঙ্গচ্ছটা-শূন্য মুখ পাণ্ডুবর্ণধর, †
পত্রাবলি মুছে গেছে কপোলফলকে,
হিমাগতে শ্রমজল তথায় ঝলকে ॥৩৩॥

অসময় রসময় বসন্ত উদয়,---
স্থাণু বনবাসী যত যতি সমুদয়,
ঋতুর প্রভাবে পূর্ব্ব-ভাবের বিলয়ে,
বহুযত্নে শাম্য করে ইন্দ্রিয়-নিচয়ে ॥৩৪॥

ফলধনু ফুলধনু ধরি, স্থাণুবনে,
উদয় হইল আসি, প্রিয়া রতি সনে।
তাহাতে আসক্তচিত্ত প্রণয়-সঙ্গমে,
হইল দাম্পত্য-বদ্ধ স্থাবর-জঙ্গমে ॥৩৫॥

একপুষ্প-পানপাত্রে মত্ত মধুকরে,
প্রিয়ার উচ্ছিষ্ট মধু পিয়ে প্রেমভরে,
কুরঙ্গ স্বশৃঙ্গে করে অঙ্গ কণ্ডুয়ন---
সুখের পরশে মৃগী মুদিছে নয়ন ॥৩৬॥

সরোরুহ-সুরভিত বারি লয়ে করে,
করিণী সাদরে দান করে করিবরে।
মৃণালের অর্দ্ধভাগ করিয়া আহার,
চক্রবাক্ প্রেয়সীরে দেয় উপহার ॥৩৭॥

কিন্নর-কামিনী-মুখে---গীত উপরমে---
পত্রলেখা ঈষৎ মুচেছে স্বেদাগমে,
পুষ্প-ম *পানে তার ঘূর্ণিত নয়ন---
কিন্নর সুচারু মুখে করিছে চুম্বন ॥৩৮॥

ঘন পীন পুষ্পগুচ্ছ স্তন মনোহর,
প্রবাল-প্ররোহ কিবা মোহিত অধর,
এ হেন লাবণ্যবতী লতাবধূগণে,
শাখা-ভুজ নমি শাখী বাঁধে আলিঙ্গনে ॥৩৯॥

পশিলেও অপ্সরার সংগীত শ্রবণে,
আত্মার সন্ধানে হর স্থিত সেইক্ষণে,---
আত্মা বশ যার, তার বিঘ্ন যদি ঘটে,
সমাধি না ভঙ্গ হয় তাহার নিকটে ॥৪০॥

---

* অস্ত্রের অঙ্গে নাম লিপি করা ভারতবর্ষের পুরাতনী রীতি।

† ইয়ুরোপীয় অঙ্গনাগণের ন্যায় ভারতবর্ষীয় ভামিনীগণ শীতকালে শীতজনিত বিস্ফারণ নিবারণ জন্য অধরে দ্রব মোম বিলেপন করিতেন। অপিতু মণ্ডলে উষ্ণতা উৎপাদন করণার্থ কুঙ্কুমাদি চর্ণক ভক্ষণ করিতেন। বসন্তোদয়ে মোম-সাহত্য হেতু অধর বিশদ এবং রঙ্গচূর্ণ-বিং হে মুখমণ্ডল স্বাভাবিক পাণ্ডুর অর্থাৎ ঈষৎ পীত শুভ্র প্রতিভা পুনঃপ্রাপ্ত হইত।

* উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে প্রসিদ্ধ মধুক অর্থাৎ মউল-ফুলের মদ্য প্রভৃতি আসব।

লতাগৃহ-দ্বারে নন্দী দাঁড়াইল রাগে---
শোভিত সুবর্ণ-দণ্ড বামবাহুভাগে---
মুখেতে তর্জনী রাখি ইঙ্গিত-তর্জনে,
"স্থির হও" বলি আদেশিল শিবগণে ।।৪১।।

অমনি স্তম্ভিত তরু, নিশ্চল ভ্রমর,
নীরব অণ্ডজ, শান্ত কুরঙ্গনিকর।
নন্দীর শাসনে প্রশমিত সর্ব্বজন,
চিত্রলিখিতের ন্যায় হইল কানন ।।৪২।।

হর-নেত্র-অন্তরালে চলিল মদন,
প্রয়াণে সম্মুখ শুক্র * সম যে নয়ন,
নিবিড় নমেরু তরু প্রান্ত সুশোভন,
হেন ধ্যানস্থানে কাম করিল গমন ।।৪৩।।

দেবদারু-মূল সুশোভন সুখাসন---
শার্দ্দূলের চর্ম্মে আচ্ছাদিত আয়তন--
সমাধিস্থ হবে তায় করে দরশন,
আসন্ন-মরণ-মুখে পতিত মদন ।।৪৪।।

বীরাসনে স্থিত---স্থির পূর্ব্ব-কলেবর,
বিনত কন্ধর, ঋজু তনু-পরিসর,
উত্তান যুগল পাণি---অঙ্ক-অন্তরালে,
প্রফুল্ল কমল যেন শোভিত মৃণালে ।।৪৫।।

পলম্বিত জটাজূটে ভুজঙ্গ বিরাজে,
শ্রবণেতে দুই ছড়া অক্ষসূত্র সাজে,
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠ প্রভা নীলিমসঙ্কাশ,
কৃষ্ণাজিন পাপ্ত তাহে বিশেষে বিকাশ ।।৪৬।।

ঈষৎ প্রকট নেত্রে তারকা স্তিমিত,
ভ্রূর বিক্ষেপ সঞ্চালন-বিরহিত,
ত্রিনয়নে পক্ষ্মপুঞ্জ স্পন্দনবিরত,
নাসা লক্ষ্যে অক্ষিতেজ অধোদিকে নত ।।৪৭।।

যথা বর্ষাভাবে স্থির মেঘের বিস্তার,
সেইরূপে প্রাণ আদি বায়ুর সঞ্চার,
তরঙ্গবিহীন হ্রদে অপান-নিরোধ,
নিবাত-নিষ্কম্পদীপ সমান উদ্বোধ ।।৪৮।।

ঊর্দ্ধ দিকে ললাটস্থ নেত্রের উচ্ছ্বাস,
ব্রহ্মরন্ধ্র পথে তার জ্যোতির প্রকাশ,
হরিতেছে শিরস্থিত বালশশিশোভা---
মৃণালসূত্রের ন্যায় অতিমনোলোভা ।।৪৯।।

নিগম-আগম-বিরহিত নবদ্বার,
সমাধিতে বশ চিত্ত হৃদয়ে প্রচার
যেই নিত্য ধনে ভাবে তত্ত্বদর্শিগণ,
সে আত্মায় স্ব-আত্মায় করেন দর্শন ।।৫০।।

এইরূপ বিরূপাক্ষে অতনু অদূরে,
নিরীক্ষণ করে হৃদে সাহস না স্ফুরে,
শ্লথ হয়ে গেছে হস্তে শর শরাসন,
ভয়ের প্রভাবে তাহা নহে দরশন ।।৫১।।

নষ্ট-প্রায় মদনের বল-বার্য্য পুনঃ,
যেন বপুগুণে বাড়াইতে বহুগুণ,
বনদেবদারাগণ সঙ্গেতে সঙ্গিনী,
উদিতা তথায় আসি নগেন্দ্র-নন্দিনী ।।৫২।।

পদ্মরাগে উপেক্ষিয়া অশোকের হার---
কর্ণিকারে সুবর্ণ সুবর্ণ সমাহার---
সিন্ধুবার-কলিকার মুকুতার মালা *---
মধু-পুষ্প-ভূষণে ভূষিতা গিরিবালা ।।৫৩।।

তরুণ অরুণ-বর্ণ কাঁচলী-কষণ--
ঈষৎ স্খলিত স্তনে সে চারু বসন---
সপল্লব পুষ্পগুচ্ছে নতা লতা-প্রায়,
হেলে দুলে শৈলসুতা উদিত তথায় ।।৫৪।।

নিতম্বে লম্বিত বকুলের চন্দ্রহার,
থেকে থেকে সরে আর ধরে বার বার,
যথা-স্থান-পরিজ্ঞানে বিজ্ঞ বটে কাম,
অন্যতর ধনুর্গুণ সেই কাঞ্চীদাম ।।৫৫।।

সুরভিত নিশ্বাসেতে প্রবল পিপাসী,
বিম্বাধর-সমীপে চঞ্চরী চরে আসি,
চমকে চঞ্চলে দৃষ্টি তাহে প্রতি পলে,
নিবারণ করিছেন লীলা-শতদলে ।।৫৬।।

---

* যাত্রাকালে শুক্রগ্রহ সম্মুখস্থ হওয়া অশুভ।

* ইহার মুকুল বর্ত্তুলাকার এবং রক্তাভ, ভাষা নাম নিসিন্দা।

নিরখি যে অকলঙ্ক চারু রূপবতী,
লজ্জা-অনুভবে পরাভব মানে রতি;
জিতেন্দ্রিয় হর-পরাজয়ে আর-বার,
হইল কামের মনে কামনা-সঞ্চার ॥৫৭॥

ভাবি পতি পশুপতি প্রেম-অনুরাগে,
দাঁড়াইল। শৈলসুতা দ্বার-পুরোভাগে,
দেখিলেন—ধ্যানে ধরি পরমাত্মধনে,
সার জ্যোতি-দরশনে সুখী শিব মনে ॥৫৮॥

অনন্তর অনন্ত কম্পিত-কলেবরে,
বহু যত্নে ধরাতলে ধরে শিরোপরে,—
প্রাণ-রোধ করি যিনি করেন মোচন,
শিথিল হইল সেই শিবের আসন ॥৫৯॥

প্রণমি সভয়ে নন্দী করে নিবেদন,
"এসেছেন শৈলসুতা সেবিতে চরণ,
আজ্ঞা যদি হয় প্রভো করেন প্রবেশ"
ভ্রূভঙ্গীতে অনুমতি দিলেন মহেশ ॥৬০॥

পরে শৈল-নন্দিনীর সঙ্গিনী-আবলি,
প্রণমিয়ে শিবপদে দেন পুষ্পাঞ্জলি,
হেমন্তের অন্তকারী বসন্ত-প্রসূন
অভঙ্গ পল্লব-পুঞ্জ নিজ হস্ত-লূন ॥৬১॥

উমার কিরণ চারু চিকুরের মাঝে,
নব কর্ণিকার ফুল শোভিত সুসাজে,
বৃষভবাহন-পদে করিতে প্রণাম,
কর্ণ হতে খসিয়া পড়িল পুষ্পদাম ॥৬২॥

প্রণতারে সম্বোধিয়ে কন পশুপতি,
"অনন্য-প্রণয়ী পতি প্রাপ্ত হও সতি।"
সেইরূপ পার্ব্বতীর হলো ফলোদয়,—
মহাপুরুষের বাক্য কভু মিথ্যা নয় ॥৬৩॥

শর সন্ধানের কাল বুঝিয়া অনঙ্গ—
বহ্নিমুখে যেতে যথা লোলুপ পতঙ্গ—
উমার সম্মুখে হরে লক্ষ্য বদ্ধ করি,
মুহুর্ম্মুহু আকর্ষিল ধনুর্গুণ ধরি ॥৬৪॥

সেই কালে আরক্ত শীকরে গিরিবালা,
অর্পিলেন তপস্বীরে পদ্মবীজমালা—
দিনকর-খর-করে বিশোষিত-রস,
মন্দাকিনী-জলে জাত সেই তামরস ॥৬৫॥

ভক্তিমতী পার্ব্বতীর প্রীতির কারণ,
শিব সমুদ্যত মালা করিতে গ্রহণ,
অমনি কুসুমধনু করিয়া সন্ধান,
নিয়োজিল সে অমোঘ সম্মোহন বাণ ॥৬৬॥

হরের হইল কিছু ধৈর্য্য পরিগত,
চন্দ্রের উদয়কালে অম্বুরাশিমত,—
উমামুখে অধরোষ্ঠ যুগ্ম বিম্বফল,
ত্রিলোচন-ত্রিলোচন তাহাতে বিহ্বল ॥৬৭॥

নগ-নন্দিনীর কিছু হলো ভাব-ভঙ্গ,
কোমল কদম্ব-কল্প শিহরিল অঙ্গ,
বিভ্রমেতে ব্রীড়ানত হইল লোচন,
সাচীকৃত করিলেন সুচারু আনন ॥৬৮॥

পরেতে পরেত-পতি প্রাদুর্ভাব সহ,
বলবান্ ইন্দ্রিয়ের করিয়া নিগ্রহ,
চিত্তবিকারের হেতু অন্বেষণ হেতু,
দশদিকে দৃষ্টি করিলেন বৃষকেতু ॥৬৯॥

দেখিলেন মনোভবে—আলীঢ়আসনে,
দক্ষিণ অপাঙ্গতটে দৃষ্টি আকর্ষণে,
আকুঞ্চিত সব্যপাদ কন্ধর বিনত,
চক্রীকৃত চাপ চারু মারিতে উদ্যত ॥৭০॥

তপোভঙ্গে কোপের প্রভাব ঘোরতর—
বিকট ভ্রূভঙ্গীযুত মুখ ভয়ঙ্কর,
তৃতীয় লোচন হ'তে হইয়ে প্রোজ্জ্বল,
সহসা উদয় আসি হইল অনল ॥৭১॥

"সংহর সংহর ক্রোধ প্রভো শূলপাণি।"
আকাশে মরুতগণ কহে এই বাণী,
না হইতে ভূভাগে এ বাণী-অবতার,
হর-নেত্রানলে কামতনু চারখার ॥৭২॥

অতি ঘোরতর শোকে অচেতনমতি,
একবারে মূর্চ্ছাগত হইলেন রতি,
পতির দুর্গতি ক্ষণে না জানে অন্তরে,—
মঙ্গল-দায়ক মোহ মোহিনীর তরে ॥৭৩॥

ধ্বজে যথা তরুভঙ্গ, সেই ভাব ধরি,
তপোবিঘ্নকারী কাম অঙ্গভঙ্গ করি,
অবলার সঙ্গত্যাগ করণ-কারণ,
পলায়িত প্রমথেশ সহ স্বীয়গণ ॥৭৪॥

উন্নত পিতার আশ, সকল হইল নাশ,
ললিত লাবণ্য-গর্ব্ব হইল বিগত।
জানিলে সঙ্গিনীচয়, তাহে লজ্জা অতিশয়,
গৃহেতে চলিল গৌরী হয়ে আশাহত ॥৭৫॥

রুদ্র-রৌদ্র-রসে ভীতা, নেত্রদ্বয় নিমীলিতা,
দয়াস্পদ দুহিতারে রাখি বাহূপরে—
দন্তে ধরি সলিলজ, যথা শোভে সুরগজ—
দীর্ঘদেহে ধায় গিরি দ্রুত বেগভরে ॥৭৬॥

ইতি মদন-মোহন নাম তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ

মোহপরায়ণা রতি, বোধবিরহিতা সতী,
বশ নহে ইন্দ্রিয়নিবহ,
ভর্ত্তাভাব-ভব নব, অসহ্য যাতনা সব,
জানাতে জাগান পিতামহ ॥১॥

মোহভাব পরিহরি, আঁখি উন্মীলন করি,
সচকিত চারিদিকে চায়,
নাথে নিরখিয়ে যার, তৃপ্তি নাহি একবার,
লুপ্ত হেতু দেখিতে না পায় ॥২॥

"ওহে প্রাণেশ্বরামার, জীবিত আছ কি আর",
উঠিলেন এই উক্তি করি ॥
দেখেন পুরুষাকার, হর-কোপে চারখার,
নিপতিত ধরণী-উপরি ॥৩॥

ভস্মে হেরে পুনরায়, বিহ্বলাঙ্গী বসুধায়,
লুটায়ে ধূসর পয়োধরা।
এলাইয়া কেশভারে, হাহাকারে নিজাকারে,
অটবীরে করিল কাতরা ॥৪॥

"তব তনু কান্তিযুত, উপমার মূলীভূত,
যাহে লোক বিলাসে বিভোর,
তার দশা দেখি হেন, না বিদরে হিয়া কেন,
নারীর হৃদয় সুকঠোর ॥৫॥

তবাধীন মনপ্রাণ, কোথা রেখে গেলে প্রাণ,
তব স্নেহশূন্য করি ক্ষণে?
সেতুভঙ্গে বহে নীর, হয় যথা নলিনীর,
প্রাণাকুল জীবন বিহনে ॥৬॥

আমার অপ্রিয় কভু, কর নাই তুমি প্রভু,
আমিও তা করিনি কখন।
তবে কেন অকারণ, কাঁদাইছ এতক্ষণ,
রতিরে না দেহ দরশন ॥৭॥

স্মরিছ কি হে প্রাণেশ, কাঞ্চী-বন্ধনের ক্লেশ,
পর নামে ডাকিলে আমারে?
কিম্বা চ্যুত-রজোবৃষ্টি, দূষিত করিত দৃষ্টি,
কর্ণ ইন্দীবরের প্রহারে? ৮॥

তব হৃদে মম বাসা, সে কেবল ছল ভাষা,
আমারে তুষিতে অভিলাষ।
যথার্থ হইলে পরে, কহ তব দেহান্তরে,
আমি কেন না পাইনু নাশ? ৯॥

হে নাথ অবশ্য আমি, হব তব অনুগামী,
অহে নব পরলোক-বাসী।
বিধি তব সংহরণে, বঞ্চিয়াছে জীবগণে,
তবাধীন দেহি-সুখরাশি ॥১০॥

তোমার অভাবে আর, কে করাবে অভিসার,
প্রিয়াগণে প্রাণেশ-মন্দিরে?
মেঘরবে ভীত-চিতা, রাজপথে সচকিতা,
আবরিতা নিশির তিমিরে ॥১১॥

সীধুপানে আর না কি, ঘুরিবে অরুণ আঁখি,
পদে পদে স্খলিত বচন।
প্রমদা-সভায় এবে, আর তারে কেবা সেবে,
বারুণীর হলো বিড়ম্বন ॥১২॥

প্রিয় বান্ধবের গাত্র, কথায় রহিল মাত্র,
জানি নিজ বিফল বিকাশ।
ইন্দু কৃষ্ণপক্ষ গতে, করিবেক কোনমতে,
নিজ তনু তনুতা বিনাশ ॥১৩॥

কল পিক রবে কত, আর কার তরে চত,
অধুনা নবান মনোহর।
প্রসবি মুকুলগণ, রচিবেক প্রহরণ,
হরিত লোহিত বৃন্তধর.? ১৪॥

মধুকরশ্রেণী নিয়ে, গুণপুঞ্জ নিরমিয়ে,
যুড়িতে হে চাপ পরিকরে।
গুরুশোকে শোকাকুল, অই শুন অলিকুল,
মম সঙ্গে সঙ্গে খেদ করে ॥১৫॥

পুনরপি কলেবর, প্রাপ্ত হয়ে মনোহর,
প্রসাদ করহ কোকিলারে।
স্বভাবে সে সুপণ্ডিতা, মধুস্বর-বিমণ্ডিতা,
রতি-দূতি-পদ দেহ তারে ॥১৬॥

আমার চরণ ধরি, শিহরিত থর থরি,
আলিঙ্গন ভিক্ষায় কাতর।
সে নিভৃত লীলা স্মরি, মরি নাথ মরি মরি,
হয় মম অস্থির অন্তর ॥১৭॥

হে রতিপণ্ডিত নাথ, বসন্ত-কুসুম সাথ,
আমায় ভূষিতে রসময়!
এখনো সে পুষ্পচয়, রহিয়াছে তনুময়,
তব চারু দেহ দৃশ্য নয় ॥১৮॥

দারুণ দেবতাগণে, ডেকে নিল তোমা ধনে,
মম সজ্ঞা না করিতে শেষ।
অলক্ত আরক্ত রাগে, মম বামপদভাগে,
রঙ্গ দানে সাঙ্গ কর বেশ ॥১৯॥

যতক্ষণ সুরালয়ে, চতুরা সুরজাচয়ে,
তব প্রতি না দেয় লোভন,
ততক্ষণ আমি গিয়ে, হুতাশনে প্রবেশিয়ে,
তব অঙ্ক করিব শোভন ॥২০॥

শুণ প্রাণপ্রিয় স্বামী, আমি তব অনুগামী,
হব ইহা যদিও নিশ্চয়।
এতক্ষণ কাম গতে, রতি ছিল এ জগতে,
রহিল অখ্যাতি অতিশয় ॥২১॥

লোকান্তরগত ধব, কেমনে করিব তব,
মৃত দেহ উচিত মণ্ডন,
ইহা ত ছিল না বোধ, একাধারে সব রোধ,
দেহ সহ যাইবে জীবন?২২॥

অপাঙ্গে চাহনী বাঁকা, মুখে মধু হাস্য মাখা,
মধু সহ মধুর আলাপ,
শর ঋজু অভিমত, ফুলধনু অঙ্কগত,
স্মরি মোর হৃদে বাড়ে তাপ ॥২৩॥

কুসুম-কার্ম্মুক চারু, বসন্ত বিনোদ কারু,
কোথায় সে প্রাণবন্ধু তব?
পিনাকীর উগ্র কোপ, তারেও কি কৈল লোপ,
বন্ধু-গতি-গত কি মাধব?" ॥২৪॥

অনন্তর সকাতরা, রতি প্রবোধিতে ত্বরা,
পুরোভাগে বসন্ত উদয়,---
বিলপিত শোক-স্বরে, বিষ-বিলেপিত শরে,
বিদ্ধ যেন তাহার হৃদয় ॥২৫॥

তারে নিরখিয়ে সতী, দ্বিগুণ রোদনবতী,
হৃদয়েতে করাঘাত করে,
বন্ধু-অগ্রে দুঃখভার, বৃদ্ধি হেতু হিয়াদ্বার,
প্রহারিত বিমোচন তরে ॥২৬॥

কহিতেছে করুণায়, "হের অহে ঋতুরায়,
কি দশা পাইল বন্ধু তব।
ভস্মে পরিণত তূর্ণ, কপোত কর্ব্বুর চূর্ণ,
উড়াইছে অঞ্জনাবান্ধব ॥২৭॥

এসো ওহে মীনকেতু, তব দরশন হেতু,
মাধবের মানস চঞ্চল,---
পুরুষের নারী প্রতি, কভু নহে সম রতি,
বন্ধুজনে প্রণয় অটল ॥২৮॥

তোমার এ সহচর, রচি দিত ফুল শর,
বিগতন্ত চাপে সংমোহন,---
করিতে হে দর্প চূর, কি অসুর কিবা সুর,
আজ্ঞাকারী এ তিন ভুবন ॥২৯॥

বাতাহত দীপ-মত, সে সখা হইল হত,
রাখিতে নারিলে তুমি তারে।
দেখ দশা দশা * প্রায়, পড়ি আছি আমি হায়,
গুরুশোক ধূমের সঞ্চারে ॥৩০॥

* সলিতা।

পতি-অৰ্দ্ধ-অঙ্গ আমি, তবে কেন গতে স্বামী,
বিধাতা রাখিল প্রাণ ধড়ে?—
করিকরে তরুবর, ভূমিসাৎ হলে পর,
নিরুপায় লতিকাও পড়ে ॥৩১॥

তাই বলি ঋতুরাজ, এমন করহ কাজ,
বন্ধুজন সার প্রয়োজন।
হেরি মোরে শোকান্বিতা, সাজাইয়ে দেহ চিতা,
পাব তাহে পতি প্রাণধন ॥৩২॥

শশী যবে অস্ত রায়, জ্যোৎস্না তার সঙ্গে ধায়,
মেঘ সহ তড়িৎ প্রয়াণ,
পতি-পথ-পরা সতী, পতি ভিন্ন নাহি গতি,
জড়েতেও দিতেছে প্রমাণ ॥৩৩॥

পরে হয়ে অগ্রসর, পতি ভস্ম শোভাকর,
পয়োধরে শোভা করি তার।
নবপত্র-শয্যা প্রায়, অনলে ঢালিব কায়,
বিভাবসু-প্রভাব কোথায়? ৩৪॥

রতি কামে কতবার, দিতে অহে সমাচার,
সাজাইয়ে কুসুম শয়ন।
প্রণতি তোমার পায়, এই ভিক্ষা ঋতু রায়,
দেহ আশু চিতা-আয়োজন ॥৩৫॥

অনন্তর মম দেহ, হুতাশনে জ্বালি দেহ,
সঞ্চারিয়ে মলয়-পবন,
জান ত হে গুণধাম, আমার বিরহে কাম,
রহিবারে নারে একক্ষণ ॥৩৬॥

এ দেহ উঠিলে জ্বলি, দিও এক জলাঞ্জলি,
আমাদের কুশল-কারণ,—
তব সখা লোকান্তরে, মম সহ সুখান্তরে,
করিবেন সলিল-সেবন ॥৩৭॥

তব সখা প্রিয়ঙ্কর, চূতাঙ্কুর পরিকর,
লোল পল্লবিত শাখা তার।
বিতরিয়া স্মরোদ্দেশে, এই তুমি করো শেষে,
পরলোক-বিধি ক্রিয়া সার ॥৩৮॥

তনু-ত্যাগে স্থির মতি, এইরূপে স্থির রতি,
আকাশে সম্ভূতা সরস্বতী।*

যথা সফরীর প্রাণ, হ্রদশোষে ম্রিয়মাণ,
প্রথমা বরষা কৃপাবতী ॥৩৯॥

"আগে ফুলশরদারা, চিরদিন পতিহারা,
রবে হেন ভাবিও না মনে।
শুন শুন যেই হেতু, শলভত্ব মীনকেতু,
প্রাপ্ত হর-কোপ-হুতাশনে ॥৪০॥

বিচলিত প্রজাপতি, তব পতি তার রতি,
টলাইল নন্দিনীর প্রতি।
ইন্দ্রিয় বিকার পরে, নিগ্রহ করিতে স্মরে,
শাপিলেন তাই এ দুর্গতি ॥৪১॥

পার্ব্বতীর তপোবল, হবে যবে সিদ্ধফল,
হর-পরিণয়ে সুখভোগ।
অবসান তাহে শাপ, পরিগত পরিতাপ,
অতনুর তনুর সংযোগ ॥৪২॥

ধর্ম্মের প্রার্থনা মত, স্মর শাপ অভিগত,
বিধাতা দিলেন এ সংবাদ,—
বশী ক্রোধ কৃপাপর, অশনি অমৃতাকর,
মেঘসম রোষান্তে প্রসাদ ॥৪৩॥

তাই শুন কৃশোদরি, ভাবি সুখ আশা ধরি,
রাখহ আপন কলেবর,—
রবি পীত তরঙ্গিণী, বরষায় স্বরঙ্গিণী,
পুন বহে প্রবাহ প্রখর ॥৪৪॥

সেই অলক্ষিত রূপ, কামিনীর এইরূপ,
মৃত্যচিন্তা মন্দীভূত করে।
সে আশ্বাসে ঋতুরায়, আশাসেন প্রমদায়,
সুসঙ্গত বচন নিকরে ॥৪৫॥

অতঃপর স্মর-দারা, লাবণ্য লহরী-হারা,
দুঃখশেষ দিনগণে দুঃখে,—
যথা নিশানাথ-রেখা, দিবাভাগে দেয় দেখা,
ধ্যানে ধরি বিভাবরী মুখে ॥

ইতি রতিবিলাপ নাম চতুর্থ সর্গ ॥৪৬॥

* বাক্য।

পঞ্চম সর্গ

এইরূপে পুরোভাগে রুদ্র কোপে কাম,
দগ্ধ দেখি পার্ব্বতীর ভগ্ন মনস্কাম,
আপনার রূপে ধিক্ মানে মনে মনে,---
সকল সৌন্দর্য্য প্রিয় হলে প্রিয়জনে ।।১।।

সার্থক করিতে রূপ শৈলরাজসুতা,
তপস্যাচরণে মনে অতিনিষ্ঠা-যুতা,
সেইরূপ পতিপ্রেম, সেইরূপ পতি,
তপস্যাবিরহে কভু হয় কি সংপ্রতি ? ২।।

মহেশে মানসমুগ্ধ প্রাণের নন্দিনী,
মুনিব্রতে বৃতা শুনি, নগেন্দ্র-মোহিনী,
সুমহৎ সমাধির নিবারণ-তরে,
কুমারীরে কোলে করি কহে স্নেহভরে ।।৩।।

আছেন আমার গৃহে কুলদেব দেবী,
করহ কামনা পূর্ণ তাঁহাদিগে সেবি,
কোথা তপ, কোথা তব তনু সুকুমার ?---
শিরীষে ভ্রমর সহে নহে পক্ষি-ভার ।।৪।।

তপস্যায় স্থির-বুদ্ধি নন্দিনীরে রাণী,
নিবারিতে না পারিলে কহি হেন বাণী,
ইষ্ট প্রতি নিষ্ঠ আর নিম্নগামী পয়,
বেগ ফিরাইয়া দিতে কেবা ক্ষম হয় ? ৫।।

হবে যাহে ফলোদয় হেন ব্রতে সতী,
বনবাসে রত হতে দৃঢ় অভিমতি,
মনোরথবিজ্ঞ পিতা-স্থানে চারুমতি,
প্রিয়সখী দ্বারা চাহিলেন অনুমতি ।।৬।।

অনুরূপ অভিমতে প্রীত সবিশেষ,
গরীয়ান্ গিরিগুরু দিলেন আদেশ,
চলিলেন গৌরী শিখি-শোভিত শিখরে,
তাঁর নামে * খ্যাত যারে করে লোক পরে ।।৭।।

অনিবার্য্য ইচ্ছামতী গিরিবরবালা,
চন্দনবিলাপকারী লোল মুক্তামালা,
ত্যজি বালারুণ বর্ণ স্তন পরিসরে,
বাঁধিলেন ছিন্ন-ভিন্ন ত্বচ পরিকরে ।।৮।।

উমামুখে মধুর চিকুর চিকণিয়া,
বাড়িল মাধুর্য্য তার জটা বিনাইয়া,---
নিকর ভ্রমর বটে বিভাত কমল,
শৈবালেও তার শোভা প্রকাশে অমল ।।৯।।

কাঞ্চীগুণ স্থানে গৌরী ব্রতের বিহিত,
মুঞ্জময়ী ত্রিগুণা মেখলা পরিহিত,
না পারিতে আলোহিত হইল জঘন,
রোমাবলী শিহরিত হয় ঘন ঘন ।।১০।।

নিঃশেষেতে মুছিলেন অধরের রাগ,
স্তনরাগে অরুণিত যার দেহভাগ,
হেন ক্রীড়াকন্দুকে ত্যজিলে গিরিবালা,
কুশক্ষত অঙ্গুলীর সখী অক্ষমালা ।।১১।।

পার্শ্ব-পরিবর্ত্তে যাঁর কেশচ্যুত ফুল,
মহামূল্য শয্যাতেও করিত আকুল,
সেই দেবী বাহুলতা করি উপাধান,
বালুময় যজ্ঞভূমে পড়ি নিদ্রা যান ।।১২।।

শৈলরাজ-সুতা ব্রত-ধারণ-কারণ,
দুই স্থানে দুই বস্তু করিলা স্থাপন,---
মৃগে লোল-দৃষ্টি আর বিলাস লতায়,
তপঃশেষে পুন তাহা গ্রহণ-আশায় ।।১৩।।

অতন্দ্রিতা হয়ে উমা ক্ষুদ্র-তরুগণে,
বর্দ্ধন করেন ঘটস্তন-প্রস্রবণে,
কুমার অগ্রজ এই কুমারনিকরে,
কুমার নারিলা স্নেহ কমাইতে পরে ।।১৪।।

লালনা করেন দিয়ে বন্য বীজাঞ্জলি,
তাহে এত বশ হলো কুরঙ্গ-আবলি,
তাহাদের নেত্র সহ কৌতুক-অন্তরে,
জুঁকিতেন সখীগণ-নয়ননিকরে ।।১৫।।

স্নান সমাপন-পরে হোম সমাধান,
ত্বচের উত্তরী করি অঙ্গেতে পিধান,
শ্রুতিপাঠে নিবেশিতা আসে ঋষিগণ,
ধর্ম্মজ্যেষ্ঠে কনিষ্ঠতা না মানে কখন ।।১৬।।

---

* অধুনা হিমালয়ের যে অংশ গৌরীশঙ্কর অথবা মাউণ্ট এবরষ্ট নামে খ্যাত, তাহাই গৌরী-শিখর হইতে পারে। অপর গঙ্গোত্তরীর নিম্নে কেদারগঙ্গা নাম্নী নদী গৌরী-কুণ্ড হইতে প্রবাহিতা।

খাদ্য জীবে খাদকের পূর্ব্বভাব গত,
অতিথিসেবায় প্রাপ্ত ফল মনোমত,
নব পূর্ণ-কুটীরেতে সম্ভূত অনল,
পবিত্র হইল সেই তপোবনস্থল ॥১৭॥

যে সময়ে পূর্ব্বতপ সমাধি-আশ্রয়ে,
ফললাভ সুদুষ্কর দেখি সে সময়ে,
নিজদেহ সৌকুমার্য্যে সমাদর হত,
অতি ঘোর তপস্যায় হইলেন রত ॥১৮॥

কন্দুক ক্রীড়ায় * যার শ্রম উপজিত,
সেই দেবী তীব্রতর মুনিব্রতে রত—
কনক-কমলে ধ্রুব সৃষ্ট তনু তাঁর,
যেমন প্রকৃতি মৃদু তেমনি সসার ॥১৯॥

চারিদিকে প্রজ্বলিত করি হুতাশন,
শুচিকালে † শুচিস্মিতা তার মাঝে রন;
জয় করি খর কর নয়ন-মর্ষণ,
অনন্যদৃষ্টিতে ভানু করেন দর্শন ॥২০॥

তপনের তাপে তপ্ত শশীমুখমণ্ডল,
সরোজের শোভা ধরি করে ঝলমল,
কেবল অপাঙ্গ তাঁর দীর্ঘ আয়তন,
মন্দ মন্দ শ্যাম রেখা করে বিসর্পণ ॥২১॥

অযাচিত উপস্থিত আকাশের জল,
সুধাময় সুধাকর-কিরণ কেবল,
এই দুই মাত্রে তাঁর রহিল পারণা,
ধরিয়ে বৃক্ষের বৃত্তি ধ্যানের ধারণা ॥২২॥

দিনকর-খরতর-কর বরিষণে,
ইন্ধন প্রজাত অন্যবিধ হুতাশনে,
অতিতাপে তপ্তা উমা নিদাঘ-অত্যয়ে,
ধরা-সহ বাষ্প ত্যজে ধারাসিক্ত হয়ে ॥২৩॥

প্রথম বারিদ-বিন্দু ‡ পক্ষ্মেতে পতন,
ক্ষণে থাকি তথা ওষ্ঠে করিয়া ঘাতন,
পয়োধরে পড়ি চূর্ণ বলীতে স্খলিত,
এত পরে নাভিকূপে হইল কলিত ॥২৪॥

বায়ুযুত বৃষ্টি বরষিত অনিবার,
শিলাতে শয়ানা উমা বিহনে আগার;
চপলা-স্বরূপ চক্ষু উন্মীলন করি,
হেন ঘোর তপস্যার সাক্ষী বিভাবরী ॥২৫॥

হিম-বায়ুযুত সহস্যের তমস্বিনী,
বারিরূপ বাসে অবস্থিত তপস্বিনী,
বিয়োগেতে বিলপিত রথাঙ্গদম্পতি, *
পুরোভাগে দেবী উমা হন কৃপাবতী ॥২৬॥

নিশায় নলিনী-গন্ধযুক্ত সে আননে,
কম্পিত অধর-পত্র শীত সমীরণে,
হিম-বরিষণে পদ্ম-শোভা না টুটিল
সলিলেতে যেন চারু সরোজ ফুটিল ॥২৭॥

স্বতঃ বিগলিত পত্র আছিল আহার—
তপস্যার শেষ তাহা করে পরিহার;
প্রিয়বাদিনীরে তাই পুরাবিদ্‌গণ,
অপূর্ব্ব অপর্ণা নাম করিল অর্পণ ॥২৮॥

কমলিনী-কন্দ ত্বক্ সুকুমার কিবা,
হেন দেহে হেন ঘোর তপ নিশিদিবা,—
দৃঢ়দেহ মুনিগণ সঞ্চে যেই ব্রত,
বহু দূরে উমা তারে করে অবনত ॥২৯॥

হেনকালে বাক্যে পটু অজিন-অম্বর,
ব্রহ্মতেজে দীপ্ত পলাশের দণ্ডধর,

---

* গোলা লইয়া ব্যায়ামক্রীড়া করা পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষীয় বালকদিগের মধ্যে নিয়ম ছিল।

† গ্রীষ্মকালে।

‡ এই শ্লোকে মহাকবি পার্ব্বতীর নেত্রলোমের সান্দ্রতা, অধরের সুকুমারতা, পয়োধরের কঠিনতা, উদররেখার নিম্নোন্নতা এবং নাভির গভীরতা অপূর্ব্ব কৌশলে বর্ণন করিয়াছেন।

* চক্রবাক্-দম্পতির রাত্রিযোগে বিরহসংঘটন বিহঙ্গবিদ্যাবিৎ ইয়োরোপীয় কোন কোন মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন, অস্মদ্দেশে প্রসিদ্ধ নিম্নোদ্ধৃত কবিতা অতি মনোজ্ঞ,—

"চক্রবাক্ চক্রবাকী একই পিঞ্জরে।
নিশাযোগে নিষাদ আনিল নিজ ঘরে॥
চকী বলে চকা প্রিয় এ বড় কৌতুক।
বিধি হতে ব্যাধ ভাল এত দুঃখে সুখ॥"

মুর্ত্তিমান্ ব্রহ্মচর্য্য জটাবদ্ধ-কেশ,
কোন যতি তপোবনে করিলা প্রবেশ ।।৩০।।

আতিথ্য-পালিনী উমা বিহিত সৎকারে,
পূজিতে প্রবৃত্ত যথা পর্য্যা অনুসারে
শাস্ত্রের নিয়ম এই হইলে সমান
পাত্রভেদে দেয় তারা বহুতর মান ।।৩১।।

যথাবিধি পূজা যতি করিয়া স্বীকার,
ক্ষণকাল পরিশ্রম করি পরিহার,
নিরখিয়ে শৈলজারে সরল নয়নে,
আরম্ভিলা বিধিবৎ বচন-রচনে ।।৩২।।

"সমিধ-কুশাদি হেথা সুলভ ত বটে ?
স্নান-উপযুক্ত বারি আছে ত নিকটে ?
তপস্যা বিহিত তব আছে ত হে বল ?—
ধর্ম্ম-সা...নর মূল শরীর কেবল ।।৩৩।।

তব সিক্তজলে কিবা এ লতা সকলে,
পরস্পর আলিঙ্গিত নব দলদলে ?
অলক্ত-সুত্যক্ত স্বতঃ রক্ত তবাধরে,
অনুরূপ হইবারে বুঝি চেষ্টা করে ।।৩৪।।

কমল নয়নে। কহ, এ মৃগনিকর,
তব চক্ষু-চঞ্চলতা অভিনয়কর,
প্রীতিভরে হরে তব করে তৃণচয়,
তবু ত আছে হে তব প্রসন্ন হৃদয় ? ।।৩৫।।

লোকে কহে পাপাচারে রূপ নাহি হয়,
সত্য সত্য হে পার্ব্বতি ! এ কথা নিশ্চয়,
উদারদর্শনে ! দেখ কি শীলতা তব,
তব স্থানে উপদেশ-প্রাপ্ত মুনি সব ।।৩৬।।

সপ্তঋষি-পরিত্যক্ত প্রসূনরুচিরে,
প্রহসিত গঙ্গাজল পড়ে গিরিশিরে,
তাতে যত পবিত্র না হলো মেনাধব,
সবংশে ততই পূত পূতাচারে তব ।।৩৭।।

আজ হে হইল এই নিশ্চয় আমাব,
ত্রিবর্গের মাঝে মাত্র ধর্ম্ম হয় সার,
নহে কেন অর্থ কাম করি পরিহার,
একমাত্র ধর্ম্ম সেব্য হয়েছে তোমার ? ।।৩৮।।

যথা উপচারে পূজা করিলে আমার,
পরভাবে ভাবিতে হে নাহি পার আর,—
শুন সনুতাঙ্গি ! কহে সুধীরনিকর,
সতেদের সখ্য সপ্ত কথার অন্তর ।।৩৯।।

এই হেতু মম প্রতি বহু ক্ষমাবতী,
স্বভাবে দ্বিজাতি আমি অতি ধৃষ্টমতি,
কিছু জিজ্ঞাসিতে মম ইচ্ছুক অন্তর,
রহস্য না হয় যদি দাও হে উত্তর ।।৪০।।

সকলের আদি বিধি তাঁর কুল-জাত,
ত্রিলোক-সৌন্দর্য্য তব তনু প্রতিভাত,
বয়সে যৌবন, ধনে কি ভাবনা বল ?
এর বাকী কাছে বা কি তপস্যার ফল ? ।।৪১।।

যখন অনিষ্ট আর সহ্য নাহি হয়,
তপে তবে রত হয় ধীর নারীচয়,
বিচার-মার্গেতে চিত করিয়া প্রহিত,
নাহি দেখি সুন্দরি, তোমাতে সে অহিত ।।৪২।।*

শোক নিদর্শন কিছু নাহি তব দেহে,
নন্দিনীর অনাদর কোথা পিতৃগেহে ?
তব প্রতি কে হইবে কুভাব-অন্তর,
ফণিশিরে মণি নিতে কে বাড়ায় কর ? ৪৩।।

অলঙ্কার পরিহার করিয়া যৌবনে,
বৃদ্ধোচিত বাকল পরিলে কি কারণে ?
তারা-তারাপতি যুক্ত প্রদোষ-সময়,
তখন কি ভাল লাগে অরুণ উদয় ? ৪৪।।

স্বর্গ অভিলাষ যদি বৃথা এই শ্রম,
তোমার পিতার পুরী অমর-আশ্রম,
পতি ইচ্ছা যদি, তপে কিবা প্রয়োজন ?—
লোক চাহে রত্নে, লোকে না চায় রতন ।।৪৫।।

---

*পূর্ব্বকালে অস্মদ্দেশীয় দয়িতাগণ পতি কর্ত্তৃক পীড়িতা হইলে তপস্যাচরণে কালহরণ করিতেন, পতির প্রতি কথাচই প্রতিকূলতাচরণ করিতেন না, ইহা অপেক্ষা আর পাতিব্রত্য কোথায় ?

তপ্ত শ্বাসে বেদন করিছ নিবেদন,
তবু মম সংশয় না হইল ছেদন,
তোমার প্রার্থনা-যোগ্য না দেখি সংসারে,
প্রার্থিত দুর্লভ তবে হলো কি প্রকারে? ৪৬॥

কেবা সে কঠিন যুবা, বাঞ্ছিত তোমার,
হায় হেন দশা দেখি উপেক্ষা তাহার!
উৎপলবিহীন কর্ণ কলমা-পিঙ্গল,
শুখ জটাজালগ্রস্ত কপোল-মণ্ডল ॥৪৭॥

তপতাপে তব তনু তনু অতিশয়,
ভানু-করে কালীবর্ণ ভূষ্যস্থানচয়,
দেখি তোমা দিনে শশিরেখার অকার,
নাহি হয় সহৃদয় হৃদয় কাহার? ৪৮॥

তবানন-বন্ধু চারু চতুর লোকন,
কুটিল কটাক্ষযুক্ত চঞ্চল নয়ন,
ধিক্ ধিক্ তোমার বল্লভ রূপমদে,
অনিবার না হেরিল এ শোভা-সম্পদে ॥৪৯॥

আর কত কাল গৌরি! যাবে এই শ্রমে?
আছে হে সঞ্চিত মম তপ পূর্ব্বাশ্রমে,
তার অর্দ্ধভাগ লয়ে লভ প্রিয় ধব,
বিশেষ জানিতে চাহি কে বাঞ্ছিত তব" ॥৫০॥

এইরূপে দ্বিজমুখে মন-অভিলাষ,
শুনি উমা নন ক্ষমা কহিতে প্রকাশ,
অঞ্জনবিহীন নেত্রে সঙ্গিনীর প্রতি,
ইঙ্গিত-ভঙ্গীতে দৃষ্টি করেন পার্ব্বতী ॥৫১॥

সখী কহে, "শুন তবে অহে ব্রহ্মচারি!
জানিবার যদি তব ইচ্ছা এত ভারী---
যে কারণে শতপত্র-আতপত্র-প্রায়,
এই তনু নিয়োজিত তপঃ সাধনায় ॥৫২॥

বাসব, বরুণ, যম, আর যক্ষপতি
বিভবেতে অবমতি করি মানবতী,
মদন-নিগ্রহে রূপ ব্যর্থ হয় যাঁরে,
প্রেম হয়ে ইঁহার বাসনা বরিবারে ॥৫৩॥

দগ্ধতনু অতনুর শিলীমুখ বাণ,
হরের হুঙ্কারে হয়ে বিহত সন্ধান,
উমার হৃদয়ে গিয়ে পশিয়ে গভীর,
কৃশ করিতেছে এঁর কোমল শরীর ॥৫৪॥

তদবধি স্মর-শরে ক্ষত কলেবরা,
ললাটিকা * চন্দনেতে অলকা ধূসরা,
পিতৃগৃহে শিশির-সংঘাত শিলাতল,
তাহাতে শয়ন করি না হন শীতল ॥৫৫॥

চন্দ্রচূড়-সুচরিত রচি বনান্তরে,
গিরিবালা গান 'গান গদগদস্বরে,
কিন্নর-কুমারীকুল সহচরীগণ,
করুণা কাতর হয়ে করয়ে রোদন ॥৫৬॥

ত্রিযামার শেষভাগে ক্ষণেকের তরে,
নেত্র মুদি অমনি জাগিয়ে তাঃ পরে,
'কোথা যাও নীলকণ্ঠ'---বলি সম্বোধন,
বৃথা কণ্ঠ লক্ষ্য ক'রে কর-প্রসারণ ॥৫৭॥

'অন্তর্যামী তোমারে হে কহে বুধগণ,
অধীনীর ভাব জ্ঞাত নহ কি কারণ?'
শিবমূর্ত্তি লিখি উমা বিজনেতে বসি,
ভ্রমে তাঁরে এই কথা কহেন রূপসী ॥৫৮॥

ভবনেশ-ভর্ত্তা লাভে কতই ভাবনা,
অন্য কিছু উপায় না দেখি বরাননা,
আমাদের সঙ্গে লয়ে পিতৃ-অনুমতি,
তপোবনে তপস্যায় প্রবৃত্ত পার্ব্বতী ॥৫৯॥

সখী-হস্ত-জাত তপঃ সাক্ষী তরুগণ,
সাক্ষাতে দেখহ ফল করিছে ধারণ,
কিন্তু তাঁর মনোরথ মহেশে আশ্রয়,
অদ্যাপি অঙ্কুর তার দৃষ্ট নাহি হয় ॥৬০॥

তপতাপে তনু তনু ইঁহার নেহারি,
সখীগণ নিবারিতে নারে নেত্র-বারি,
কবে সে দুর্লভ দয়া করিবেন তাঁয়,
ইন্দ্র-প্রায় অনাবৃষ্টি পীড়িত সীতায়" ॥৬১॥

---

* হিমৌটিকা ইতি প্রসিদ্ধ।

গিরিজার গূঢ় ভাবে সখী বিচক্ষণা,
বর্ণনীয় বর্ণী প্রতি করিলে বর্ণনা---
মনঃসুখ গুপ্ত করি জিজ্ঞাসেন যতি,
"এ কথা কি সত্য না কি রহস্য ভারতী ?" ॥৬২॥

হস্ত-অগ্রে মুকুলিত অঙ্গুলিতে বালা,
সমর্পণ করি স্ফটিকের অক্ষমালা,
বহুকষ্টে বহুকাল-ব্যবস্থিত কথা,
মিতভাষে সন্ন্যাসীরে কহিছেন যথা ॥৬৩॥

"যা শুনিলে যোগিবর সেই কথা সার,
উচচ পদ আক্রমণে উদ্যম আমার,
আমার এ তপ সে দুর্ল্লভে পাইবারে,---
ইচছার অগম্য কিছু না দেখি সংসারে" ॥৬৪॥

যতি কন "সে মহেশে ভাল জানি আমি,
জেনে শুনে পুন তুমি তার অনুগামী ?
স্মরণ করিয়া তার অমঙ্গলে রতি,
তব আনুকূল্যে মম নাহি যার মতি ॥৬৫॥

থাকুক পরের কথা প্রথমেতে ধনি !
জান না কি হরের করে বলয়িত ফণী ?
হে তুচছপদার্থ-প্রিয়ে কেমনে সে কর,
সহিবে তোমার কর শুভসূত্রধর ? ৬৬ ॥

ভালমতে মনে মনে কর বিবেচনা,
যদি এ সঙ্গত কভু হয় সুলোচনা !
কলহংস বিলেখিত বধূর বসন,
আর গজাজিন যাহে শোণিত-বর্ষণ ?৬৭॥

কুসুম-রচিত চারু চতুষ্ক ভবন, *
যে চরণ অলক্তে রঞ্জিত সুশোভন,
শব-কেশ-ক্লিপ্ত শ্মশানেতে সে চরণ !
শত্রুরো মনেতে ইহা ছিল না কখন ॥৬৮॥

তব স্তন-যুগ, হরিচন্দননিধান,
ত্রিনয়ন-হৃদয়েতে, হবে তার স্থান,
যে হৃদয়ে চিতাভস্ম-চূর্ণ পূর্ণ অতি,
কেমনে অযুক্ত হেন করিবে পার্ব্বতি ?৬৯॥

বিবাহের আর এক দেখি বিড়ম্বনা,
গজেন্দ্রবাহন তব যোগ্য বরাননা !
বৃদ্ধ বৃষোপরে তোমা করি দরশন,
স্মেরানন হবে নাকি যত সাধুগণ ?৭০॥

পিনাকীর প্রেমে পড়ি এখন দুজন,
লোকের শোকের ভাল হইল ভাজন,---
প্রথমেতে কলানাথ-কলা কান্তিমতি,
দ্বিতীয়ে জগৎ-নেত্র-কৌমুদী পার্ব্বতী ॥৭১॥

রূপেতে বিরূপনেত্র কুল লক্ষ্য নয়,
ধন যত দিগম্বর-ভাবে পরিচয়,
বরে বরাননে ! যাহা চাহে জনগণে, *
কিছুই কি আছে তাহা সেই ত্রিলোচনে ?৭২॥

অতএব পরিহর এ অসৎ রতি,
কোথা সে অভাগা কোথা তুমি ভাগ্যবতী ;
শ্মশানের শূল নিয়ে কভু সাধুজন,
বেদের বিহিত যূপ না করে স্থাপন ॥"৭৩॥

এইরূপ শুনি উমা প্রতিকূল ভাষ,
কম্পিত অধরে কোপ করেন প্রকাশ,
উপান্ত ঈষৎ রক্ত বঙ্কিম নয়ন,
ভ্রূলতা কুঞ্চিত করি করেন ঈক্ষণ ॥৭৪॥

উমা কন, "সুনিশ্চয় তারে না জানহ,
তাই পরমার্থ হরে হেন কথা কহ,
অলোক-সামান্য আর অচিন্ত্য কারণে
মহাত্মা-চরিতে দ্বেষ করে মূঢ়জনে ॥৭৫॥

সম্পদের মদে কিংবা বিপদ্-বারণে,
সুমঙ্গল দ্রব্য সেব্য হয় জনগণে,
জগৎ-শরণ্য শিব, শূন্য অভিলাষ,
আত্মার দূষণ ইথে তাঁর কিবা আশ ? ৭৬ ॥

---

* চকমিলান বাটী।

* "কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতম্। বান্ধবাঃ কুলমিচছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ।"

অস্যার্থঃ।

কন্যা চাহে রূপ পিতা বিদ্যা মাতা ধন।
কুটুম্বেরা কুল অন্যে মিষ্টান্ন ভোজন॥

বস্তুহীন হইলেও সম্পদকারণ,
ত্রিভুবনপতি কিন্তু শ্মশান-ভবন,
ভীমরূপভীম পুন শিবমূর্ত্তি-ধর,
কেবা জানে তাঁর তত্ত্ব ভুবন-ভিতর ? ৭৭ ॥

ভূষণে ভূষিত কিংবা ভুজঙ্গ ভূষণ ;
গজাজিনধারী কিংবা দুকূল-বসন,
কপালে কপাল কিংবা কলানাথ-কলা,
কি মূর্ত্তি সে বিশ্বমূর্ত্তি নাহি যায় বলা ॥৭৮॥

সত্য বটে আছে চিতা-ভস্ম বিলেপন,
সে যে শুদ্ধ তাঁর অঙ্গ করি পরশন ;
নৃত্য-অভিনয়ে চ্যুত সে চিতা-পরাগে,
দেবগণ বিলেপন করে শিরোভাগে ॥৭৯॥

মানিলাম শিবের সম্বল মাত্র বৃষ,
কিন্তু ঐরাবত-গামী * হয় সেই বৃষ,
সেই শির নমি ফুল্ল মন্দারনিকরে,
তাঁর পদাঙ্গুলিগুলি অরুণিত করে ॥৮০॥

অনেক নিন্দিলে তুমি স্বভাব-বিপথ,
কিন্তু এক কথা কহিয়াছ যথাযথ,
আত্ম-জন্ম বিধাতার যে জন কারণ,
তাঁর জন্ম কেমনেতে হবে নির্দ্ধারণ ? ॥৮১॥

ফলে এ বিবাদে কিবা প্রয়োজন আর ?
তুমি যাহা জান হৌক সেই কথা সার,
তাঁতে আদ্যরসবশ আমার হৃদয়,—
স্বেচ্ছাচারে কেবা করে কলঙ্কেরে ভয় ?৮২॥

উত্তর-বিধানে পুন স্ফুরিত অধর,
বটু কটুভাষে সখি নিবারণ কর,
মহাত্মা নিন্দুক শুধু নহে পাপভাগী,
সেহ দোষী যে জন শ্রবণে অনুরাগী ॥"৮৩॥

গমনে চঞ্চলা বালা বলে যাই চল,
বল্কল বসন তাহে হৃদয়ে চঞ্চল,
অমনি স্বরূপ ধরি মৃদু হাস্যাধর,
ধরিলেন প্রমথেশ পার্ব্বতীর কর ॥৮৪॥

তাঁরে হেরি হৈমবতী
শিহরি উঠিলা সতী
সরস শরীর অতি,
পদ নাহি পড়ে ঊর্দ্ধে স্থিত একেবারে,
যথা অবরোধ যায়,
গমনে না পথ পায়,
আকুলিত নদী প্রায়,
যাইতেও নারে বালা থাকিতেও নারে ॥৮৫॥

অনন্তর কৃত্তিবাস,
কহেন মধুর ভাষ,
"আজ হ'তে তব দাস
তপস্যায় ক্রীত আমি হইলাম সতি।"
ব্রতজাত ক্লেশ যত,
তখনি হইল গত,
ফললাভে মনোমত,
শ্রম-অপগমে নবভাবের সঙ্গতি ॥৮৬ ॥

ইতি ফলোদয় নাম পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ

অনন্তর হৈমবতী, সংগোপনে সখী প্রতি,
আদেশিলা কহিতে ঈশানে—
"আমারে করিতে দান, গিরিরাজ ক্ষমবান্
ইহ মাত্র রাখুন প্রমাণে" ॥১॥

যেরূপ বসন্ত-মুখে, মুখরা কোকিলামুখে,
চূতশাখা ভাব ব্যক্ত করে,
সখীমুখে সেইমত, প্রকাশিয়ে মনোগত,
প্রগাঢ় প্রসক্তচিত্ত হরে ॥২॥

"তাই হবে" ইতি পণ, করি হর নিরূপণ,
সন্তাপিত উমা পরিহরি।
মহিমা ময়ূখান্বিত, ঋষি সপ্ত বিগণিত,
স্মরণ করেন স্মর অরি ॥৩॥

তপস্যার তেজস্তোম, তাহে দীপ্ত করি ব্যোম,
অরুন্ধতী সহিত শোভন,

* ইন্দ্র।

স্মরণে অমনি আসি, পুরোভাগে পরকাশ,
রহিলেন তপোধনগণ ॥৪॥

প্রবাহ উছলে কূলে, নিকর মন্দারফুলে,
মন্দাকিনী-নীর মনোহর,
খেলে দিক্‌হস্তিদল, মদ-গন্ধযুক্ত জল,
হেন জলে ধৌত কলেবর ॥৫॥

মুক্তামালা উপবীত, তনুরাজি সুশোভিত,
হেমময় বাকল বসন,
রত্ন অক্ষমালা করে, শোষাশ্রমে শোভা করে,
কিবা কল্পতরু সুশোভন ॥৬॥

যে মুনি মণ্ডপতলে, থামাইয়ে অশ্বদলে,
নামাইয়ে রথের নিশান,
হইয়ে প্রণতিপর, প্রণয়ার্থ প্রভাকর,
আজ্ঞাবধি ঊর্দ্ধ দিকে চান ॥৭॥

যাঁহারা কল্পের অন্তে, মহাবরাহের দন্তে,
শ্রান্তি দর করিলেন কায়,
তথায় নির্ভর করি, ধারায় রাখিয়া ধরি,
আকর্ষিয়া বাহু-লতিকায় ॥৮॥

বিশ্বযোনি অনন্তর, এই সপ্তঋষিবর,
সর্গ-শেষ করেন রচন,
তাই পুরাবিদ্‌গণ, বলি ধাতা পুরাতন,
তাঁহাদিগে করেন কীর্ত্তন ॥৯॥

পূর্ব্বজন্মে সুবিমল, তপস্যার যত ফল,
পরিণত হইল সকল।
সেই সব ফল-ভোগী, হইয়াও সপ্ত-যোগী,
তপস্যা করেন অবিচল ॥১০॥

তাঁহাদের মধ্যভাগে, বিভাত বিমলরাগে,
পতি-পদে অর্পিত-নয়না,
সাক্ষাৎ তপ ফল, সিদ্ধিরূপা অবিরল,
অরুন্ধতী ব্রত-পরায়ণা ॥১১॥

সহ সম সমাদর, দেখিলেন মহেশ্বর,
মুনিগণে সতীর সহিত,---

এই নারী অই নর, এ বিচার ভ্রান্তিপর,
পূজ্য মাত্র সতের চরিত ॥১২॥

অরুন্ধতী-দরশনে, বাড়িল মহেশ-মনে,
গৃহিণী-গ্রহণে ইচ্ছা ভারী,---
জগতে যে কিছু ধর্ম্ম, হোম আদি যত কর্ম্ম,
মূলমাত্র পতিব্রতা নারী ॥১৩॥

যথা ধর্ম্ম অনুসারে, গ্রহণার্থ গিরিজারে,
সমুদ্যত দেখি মহেশ্বরে,
পর্ব্বপাপে ভীনমতি, পুন অতনুর অতি,
আশ্বাসের উচ্ছ্বাস অন্তরে ॥১৪॥

ঋষিগণ তার পরে, যথোচিত ভক্তিভরে,
পজা করি দেব দিগম্বরে,
সাঙ্গবেদ-পরায়ণ, নীলকণ্ঠ-প্রতি কন,
প্রীতি-কণ্টকিত কলেবরে ॥১৫॥

"অবিরত হয়ে রত, বেদাভ্যাস হৈল যত,
হুতাশনে হুত অনগল,
তপে তপ্ত বিধিমত, তবু নহে পরিণত,
আজ হে পাকিল সেই ফল ॥১৬॥

জগতের অধীশ্বর, মানসের অগোচর,
তাঁহার মানসে পেয়ে স্থান,
আমাদের আর বল, বাকী কি রহিল ফল?
সকল হইল সমাধান ॥১৭॥

এ সংসারে যেই নরে, তোমায় স্মরণ করে,
সেই হয় কৃতার্থ-প্রবর,
ব্রহ্মবীজ তুমি হর, তুমি হে যাহারে স্মর,
তার চেয়ে কেবা ভাগ্যধর? ॥১৮॥

দিনকর নিশাকর, উপরেতে শোভাকর,
সত্য বটে আমাদের স্থান,
অদ্য স্মরণেতে তব, বিধু ভানু পরাভব,
করি পদ আরো গরীয়ান্ ॥১৯॥

তোমার আদরে অদ্য, চরিতার্থ হয়ে সদ্য,
মানসেতে মানি বহুতর,
আপনার গুণযোগে, সাধু সাধুবাদ ভোগে,
আত্মার প্রত্যয় করে নর ॥২০॥

তব অনুধ্যানে নাথ! যে সুখ-হৃদয়-সাথ,
কি আর করিব নিবেদন,
তুমি প্রভো অন্তর্যামী, সকল দেহের স্বামী,
সকলি করিছ দরশন ॥২১॥

কিছু তত্ত্ব নাহি জানি, যদিও হে শূলপাণি,
দেখিতেছি সাক্ষাতে তোমায়,
বুদ্ধির গোচর নহ, আপন স্বরূপ কহ,
অনুগ্রহ করি এ সভায় ॥২২॥

এইরূপে কোন্ রূপ, প্রকাশিছ বিশ্বরূপ!
এ কি মূর্ত্তি জগৎজনন?
না কি হে পালন মূর্ত্তি, ধরিয়ে পাইছ স্ফূর্ত্তি
কিবা বিশ্ব-হরণ কারণ? ॥২৩॥

অথবা হে পশুপতি! এ প্রার্থনা সুমহতী,
থাক সে প্রার্থনা গুহ্যতরা,
স্মরিয়াছ কি কারণে, সমাগত জনগণে,
আজ্ঞা কর করিব আমরা।।"২৪॥

ইন্দুমৌলি তারপর, দিতেছেন প্রত্যুত্তর,
প্রকাশিয়ে দশন-কিরণ,
যে কিরণ শুভ্রতর, ললাটস্থ সুধাকর,
ক্ষীণকরে করিল বর্দ্ধন ॥২৫॥

"জান ত হে মুনিগণ! হয়ে স্বার্থ-পরায়ণ,
প্রবৃত্তি স্ফূরিত মম নয়,
লক্ষ্য পর উপকার, প্রমাণ দেখহ তার,
অষ্টমূর্ত্তি দেয় পরিচয় ॥২৬॥

যথা কপিঞ্জলদল, পিপাসায় সুবিমল,
'জল দে রে, জল দে রে কয়',
সেইরূপ অবিকৃত, দেবদল বিপ্রকৃত,
মম স্থানে কুমার প্রার্থয় ॥২৭॥

তাই হে তাপসগণ! হইয়াছে মম মন,
গিরিজারে করিতে গ্রহণ,—
যথা যজমান করে, অরণি শরণ করে,
হুতাশন-জনন কারণ ॥২৮॥

এ হেতু তোমরা যাও, হিমালয়-স্থানে চাও,
পার্ব্বতীরে আমার কারণ,—
সদাশয় সমাশ্রিয়া, হয় যে সম্বন্ধ ক্রিয়া,
তাহে বিঘ্ন না হয় ঘটন ॥২৯॥

উন্নত শেখরধর, সেই হিম-গিরিবর,
প্রতিষ্ঠিত ধরি ধরা-ভার,
সম্বন্ধ তাহার সহ, যোজন কি দোষ কহ?
বঞ্চনা না হইবে আমার ॥৩০॥

যা কহিবে হিমবানে, দুহিতার সম্প্রদানে,
প্রয়োজন-শূন্য শিক্ষা-দান,—
তোমাদের সদাচার, অনুসারে সদাচার,
গণে করে নীতির বিধান ॥৩১॥

পূজনীয়া অরুন্ধতী, এ বিবাহ-কার্য্যে সতী,
হউন আমারে অনুকূল,
যে হেতু এরূপ কার্য্য, করিবারে অবধার্য্য,
সুচতুরা সীমন্তিনীকুল ॥৩২॥

আমার সন্দেশ লয়ে, যাও সবে হিমালয়ে,
নগর ওষধিপ্রস্থ যাতে,
পুনরায় মুনিগণ! আমাদের সংমিলন,
হবে মহাকোশীর প্রপাতে ॥"৩৩॥

মহাযোগী মহেশ্বর, পরিণয়ে অগ্রসর,
নিরখিয়ে তপস্বিনিচয়,
পরিণয়-ব্রীড়ারস, ত্যজি যত মহাযশ,
হইলেন স্বচ্ছন্দ-হৃদয় ॥৩৪॥

চলিলেন মুনিদলে, অঙ্গীকার ব্যক্তচ্ছলে,
প্রণবের করি উচ্চারণ,
তথা দেব পশুপতি, করিলেন সুখে গতি,
মহাকোশী-প্রপাত-সদন ॥৩৫॥

অসি সম নীল ভাস, আকাশেতে সুপ্রকাশ,
হয়ে সপ্ত তপস্বিপ্রবর,
নগেন্দ্র-নগরে অতি, সত্বরে করিলা গতি,
মানসিক গতির গোসর ॥৩৬॥

রত্নখনি ভূরি ভূরি, সহিত অলকাপুরী,
তুলে আনি এ পুরী-রচনা,

যেন স্বর্গ-অতিরেক, অংশ লয়ে করিলেক,
এই উপনিবাস * স্থাপনা ॥৩৭॥

পরিখা গঙ্গার স্রোত, প্রাকারেতে উতপ্রোত,
প্রজ্বলিত ওষধিনিকর,
বৃহৎ বৃহৎ মণি, শিলা যার সাল গণি,
অকৃত্রিম দুর্গ মনোহর ॥৩৮॥

যথা নাই সিংহ-ভয়, সুখে চলে করিচয়,
বিলযোনি যথা হয় হয় । †
গুহ্যক কিন্নরগণ, যেখানেতে পৌরজন,
যোষা বনদেবতা নিশ্চয় ॥৩৯॥---

বনেতে সন্দেহ হয়, গরজিত মেঘচয়,
আছে তারা শিখরেতে যুড়ে,
কেবল তালের ঘায়, এই মাত্র বুঝা যায়,
মুরজা বাজিছে গৃহ চূড়ে ॥৪০॥

যথা কল্পতরু-প্রায়, তরুচয় শোভা পায়,
বিলোলিত অংশুক নিবহে ।
গৃহ-যন্ত্র-পতাকার, শোভা করে সুবিস্তার,
পৌরজন প্রয়াস বিরহে ॥৪১॥---

যথায় স্ফটিক-হর্ম্ম্য, সুরাপান-স্থান রম্য,
নিশাকালে করে ঝলমল,
আকাশে উদয় তারা, প্রতিবিম্বে হারাকারা,
উপহার দেয় নিরমল ॥৪২॥

যেখানে যামিনীকালে, প্রদীপ ওষধিজ্বালে,
সঙ্কেতের পথ প্রকাশয়,
তাহে অভিসারিকার, নাহি থাকে অন্ধকার,
দুর্দ্দিনেও সুদিন উদয় ॥৪৩॥---

জরায় না জরে গাত্র, বয়স যৌবন মাত্র,
মার ভিন্ন মার নাহি আর,
রতি-খেদ সমুদ্ভূত, সুখ-নিদ্রা আবির্ভূত,
নাহি অন্য নিদ্রার সঞ্চার ॥৪৪॥

শাত্রবতা ভাব লোপ, কেবল ভামিনী-কোপ,
মনোহর তর্জ্জনী-তর্জনে,
ভ্রূকুটী কুটিলতর, প্রকম্পিত ওষ্ঠাধর,
অনুগ্রহ-ভিক্ষু কামী জনে ॥৪৫॥---

পুরোভাগে অভিরাম, সুশোভিত পুষ্পারাম,
গন্ধময় সে গন্ধমাদন,
সন্তানক তরুগণ, পথে যার সুশোভন,
ছায়ে সুপ্ত বিদ্যাধরগণ ॥৪৬॥

দেখি পুরী হিমালয়, সেই দেবঋষিচয়,
মনে মনে করেন ভাবনা,---
স্বর্গহেতু জ্যোতিষ্টোম, আদি যজ্ঞ আর হোম,
করামাত্র সব বিড়ম্বনা ॥৪৭॥

নগনাথ-নিকেতনে, নামিছেন ঋষিগণে,
দ্বারিচয় উর্দ্ধ্বদৃষ্টে চায়,
বেগভরে জটাভার, নিশ্চল অনলাকার,
চিত্রপটে যথা শোভা পায় ॥৪৮॥

যথা জল অভ্যন্তরে, পুঞ্জ ভানু বিম্ব ধরে,
সেইরূপ শান্ত প্রভাময়,
মুনিগণ অগ্রসর, অগ্রজ অনুজ পর,
একে একে হইলা উদয় ॥৪৯॥

তাঁহাদের পূজা তরে, অর্ঘ্যজল লয়ে করে,
আগ্ বাড়াইয়া গিরি ধায়,
সে যে গুরু তার সার, চরণের ভারে তার,
নামাইয়ে দেয় বসুধায় ॥৫০॥

ধাতু তাম্র ওষ্ঠাধর, অতিশয় বৃহত্তর,
দেবদারু তরু ভুজদ্বয়,
স্বভাবত বক্ষ তার, সুকঠিন শিলাধার,
দেখা মাত্র দেয় পরিচয় ॥৫১॥

যথাবিধি অনুসারে, পূজা করি পূতাচারে,
শুদ্ধচিত্ত শুদ্ধান্ত অন্তরে,
আগে আগে নিজে গিয়ে, পথ দেখাইয়ে দিয়ে,
লয়ে যান তপস্বিনীকরে ॥৫২॥

* মহাকবি অবিকল এই শ্লোকার্দ্ধ রঘুবংশের পঞ্চদশ সর্গে ২৯ শ্লোকে নিবেশিত করিয়াছেন এবং মেঘদূত কাব্যেও উজ্জয়িনী-বর্ণনে এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, যথা---"স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিণাং গাং গতানাং, শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্ ।

† দেবরাজের অশ্ববিশেষ ।

বেত্রময় * সুখাসনে, বসাইয়ে মুনিগণে,
আপনি বসিয়া তার পরে,
অচলের অধীশ্বর, হয়ে কৃতাঞ্জলি পর,
এইরূপে ভাব ব্যক্ত করে ॥৫৩॥

"অনুদয়ে মেঘদল, বরষিত হল জল,
ফুল বিনা ফলের সঞ্চার,
না করিতে চিন্তা মনে, তোমাদের দরশনে,
অসম্ভব সম্ভব আমার ॥৫৪॥

বিগত হইল ভ্রম, বিজ্ঞান উদয় মম,
কাঞ্চনত্ব লভিল অয়সে,
ধরণীতে থাকি আমি, হইলাম স্বর্গগামী,
তোমাদের অনুগ্রহবশে ॥৫৫॥

আজ হ'তে প্রাণিগণ, শুদ্ধ হ'তে আকিঞ্চন,
আমারে করিবে অন্বেষণ---
পজ্যগণ অধ্যাসন, হয় যথা সংঘটন,
তারে তীর্থ কহে জনগণ ॥৫৬॥

অহে সপ্তদ্বিজোত্তম! আজ হে হইল মম,
শিরঃশুদ্ধি দুই গঙ্গাজলে,
জাহ্নবী প্রপাত শিরে, পদ-প্রক্ষালন-নীরে,
দ্বিতীয় প্রপাত সেই স্থলে ॥৫৭॥

আমি দুই রূপ ধরি, অনুগ্রহ ভাগ করি,
তাই দুয়ে করিলে প্রসাদ,---
ভৃত্যভাবে এ জঙ্গম, তনু নিস্তারিলে মম,
স্থাবরেতে রক্ষা করি পাদ ॥৫৮॥

আমার এ কলেবর, পরিব্যাপ্ত দিগন্তর,
বিখ্যাত বিশাল অতিশয়,
কিন্তু এই অনুগ্রহে, পরিতোষ-পরিগ্রহে,
সেই দেহে স্থান নাহি হয় ॥৫৯॥

তোমাদের তেজোময়, নিরখিয়ে মূর্ত্তিচয়,
কেবল আমার গুহাগত,
তম নহে অপগত, মানসিক তম যত,
এককালে সব হলো গত ॥৬০॥

তোমরা নিস্পৃহ-মন, সিদ্ধ সব প্রয়োজন,
তবে এলে কোন্ প্রয়োজনে?
বুঝি এই কদাচারে, সুপবিত্র করিবারে,
আসিয়াছ এ দীন-সদনে ॥৬১॥

তথাপি আমার প্রতি, কর কিছু অনুমতি,
তোমাদের আমি হে কিঙ্কর---
প্রভু-পরিচারী ধর্ম্ম, নাহি ঘটে বিনা কর্ম্ম,
কি করিব দাসে আজ্ঞা কর ॥৬২॥

এই আমি, এই দারা, এই কন্যা প্রাণাকারা,
মম কুলে ওহে মুনিগণ,
যদি হয় প্রয়োজন, করিব হে সমর্পণ,
অন্য ধন করি কি গণন?" ৬৩॥

এইরূপ হিমালয়, করিলেন অনুনয়,
প্রজাপতি-পুত্রগণ-প্রতি,
কিবা গুহা-মুখদ্বারে, প্রতিধ্বনি সুবিস্তারে,
দুইবার কহিলা ভারতী ॥৬৪॥

অনন্তর মুনিগণ, অঙ্গিরস প্রতি কন,
প্রত্যুত্তর করিতে প্রদান,
প্রালেয়-পর্ব্বত প্রতি, কহিছেন মহামতি,
যিনি কথা-প্রসঙ্গে প্রধান ॥৬৫॥

"যা কহিলে গিরিবর, সব তব সাধ্যপর,
তার চেয়ে আছে সাধ্য তব,---
নিজ শিখরের মত, মন তব সমুন্নত,
মহতেই মহৎ সম্ভব ॥৬৬॥

তোমার স্থাবর কায়, লোকে কহে বিষ্ণু * যায়,
সেই কথা যথা সারোদ্ধার,
স্থাবর জঙ্গম যত, হয়ে তব কুক্ষিগত,
রহিবারে পেয়েছে আধার ॥৬৭॥

কমল-মৃণালাকার, সুকোমল ফণা যার,
সে ফণায় অনন্ত কখন,
ধরিতে পারিত ভূমি, রসাতলে যদি তুমি,
তাহারে না করিতে ধারণ ॥৬৮॥

অবিচ্ছিন্ন নিরমল, তব তরঙ্গিণীদল,
আর হে তোমার কীর্ত্তিচয়,

---

* এতদ্দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে যে, পূর্ব্বকালে আমাদিগের দেশে মোড়া প্রভৃতি বেত্রাচ্ছাদিত আসনের ব্যবহার ছিল।

* "স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ" ইতি গীতাবচনম্।

অবারিত এ উভয়, সিন্ধু উর্ম্মিবদ্ধ নয়,
পুণ্যে নিস্তারিল লোকত্রয় ॥৬৯॥

বিষ্ণুপদে সমুদ্ভূতা, সে হেতু গরিমাযুতা,
সুরধুনী হন একবার,
তোমাতেও উর্দ্ধ শির, জন্মি পুনঃ গাঙ্গিনীর,
মহিমার হইল প্রচার ॥৭০॥

কদাচন নারায়ণ, ত্রিবিক্রম খ্যাত হন,
তিন পুরে চরণ বিস্তারি,
তুমি সর্ব্বকাল তরে, তিন পুরে কলেবরে,
বিস্তারহ বিক্রম প্রচারি ॥৭১॥

সুবর্ণ-শেখরধর, বটে মেরুগিরিবর,
তব সন্নিধানে হীনমান,
যে হেতু হে সুভাজন, যজ্ঞভাগ-ভোগিগণ,
মধ্যে তব পদ বিদ্যমান ॥৭২॥

শুন হে মহানুভব, যে কিছু কাঠিন্য তব,
অর্পিত স্থাবর কলেবরে;
এ জঙ্গম তনু তব, ভক্তিরসে সদা দ্রব,
সজ্জনের আরাধনা তরে ॥৭৩॥

শুন যেই কার্য্যচ্ছলে, আগমন এই স্থলে,
তোমারি সে কার্য্য হিমাচল।
শ্রেয়ঃ কার্য্য মতিমান্, উপদেশ সম্প্রদান,
এইমাত্র আমাদের ফল ॥৭৪॥

অণিমাদি গুণময়, অন্যে নাহি পরশয়,
ঈশশব্দ, সেই শব্দ-ধর,
ললাটফলকে যাঁর, প্রভাপুঞ্জ অনিবার,
প্রকাশিছে অর্দ্ধসুধাকর ॥৭৫॥

তুরঙ্গ যেরূপ পথে, আকর্ষণ করে রথে,
সেই ভাব করিয়া ধারণ,
পরস্পর সংযোগিনী, অষ্টমূর্ত্তি দ্বারা যিনি,
বিশ্বভার করেন বহন ॥৭৬॥

যেই দেবে যোগিগণ, করে সদা অন্বেষণ,
যিনি স্থিত অন্তর-অন্তরে,
যাঁহারে মনীষিচয়, পুনর্জন্ম-জাত ভয়,
বারণ-কারণ খ্যাত করে ॥৭৭॥

বিশ্বকার্য্য সমুদয়, সাক্ষী সহ বিশ্বময়,
সকল কামনা-পূর্ণকারী,
আমাদের প্রবচনে, বাসনা করেন মনে,
বরিবারে তোমার কুমারী ॥৭৮॥

গিরিশে গিরিজা-দান, উচিত হে মতিমান্,
বাক্যে যথা অর্থের অন্বয়,
যে হেতু উত্তম বরে, কন্যাসমর্পণ পরে,
ক্ষোভশূন্য পিতার হৃদয় ॥৭৯॥

ওহে গিরি পুণ্যবান্! হরে করি কন্যা দান,
চরাচরে দান কর মাতা,
যে হেতু সে পুরহর, জগৎস্থ চরাচর,
সকল জীবের জন্মদাতা ॥৮০॥

বৃন্দারকবৃন্দ হরে, প্রণাম করিয়া পরে,
উমাপদ করুন বন্দন,
অবনী-লুণ্ঠন-কালে, চূড়ামণি-ছটাজালে,
রঞ্জন করুন শশীচরণ ॥৮১॥

এ বিবাহ শোভাকর, উমা বধূ শিব বর,
দানকর্ত্তা তুমি হিমালয়,
আমরা যাচক তায়, তব কুল-প্রতিভায়,
উচ্ছাসিত হইবে নিশ্চয় ॥৮২॥

স্তবনীয় নাহি যাঁর, স্তূয়মান সবাকার,
পূজ্যহীন কিন্তু পূজ্যবর,
তাঁরে দিয়ে তনয়ারে, বিশ্বম্ভর বলে যারে,
তাঁর গুরু হও হে ভূধর ॥" ৮৩॥

দেব-ঋষিগণ-মুখে, এই কথা শুনি সুখে,
পিতাপার্শ্বে অধোমুখে সতী,
লীলাশতদল-দল গণনায় কুতূহল,
সংগোপন করেন পার্ব্বতী ॥৮৪॥

যদিও সম্পূর্ণকাম, তবু গিরি গুণধাম,
মেনকার মুখপানে চান—
কন্যাকার্য্য প্রয়োজনে, প্রায় দেখি গৃহিগণে,
গৃহিণীর বিধান প্রধান ॥৮৫॥

মহীবর-মনোগত, অভিমতে দেন মত,
মেনকা মহিষী চারুমতি—
পতিমতে অনুমতা, সদাকাল পতিব্রতা,
অন্যমতা নন যত সতী ॥৮৬॥

মুনি-বাক্য-অনন্তর, এই যোগ্য উত্তর,
গিরিশ্বর মনে অনুমানি,

কহিছেন মহামতি, মঙ্গল-মণ্ডনবতী,
নন্দিনীর ধরি দুটি পাণি ॥৮৭॥

"শুন মা কল্যাণি কন্যে, বিশ্বরাজ বিভু জন্যে,
তব কর ভিক্ষার উদ্দেশে,
সমাগত মুনিগণ, তাহে মম উপার্জন,
গৃহ-মেধি-ফল সবিশেষ ॥" ৮৮॥

তনয়ারে এই মত, সম্ভাষিয়া হিমবত,
ঋষিগণে কহেন তখন,
"ত্রিলোচন-সীমন্তিনী, তোমাদের পদ ইনি,
বন্দিছেন করুন ঈক্ষণ ॥" ৮৯॥

ইষ্টকার্য্যে নিষ্ঠমতি, অদ্রি-অধিপতি প্রতি,
সাধুবাদ দিয়ে মুনিগণ,
সাক্ষাৎ সুফলযুক্ত, পার্ব্বতীর প্রতি উক্ত,
করিলেন আশিষ-বচন ॥৯০॥

প্রণতি করিতে ভ্রংশ, হলো হেম-অবতংশ,
নগেন্দ্র-নন্দিনী শ্রুতিমূলে,
নম্রমুখী লজ্জাভরে, পার্ব্বতীরে সমাদরে,
অরুন্ধতী কোলে লন তুলে ॥৯১॥

গিরিন্দ্র-গেহিনী তবে, দুহিতাবিরহ হবে,
ভাবি ভীতা স্নেহে অশ্রুমুখা,
সতিনীর নাহি ভয়, বর তাহে মৃত্যুঞ্জয়,
গুণচয় ভাবি পুনঃ সুখী ॥৯২॥

হর-বন্ধু সেইক্ষণে, চীরবাস ঋষিগণে,
জিজ্ঞাসেন কবে কার্য্য হবে,
পরিগতে দিনত্রয়, হইবেক পরিণয়,
এত বলি চলিলেন সবে ॥৯৩॥

মুনিগণ হিমালয়ে, এইরূপ ব'লে কয়ে,
উপনীত মহেশের পাশ,
"সিদ্ধ তব প্রয়োজন," করি এই নিবেদন,
শিবে ত্যজি উঠিলা আকাশ ॥৯৪॥

উমাসমাগমভাবেতে, বিষম চঞ্চল হইল মতি,
সেই তিন দিন, অতি ক্লেশাধীন,
যাপিলেন পশুপতি ॥৯৫॥

স্মর-পরবশ অবশ মানস, কি না হয় অন্য নরে;
ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, কুশল-বিগ্রহ,
এ ভাব পরশে হরে ॥৯৬॥

ইতি উমাপ্রদান নাম ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ

অনন্তর সিতপক্ষে অচল-ঈশ্বর,
সুলগ্ন যামিত্র-লগ্নে তিথি শুভকর,
সহিত কুটুম্বগণ সুতার বিবাহ,
দীক্ষাবিধি যথাবিধি করেন নির্ব্বাহ ॥১

বিবাহ-বিহিত যত আনন্দ-মঙ্গলে—
গৃহে গৃহে ব্যস্ত পুর-পুরন্ধ্রি সকলে—
হিমালয়-অনুরাগে হেন ব্যবহার,
অন্তঃপুর সহ যেন এক পরিবার ॥২॥

মন্দারকুসুমে রাজপথ বিখচিত,
চীনেরু শাটিনে যত নিশান রচিত,
কাঞ্চন-তোরণগণ বিশেষে বিভাস,
স্বর্গসম গিরিপুরী পাইল প্রকাশ ॥৩॥

থাকিতে অনেক পুত্র আর কন্যাগণ,
একা উমা পুনর্জাত যেন হারাধন,
নিকটে বিবাহ তার, যাবে পর-ঘরে,
মাতাপিতা-প্রাণসম হলো তার তরে ॥৪॥

জনজাত আশীর্ব্বাদ করিয়া উমারে,
কোলে লয়ে সাজাইয়ে দিল অলঙ্কারে,
গোত্রের * গোত্রজগণে থাকিতে সন্তান,
উমামাত্র হইলেন স্নেহের নিধান ॥৫॥

তৃতীয় মুহূর্ত্তে ভানু করিলে প্রবেশ,
উত্তরফল্গুনীগৃহে যাইলে দ্বিজেশ,
কুটুম্বকামিনী যত কুটুম্বিনীগণ, †
করিতে লাগিল উমাদেহ-প্রসাধন ॥৬॥

---

* পর্ব্বত।

† পতি-পুত্রবতী স্ত্রী। বিবাহাদি কর্ম্মে বিধবা এবং বন্ধ্যাগণের সংসগতা এইক্ষণেও দূষণীয়।

দূর্ব্বাদল সহরাজী-রাজী বিরাজিত,
হেন চেলা উমাদেহে করিল সজ্জিত,
সকল শরীরে সজ্জা শেষ হ'লে পর,
শৈলসুতা করাম্বুজে ধরিলেন শর ॥৭॥

বিবাহ-বিহিত সেই সুশোভন শরে,
হইল অপূর্ব্ব শোভা পার্ব্বতীর করে,—
যেরূপ অসিত পক্ষ হইলে অন্তর,
দিনকর-করে সন্দীপিত-সুধাকর ॥৮॥

লোধ-চূর্ণে তৈল উঠাইয়া কলেবরে,
ঈষৎ নীরস কালাগুরু দিল পরে,
অভিষেক-উপযুক্ত বাস পরাইয়া,
চতুষ্ক-গৃহেতে তাঁরে বসাইল নিয়া ॥৯॥

মরকত শিলাময় সেই স্নান-ঘরে,
চারিধারে মুকুতার ঝারা শোভা করে,
কনক-কলসী তুলে নামাইয়া শিরে,
শুভবাদ্যনাদে নাহাইল পার্ব্বতীরে ॥১০॥

সুমঙ্গলস্নানে সুপবিত্র-কলেবরা,
বিবাহ-বিহিত চারু শুভ্রবাসধরা,
নিনাদিত নীরধর-নীর-জাত-কাশে,
বিনোদ বিভায় যথা বসুধা বিকাশে ॥১১॥

মণিময় স্তম্ভ চারি তাহার উপরে,
চিকণিয়া চন্দ্রাতপ চক্ চক্ করে,
এ হেন মণ্ডপমধ্যে বিচিত্র আসনে,
উমা কোলে করি নিল পতিব্রতাগণে ॥১২॥

পূর্ব্বমুখী করি তারে বসাইয়া পরে,
পূর্ব্বভাগে উপবিষ্ট পুরন্ধ্রীনিকরে,
স্বাভাবিক শোভা হেরি মজিল নয়ন,
প্রসাধনে বিলম্ব করিয়া কিছুক্ষণ ॥১৩॥

ধূপযোগে আর্দ্রভাব শুকায়ে বিশেষে,
কুসুমকলিত তাঁর কমনীয় কেশে,
দূর্ব্বাদলযুক্ত মধু পুষ্পমালিকায়,
অপরূপ সাজাইল গিরি-বালিকায় ॥১৪॥

গৌরী গৌর দেহ মাজি অগুরুচন্দন,
গোরোচনা পত্রাবলী করিল লিখন,
শোভায় হারায় যত সুর-তরঙ্গিণী,
রথাঙ্গ পুলিনযুক্তা সুর-তরঙ্গিণী ॥১৫॥

কি আর উপমা দিব নাহিক উপমা,
মেঘলেখা সহ যথা চমকে চন্দ্রমা,
কিবা কমলেতে লগ্ন মত্ত মধুলোভা,
জিনিয়া অলকাযুক্ত উমামুখ-শোভা ॥১৬॥

লোধ সুরঞ্জিত চারুকপাল-ফলক,
তাহে গোরোচনা-চিত্র দিতেছে ঝলক,
তাহে কাছে শ্রুতিপুটে যবের অঙ্কুর,
আঁখি আকর্ষণে শোভা বিশেষ চতুর ॥১৭॥

সিক্ত সিক্‌থে নিরমল অধরোষ্ঠ রাজে,
বিলেখিত রেখা চারু তাহাদের মাঝে,
কি আর বর্ণিব শোভা বার বার স্ফুরে।
হবে বলি সে লাবণ্য সফল অদূরে ॥১৮॥

অলক্ত-রঞ্জন করি আরক্ত চরণে,
আশীর্ব্বাদ করে সখী রহস্যবচনে,—
ইথে প্রহারিও পতি-শির-শশিকলা,
শুনি তার ফুলহারে প্রহারে বিমলা ॥১৯॥

সুজাত উৎপলদল সুন্দর নয়নে,
নিরখি নিরখি সখী শোভা কালাঞ্জনে,—
সে কেবল অমঙ্গল কার্য্যের আচারে,
নেত্রানিভা বঞ্জজলে কি বাড়াইতে পারে ? ২০॥

আভরণ প্রসাধন সমাপন পরে,
তনুরাজি-প্রভাপুঞ্জ পরকাশ করে,
কুসুমিত লতা কিবা জ্যোতিষ্মতী নিশা,
অথবা বিহঙ্গযুক্ত তটিনীসদৃশা ॥২১॥

মুকুরেতে চারুবেশে করি বিলোকন,
চকিত স্থগিত হলো উমার নয়ন,
চঞ্চল হইল চিত হেরিতে মহেশ,—
পতি নিরখিলে সিদ্ধ-বনিতার বেশ ॥২২॥

মঙ্গলার মঙ্গলে মেনকা মগ্না হয়ে,
অঙ্গুলে হিঙ্গুল আর হরিতাল লয়ে,
উন্নত করিয়ে কর্ণ ফুলযুক্ত মুখে,
বিবাহ তিলক চারু লিখিতেছে সুখে ॥২৩॥

উমাস্তনোদ্ভেদ * সহ বৃদ্ধ মনোরথ,
অদ্য সেই মনোরথ প্রাপ্ত সিদ্ধিপথ,

---

* এতদ্দ্বারা পূর্ব্বকালে বয়স্থা হইবার পরে কন্যাদানের সুনিয়ম ছিল, ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে।

বিলোকিত নহে কিছু পুলকাশ্রুভরে—
কোনমতে ললাটে তিলক-লিপি করে ।।২৪।।

আনন্দের অশ্রুধারা নয়েনেতে ক্ষরে,
উর্ণাময় সূত্র রাণী বাঁধে স্থানান্তরে—
আসিয়া উমার ধাত্রী কৌতুক-অন্তরে,
যথাস্থানে কৌতুক * বান্ধিল তার পরে ।।২৫।।

যথা ফেনপুঞ্জে ক্ষীরোদের তীরে ভাতি,
শরদ সময়ে যথা পূর্ণিমার রাতি,
সেইরূপ উমাদেহে নবপট্টবাস,
মুকুর-ফলকে প্রভা করিল প্রকাশ ।।২৬।।

উপদেশে সুনিপুণ মেনা পুণ্যবতী,
অনুমতি লয়ে তাঁর কল্যাণী পার্ব্বতী,
কুলদেবগণে পূজি করিয়া প্রণতি,
ক্রমে ক্রমে বন্দিলেন যত সব সতী ।।২৭।।

প্রণতা পার্ব্বতী প্রতি কহে সতীচয়,
প্রাপ্ত হও অখণ্ডিত পতির প্রণয়—
স্নিগ্ধজন আশীর্ব্বাদ অতিক্রম করি,
পতি-অর্দ্ধ-অঙ্গ উমা পরে লন হরি ।।২৮।।

আপন বিভব আর ইচ্ছা অনুসার,
যথাবিধি কার্য্য সব করি দুহিতার,
কৃতি আর সভ্য গিরি, বুধগণে লয়ে,
রহিলেন বৃষধ্বজ-উদয় আশয়ে ।।২৯।।

সেইকালে অনরূপ কৈলাস সমাজ,
হইতেছে বিবাহ-বিহিত-বর-সাজ,
সমাদরে মাতৃগণ † নানা আভরণ,
পুরসাত্ত পুরোভাগে করেন স্থাপন ।।৩০।।

মাতৃগণ-গৌরবার্থ কৈলাস-ঈশ্বর,
পরশিলা মাত্র সেই ভূষণনিকর,
আত্মবেশে রহিলেন, অথচ সে বেশ,
অন্যভাবে লোক প্রতি দেখান মহেশ ।।৩১।।

ভস্ম—ভাগবত—হলো সিত অঙ্গরাগ,
কপাল কিরীটরূপে শোভা শিরোভাগ,
রোচনা অঙ্কিত পটিযুক্ত পট্টবাস,
গজাজিন সেই শোভা করিল প্রকাশ ।।৩২।।

ললাটের মধ্যভাগে লোল বিলোচন,
বিমল পিঙ্গল তারা তাহাতে শোভন—
যথাস্থানে হরিতালে যেন সুরঞ্জিত—
হইয়াছে বিবাহের তিলক লাঞ্ছিত ।।৩৩।।

অঙ্গে অঙ্গে বলয়িত ভুজঙ্গ-নিচয়,
মণিময় আভরণ-শোভা প্রকাশয়—
কেবল করিল নিজ বপু ভিন্নাকার,
স্বভাবতঃ ফণাচয় মণির আধার ।।৩৪।।

হরশিরে বালশশি-শোভা চমৎকার,
স্বল্প হেতু দৃষ্টি নহে কলঙ্ক তাহার,
দিবসেও হয় যাহে দীপ্তি নিঃসরণ,
হেন চূড়ামণি সত্ত্বে অন্যে প্রয়োজন ।।৩৫।।

যিনি মাত্র সমুদয় অদ্ভুত-প্রভব,
যাঁহার প্রভাবে শ্রেষ্ঠ বেশের উদ্ভব,
আরসি আনি ধরিলেক অনুচরগণ,
তাহে তিনি নিজ রূপ করেন ঈক্ষণ ।।৩৬।।

ভক্তিভরে করে বৃষ সঙ্কুচিত কায়—
পরিসর পৃষ্ঠ ব্যাঘ্র-চর্ম্মাবৃত তায়—
নন্দিকরে ভর রাখি বৃষভ-বাহন,
কৈলাস-আরোহি যেন করেন গমন ।।৩৭।।

বাহনের গতি-ভঙ্গে কম্পিত কুণ্ডলে,
শিবের পশ্চাতে যাম মাতৃকা সকলে,—
লোহিত পরাগ মুখ ময়ূখমণ্ডল,
আকাশে ফুটিল কিবা অমল কমল ।।৩৮।।

পুরোভাগে মাতৃগণ-কনক-বরণ,
যেন আগে আগে শোভে ক্ষণপ্রভাগণ—
বলাকা-বলিত নবনীল কাদম্বিনী,
তাহাদের পাছে যান কালী কপালিনী ।।৩৯।।

মহেশের আগে ভাগে চলে ভূতগণ,
বাজাইয়ে সুমঙ্গল বিবিধ বাজন,—

* বিবাহ-সূত্র।

† "ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী চৈন্দ্রী, রৌদ্রী বারাহিকী তথা। কৌবেরী চৈব কৌমারী, মাতরঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ।"

মতান্তরে ইহাদিগের সংখ্যা অষ্টবিধ, যথা,—ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, ঐন্দ্রী বারাহী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, কৌবেরী অথবা চামুণ্ডা এবং চর্চিচকা।

রথোপরে উঠি বাদ্য দেবদলে কয়,
সদাশিব-সেবনের এই ত সময় ।।৪০।।

বিশ্বকারু-বিরচিত নব আতপত্র,
সূর্য্য আসি শিব-শিরে ধরে সেই ছত্র,
ঝুলিছে ঝালর তায় ঝলমল ছবি,
হর-উত্তমাঙ্গে যথা পতিত জাহ্নবী ।।৪১।।

মূর্ত্তিমতী জাহ্নবী যমুনা দুই জনে,
আশুতোষে তুষিছেন চামর-ব্যজনে,
যদিও নাহিক আর রূপ জলময়,
মরাল-আবলী দেয় যথা পরিচয় ।।৪২।।

সাক্ষাৎ বিরিঞ্চি আর শ্রীবৎস লাঞ্ছন,
আসি তথা করিলেন বিজয়-বচন---
হুতাশনে তেজ যথা বৃদ্ধি করে হবি,
মহিমা বাড়ান তাঁর কৃষ্ণ আর কবি ।।৪৩।।

তিন ভাগে বিভাজিত একই আকার,
গুরু লঘু ইথে কিবা সম্বন্ধ বিচার?
কভু হর, কভু হরি, কভু কমলজ,
পরস্পর তিন জন অনুজ অগ্রজ ।।৪৪।।

আড়ম্বর পরিহরি ইন্দ্রে আগে লয়ে,
ধরিয়ে বিনীত বেশ লোকপালচয়ে,
নন্দীরে ইঙ্গিতে কহে স্ব স্ব অভিমত,
প্রদর্শিত পরে সবে প্রাঞ্জলি প্রণত ।।৪৫।।

বিধি সম্ভাষিলা শিব শির-সঞ্চালনে,
বাক্য-যোগে সম্ভাষণ সরোজাক্ষ সনে,
মৃদুহাস্য-যোগে শচীনাথে সম্ভাষণ,
অপর দেবতা প্রতি করি বিলোকন ।।৪৬।।

পুরোভাগে সপ্তঋষি আসি তার পরে,
জয়শব্দে আশীর্ব্বাদ করিলেন হরে,
মৃদু হাসি কন শিব "এ বিবাহযাগে,
তোমাদের বরণ করেছি আমি আগে ।।" ৪৭।।

অগ্রে লয়ে বিশ্বাবসু প্রবীণ বীণায়,
ত্রিপুর-বিজয়-গীত গন্ধর্ব্বরা গায়,
স্বান্ত যাঁর ভ্রান্ত নয় তমোগুণভরে,
চলিলেন চন্দ্রচূড় নগেন্দ্র-নগরে ।।৪৮।।

চারুগতি বৃষবর অম্বর-উপরে,
কনক-কিঙ্কিণী রিণি ঝিনি রব করে,
ঘন ঘন নাড়ে শৃঙ্গ ওতপ্রোত ঘনে,
যেন পঙ্ক লাগিয়াছে আড়ুলী-খননে ।।৪৯।।

পর্ব্বতেশ-প্রপালিত প্রাপ্য নহে পরে,
হেন পুরী বৃষভ পাইল ক্ষণপরে,
কেবা হেমসত্র হর-কটাক্ষ-পতন,
তাহাতে পড়িল গাঁথা গিরি-নিকেতন ।।৫০।।

তার উপকণ্ঠে, ঘন নীলকণ্ঠধরে,
পুরবাসিগণ দেখে উৎসুক অন্তরে,
স্বশর-চিহ্নিত শূন্যরথ পরিপরি,
নামিলেন ভবদেব ভূমির উপরি ।।৫১।।

হর-আগমনে মনে হরষিত হয়ে,
অগ্রসর গিরিবর বন্ধুগণ লয়ে,
করিযূথে আরোহিত সবে ঋদ্ধিমান্,
কুসুমিত তরুময় কটক * সমান ।।৫২।।

দেবদল আর যত গিরীন্দ্র-বান্ধব,
পুর † প্রবেশিছে দূরে প্রচারিয়ে রব,
উদ্‌ঘাটিত দ্বারে দুই দলের মিলন---
সেতু ভঙ্গে দুই পয়ঃপ্রবাহ যেমন ।।৫৩।।

ত্রিলোকের পূজ্য শিব করেন প্রণাম,
লজ্জিত হইল তাহে গিরি গুণগ্রাম,
না জানিল তার পূর্ব্বে স্বীয় শিরোদেশ,
মহেশ-মহিমা অগে প্রণত বিশেষ ।।৫৪।।

* পর্ব্বতের পার্শ্বে প্রসারিত ভৃগু বা নিতম্ব।

† এই শ্লোক হইতে ৭০ শ্লোক পর্য্যন্ত পুরী অর্থাৎ নগর এবং তৎপর অট্টালিকা বর্ণিত হইয়াছে। মুসলমানদিগের স্থানে যে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা আধুনিক নিয়মে নগর এবং প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করিতে শিক্ষা করেন নাই, এতদ্দ্বারা ইহার প্রমাণ হইতেছে। কেহ কেহ কহেন, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে বাটী বিভক্ত করিতে জানিতেন না, মুসলমানদিগের নিকটে ইহা শিক্ষা করেন, এ কথা অমূলক।

প্রীতিভরে প্রফুল্লিত বদনমণ্ডল,
জামাতার আগে আগে চলে হিমাচল,
পণ্য-বীথিকার পথে আগুল্‌ফ-প্রমাণ,
পুষ্প বরিষয়ে পুরে প্রবেশে ধীমান্ ॥৫৫॥

সেইক্ষণে পুরাঙ্গনা যত মদালসা—
হর-দরশনে মনে ললিত লালসা,
পরিহরি অন্য কার্য্য-চেষ্টা সমুদয়,
প্রাসাদে প্রাসাদে গিয়ে হইল উদয় ॥৫৬॥

জালনায় * দ্রুতপদে গমনে চঞ্চলা,
বিমুক্ত-বন্ধন মালা, বিযুক্ত-কুন্তলা—
বাঁধিতে বিনোদ বেণী নাহি অবকাশ,—
কোন ধনী ধায় করে ধরি কেশপাশ ॥৫৭॥

প্রসাধিকা কারো পদে আল্‌তা পরায়,
রঞ্জন না হ'তে শেষ টেনে নিয়ে তায়,
মন্দগতি ত্যাজ বেগে বাতায়নে চলে,
দুই পদ দ্রব্য-রাগে দাগে গৃহতলে ॥৫৮॥

অপরা দক্ষিণনেত্রে রঞ্জিয়ে অঞ্জন,
সে রাগে বঞ্চিত করি বাম বিলোচন,
রঞ্জনের তুলী করে করিয়া ধারণ,
বাতায়ন-সন্নিধানে করিল গমন ॥৫৯॥

জালান্তরে অন্যা করে কটাক্ষ-চালনা,
চঞ্চল-গমন-ভরে চলিতে চেলনা,
নীবি-স্থানে করে ধরি রাখিতেছে বাস,
নাভিমধ্যে কঙ্কণের প্রতিভা-প্রকাশ ॥৬০॥

অর্দ্ধ গাঁথা না হইতে রতন-রসনা,
উঠিয়ে ধাইল ছুটে কোন বরাননা—
পায় পায় মণিমুক্তা যেতেছে পড়িয়ে—
রহিল গাঁথন-সূতা অঙ্গুষ্ঠে জড়িয়ে ॥৬১॥

সীধুগন্ধ-সুরভিত সে মুখনিকর,
ঘন কৌতূহলযুক্ত নয়ন-ভ্রমর,
বাতায়ন-আয়তনে স্থান নাহি আর,
হইল সহস্রদল-কমল-আধার ॥৬২॥

হেনকালে রাজপথ-প্রাপ্ত ত্রিলোচন,
পুঞ্জ পুঞ্জ পতাকায় ভূষিত তোরণ,
দিবাদীপ্ত চূড়াচয়, প্রাসাদ উপরে,
আরো দীপ্ত হলো হরশির-শশি-করে ॥৬৩॥

অন্য বস্তু জ্ঞান-বিরহিত বামাগণে,
সেই মাত্র রূপ পান করিছে নয়নে,
সকল ইন্দ্রিয় যেন একত্র হইয়ে,
প্রবেশিল তাহাদের নয়নেতে গিয়ে ॥৬৪॥

কহে, "ধন্য ধন্য কোমলাঙ্গী অপর্ণারে,
স্থান বুঝি রত ঘোর তপস্যা-আচারে,
যে হরের দাসী হলে সার্থক জীবন,
সে হরের অঙ্কে হবে ইহার শয়ন ॥৬৫॥

স্পৃহণীয় এই দুই রূপের আকর,
যদি না করিত বিধি যুক্ত পরস্পর,
তবে এ উভয় রূপ-বিধান কারণ,
বিফল হইত সব বিধির যতন ॥৬৬॥

কে বলে হরের কোপে দহিল মদন ?
এ আকারে কোপোদয় না হয় কখন,—
রূপ নিরখিয়ে লজ্জাবশে ফুলশর,
আপনা আপনি ত্যজিয়াছে কলেবর ॥৬৭॥

শুনি লো স্বজনি আজি এ কি ভাগ্যোদয়,
মহীধর-মনোরথ সিদ্ধ সমুদয়,
কতই উন্নতি শিরে ধরণী ধরিয়া,
উন্নতির শেষ হবে জামাই করিয়া ॥" ৬৮॥

এইরূপ গিরি-পুরাঙ্গনাগণ-মুখে,
শ্রুতি-সুখকরী কথা শুনি শিব সুখে,
কেয়ূর-চূর্ণিত লাজে সমাকীর্ণ দেশ,
হিমালয়-নিলয়েতে করিলা প্রবেশ ॥৬৯॥

শারদ-নীরদশুভ্র বৃষ পরিহরি,
হরি-কর ধরি অবতীর্ণ যেন হরি *
অগ্রে প্রবেশিলে পরে সরোজ-আসন,
প্রকোষ্ঠে-প্রকোষ্ঠে যান দেব-ত্রিলোচন ॥৭০॥

---

* জালশব্দে জান্‌লাকে বুঝায়, অন্তঃপুরের জান্‌লা পূর্ব্বকালে কি ইয়োরোপে কি আসিয়াখণ্ডের সভ্য জাতিদিগের মধ্যে ধাতুকাষ্ঠ, প্রস্তর অথবা ইষ্টক-বিরচিত জালদ্বারা আবৃত হইত, এই জন্যই জাল-শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। জানলা শব্দ বোধ হয়, জালশব্দের অপভ্রংশ।

* সূর্য্য।

পরে ইন্দ্রে আগে লয়ে দেবতাসকল,
সপ্তঋষি-পূর্ব্ব যান মহামুনিদল,
তার পরে শিবগণ গিরি-গৃহে গত,
শুভকর্ম্ম-পরে পরমার্থ পুঞ্জ-মত ॥৭১॥

যথাবিধি মহেশ করিলে অধিষ্ঠান,
রত্নযুক্ত অর্ঘ্য গিরি করেন প্রদান,
মধুপর্ক আর নব দুকুল বসন,
মন্ত্রপূত পরে হর করেন গ্রহণ ॥৭২॥

চেলি পরাইয়ে পুরচারী সুবিনীত,
বধূ-সন্নিধানে বরে করিল বিনীত,
স্ফুট-ফেনরাজিযুক্ত সমুদ্র সমান,
নব শশি-করে গত বেলা-সন্নিধান ॥ ৭৩ ॥

সমুজ্জ্বল কান্তিযুত উমাচন্দ্রানন,
প্রফুল্ল করিল হর-কুমুদবয়ন,---
নিরমল জল প্রায় প্রসন্ন হৃদয়,
উমা-আবির্ভাবে যেন শরদ উদয় ॥৭৪ ॥

পরস্পর দরশনে সুকাতর চিত,
বাসনা প্রবল কিন্তু চপল চকিত,
ক্ষণে স্থির হয় ক্ষণে রহিতে না পারি,
লজ্জাভয়ে অমনি মুদিত চক্ষু চারি ॥ ৭৫ ॥

হর-ডরে স্মর আর প্রকাশিতে নারে,
উমার শরীরে রহে প্রচ্ছন্ন আকারে,
আরক্ত অঙ্গুলে তার অঙ্কুর সঞ্চরে,
গিরিদত্ত কর হর ধরেন স্বকরে ॥ ৭৬ ॥

উমাদেহে রোমাবলী শিহরিল রসে,
শিবের অঙ্গুলী স্বিন্ন সে সুখ-পরশে,---
অতনুর আবির্ভাব সমান বিভাগে,
বধূ আর বরে বিভাজিত অনুরাগে ॥ ৭৭ ॥

অন্য বর বধূগণ বিবাহ সময়,
যাহারে উদয়েতে শোভার উদয়,
সেই শিব শিবা বর বধূ বেশধারী,
হেন শোভা মনোলোভা বর্ণিতে কি পারি ॥৭৮॥

পজ্বলিত হুতাশন সমুন্নত জ্বালে---
কিবা বিভা বর-বধূ প্রদক্ষিণ কালে---
দিবা-বিভাবরী যেন সংমিলিত কায়,
সুমেরু বেষ্টনা করি ঘুরে ঘুরে যায় ॥ ৭৯ ॥

নিমীলিত আঁখি পরশন সুখভরে,
তিনবার পতিপত্নী প্রদক্ষিণ পরে,
পুরোহিত-স্থিত উমা জ্বলিত জ্বলনে,
লাজাঞ্জলি বিমোচন করেন সেক্ষণে ॥ ৮০ ॥

গুরু-উপদেশে গৌরী গন্ধে বিমোহন,
লাজাঞ্জলি ধূম মুখে করেন গ্রহণ---
শিখা বিসর্পিয়ে তাঁর কপোলফলকে,
কর্ণ-ইন্দীবর শোভা অর্পিল পলকে ॥ ৮১ ॥

বিবাহ-বিহিত সেই ধূম-সমাকুলে,
যবাঙ্কুর কর্ণপূর ম্লান শ্রুতিমূলে,
আঁখি হ'তে বিগলিত দলিত অঞ্জন,
অরুণ আস্বিন্ন গণ্ড করিল রঞ্জন ॥ ৮২ ॥

পুরোহিত কন, "কন্যা কর গো শ্রবণ,
তব বিবাহের সাক্ষী এই হুতাশন,
অতএব ভর্ত্তা সহ না করি বিচার,
করিবে গো যথাবৎ ধর্ম্মের আচার ॥" ৮৩ ॥

অপাঙ্গ-সমীপবর্ত্তী শ্রবণে ভবানী,
গ্রহণ করেন সেই পুরোধার বাণী---
নিদাঘের তাপে তপ্তা যথা বসুন্ধরা,
প্রথম পয়োদ-জলে স্নিগ্ধ কলেবরা ॥ ৮৪ ॥

নিত্য পতি নীলকণ্ঠ প্রিয়দরশন,
কহিলেন "ধ্রুবতারা কর বিলোকন"---
মুখ তুলে লজ্জাভরে ক্ষীণস্বরে তারা,
কোনমতে কহিলেন, "দেখিলাম" তারা ॥৮৫॥

বিধি-বিজ্ঞ পুরোহিত বিধি সমাশ্রিয়া,
সমাপ্ত করিলে পরে পরিণয়-ক্রিয়া,
প্রজাপুঞ্জ-মাতাপিতা উমা-উমাপতি,
পদ্মাসনস্থিত পিতামহে করে নতি ॥ ৮৬ ॥

বধূ-প্রতি আশীর্ব্বাদ করেন বিধাতা,
"হও মা কল্যাণি, বীর সন্তানের মাতা,"
যদিও বিধাতা হন বাক্যের ঈশ্বর,
হর-আশীর্ব্বাদে তাঁর না সরিল স্বর ॥ ৮৭ ॥

অনন্তর বধূ-বর বসি সিংসাহনে---
ইচছনীয় লোকাচার-পালন কারণ---
কুসুম-খচিত চতুরস্র বেদী-পরে,
রোপণ করেন দ্রব্য যব লয়ে করে ॥ ৮৮ ॥

আয়ত মৃণালদণ্ড দল-অন্তরালে,
সুশোভিত নিকর শীকর মুক্তামালে,
হেন শতপত্র আতপত্র করে করি,
কমলা ধরিলা বর-বধূ শিরোপরি ॥ ৮৯ ॥

সংস্কৃত পূত বরে সংস্কৃত বাণী,
বিধিমতে বিনাইয়া তুষিছেন বাণী,
বধূর মধুর ভাবে মধুরসাশ্রিত,
প্রকৃতি-সুলভ কথা কহেন প্রাকৃত ॥ ৯০ ॥

বিকসিত বৃত্তিচয় চারু অঙ্গ-ভঙ্গে,
রসান্তরে রাগান্তর বাঁধিয়ে সুরঙ্গে,
অপ্সরে দেখায় আদ্য লীলার চটক,
দেখেন দম্পতি দিব্য নাটিকা নাটক ॥ ৯১ ॥

তার পরে পবিণীতা শিব-পদতলে,
কিরীটে বাঁধিয়ে বস্ত্র পড়ে দেবদলে,
কহে, "প্রভো। পুন তনু লভিলা মদন,
শাপ অবসান সেবা করুন গ্রহণ ॥" ৯২ ॥

রোষান্তে প্রশান্ত শান্ত হইলেন ভব,
মনোভব-শরক্রিয়া কৃত-অনুভব---
যে জন যথার্থ হয় কার্য্যেতে কুশল,
কাল বুঝে প্রভুরে জানায়ে লভে ফল ॥ ৯৩ ॥

বিবিধ বিবুধগণ,
পরিহরি ত্রিলোচন,
কহিলেন করে ধরি গিরি-তনুজারে,
কনক-কলস চিত,
কুলহারে বিখচিত,
ক্ষিতি বিরচিত শয্যা কৌতুক-আগারে ॥ ৯৪ ॥

নব-পরিণয়-সজ্জা
ভূষণে সুন্দর সজ্জা,
হর আকর্ষণে মুখ ফিরান পার্ব্বতী।
শয়ন-সখীরে তথা
কথঞ্চিৎ কন কথা,
প্রমথের মুখ-ভঙ্গে গূঢ় হাস্যবতী ॥ ৯৫ ॥

ইতি উমা-পরিণয় নাম সপ্তম সর্গ

পরিশিষ্ট

সন্ধ্যাবর্ণন

* * * *

মলয়-শেখরে কভু, বিহার করেন পভ,
যেখানেতে চন্দনের বন,
লবঙ্গ কেশর সহ, কাঁপাইয়ে গন্ধবহ,
রতিখেদ করয়ে হরণ ॥ ২৫ ॥

কনক-কমল-ঘায়, পীড়িত পার্ব্বতী-কায়,
করজলে বিম্বিত লোচন,
নামিলে নদীর জলে, কটি ঘেরি মীনদলে,
করে পুন মেখলারচন ॥ ২৬ ॥

সুরবধূ স্পৃহাযুক্ত, সমীক্ষণ পরিভুক্ত,
নন্দনকাননে পঞ্চানন,
শচীর অলকোচিত পারিজাতে বিখচিত,
উমারে করেন অনুক্ষণ ॥ ২৭ ॥

স্বর্গ আর ধরাভূত, দুই সুখ অনুভত,
করি শিব প্রেয়সীর সনে,
দিনকর খর-কর, আলোহিত হ'লে পর,
যান গন্ধমাদন-কাননে ॥ ২৮ ॥

পার্ব্বতীর সব্যকর, বাম করে ধরি হর,
বসি হেমময় শিলাতলে,
প্রদোষেতে স্নিগ্ধতর, নিরখিয়ে প্রভাকর,
বনিতারে কন সেই স্থলে ॥ ২৯ ॥

"আরক্ত অপাঙ্গ ধর, তব নেত্রে দিনকর,
পদ্মকান্তি করিয়ে স্থাপন,
দিবসে সংহার করে, ধাতা যথা যুগান্তরে,
জগতের করেন হরণ ॥ ৩০ ॥

অস্তমিত দিনকর, করে শোভে মনোহর,
তব পিতৃ-পর্ব্বত-নির্ঝর।
ইন্দ্রধনু শোভাচয়, করিয়াছে পরাজয়,
অই দেখ শীকরনিকর ॥ ৩১ ॥

চক্রবাক্ চক্রবাকী, মুখেতে মৃণাল-বাকী,
গ্রীবাভঙ্গ প্রিয়-অভিমুখে,
সরোবরে ধীরে ধীরে, ক্রমে গেল দূর নীরে,
বিরহে বিলাপ করে দুঃখে ॥ ৩২ ॥

শল্লকীতরুর ক্ষীর, গন্ধে সুবাসিত নীর,
তাহে অলিবদ্ধ সরোরুহ,
সারা দিবসের পরে, সেই নীর পান তরে,
চলিয়াছে মাতঙ্গসমূহ ॥ ৩৩ ॥

অই দেখ প্রাণপ্রিয়ে, পশ্চিম দিগন্তে গিয়ে,
অস্তগত ভানু মহোদয়,
দীর্ঘ প্রতিবিম্বচ্ছলে, কেমন সরসীজলে,
রচিতেছে সেতু স্বর্ণময় ॥ ৩৪ ॥

দীঘল দশনধর, অরণ্য বরাহবর,
দন্তে ভাঙ্গি বিস-কিশলয়,
প্রগাঢ় পঙ্কেতে যত, তাপ করি অপগত,
উঠিতেছে ত্যজি হ্রদচয় ॥ ৩৫ ॥

হের অই তরুপর, স্বর্ণ-বর্ণ পুচ্ছধর,
বসিয়াছে শিখী রূপরাশি,
দিবা অবসানকালে, দিনকর-করজালে,
সেই কি ফেলিল সব গ্রাসি ? ৩৬ ॥

ভানুর কিরণ জল, পরিগতে নভঃস্থল,
কিছু শুষ্ক সরসীর প্রায়,
পর্ব্বদিকে তমোরাশি, ক্রমে সঞ্চারিল আসি,
যেন পঙ্ক সম দেখা যায় ॥ ৩৭ ॥

উটজ-অঙ্গনে চলি, যেতেছে কুরঙ্গাবলী,
তরুপুঞ্জ-মূল সিক্ত জলে,
আগে যজ্ঞধেনুগণ, প্রজ্বলিত হুতাশন,
কিবা শোভা আশ্রমসকলে ॥ ৩৮ ॥

বিহরিছে সরসিজ, বদ্ধ করি কোষ নিজ,
ক্ষণদার আগমন-ক্ষণে,
তথাপি'ও কিছু স্থান, ভ্রমরে করিতে দান,
রাখিতেছে প্রীতিফুল্ল মনে ॥ ৩৯ ॥

ক্রমে হয় ক্ষীণছবি, আলোহিত তাহে রবি,
প্রতীচীর কি শোভা সে কালে,
যেন কোন নববালা, চারু বান্ধুলীর মালা,
সকেশর পরিয়াছে ভালে ॥ ৪০ ॥

হৃদয়-সঙ্গত তানে, মিলাইয়ে গানগানে,
সহস্রেক বন্দনার সনে,
কিরণোষ্ণপাসি * গণ, করিছেন সংস্তবন,
অগ্নিগত † ভানুর কিরণে ॥ ৪১ ॥

আনত কন্ধরবর, যুগে নমিত কেশর,
চামরেতে বিঘ্নিত নয়ন,
হেন হয়চয় সহ, সমুদ্রে ডুবায়ে অহ,
অস্তমিত হইল তপন ॥ ৪২ ॥

তাঁর তেজ হ'লে লুপ্ত, আকাশ যেমন সুপ্ত,
মহৎ তেজের গতি এই---
যবে থাকে দীপ্তিমান্, করে তবে দীপ্তিমান্,
ক্ষয়ে করে ক্ষয়ের সঙ্গতি ॥ ৪৩ ॥

দিবসপতির গতি, অনুগতা সন্ধ্যা সতী,
অস্তাচলে সমর্পিয়ে অঙ্গ,
পূর্ব্বে পূর্ব্বাচলে তাঁর, স্থানে প্রাপ্ত পুরস্কার,
আপদে'ও না ছাড়িল সঙ্গ ॥ ৪৪ ॥

রক্ত পীত কৃষ্ণ রাগে, অই দেখ পুরোভাগে,
কত শত নীরদনিকর,
তাহে যেন সন্ধ্যা সতী, নানাবিধ বর্ণবতী,
তুলিকায় চিত্রকলেবর ॥ ৪৫ ॥

দেখ প্রিয়ে। সন্ধ্যাতেজে, অচল সমান তেজে,
ভাতি ভাতি কি শোভা সে পায়,---
কোথা সিংহজটা সম, কোথা ধাতু-শৈলোপম,
মুঞ্জরিত বিটপী কোথায় ॥ ৪৬ ॥

পদ অগ্রে রাখি ভর, পবনাম্বুদান-পর,
বিধিবিজ্ঞ তপোধনগণ,
লোকালয় অভ্যন্তরে, জপিছেন ভক্তিভরে,
ব্রহ্মমন্ত্র সিদ্ধির কারণ ॥ ৪৭

এই হেতু মম প্রতি, দেহ প্রিয়ে অনুমতি,
মুহূর্ত্তেক প্রস্তুত কারণে,
বিনোদিনী সখী সব, বিনোদচতুরা তব,
বিনোদিবে তোমারে সেক্ষণে ॥" ৪৮ ॥

তা শুনি শৈলেন্দ্র-সুতা, পতি প্রতি কোপযুতা,
বঙ্কিম করিয়া বিম্বাধর,
সন্নিহিত সহচরী, বিজয়ারে লক্ষ্য করি,
বৃথালাপে হইয়া তৎপর ॥ ৪৯ ॥

সায়াহ্নের সমুচিত, মন্ত্রজপ সুবিহিত,
সমাপন করি ত্রিলোচন,
মানে মৌনী গিরিজার, কাছে আসি পুনর্ব্বার,
মৃদু হাসি কহেন বচন ॥ ৫০ ॥

"অকারণ মানময়ি! পরিহর মান ময়ি,
সন্ধ্যায় বন্দিনু অন্যে নয়,
জান না কি মম মন, সহধর্ম্ম আচরণ,
চক্রবাক্-সমবৃত্তি হয় ॥ ৫১ ॥

পূর্ব্বে ধাতা মহাশয়, নিরমিয়া পিতৃচয়, *
ত্যজিলেন যেই কলেবর,
দুই সন্ধ্যা সেই তনু, পূজনীয় যে সুতনু,
তাই মম ইহাতে আদর ॥ ৫২ ॥

* বালখিল্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ।

† "অগ্নিমাদিত্যঃ সায়ং প্রবিশতী"তি শ্রুতেঃ। সূর্য্য অস্তগত হইলে আপন তেজ অগ্নিতে রাখিয়া যান, সে জন্য অগ্নিতেই সায়ংসন্ধ্যা বন্দনাদি করা যায়।

* তথাহি ভবিষ্যপুরাণে---"পিতামহঃ পিতৃন্ সৃষ্ট্বা মূর্ত্তিং তামুৎসসর্জ্জহ। সা প্রাতঃ সায়মাগত্য সন্ধ্যারূপেণ পূজ্যতে॥" অপিচ, ব্রহ্মা ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি করিয়াছেন। অসুরদিগকে প্রথমে সৃষ্টি করিয়া যে তনুত্যাগ

দেখ অই সন্ধ্যা সতী, তিমিরে কাতরা অতি,
ভূমিলগ্ন সম দেখা যায়,
কিংবা তমালের বন, একতটে সুশোভন,
ধাতু-দ্রব তটিনীর প্রায় ॥ ৫৩ ॥

প্রদোষের অস্তমিত, শেষ তেজে আলোহিত,
প্রতীচীর শোভা চমৎকার।----
যেন রণভূমিভাগে, টেরাভাবে তাগে তাগে
রক্তমাখা খর তরবার ॥ ৫৪ ॥

করিয়াছিলেন, তাহাই রাত্রি, যে হেতু সেই তনু অন্ধকারের মল সূত্র। দেবগণের সৃষ্টির পরে যে মূর্ত্তি ত্যাগ করেন, তাহাই দিবা। অপর পিতৃদিগকে সৃষ্টি করিয়া যে শরীর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাই সায়ংসন্ধ্যা এবং মানব-সৃষ্টির পরে যে কলেবর ত্যজিয়াছিলেন, তাহাই প্রাতঃসন্ধ্যা। বিষ্ণুপুরাণ পঞ্চমাধ্যায়। অপরন্তু ভাগবত পুরাণের তৃতীয়াধ্যায়ে সায়ংসন্ধ্যার এইরূপ মনোহর মূর্ত্তি বর্ণিত আছে,---

"তাং কৃণচ্চরণাম্ভোজাং মদবিহ্বললোচনাম্।
কাঞ্চীকলাপরিলসদ্দ কূলাচ্ছন্নরোধসম্ ॥
অন্যোন্যাশ্লেষয়োত্তুঙ্গনিরন্তরপয়োধরাম্।
সুনাসাং সুদ্বিজাং স্নিগ্ধহাসলীলাবলোকনাম্ ॥
গূহন্তীং ব্রীড়য়াত্মানং নীলালকবরূথিনীম্ ॥
অস্যার্থ :---

চরণরাজীব রাজে, মধুর মঞ্জীর বাজে,
মদভরে বিহ্বল লোচনা।
সুচিকণ চীন-শাটী, কটিতটে পরিপাটী,
স্বর্ণচন্দ্রহারে সুশোভনা ॥
আলিঙ্গিত পরস্পর, কিবা দুই পয়োধর,
সমুন্নত বিহীন অন্তর।
চারু নাসা সুদশনা, মৃদুহাস্যে বরাননা,
উল্লসিত কটাক্ষ সুন্দর ॥
কি শোভা ললাট-পাশে, চাঁচর চিকুরপাশে,
সুনিবিড় নীল নিভাধর।
সুবদনা লজ্জাভরে, অঞ্চল লইয়া করে,
ঝাঁপিতেছে মুখসুধাকর ॥

দিবা আর যামিনীর, সন্ধিজাত যে মিহির,
নিওড়িলে সুমেরু-শিখরে।
দেখ হে বিশালনেত্রে। অন্ধতমঃ কর্ম্মক্ষেত্রে,
অনর্গল বিজৃম্ভণ করে ॥ ৫৫ ॥

কোথাও না দৃষ্টি চলে, কি ঊর্দ্ধ্বে কি অধঃস্থলে,
কিবা পার্শ্বে কিবা আগে পাছে।
যেন গর্ভবাস-দৃশা, তিমিরে আচ্ছন্ন নিশা,
একেবারে বিশ্ব বেড়িয়াছে ॥ ৫৬ ॥

কি বিমল কি সমল, কি অচল কি সচল,
কি বঙ্কিম কি সরল প্রতি।
হৃতান্তর অন্ধকার, বরে ভাব একাকার,---
ধিক্ ধিক্ দুষ্টের উন্নতি ॥ ৫৭ ॥

সিত সরোরুহাননি! প্রকাশিল নিশামণি,
হরিবারে নিশার তিমির,
দিগঙ্গনা মুখে তার, আবরিত প্রতিভায়,
কেতকী-পরাগ সুরুচির ॥ ৫৮ ॥

মন্দরের অন্তরালে, থাকি শশী তারাজালে,
বিভূষিতা নিশার নেহারে।
তোমারে সঙ্গিনী ধেরি, রহিলে যেরূপ হেরি,
পাছে থেকে কথা শুনিবারে ॥ ৫৯ ॥

পূর্ব্ব দিগঙ্গনা প্রিয়ে। প্রথমেতে মুচকিয়ে,
মুখচন্দ্রিকায় হাসি হাসি,
সারাদিন রুদ্ধগতি, চন্দ্রমারে এই সতী,
নিশাদেশে দিতেছে প্রকাশি ॥ ৬০ ॥

পক্ব প্রিয়ঙ্গুর প্রায়, প্রকাশিত প্রতিজ্ঞায়,
নভস্থল আর সরোবরে।
বিম্বযোগে সুধাকর, দূর হেতু সুকাতর,
রথাঙ্গদম্পতিভাব ধরে ॥ ৬১ ॥

নখরাগ্রে নিশাকর, কাটিয়া আপন কর,
যেন সুকুমার যবাঙ্কুর।
অই দেখ নবোদয়ে, তোমার শ্রবণদ্বয়ে,
রচিয়া দিতেছে কর্ণপূর ॥ ৬২ ॥

তিমির চিকুরে শশী, করাঙ্গুলে ধরি কসি,
চুম্বিতেছে বিভাবরীমুখে।
মুগ্ধ হয়ে সেই রসে, আঁখিরূপে তামরসে,
যামিনী মুদিছে মনস্সুখে ॥ ৬৩ ॥

নিবিড় তিমির নব, ইন্দুকরে ভগ্ন সব,
তাহে কিবা শোভে নভঃস্থল---
মানস-সরসী জলে, নামি যেন হস্তিদলে,
স্বচ্ছবারি করিল সমল॥ ৬৪॥

অই দেখ কৃশোদরি! রক্তভাব পরিহরি,
চন্দ্র ধরে বিশুদ্ধ মণ্ডল,
বয়সের দোষাধীন, বিকার কি চিরদিন,
থাকে যার স্বভাব নির্ম্মল॥ ৬৫॥

উপরেতে শশিকর, অবস্থিত হ'লে পর,
নিম্নগামী হলো নিশা তম।
বেধসের সন্নিধানে, গুণ দোষ যথাস্থানে,
গত হয় নিজ আত্মসম॥ ৬৬॥

চন্দ্রকান্ত মণিচয়, চন্দ্রকরে দ্রব হয়,
অসময়ে গিরি সেই জলে।
শিখিগণে জাগাইল, যাহারা ঘুমায়ে ছিল,
সানুস্থিত বিটপীর দলে॥ ৬৭॥

নিরুপম হে সুন্দরি! দেখ কল্পবৃক্ষোপরি,
প্রস্ফুরিত হয়ে সুধাকর।
যেন কর দ্বারা তার, গণনা করিতে হার,
কুতূহলে হইল তৎপর॥ ৬৮॥

সুবন্ধুর কলেবর, ধরে এই গিরিবর,
দিতেছে তাহাতে কত রঙ্গ---
সমিতির চন্দ্রকর, যেরূপ বিভূতিধর,
বিচিত্রিত মাতাল মাতঙ্গ॥ ৬৯॥

ঘোরতর তৃষ্ণাভরে, কুমুদিনী পান করে,
চন্দ্রপ্রভা রস অতিশয়।
সহিতে না পারি আর, ফাটিল উদর তার,
গুঞ্জে তাহে ভ্রমরনিচয়॥ ৭০॥

দেখ দেখ মানময়ি, কল্পতরুপরে অই,
চন্দ্রিকার কিরূপ সংশয়?
যেন সমীরণ বয়, তাহাতে চঞ্চল হয়,
সুচিকণ বসননিচয়॥ ৭১॥

পতিত কুসুমাকার, শশিকর সুকুমার,
পত্র ভেদি দিতেছে ঝলক।
অঙ্গুলি উঠায়ে প্রিয়ে, তরু যেন বিনাইয়ে,
দিতেছে হে তোমার অলক॥ ৭২॥

দেখ প্রিয়ে অই তারা, নববধূ সম যারা,
নব সঙ্গমেতে ভীতা অতি।
প্রকম্পিত কলেবরা, চঞ্চল মণ্ডলধারা,
যায় যথা বর দ্বিজপতি॥ ৭৩॥

ধরি জ্যোৎস্না প্রতিমূর্ত্তি, তব গণ্ড পায় স্ফূর্ত্তি,
পাকা শর আভা আকর্ষণে।
দেখ দেখ তদুপর, আরোহিল চন্দ্রকর,
অহে চন্দ্র নিহিত নয়নে।॥ ৭৪॥

রক্ত সন্ধ্যাকান্ত মণি, পাত্রে দেখ সুবদনি,
কল্পতরু মধু পরকাশে।
গন্ধমাদনের বন, বাসিনী দেবতাগণ,
আসিয়াছে তোমার সকাশে॥ ৭৫॥

কেশর কুসুম দ্রব্য, সুরভিত মুখ তব,
স্বভাবতঃ আরক্ত নয়ন।
তাহাতে পাইয়ে স্থান, কত গুণ বৃদ্ধিমান,
করিবে হে মদিরা এখন?

* * * *

সমাপ্ত

নীতি কুসুমাঞ্জলি

(এই শিরোনামযুক্ত প্রবন্ধে পুরাতন নীতিজ্ঞ কবিকুল-রচিত কবিতাকলাপ অনুবাদিত হইবে। কোন গ্রন্থবিশেষ পর্য্যায়ানুক্রমে অনুবাদিত হইবে না--শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণেতিহাস, কাব্য প্রভৃতিতে যে মনোজ্ঞ হিত-কথা নয়নপথে পতিত হইবে, তখন তাহারই মর্ম্মানুবাদ সঙ্কলন করা অভিপ্রায় মাত্র।)

প্রথম অঞ্জলি

১

ভয়াবহ ভবতরু বটে বিষময়।
কিন্তু তাহে আছে সুধাসম ফলদ্বয়॥
তার এক কাব্যামৃত-রস-আস্বাদন।
অন্যতর সদালাপ সহিত সজ্জন॥

২

দ্রুমালয় ভক্ষ্য ফল দল, পেয় জল।
তৃণনিচয়েতে শয্যা, বসন বল্কল॥
বনে ব্যাঘ্র-গজ সেবা বরং মঙ্গল।
এ ভবে বিভবহীন জীবন বিফল॥

৩

মাণিক কুগ্রহফলে, লুটায় চরণতলে,
কাচ যদি উঠে বা মাথায়।
মাণিক মাণিক রবে, কাচে লোক কাচ কবে,
থাক্ তারা যথায় তথায়॥

৪

কাক কৃষ্ণবর্ণধর, কৃষ্ণবর্ণ পিকবর,
উভয়েই এক বর্ণ ধৃত।
হইলে বসন্তোদয়, জানা যায় পরিচয়,
কেবা কাক কেবা পরভৃত॥

৫

ইতর পাপের ফলভোগের কারণ।
যেইরূপে ইচ্ছা তব কর নিয়োজন॥
কিন্তু অরসিকে যেন কবিত্বে ভজনা।
লিখ না ললাটে ধাতা লিখ না লিখ না॥

৬

ভয়ানক ভাবধর, করিরাজ কুম্ভবর,
ভেদকারী কথা সুনিশ্চয়।
বায়ু চেয়ে বেগগতি, গিরিগুহা-গৃহপতি,
তবু সিংহ পশু বই নয়॥

৭

বায়সের যদি হয়, চঞ্চুটি সুবর্ণময়,
মাণিকে মণ্ডিত পদদ্বয়।
প্রতিপক্ষে গজমতি, প্রকাশে বিমল-জ্যোতি,
তবু কাক রাজহংস নয়॥

৮

কোকিল গর্ব্বিত নহে চূতরস পিয়ে।
ভেক মক্ মক্ করে কর্দ্দম খাইয়ে॥

৯

রোহিত রোহিত-দর্প গভীর পুষ্করে।
একাঙ্গুল জলে পুঁটি ছটফট করে॥

১০

মেঘাগমে স্তব্ধ যত পরভৃতগণ।
ভেক ভায়া যথা বক্তা মৌনই শোভন॥

১১

শিখরেতে থাকে শিখী, গগনে নীরদ।
লক্ষান্তরে দিনকর জলে কোকনদ॥
কুমুদবান্ধব কত লক্ষান্তরে রয়।
যে যাহার বন্ধু হয় কভু দূর নয়॥

১২

মাতা নিন্দাপরায়ণ, পিতা প্রিয়বাদী নন,
সোদর না করে সম্ভাষণ।

ভৃত্যো রাগে কহে কত, পুত্র নহে অনুগত,
কান্তা নাহি দেন আলিঙ্গন ॥
পাছে কিছু চাহে ধন, এই ভয়ে বন্ধুগণ,
কিছুমাত্র কথা নাহি কয়।
ওরে ভাই এ কারণ, কর ধন উপার্জন,
ধনেতেই সব বশ হয় ॥

১৩

ধনেতেই অকুলীন, কুলীন-কুমার।
ধনেতেই পায় লোকে আপদে নিস্তার ॥
ধন চেয়ে এ সংসারে বন্ধু কেহ নয়।
তাই ভাই কর কর ধনের সঞ্চয় ॥

১৪

ব্রহ্মহত্যা করি লোকে, পূজ্যপাদ হয় লোকে,
যদি তার প্রচুরার্থ থাকে।
শশিতুল্য সুকুলীন, যদি হন ধনহীন,
কেবা বল গ্রাহ্য করে তাকে ॥

১৫

অতিশয় চলচিত্ত, চপল যে কিছু বিত্ত,
সুচঞ্চল জীবন যৌবন।
সকলেই চলাচল, যার আছে কীর্ত্তিবল,
তার মাত্র অচল জীবন ॥

১৬

সেই জন সজীবন, সেই জন যশোধন,
সজীব যে জন কীর্ত্তিমান্।
অযশ অকীর্ত্তি যার, জীবন কোথায় তার,
বেঁচে থাকা মৃতের সমান ॥

১৭

কখন সন্তুষ্ট, কখন বা রুষ্ট,
তুষ্ট রুষ্ট ক্ষণে ক্ষণে।
হেন মতিচ্ছন্ন, হয়েও প্রসন্ন,
ভয়ঙ্কর মানি মনে ॥

১৮

গ্রন্থগত-বিদ্যা, পরহস্তগত ধন।
নহে বিদ্যা, নহে ধন, হ'লে প্রয়োজন ॥

১৯

উদ্যোগী পুরুষসিংহে লক্ষ্মীর আসন।
কাপুরুষে কহে দৈব ধনদাতা হন ॥
দৈব দূর ক'রে আত্মশক্তি কর সার।
যত্নে সিদ্ধ না হইলে দোষ বল কার ॥

২০

সম্পদে কর্কশ, খলের মানস,
আপদেই সুকোমল।
সুশীতল পয়, * সুকঠিন হয়,
কিন্তু মৃদু তপ্ত জল ॥

২১

গুণীর যে গুণ তাহা, জানে গুণধর।
অন্যে কভু নাহি জানে সে গুণনিকর ॥
মালতী মল্লিকা পুষ্প গন্ধ বিমোহন।
নাসিকাই জানে কভু না জানে লোচন ॥

২২

ক্ষোভের যাতনা সহে সাধুশীল নর।
সহিতে না পারে কভু ইতর পামর।
মহা শাণ ঘর্ষণেতে হীরাই সক্ষম।
চড়াইলে চূর্ণ হয় চাগড়া অধম ॥

২৩

স্বজাতীয় বিনা বৈরী পরাভূত নয়।
হীরাতেই ছিদ্র করে মণিমুক্তাচয় ॥

২৪

অতিশয় ক্ষুদ্র নরে, যে হিত সাধন করে,
মহতেও তাহা নাহি পারে।
পান করি কূপপয়, প্রায় তৃষা শান্ত হয়,
বারিধি কি পিপিসা নিবারে?

২৫

এক ভূমিজাত, ঐক্য কাণ্ড আর দলে।
কেবা শালি, কেবা শ্যামা পরিচয় ফলে ॥

২৬

মুখ ভরি অন্ন দিলে কে না বশ হন।
মৃদঙ্গে মধুর ধ্বনি অর্পিলে ক্ষীরণ ॥

২৭

রত্নাকরে আছে রত্ন তাহে কিবা হয়।
তাহে বা কি বিন্ধ্যাচলে আছে করিচয় ॥
কি ফল মলয়াচলে চন্দন-কানন।
পরের হিতেই শুধু সাধুজন-ধন ॥

* করকা পভতি।

২৮

বিকসিত বকুল-মুকুলে যেই জন।
তৃষাতেও না করিত চরণ চারণ॥
আহা আহা হা বিধাতা সেই মধুকরী।
বিপদে পড়িয়া সার করিলা বদরী॥

২৯

পিপাসায় গিয়ে আমি সিন্ধু-সন্নিধান।
শুদ্ধ এক গণ্ডূষ করিনু জল পান॥
জলধির দোষমাত্র তাহে কিছু নাই।
আমার কর্ম্মের ফল ফলিয়াছে ভাই॥

৩০

কি ফল নির্ব্বাণ দীপে তৈল দান করা।
চোর গতে সাবধান কিসে যায় ধরা॥
কি ফল কামিনী কেলি সমাগতে জরা।
কি ফল প্রবাহ গতে আলি বন্ধ করা॥

৩১

বরং অসিধারে কিংবা তরুতলে বাস।
বরং ভিক্ষা করা ভাল কিংবা উপবাস॥
বরং শ্রেয় ঘোরতর নরকে পতন।
তথাপি লয়ো না গর্ব্বী জাতির শরণ॥

৩২

কুজনের সেবা আর কু-গ্রামে নিবাস।
কুভোজন ক্রোধমুখী ভার্য্যা সহ বাস॥
বিধবা তনয়া আর বিদ্যাহীন সুত।
অনল-বিরহে তনু করে ভস্মীভূত॥

৩৩

পশ্চিমে উদিত যদি হন দিনকর।
শিখরাগ্রে ফুটে যদি কমলনিকর॥
অচল সচল হয় অনল শীতল।
তবু সজ্জনের বাক্য না হয় বিফল॥

৩৪

যথা নারিকেল ফল, গর্ভে সঞ্চরয়ে জল,
সেরূপ লক্ষ্মীর আগমন।
গজভুক্ত কথ্‌বেল, সেরূপ লক্ষ্মীর খেল,
পলায়ন করেন যখন॥

৩৫

অতি রমণীয় কার্য্যে পিশুন যে জন।
সবিশেষ যত্নে করে দোষ অন্বেষণ॥
যথা অতি রমণীর চারু কলেবরে।
ব্রণ অন্বেষণ করে মক্ষিকানিকরে॥

৩৬

সদ্‌গুণীর যত গুণ, বর্ণনায় সুনিপুণ,
যিনি হন সাধু সদাশয়।
নব চতাঙ্কুররস, পান করি হয়ে বশ,
কোকিল ললিত কুহরয়॥

৩৭

সতের সদ্‌গুণ, দুর্জ্জন পিশুন,
ক্ষণেকে দূষিত করে।
যথা ধূম্ররাশি, বিমলতা নাশি,
মলিন করে অম্বরে॥

৩৮

যত্র দোষচয়, প্রকটিত হয়,
বিভাত না হয় গুণ।
চন্দ্রে মৃগরেখা, স্পষ্ট যায় দেখা,
প্রসন্নতা তাহে ন্যূন॥

৩৯

কাম-ক্রোধজাত দোষ বিবেক বিলয়।
ভানুব কিরণে মাত্র নিশাতমঃ ক্ষয়॥

৪০

উপদেশ-উপযুক্ত পাত্র বুদ্ধিমান্।
বিফল নির্ব্বোধ জড়ে উপদেশ দান॥
কুসুম-সুরভি তিল করে আকর্ষণ।
যব তাহে ক্ষমবান্ নহে কদাচন॥

৪১

মরণেই সদ্‌গুণীর গুণের প্রচার।
পুড়িলে চন্দন-কাষ্ঠ সৌরভ-বিস্তার॥

৪২

দুষ্টের দৌর্জ্জন্যচয়, কখন কি গত হয়,
কি করে বা উত্তম আকরে।
জনমিয়া রত্নাকরে, প্রাণিগণ-প্রাণ হরে,
কালকূট বিষ ভয়ঙ্করে॥

৪৩

উদ্যোগ বিহনে ধন না হয় অর্জন।
ক্ষীরোদ মথিয়া সুধা পিয়ে সুরগণ।।

৪৪

আপদে'ও অবিকৃত স্বভাব সাধুর।
পাবকে পড়িয়া গন্ধ বিতরে কপূর।।

৪৫

আপৎসময়ে সাধু আরো শোভাকর।
রাহুগ্রস্ত সুধাকর দ্বিগুণ সুন্দর।।

৪৬

যদি এ জগৎ কভু পদ্মশূন্য হয়।
আবর্জনা-পরিপূর্ণ হয় বিশ্বময়।।
তবে কি মৃণালভোজী রাজহংসগণ।
কুক্কুটের প্রায় করে মল অন্বেষণ।।

৪৭

মদযুক্ত মাতঙ্গের মস্তক-উপরে।
সিংহ-শিশু পড়ে গিয়া মহাঘোর স্বরে।।
প্রকৃতিতে জাত এই স্বত্ব-মহাধন।
বয়সের ধর্ম্ম ইহা নহে ত কখন।।

৪৮

সিংহের প্রতি শূকরের উক্তি।

দশ ব্যাঘ্র, সপ্ত সিংহ, তিন হস্তী সনে।
অবহেলে পরাভূত করিয়াছি রণে।।
তোমাতে আমাতে অদ্য হইবে সমর।
দেখুন দেখুন আসি যতেক অমর।।

শূকরের প্রতি সিংহের উক্তি।

যা রে যা বিহিত দূরে শূকর-নন্দন।
সিংহজয়ী বলি বৃথা কর আস্ফালন।।
সিংহ শূকরের বলে ভেদ কত দূর।
ভালমতে জ্ঞাত যত পণ্ডিত ঠাকুর।।

৪৯

বিশেষ যত্নের সহ, নিঙ্গড়িলে অহরহ,
বালুকায় তৈল পেতে পার।
পান করি মৃগতৃষ্ণা, সলিল-পানের তৃষ্ণা,
বুঝি কভু হইবে সংহার।।
কদাচিৎ পর্য্যটন, করিয়া মানবগণ,
শশশৃঙ্গ পাইতেও পারে।
কিন্তু ভাই নিরন্তর, মূর্খে আরাধিলে পর,
কিছু ফল নাই এ সংসারে।।

৫০

মকরের ভয়যুক্ত, দন্ত থেকে করি মুক্ত,
সদ্য মণি উদ্ধারিয়া লও।
তরঙ্গেতে অনিবার, তরলিত পারাবার,
অন্তরিয়া পার হবে হও।।
রোষযুক্ত বিষধর, ফণা ঘোর ভয়ঙ্কর,
ধর গিয়া কুসুম আকারে।
কিন্তু ভাই নিরন্তর, মূর্খে আরাধিলে পর,
কোন ফল নাই এ সংসারে।।

৫১

যদবধি তব, ছিল হে শৈশব,
তদবধি ক্রীড়াসক্ত।
যৌবন রসাল, ছিল যত কাল,
তরুণাতে অনুরক্ত।।
এলো বৃদ্ধকাল, সহ চিন্তাজাল,
সতত রহিলে মগ্ন।
পরম-ঈশ্বরে, আপন অন্তরে,
কভু না করিলে লগ্ন।।

৫২

দিবস যামিনী আর প্রদোষ প্রভাত।
শিশির বসন্ত সদা করে গতায়াত।।
কালক্রীড়া-রত গত হইতেছে আয়ু।
তথাপি না পরিত্যাগ করে আশা-বায়ু।।

৫৩

শরীর গলিত কেশ হইল পলিত।
মুখ থেকে দন্তগুলি হইল স্খলিত।।
করেতে ধরিয়া দণ্ড কাঁপিতেছে কায়।
তথাপিও ভণ্ড আশা না ছাড়ে আমায়।।

৫৪

যদবধি ধন, কর উপার্জন,
নিজ পরিজন করয়ে স্নেহ।
যখন জরায়, জর্জর করায়,
তখন ধরায় নাহিক কেহ ॥

৫৫

অষ্ট কুলাচল আর সাতটি সাগর।
রুদ্র দিনকর আর ব্রহ্ম পুরন্দর ॥
আমি তুমি তারা কেহই না রবে।
কেন বল মিছামিছি শোক কর তবে ॥

৫৬

কাম ক্রোধ লোভ মোহ করি পরিহার।
কেবল সক্ষম কর আত্মা আপনার ॥
আত্মজ্ঞানহীন যেই সেই জন মূঢ়।
তাহারেই পচাইবে নরক নিগূঢ় ॥

৫৭

দেবতামন্দির কিংবা তরুমূলে বাস।
ভূমিতল শয্যা আর মৃগচর্ম্ম বাস ॥
সকল প্রকার কর্ম্মভোগ পরিহার।
বৈরাগ্য সুখদ বল না হয় কাহার ॥

৫৮

অনর্থের মূল বিত্ত, মনেতে ধিয়াও নিত্য,
নাহিক তাহাতে সুখলেশ।
ধনভাগে পুত্রগণ, নানা দ্রোহ-পরায়ণ,
নীতি-শাস্ত্র-বর্ণিত বিশেষ ॥

৫৯

কে তব ললনা, কে পুত্র বল না,
কি আশ্চর্য্য এ সংসারে।
তুমি কার ছেলে, কোথা থেকে এলে,
মনে ভাব ভাই আরে ॥

৬০

ধন জন কি যৌবন, মদে মত্ত হয়ে মন,
করো না করো না অহঙ্কার।
এ সব বিভবজাল, দেখিতে দেখিতে কাল,
নিমিষেতে করয়ে সংহার ॥
মায়াময় এ সংসার, ওরে মন অনিবার,
ভাবনা করিয়া এই সার।
ব্রহ্মপদে আশু মজ, ভজ ভক্তিভাবে ভজ,
তোরে বল কি বলিব আর ॥

৬১

কমলের দলে জল, সদা করে টল টল,
তার চেয়ে জীবন তরল।
ব্যাধি ঘোর বিষধর, গ্রাসে গ্রস্ত যত নর,
শোকানলে প্রতপ্ত সকল ॥

৬২

তত্ত্ব চিন্তা কর ভাই অবিরত চিত্তে।
পরিহার কর চিন্তা বিনশ্বর বিত্তে ॥
ক্ষণেক সজ্জন-সঙ্গ কর যত্ন করি।
সেইমাত্র ভবসিন্ধু তরিবার তরী ॥

৬৩

মদে অন্ধবুদ্ধি করী, কর্ণ অবঘাত করি,
তাড়াইয়া দেয় মধুকরে।
তারি গণ্ড-শোভা হত, ভৃঙ্গ গিয়ে মনোমত,
বিকচ কমল-বনে চরে ॥

৬৪

মৃণাল কমল দল যাহার আহার।
মত্ত মাতঙ্গিনী সহ যে করে বিহার ॥
স্বচ্ছন্দে ভ্রময়ে সেই কন্দর-নিকরে।
যাহার পানীয় পয় পর্ব্বত-নির্ঝরে ॥
সেই বন্য করী নিপতিত নরকরে।
তৃণরাশি খাইয়া দেহ রক্ষা করে ॥

৬৫

গ্রহ-পীড়া প্রাপ্ত নিশাকর দিনকর।
অবরুদ্ধ বিষধর আর করিবর ॥
মতিমানে ধনহীন করি বিলোকন।
বিধাতাই বলবান্ জানিনু এখন ॥

৬৬

আকাশ-একান্তে চরে, বিহঙ্গম পরিকরে,
তারাও আপদ ছাড়া নয়।
সাগরেতে মীনচয়, অগাধ সলিলে রয়,
চতুর চাতরে নষ্ট হয় ॥

কি লাভ উত্তম স্থানে, কিবা কর্ম্ম অনুষ্ঠানে,
বিধি-বিধি কে করে লঙ্ঘন।
বিপদ প্রসর করে, বসি কাল দূরান্তরে,
সকলেরে করে আকর্ষণ॥

৬৭

সিংহ-নখে বিদারিত, করিকুম্ভ-বিগলিত,
রুধিরাক্ত চারু মুক্তা ফলে।
বনে ভিল্লী দেখি ধায়, বদরী ভাবিয়া তায়,
উঠাইয়ে নিল করতলে॥
দেখি তার শুভ্রতর, সুকঠিন কলেবর,
দূরে ফেলি করিল গমন।
কুস্থানে পড়িলে পর, মনস্বী মনুষ্যবর,
এইরূপ দশা প্রাপ্ত হন॥

৬৮

হে অশোক তরুবর, কিবা কার্য্য নম্রতর,
শাখা আর উন্নত মস্তক।
কি কাজ কোমল-দল, লীলারসে চল চল,
কমনীয় কুসুম-স্তবক॥
যেহেতু তোমার তলে, বিষণ্ণ পথিকদলে,
খিন্ন হয়ে করি কত স্তব।
মৃদু মধুযুক্ত ফল, না পাইয়ে সুবিকল,
অন্তরেতে প্রাপ্ত পরিভব॥

৬৯

সারহীন হে শিমূল, অতি দূরে তব মূল,
কণ্টকে আবৃত পুন কায়।
ছায়াশূন্য তব দল, যে আছে তোমার ফল,
বানরেও নাহি খায় তায়॥
কুসুমেতে নাহি গন্ধ, নাহি মাত্র মকরন্দ,
কোন গুণ নাহিক তোমার।
থাক থাক, আমি যাই, কিছুমাত্র ফল নাই,
তবাশ্রয়ে থাকিয়ে আমার॥

৭০

পদ্মবন মনে ভাবি ধায় হংসদল।
সুরভির লালসায় ভ্রমর চঞ্চল॥
স্বাদু ফল ভাবি ব্যস্ত পথিক সকল।
মাংস ভাবি গৃধিনী পক্ষিণী সুবিকল॥
দূরে থেকে দেখি সমুন্নত পুষ্পচয়।
সারহীন মিথ্যা সে উন্নতি সুনিশ্চয়॥
ওরে রে শিমূল গাছ বল কি কারণ।
চিরকাল জগতেরে করিছ বঞ্চন॥

শুকপক্ষীর উক্তি।

৭১

কাঞ্চন-পিঞ্জরে, থাকি নিরন্তরে,
নৃপতির করে মার্জিত কোমলকায়।
খাই সুরসাল, দাড়িম্ব রসাল,
পান করি ভাল, পয়ঃসুধা পিপাসায়॥
সমাজেতে হায়, পড়ি অবিশ্রাম,
রাম রাম নাম, তবু কেন হায় হায়।
কানন-ভিতরে, কোন তরূপরে,
জনম-কোটরে, সদা মম মন ধায়॥

৭২

মিত্রে কর বশীভূত বিমল ব্যাভারে।
রিপুজয় কর যুক্তি-বল সহকারে॥
লোভিজনে ধনদানে কার্য্যেতে ঈশ্বরে।
যুবতীরে প্রেমে দ্বিজগণে সমাদরে॥
সমভাবে বশ কর কুটুম্বনিকরে।
বাদীপ্রতি স্তুতি আর ভক্তি গুরুবরে॥
মূর্খে নানা কথা দিয়ে রসিকেরে রস।
শীলতা গুণেতে কর সকলেরে বশ॥

৭৩

নৃপতির নীতি আর গুণীর বিনতি।
যুবতীর লজ্জা দম্পতির স্থির রতি॥
গৃহের শোভন শিশু বুদ্ধির কবিতা।
দেহের লাবণ্য মতি স্মৃতি-সমন্বিতা॥
দ্বিজের প্রশান্তি ক্ষমা ক্রোধাসক্ত জনে।
সত্যের সুস্থতা গৃহাশ্রম শোভা ধনে॥

৭৪

ছিন্ন হইলেও তরু উঠে পুনরায়।
ক্ষয় পেয়ে পুন হয় শশাঙ্কের কায়॥
এইরূপ চিন্তা করি সদাশয়গণ।
বিভব বিপদে তপ্ত কদাচ না হন॥

৭৫

রম্য সরোবরে, কমলনিকরে,
দিনকর ফুল্ল করে।
কিবা চক্রবাল, কুমুদিনী দল,
বিকাশে বিধুর করে।।
প্রার্থনা বিহনে, জলধরগণে,
করয়ে সলিল দান।
বিনা প্রয়োজন, পরার্থে সুজন,
করেন হিত বিধান।।

৭৬

ফলভরে নত হয় বিটপী-নিকর।
নবজলে ভূমে নামি পড়ে জলধর।।
অনুদ্ধত সুজনের হয় শ্রেষ্ঠ ধন।
স্বভাবত পরহিতে করেন ভাজন।।

৭৭

কৃপণতা হরে যশ ক্রোধে গুণচয়।
ক্ষুধায় মর্য্যাদা দম্ভে সত্যনাশ হয়।।
বিপদে স্বৈর্য্যের নাশ, ব্যসনেতে ধন।
বৈধক্রিয়া পরিহারে বিনষ্ট ব্রাহ্মণ।।

৭৮

ক্রূরতায় কুলনাশ মদেতে বিনয়।
অসাধ্য চেষ্টায় হয় পুরুষার্থ ক্ষয়।।
দরিদ্র দশায় সমাদর পরিগত।
মমতায় আত্মার প্রভাব হয় হত।।

৭৯

বল বল কারে বল, নারীর যৌবন বল,
তোষামোদ পর-প্রত্যাশীর।
প্রতাপ নৃপতিগণে, সত্য বল সাধুজনে,
সুসঞ্চয় সামান্য ধনীর।।
ঠকেদের বাক্ছল, পণ্ডিতের বিদ্যাবল,
ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ক্ষমা-বল।
কুলের একতা বল, যথা ব্যয়ে বিত্ত ফল,
শাস্ত্র বল বিবেক কেবল।।

৮০

দলাদলি প্রিয় হয়ে বিদ্যাবান্ জ্ঞানী।
ধনহীন গৃহী আর পরাধীন মানী।।
পরবল সুখী তথা সধন কৃপণ।
বৃদ্ধ হয়ে নাহি করে তীর্থ পর্য্যটন।।
নৃপতি কুমন্ত্রিবশ মূর্খ সুকুলীন।
পুরুষ হইয়ে হয় নারীর অধীন।।
সৎক্রিয়া-বিহীন ব্রহ্মজ্ঞানী পদ পেয়ে।
কিবা আর হাস্যাস্পদ ইহাদের চেয়ে।।

৮১

উৎপাটিত যিনি পুন করেন রোপণ।
প্রফুল্ল হইলে পুষ্প করেন চয়ন।।
সুতরুণ তরুগণে পোষেণ যতনে।
প্রোন্নতকে নত উন্নয়ন নতগণে।।
ছাড়াইয়া দেন যথা জড়াজড়ি হয়।
বাহির করেন ঘোর কণ্টকী-নিচয়।।
যেখানে দেখেন তরু হইতেছে ম্লান।
সেইখানে জলসেক করেন প্রদান।।
প্রয়োগ-নিপুণ হেন মালীর সমান।
সর্ব্বদা থাকুক সুখে রাজা কীর্ত্তিমান্।।

৮২

কুসুম-স্তবকাকার, দ্বিপ্রকার ব্যবহার,
প্রাপ্ত হন জ্ঞানবান্ মনুষ্য-নিকরে।
সর্ব্বলোক-শিরোপরে, অপরূপ শোভা ধরে,
অথবা বিশীর্ণ হয় কানন-ভিতরে।।

৮৩

অনল শীতল হয়, সলিল-সম্পাতে।
ছত্রে ভানু-কর, করী অঙ্কুশ-আঘাতে।।
গো গর্দ্দভ বশীভূত লাঠির প্রহারে।
ভেষজেতে ব্যাধি মন্ত্রে গরল নিবারে।।
সর্ব্বত্র ঔষধ শাস্ত্রে সুবিহিত আছে।
সকল ঔষধ ব্যর্থ মূর্খদের কাছে।।

৮৪

সজ্জন-সঙ্গমে বাঞ্ছা পরগুণে প্রীতি।
পত্নী প্রতি রতি আর জনমনে ভীতি।।

গুরুজন প্রতি যথা নম্র আচরণ।
ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বিদ্যায় ব্যসন॥
ইন্দ্রিয়দমনে শক্তি সেই শক্তি সার।
সেই মুক্তি কপট সংসর্গ পরিহার॥
যাঁহাদের আছে হেন চারু-গুণগ্রাম।
তাঁহাদের পদে মম সহস্র প্রণাম॥

৮৫

রাজা ধর্ম্মহীন শুচিবিহীন ব্রাহ্মণ।
সত্যহীন দারা জ্ঞানহীন যতিগণ॥
গতি-হীন অশ্ব জ্যোতি-বিহীন ভূষণ।
ব্রতহীন তপ বীরহীন যোদ্ধাগণ॥
ছন্দোহীন গান স্নেহ-হীন সহোদর।
ঈশহীন নরে ত্যজে শীঘ্র সুধীবর॥

৮৬

ক্ষীণফল তরু ত্যজে বিহঙ্গ-নিকর।
সারস ত্যজিয়ে যায় শুষ্ক-সরোবর॥
পর্য্যুষিত পুষ্পত্যাগ করে মধুকর।
কুরঙ্গ ছাড়িয়া যায় দগ্ধ-বনান্তর॥
বার-বধূ ত্যজে নর হইলে নির্ধন।
শ্রীভ্রষ্ট ভূপালে পরিহরে মন্ত্রিগণ॥
ফলতঃ সংসারে কেহ কারু বশ নয়।
কার্য্যবশে সকলেই রমণীয় হয়॥

৮৭

দীনজনে দান নাই তবে কিবা ধন।
সে কি সেবা পরহিতে অভাব যতন॥
কি কাজ বিবাহে যদি না হেরে নন্দনে
বল্লভা-বিরহ যদি কি কাজ যৌবনে॥

৮৮

নিত্য ধনাগম আর নিত্য অরোগিতা।
প্রিয়তমা প্রিয়ংবদা সদা পরিণীতা॥
বশীভূত পুত্র বিদ্যা অর্থকরী হয়।
এই ছয় গৃহস্থের সুখের নিলয়॥

৮৯

সুত সেই তারে, যে জন পিতারে,
সুখ দেয় সুচরিত্রে।
সেই ত কামিনী, যে দিবা-যামিনী,
চিন্তয়ে পতির হিতে॥
মিত্র সেই হয়, সমভাবে রয়,
সুসময় অসময়।
বহু পুণ্যফলে, এ জগতীতলে,
এই তিন লাভ হয়॥

৯০

ভোগেতে রোগের ভয় কুলে ভয় ক্ষয়।
মানে দৈন্য ভয় আর বলে রিপু ভয়॥
যদি কিছু ধন থাকে সদা ভয় ভূপে।
নিরন্তর ভয় আছে তরুণীর রূপে॥
শাস্ত্রে বাদী ভয় গুণে খলজনে ভয়।
শরীরের ভয় সদা যম মহাশয়॥
এ সংসারে কিছুমাত্র ভয়শূন্য নয়।
কেবল বৈরাগ্যে দেখি নাহি কিছু ভয়॥

৯১

শশাঙ্কে কলঙ্ক-রেখা কণ্টক মৃণালে।
যুবতী যৌবন-ক্ষয় সাঁতি কেশজালে॥
জলধির জল লোণা পণ্ডিত নির্ধন।
হা নির্ব্বোধ বিধি ধনলোভী বৃদ্ধগণ॥

৯২

দিবসেতে সুধাকর, ধূসর বরণ ধর,
বিগলিত-যৌবন ললনা।
কমল-কুসুমবর, বিহীন কমলাকর,
মুখে পর-নিন্দার কলনা॥

৯৩

প্রভু ধন পরায়ণ, দীন দশা সর্ব্বক্ষণ,
প্রাপ্ত হন যতেক সুজন।
নৃপতির সন্নিধান, দুরন্ত খলের মান,
এই সাত মনের বেদন॥
দীন যেই জন, শতে আকিঞ্চন,
শতীর হাজারে মন।
হাজারীর লক্ষ, হয় এক লক্ষ্য,
লক্ষেশ্বর রাজ্য পণ॥
রাজা যেই হয়, তৃষ্ণা কৃশা নয়,
সম্রাট্ হইতে চায়

সম্রাট্ যে জন, চিন্তে অনুক্ষণ,
ইন্দ্রপদ কিসে পায় ।।
সহস্র-লোচন, ভাবে মনে মন,
ব্রহ্মত্ব মিলে আমারে ।
বিধি গৌরীশ্বর, হরিপদ হর,
কে গিয়াছে আশাপারে ।।

৯৪

পাপকর্ম্মে রত দেখি করে নিবারণ ।
হিতকর কার্য্যে সদা করে নিয়োজন ।।
অতিশয় গুপ্ত গুণ করয়ে প্রচার ।
আপদে কদাচ নাহি করে পরিহার ।।
সময় পড়িলে করে সাহায্য প্রদান ।
সুমিত্র-লক্ষণ এই কয় মতিমান্ ।।

৯৫

শুভাশুভ কর্ম্মফল কালেতে উদয় ।
শরদেই আশুধান্য, বসন্তে না হয় ।।

৯৬

নীচের সংসর্গ ধনি প্রভা হয় দূর ।
তনু দহে লশুনাক্ত মাখিলে কপূর ।।

৯৭

স্বজাতি সহায়ে সিদ্ধ কর্ম্ম সুদুষ্কর ।
জল দিয়ে কর্ণজল বহিষ্কৃত কর ।।

৯৮

উপভোগে ভোগীদের ভোগেচ্ছা না যায় ।
যত নুণ খাও তত তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায় ।।

৯৯

স্বভাব-সুন্দরে কিবা কার্য্য সংশোধনে ।
মুক্তারে না যুড়ে কেহ শাণের ঘর্ষণে ।।

১০০

ভুবন-রঞ্জনকারী শীলতা যাঁহার ।
অঙ্গেতে প্রদীপ্ত আছে নিকটে তাঁহার ।।
বহ্নি হয় জল জলনিধি হয় কূপ ।
মৃগপতি মৃগ, মেরু শিলার স্বরূপ ।।
ভুজঙ্গ হইতে হয় পুষ্পমালা সৃষ্টি ।
বিষরস হইতে অমৃত হয় বৃষ্টি ।।

১০১

বিদ্যা-বিভূষিত খলে পরিহার কর ।
মণিমন্ত ভুজঙ্গ কি নহে ভয়ঙ্কর ।।

১০২

খল ক্রূর বটে আর ক্রূর বিষধর ।
কিন্তু খল সর্প চেয়ে হয় ক্রূরতর ।।
মন্ত্র আর ঔষধিতে সর্প বশ হয় ।
কোনরূপে ক্রূর খল নিবারিত নয় ।।

১০৩

অতি দূর পথশ্রমে হইতে শীতল ।
তরুর ছায়াতে বসে পথিক সকল ।।
প্রস্থান করয়ে পুন হইলে শীতল ।
কে কাহার ব্যথায় ব্যথিত ভবে বল ।।

ইতি প্রথম অঞ্জলি ।

দ্বিতীয় অঞ্জলি ।

১

কার্য্যকালে জানা যায় ভৃত্য-পরিচয় ।
কুটুম্বের পরিচয় ব্যসন-সময় ।।
মিত্রের পরীক্ষা হয় বিপদ-উদয়ে ।।
ভার্য্যার পরীক্ষা হয় বিভবের ক্ষয়ে ।।

২

চক্ষুর বাহির হ'লে কার্য্য ক্ষয়কারী ।
সম্মুখেতে কথাগুলি মধুমাখা ভারী ।।
গরলেতে ভরা কুম্ভ মুখে মাত্র ক্ষীর ।
হেন মিত্রে পরিহার করিবে সুধীর ।।

৩

অকালে না মরে জীব শত শরপাতে ।
কালপ্রাপ্তে মরে কুশ-কণ্টক আঘাতে ।।

৪

বহু গুণ সত্ত্বে এক দোষের কারণ ।
নিমজ্জিত শশধর কহেন যে জন ।।
কভু নাহি দেখিলেন সে কবি নিশ্চয় ।
দরিদ্রতা দোষ গুণরাশি-নাশী হয়

৫

কৃতকর্ম্মে পুনরায় নাহিক করণ।
মৃত যেই তার পুন নাহিক মরণ॥
সেই রূপ গত বিষয়ের নাহি শোক।
এই তত্ত্ব কন যত বেদবিদ্ লোক॥

৬

হিমাচল কিংবা রজতাচল-সম্ভূত।
তরুগণ কখন স্বভাব নহে চ্যুত॥
প্রণমি ময়লাচলে যাহার কৃপায়।
শেওড়া, কুড়চী, নিম, চন্দনত্ব পায়॥

৭

সম্পদে কোমল চিত্ত আপদে কর্কশ।
বসন্তে কোমল পাতা নিদাঘে নীরস॥

৮

যদি উচ্চপদলাভে হয় অভিমত।
তবে আগে চিন্তা করি হও তুমি নত॥
কেশরী প্রথমে নত করিয়া শরীর।
মহা তেজে উঠে গিয়া মস্তকে করীর॥

৯

উদার হৃদয়, সুপ্রসন্ন হয়,
ক্রোধ যবে পরিগত।
জলদ্ অঙ্গার, বিভূতি আকার,
ভস্মে যবে পরিণত॥

১০

সজ্জনের গুণবৃদ্ধি সজ্জনেই করে।
কুসুমসুরভি বায়ু দিগন্তে বিস্তারে॥
শীলতাই সদ্গুণের শোভার ভবন।
যৌবনই যোষাদের ভূষণ শোভন॥

১২

জড়ের প্রভাবে পায় দুঃখ সাধুদলে।
চন্দ্রের উদয়ে পদ্ম সঙ্কুচিত জলে॥

১৩

কারু প্রতি কেহ হয়, বিহিত মঙ্গলময়,
কারু প্রতি দুঃখের আকর।
দিনকর নিজকরে, কমলে প্রফুল্ল করে,
কুমুদের মুখ-ম্লানকর॥

১৪

যেখানেই অবস্থিত হোন গুণবান।
সর্ব্বত্র হবেন তিনি শোভার নিধান॥
দেখ মণি শিরে গলে বাহুতে বিরাজে।
পাদপীঠে থাকিলেই অপরূপ সাজে॥

১৫

উৎসব আগতে কত প্রমোদ-প্রবাহ।
বিগত হইলে আর না থাকে উৎসাহ॥
কিবা শোভা পায় শশী প্রদোষ সময়।
প্রভাত আগত ক্রমে প্রভাশূন্য হয়॥

১৬

গুণ থাকিলেই লোক করয়ে পূজন।
শুধু বড়জাতি নহে পূজার ভাজন॥
স্ফটিকের পাত্র যবে চূরমার হয়।
পাঁচ গণ্ডা দিয়ে কেহ নাহি করে ক্রয়॥

১৭

থাকিলে বিভব, না হয় গৌরব,
দুরদৃষ্ট ভয়ঙ্কর।
দেখহ গোময়, কমলা-আলয়,
কভু নহে মনোহর॥

১৮

যাতে সমুদ্ভব দোষ তাতেই নিবারে।
অগ্নিতেই অগ্নিদোষ বিস্ফোটক মারে॥

১৯

পরবুদ্ধি লয়ে যার জীবিকা-বিধান।
বুদ্ধিমান্ বলি তার কেন অভিমান॥
অঙ্গে ধরি পরের প্রদত্ত অলঙ্কার।
কখন কি সমুচিত হয় অহঙ্কার॥

২০

যদি ছোট সন্নিধান, বড় কভু কিছু চান,
তাহে তাঁর নাহি যায় মান।
আরাধিয়ে জলনিধি, কৌস্তভাদি নানানিধি,
প্রাপ্ত হন বিষ্ণু ভগবান্॥

২১

সাধুগণ স্তবে তুষ্ট অধমের ধনে।
যথা স্তোত্র দেবতার বলি ভূতগণে॥

২২

পরান্নে জীবন, করিতে যাপন,
বিরত মনস্বিচয়।
বায়স-আবলী, লুটে খায় বলি,
পিক তাহে রত নয়॥

২৩

আকস্মিক ধনে, পুরুষের মনে,
সন্তোষ বিলয় পায়।
সরসীর সেতু, ভাঙ্গিবার হেতু,
অচির বর্ষার দায়॥

২৪

এই আত্মা কভু মর্ত্ত্যে কভু স্বর্গে যান।
শ্মশান উদ্যান হয়, উদ্যান শ্মশান॥

২৫

নিজাশয় যে প্রকার, অপরের তদাকার,
জ্ঞান করে যত নরগণ।
প্রতিমার মুখশশী, আপন ফলকে অসি,
দীর্ঘরূপে করয়ে ধারণ॥

২৬

পণ্ডিত-সমাজে, কভু নাহি সাজে,
গুণহীন লোকচয়।
বিগতে মিতির, আগতে মিহির,
দীপপ্রভা কভু রয়॥

২৭

দুর্গে প্রবেশিলে পরাভূত বীরবর।
গাঢ় পঙ্কে মগ্ন অঙ্গ মাতঙ্গ ফাঁফর॥

২৮

স্বকার্য্য উদ্ধার তরে, অপরের প্রতি নরে,
সুনিশ্চয় প্রণয় আচরে।
প্রচুর লোমের আশে, গাড়লে নবীন ঘাসে,
গাঁড়লের দেহ পুষ্ট করে॥

২৯

এককালে যেই গুণ হয় অতি মিষ্ট।
সময়ান্তে নহে তাহা সে রস বিশিষ্ট।
শৈশবের স্বাভাবিক লাবণ্য সুন্দর।
যৌবন-সময়ে কভু নহে মনোহর॥

৩০

সুলভ বস্তুতে কভু না থাকে আদর।
স্বদার ত্যজিয়া পরদারে মজে নর॥

৩১

যেই ধন আহরণ ধর্ম্মের কারণ।
কিংবা পোষ্যগণের ভরণে প্রয়োজন॥
আর যেই ধনে হয় আপদ বারণ।
সেই সব ধন সদা হয় ধর্ম্ম-ধন॥

৩২

রূপ, কুল, বিদ্যা, বল, যৌবন, বিভব।
আর ইষ্টলাভে হয় অবজ্ঞা উদ্ভব॥
সেই অবজ্ঞার হয় গর্ব্ব অভিধান।
তদানন্দ মোহ-মদ মদিরা সমান॥

৩৩

বীরত্ব-বিহীন নীতি ভীরুতা বিষম।
নীতি-হীন শৌর্য্য হয় পশুর বিক্রম॥

৩৪

মহৎ বাড়িলে কভু অপথে না যায়।
সমুদ্রে জোয়ার এলে নদীমুখে ধায়॥

৩৫

তীব্রভয় দেখাইয়া মৃদুরূপে সাজা।
হেন যুক্ত * দণ্ডপ্রদ হইবেন রাজা॥
করী জানে কেশরীর বল কত দূর।
সে বল জানিতে ক্ষম না হয় ইন্দুর॥

৩৭

বিদ্যাই নরের হন সমধিক রূপ।
বিদ্যাই প্রচ্ছন্ন গুপ্ত ধনের স্বরূপ॥
বিদ্যা সুখভোগপ্রদা যশোবিধায়িনী।
বিদ্যাই গুরুর গুরু কল্যাণদায়িনী॥

* যুক্তিবিশিষ্ট।

বিদ্যা হন বন্ধুজন বিদেশ-গমনে।
পুজনীয়া হন বিদ্যা ভূপতি-সদনে ॥
পরম দেবতা বিদ্যা সর্ব্বজন-সার।
বিদ্যাহীন নর হয় পশুর আকার ॥

৩৮

গুণীর যে গুণ জানে যে গুণপ্রবীণ।
গুণি-গুণ কেমনে জানিবে গুণহীন ॥
বলী যেই সেই জানে বলীর কি বল।
দুর্ব্বল সে বল কিসে জানিবেক বল ॥
কোকিল বিশেষ জানে বসন্তে কি রস।
সেই রস অনুভবে অশক্ত বায়স ॥

৩৯

গুণগণ গুণিস্থানে গুণগণ রয়।
নির্গুণীর স্থানে সেই গুণ দোষ হয় ॥
সুমধুর জলে জাত সরিৎ স্রোতসী।
সে পয় অপেয় হয় সাগর পরশি ॥

৪০

কি আশ্চর্য্য সাধুগণে, দোষকেও গুণ গণে,
দুর্জনের মুখে গুণগণ দোষ হয়।
সাগরের লোণাজল, মিষ্ট করে মেঘ-দল,
ক্ষীর পান করি ফণী বিষ বিষয় ॥

৪১

বিবাদের জন্য বিদ্যা, দর্প হেতু ধন।
শক্তি প্রয়োজন পরপীড়ার কারণ ॥
খলের এ রীতি বিপরীত সাধুজনে।
পরিণত জ্ঞান, দান, পর-প্রয়োজনে ॥

৪২

জ্ঞাতি-ভাজ্য নহে, চোরে না করে হরণ।
দানে ক্ষয়-হীন বিদ্যারত্ন মহাধন ॥

৪৩

সকলেই গুণ খুঁজে রূপ নাহি চায়।
পুষ্পরাজ * মণি বটে গন্ধ নাহি তায় ॥

৪৪

আপনারে ভাবি মনে অজর অমর।
বিদ্যা আর ধন চিন্তা করিবেক নর ॥
কেশে ধরি বসিয়াছে মৃত্যু ভয়ঙ্কর।
এইভাবে ধর্ম্ম সাধে যত সুধীবর ॥

৪৫

শরীরের বল চেয়ে বড় বুদ্ধিবল।
তদভাবে হেন দশা প্রাপ্ত হস্তিদল ॥
মাহুতে কদাচ করী মারিবারে পারে।
এই কথা গজ-ঘণ্টা ঘোষে বারে বারে ॥

৪৬

শ্রুতির শোভন শ্রুতি, কুণ্ডলে না হয়।
করের ভূষণ দান, কঙ্কণেতে নয় ॥
পর প্রতি দয়া আর হিত আচরণে।
শরীরের শোভাবৃদ্ধি, নহে ত চন্দনে ॥

৪৭

কুলের কল্যাণে এক জনে পরিহর।
গ্রামের কল্যাণে কুল পরিত্যাগ কর ॥
জনপদ-হিতে গ্রাম করহ বর্জন।
পৃথিবী করহ ত্যাগ আত্মার কারণ ॥

৪৮

স্বজাতির বধে মানুষের বাড়ে রঙ্গ।
শিক্‌রে বিহঙ্গ মারে, না মারে ভুজঙ্গ ॥

৪৯

গুরু প্রয়োজন, সাধন কারণ,
পূজা আয়োজন, ভক্তির সম্পর্ক নাই।
দুগ্ধের কারণ, সহিত যতন,
গোধন পূজন, ধর্ম্মহেতু নহে ভাই ॥

৫০

মত্ত মাতঙ্গের কুম্ভ-দলনে চতুর।
কিংবা সিংহ-বধে দক্ষ আছে কত দূর ॥
কিন্তু আমি বলি, বলী আছে যত জন।
অশক্ত কন্দর্প-দর্প করিতে দলন ॥

* লাখরাজ—হিন্দী।

৫১

যার নাম শুনা মাত্র, সন্তাপেতে দহে গাত্র,
দেখা মাত্র উন্মাদ বাড়য়।
পরশিয়া যার কায়, সকলেই মোহ যায়,
তাহারে দয়িতা * কেন কয়।।

৫২

তদবধি কৃতীদের হৃদয়-কন্দরে।
বিমল বিবেক-দীপ চারু প্রভা ধরে।।
যদবধি কুরঙ্গনয়না বালাগণ।
চঞ্চল অপাঙ্গ নাহি করে সঞ্চালন।।

৫৩

শ্রুতিতে মুখর, পণ্ডিত-নিকর,
কেবল বচনে পটু।
কহে ছাড় সঙ্গ, নারী-রতিরঙ্গ,
কার্য্যকালে কিন্তু হটু।।
নীলাব্জ-নয়না জঘন-শোভনা,
রশনা-মণিমণ্ডিত। †
করে পরিহার, শকতি কাহার,
কে আছে হেন পণ্ডিত।।

৫৪

বিজাতীয় বাঞ্ছা কভু শোভিত না হয়।
বিতর্কে বেদের প্রভা কখন না রয়।।
অধরে অঞ্জন-রেখা কেবল দূষণ।
নয়নের হয় কিন্তু অপূর্ব্ব ভূষণ।।

৫৫

সতের সংসর্গে প্রায় অসত দুর্জন।
পরিহার করে দুষ্ট-স্বভাব আপন।।
দেখহ প্রখরতর দিনকর কর।
অমৃত-ধারায় ক্ষরে প্রাপ্তে নিশাকর।।

৫৬

কালক্রমে পরিণামে সব ভাবান্তর।
পূর্ব্বতন বুদ্ধি প্রতি জন্মে অনাদর।।
পূর্ব্বে বারিধারে যেই ছিল জল-কণা।
শুক্তিগর্ভে মুক্তা হলো, বংশেতে রোচনা।।

---

* দয়াবতী।
† চন্দ্রহার।

৫৭

ঋণ-শেষ অগ্নি-শেষ আর রোগশেষ।
বিচক্ষণগণ কভু না রাখেন লেশ।।
থাকিলেই পুনর্ব্বার সংবর্দ্ধিত হয়।
অতএব শেষ রাখা সমুচিত নয়।।

৫৮

পর-পরীবাদ, পরদ্রব্য পরদার।
গুরুস্থানে পরিহাস কর পরিহার।।

৫৯

যার বশে থাকে দারা, সুত, ভৃত্যবর্গ।
অভাবে সন্তোষ তার ধরাতলে স্বর্গ।।

৬০

এক পদে রাখি ভর, অন্য পদে অগ্রসর,
হন যাঁহারা বুদ্ধিমান্।
যদবধি পরস্থান, নাহি হয় দৃশ্যমান,
পরিত্যজ্য নহে পূর্ব্বস্থান।।

৬১

দানকর্ত্তা দাতাগণ ভূতলে বিরল।
ঘরে ঘরে পূর্ণ কিন্তু ভিখারীর দল।।
চিন্তামণি আছে কি না বিবাদ বিষয়।
পথে পথে ধূলার ত সংখ্যা নাহি হয়।।

৬২

জাতি যায় রসাতল, গুণগণ সুবিমল,
একেবারে অধোগত হয়।
চর্ণ শৈলতটে পড়ি, শিল ঘায় গড়াগড়ি,
হুতাশনে দগ্ধ বন্ধুচয়।।
শূরত্ব বীরত্ব যত, বৈরিকৃত সব হত,
আশু প্রপতিত বজ্রানলে।
একা ধনাভাব জন্য, তৃণসম হয় গণ্য,
সব গুণ বিগত বিফলে।।

৬৩

বিষ-দন্ত ভগ্ন হেতু নাহি তেজ মাত্র।
সাপুড়ে সাপুড়ীতে সুপীড়িত গাত্র।।
ক্ষুধায় মলিন তাহে ইন্দ্রিয়-নিকর।
জীবিতে মৃতের প্রায় ছিল বিষধর।।

হেনকালে দেখ দেখি কি দৈবের গতি।
রজনীতে এলো তথা ইন্দুর দুর্ম্মতি॥
ক্ষুধানলে প্রজ্জলিত তাহার শরীর।
সাপুড়ীতে আছে খাদ্য ইহা করি স্থির॥
কাটুর কুটুর রবে গর্ত্ত কাটি তলে।
একেবারে প্রবেশিল ফণীর কবলে॥
আহার পাইল ফণী প্রাপ্ত হলো পথ।
একেবারে সিদ্ধ তার দুই মনোরথ॥
অতএব শুন ভাই কথা সাবধানে।
শুভাশুভ সকলই বিধির বিধানে॥

৬৪

কন্দুকের * আছাড়ি মার ভমির উপরে।
তখনি লাফায়ে সেই উঠিবে অম্বরে॥
সেরূপ জানিবে যত মহতের ধারা।
বিপদে পড়িবামাত্র সমুত্থিত তাঁরা॥

৬৫

কন্দুকের প্রায় সব মহৎ ধীমান্।
যেমন পতন প্রাপ্ত অমনি উত্থান॥
মাটিতে মিশায় মাটি ঢেলা যদি পড়ে।
ইতর বিপদে পড়ি নাহি নড়ে চড়ে॥

৬৬

বিভবেতে মহতের মানস কমল।
উৎপলের অনুরূপ বিহিত-কোমল॥
আপদ্-সময়ে কিন্তু সেই তামরস।
মহাশৈল-শিলা সম বিষম কর্কশ॥

৬৭

পূর্ব্বে দুগ্ধ কৃপাধান, উদকেরা দিল স্থান,
দুই তনু এক তনু তায়।
তাপে তপ্ত দেখি ক্ষীরে, সহ্য নাহি হয় নীরে,
অনল প্রবেশ দ্রুত ধায়॥
দেখি নীরে ক্ষিপ্তপ্রায়, দুগ্ধ নাহি ছাড়ে তায়,
উভয়েতে প্রবেশে অনলে।
এইরূপ সদাচার, যদি হয় সুসঞ্চার,
সেই সে মিত্রতা ভূমণ্ডলে॥

* বস্ত্র বা চর্ম্মাদি-নির্ম্মিত গোলা।

৬৮

একটুকু পচা নাড়ী বসাতে মলিন।
কিংবা একখানি অস্থি মজ্জা-মাংসহীন॥
প্রাপ্ত হয়ে কুক্কুরের পরিতোষ কত।
ফলে তার ক্ষুধার সুধার নহে গত॥
কিন্তু দেখ কেশরীর রীতি ভিন্নমত।
যদ্যপি জম্বুক তার হয় অঙ্কগত॥
কুঞ্জরে দেখিবামাত্র তারে পরিহরি।
কুম্ভ বিদারিয়ে রক্তধারা পিয়ে হরি॥
অতএব স্বীয় স্বত্ব অনুরূপ ফল।
কষ্টে-স্বষ্টে অন্বেষিয়া লয় জীবদল॥

৬৯

মৃগ, মীন আর সাধু সজ্জন-নিকরে।
তৃণ, জল, সন্তোষেতে জীবিকা নির্ভরে।
নিষাদ, ধীবর আর পিশুন দুর্জন।
অকারণে ইহাদের বৈরি-পরায়ণ॥

৭০

সন্তাপে বিকৃত বারি প্রখর অনলে।
মুক্তাকারে শোভা পায় নলিনীর দলে॥
সাগরের শুক্তিমধ্যে পতনে তাহার।
অপরূপ মুক্তারূপ ফল অবতার॥
কেবল সংসর্গগুণে জানিবে নিশ্চয়।
অধম-মধ্যমোত্তম গুণজাত হয়॥

৭১

নীরবে থাকিলে পরে বোবা কহে তায়।
বাচাল বাতুল বলে বাক্‌পটুতায়।
ক্ষমাগুণ যদি থাকে ভীরু নাম হয়।
সহ্য গুণ না থাকিলে ছোটলোক কয়॥
ধৃষ্ট খ্যাতি যদ্যপি নিকটে সদা রয়।
অন্তরে থাকিলে পরে জড় সুনিশ্চয়॥
অতএব সেবা-ধর্ম্ম পরম দুর্গম।
যোগীরাও না জানেন তাহার মরম।

৭২

লোভ যদি হৃদয়স্থ গুণে কিবা হয়।
ক্রূরতা থাকিলে সেই পাতক নিশ্চয়॥

সত্য যদি থাকে তপে কিবা প্রয়োজন।
শুচিমনে কিবা কাজ তীর্থ-পর্য্যটন॥

৭৩

ভজ এক দেব বিষ্ণু কিংবা পশুপতি।
মিত্রতা ভূপতি কিংবা যতির সংহতি॥
হয় বাস নগরেতে, কিংবা বাস বনে।
বিবাহ সুন্দরী সনে কিংবা দরী * সনে॥

৭৪

তৃষ্ণা ত্যজ, ভজ ক্ষমা, মদ পরিহর।
পাপে রতি ছাড়, সত্যকথা সার কর॥
সাধুর চরণচিহ্ন করহ পয়াণ।
সেব সুপণ্ডিতগণে, মান্যে দেহ মান॥
বিদ্বেষীকে বশীভূত কর অনুনয়ে।
স্বমুখে করো না ব্যক্ত নিজ গুণচয়ে॥
দুঃখিতেরে দয়া কর কীর্ত্তির পালন।
সুজনগণের এই সব আচরণ॥

৭৫

বুদ্ধির জড়তা হরে, সত্যে দেয় মতি।
সম্মানে উন্নতি করে কলুষে বিরতি॥
হৃদয় প্রসন্ন করে কীর্ত্তির সঞ্চয়।
সাধুসঙ্গে মানুষের কি না লাভ হয়॥

৭৬

মুকুরে বিম্বিত মুখ যথা ধৃত নয়।
অনায়ত্ত সেইরূপ কুমারী-হৃদয়॥
পর্ব্বতের সূক্ষ্ম পথ যেরূপ বিষম।
সেইরূপ হয় তার ভাব সুদুর্গম॥
চিত্তটি তরল যেন পদ্মপত্র-জল।
যারে হেরি বিদ্বানেরো মানস বিকল॥
কুমারী লতিকারূপ গরল-অঙ্কুর।
দোষরূপ পঙ্কে তার শ্রীবৃদ্ধি প্রচুর॥

৭৭

স্বার্থ পরিত্যাগ করি পরার্থ যোজনা।
যাহার দ্বারায় হয় সাধু সেই জনা॥
আত্মলাভ প্রতিকূলে পরার্থে যোজনা।
সচেষ্ট যে নহে সেই সামান্য গণনা॥

স্বার্থ হেতু পরহিত-বিঘ্নকারী যেই।
মানুষ রাক্ষস দুষ্ট নরাধম সেই॥
নিরর্থক পরহিত যে জন সংহারে।
সে যে কি পদার্থ আমি না জানি তাহারে॥

৭৮

দোষগুণ সব কার্য্যে আছে বিদ্যমান।
পরিণাম চিন্তি কার্য্য করেন ধীমান্॥
সম্পদে সহজে কৃতকার্য্য বহুতর।
বিপদে হৃদয় দহে শেলের সোষর॥

৭৯

বনে, রণে, শত্রুমাঝে, সলিলে, অনলে।
মহার্ণবে কিংবা গিরি-মস্তক-মণ্ডলে॥
প্রসুপ্ত প্রমত্ত তথা বিষম বিপদে।
পূর্ব্বকৃত পুণ্য রক্ষা করে পদে পদে॥ *

৮০

পূর্ব্বপুণ্য-বল যার আছয়ে যথেষ্ট।
তার পক্ষে ভীমবন হয় পুরশ্রেষ্ঠ॥
দুর্জ্জন সুজন হয় যাহার সদনে।
নিধি-রত্ন-পূর্ণ ধরা সদা সর্ব্বক্ষণে॥

৮১

বরং ঘোর বনে ভ্রম বনচর সহ।
সুরেন্দ্র-ভবনে মূর্খ-সংসগ দুঃসহ॥

৮২

ধনের তৃতীয় গতি দান, ভোগ, নাশ।
দান ভোগ-হীন প্রাপ্ত তৃতীয় নির্যাস॥

৮৩

ধন যার আছে সুকুলীন সেই নর।
সেই বক্তা সেই মনোহর-রূপধর॥
সেই সুপণ্ডিত শ্রুতবান্ গুণালয়।
সকলের কাছে সেই সমাদৃত হয়॥

৮৪

ঈর্ষী, ঘৃণী, অসন্তুষ্ট, নিত্য ভীত, রোগী।
পরভাগ্যজীবী, এই ছয় দুঃখভাগী॥

---

* পর্ব্বতের গুহা।

* এই নীতি সঙ্কলনকারীর অনুমোদনীয় নহে।

৮৫

যজ্ঞে, পরিণয়ে, রিপুক্ষয়ে কি ব্যসনে।
যশস্কর কর্ম্মে আর মিত্র-সংগ্রহণে॥
প্রাণ-প্রিয়া নারী তথা বান্ধব কারণ।
এই অষ্টে অতিব্যয় নাহি কদাচন॥

৮৬

সর্ব্বসুখ নাশে তৃষ্ণা, রূপ নাশে জরা।
খলসেবা পুরুষের অভিমান-হরা॥
ভিক্ষায় গৌরব, আত্মম্ভরিতায় গুণ।
চিন্তা-জ্বরে বল অদয়ায় লক্ষ্মী ন্যূন॥

৮৭

অনুদ্যোগী পুরুষের যশ হয় ক্ষয়।
মৈত্রী কোথা যেখানেতে একভাব নয়॥
ধনলুব্ধে ধর্ম্মনাশ, কুকর্ম্মীর কুল।
ব্যসনীর বিদ্যা-ফল ব্যসনে নির্ম্মূল॥
কৃপণ বিনষ্ট যদি করে ব্যবহার।
মাতাল মন্ত্রীর দোষে রাজ্য ছারখার॥

৮৮

জলনিধি আবরণ হন ধরণীর।
আবাসের আবরণ হয় ত প্রাচীর॥
রাজা ভিন্ন দেশের কি আবরণ আর।
সুচরিত্র আবরণ হয় ললনার॥

৮৯

হস্তের প্রতিষ্ঠা যদি দান-ধর্ম্মে রত।
মস্তকের শ্লাঘা যদি গুরুপদে নত॥
মুখের প্রশংসা সত্যবাণী সুনিশ্চয়।
ভুজের প্রতিষ্ঠা বীর্য্যবিভাত বিজয়॥
হৃদয়ের শ্লাঘা ইচ্ছামত আচরণ।
শ্রুতির গৌরব সদা শ্রুতির শ্রবণ॥
প্রকৃতি-মহৎ যাঁরা, সেই সব নরে।
ধন বিনা এ সকল ভূষা শোভা করে॥

৯০

আমাতে তোমাতে আছে একই ঈশ্বর।
তবে বল মম প্রতি কেন ক্রোধ কর॥
একেবারে পরিহার করি ভেদজ্ঞান।
সকলেই দেখ ভাই আপন সমান॥

৯১

নূতন বসন, নূতন ভবন,
নবচ্ছত্র নব নারী-রতন।
সর্ব্বত্র নূতন, হয় সুশোভন,
সেবকান্ন পুরাতন॥

৯২

কভু ভূমিশয্যা কভু পালঙ্কে শয়ন।
কভু শাকাহার, কভু পরান্ন ভোজন॥
কভু ছেঁড়া কাঁথা কভু বিনোদ বসন।
ইথে সুখ দুঃখ জ্ঞানী না করে গণন॥

৯৩

তিন লোক দান করি, অর্চনা করিয়া হরি,
বলি গেল পাতালভবন।
ছাতু-শরা করি দান, কোন এক তপস্বান্,
স্বর্গপুরে করিল গমন॥
আবাল্য অবধি যার, কত কত হৈল জার,
সে কুন্তীর স্বর্গেতে বসতি।
আহা পতিপ্রাণা সতী, সীতার পাতালে গতি,
মরি কি ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি॥

৯৪

কানীন আপনি মুনি, পুনঃ পুরাণেতে শুনি,
ভ্রাতৃবধূ বিধবা-রমণ।
গোলক নন্দনগণ, তাঁর নাতি পাঁচজন,
কুণ্ড বলি আছে বিঘোষণ॥
সে পাণ্ডব অব্যাহত, এক রমণীতে রত,
পুণ্যবলে নাহি কিছু ক্ষতি।
তাহাদের গুণগ্রাম, গায় লোক অবিশ্রাম,
মরি কি ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি॥

৯৫

আহারেতে শুদ্ধাচার, বচন সুধার ধার,
গৃহাভাবে পরঘরে রয়।
মমতা-বিহীন মন, বনে রণ আলাপন,
বাচালতা বসন্তসময়।

এত গুণ সেই ধরে, ত্যজি হেন পিকবরে,
কি কারণ ভক্তিভাবে অতি।
খঞ্জরীট কৃমিভুজে, মানবমণ্ডলী পূজে,
মরি কি ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি॥

৯৬

কপোতিনী সকাতরে কান্তপ্রতি কয়।
আজ নাথ অন্তকাল হইল উদয়॥
ধনুঃশর-করে ব্যাধ ভ্রমে অধোভাগে।
উপরেতে শ্যেন পক্ষী ভ্রমে তাগে তাগে॥
হেনকালে ব্যাধেরে দংশিল বিষধর।
শ্যেনেরে আহত করে নিষাদের শর॥
উভয়ে তখনি গেল যমের বসতি।
দেখ দেখি অদৃষ্টের কি বিচিত্র গতি॥

৯৭

বীরেন্দ্রের পরাজয়ে, সুগভীর মাংস লয়ে,
বাড়াইনু কুকুরের কায়।
দিলাম শাল্যন্ন দধি, পায়সান্ন নিরবধি,
ফুলিয়া উঠিল তনু তায়॥
কিন্তু সিংহ-রব শুনি, অতি ভয়াতুর শুনী,
গভীর গুহায় পলাইল।
হায় এ কি সর্ব্বনাশ, হত যত অভিলাষ,
লাভ মাত্র গোবধ হইল॥

৯৮

চন্দন চম্পক-বন, রসাল রসালগণ,
কাটি কাঁটা করীর * রক্ষণ।
হিংসি হংস শিখাবল, কোকিল কোলিলাদল,
কাক লয়ে ক্রীড়া আকিঞ্চন॥
করী করি বিনিময়, গর্দ্দভ ক্রয়িত হয়,
কার্পাস কর্পূরে এক দাম।
গুণিপক্ষে এ প্রকার, যথা হয় অবিচার,
সে দেশের পায়েতে প্রণাম॥

৯৯

পুরোভাগে রেবা-পার, শোভিতেছে পরে তার,
দুরারোহ পর্ব্বত-শিখর।
পশ্চাতে শবরবর, ধনুঃশরযুক্ত কর,
ধাইতেছে অতি দ্রুততর॥
দক্ষিণেতে সরোবর, বামে দহে ভয়ঙ্কর,
দাবদাহ-তাপে তপ্তকায়।
পলাইয়া যেতে নারে, থাকিতেও নাহি পারে,
মৃগশিশু কাঁদে হায় হায়॥

* কইক বৃক্ষবিশেষ।

ইতি নীতি-কুসুমাঞ্জলি

কাঞ্চীকাবেরী

ভূমিকা

রাজকার্য্যের অনুরোধে বহু বৎসর হইল, আমি উৎকলদেশে প্রবাস করিলাম। আমি প্রথমে আসিয়া এই দেশের যে অবস্থা দেখিয়াছিলাম, শত গুণে তদবস্থার সংশোধন হইয়া আসিয়াছে। মৃণ্ময় রথ্যাসকলের পরিবর্ত্তে ইষ্টকময় রাজপথসকল প্রস্তুত হইয়াছে। সুবিমল মৌক্তিকনিভ সলিলপূর্ণ প্রণালীপুঞ্জ দেশময় পরিভ্রমণ করিয়া কৃষি ও গতি-বিধির উন্নতি সাধন করিতেছে, সপ্তাহে সপ্তাহে বাষ্পীয় পোতসকল রাজধানী কলিকাতা হইতে বিবিধ বাণিজ্যদ্রব্য উৎকলের উপকূলে রাখিয়া যাইতেছে এবং এ দেশ হইতে নানাপ্রকার শস্য বহিয়া লইয়া যাইতেছে, পথের দূরতা সঙ্কীণ করিয়া ক্লান্তির উপশান্তি করিতেছে, সহস্র সহস্র উৎকলীয় লোকদিগকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া অদ্ভুতদর্শন ও ধনোপার্জন প্রভৃতি বিষয়ে চরিতার্থ করিতেছে। বিদ্যাধ্যাপনা প্রচুররূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে। সুগভীর সুনিবিড় তিমিরময় গিরিগহ্বরে সূর্য্যরশ্মির প্রবেশবৎ উৎকলে জ্ঞানালোক সঞ্চারিত হইয়াছে। মুদ্রাযন্ত্রসকল স্থাপিত হইয়াছে, বহুসংখ্যক উৎকলীয় গ্রন্থ তালপত্ররূপ তাপসবিহিত বল্কল-বেশ পরিহারপূর্ব্বক মুদ্রাক্ষরের প্রসাদাৎ রমণীয় পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া গৃহে গৃহে বরণ-প্রাপ্ত হইতেছে, ইংলণ্ডীয় এবং বঙ্গীয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ-সকল অনুবাদিত হইতেছে, সংবাদপত্রসকল প্রচারিত হইয়া, কথঞ্চিৎ রাজনীতির শিক্ষা দিতেছে। এই সকল উপায়যোগে উৎকলীয় ভাষা এবং সাহিত্য দৈনন্দিন পরিষ্কৃত এবং সংশোধিত হইয়া আসিতেছে। পরমেশ্বর গরল হইতে অমৃতের সৃষ্টি করেন, দুর্ভিক্ষরূপ দারুণ দণ্ড প্রেরণ-পূর্ব্বক রাজপুরুষদিগের চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দিলেন, চিরঘৃণিত উৎকলদেশের প্রতি তাঁহাদিগের কৃপাদৃষ্টি পতিত হইল, তাহাতে এত শীঘ্র অশেষ-বিধ শুভানুষ্ঠানের উদ্যোগ হইল। বস্তুতঃ উৎকল-দেশ ঘৃণার্হ দেশ নহে, অত্রত্য লোকের পূর্ব্ব কীর্ত্তিকলাপ দর্শনে সহৃদয়মাত্রেরই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে যে, উৎকলীয় লোকের মানসে অনেকগুলি গৌরবভাজন শক্তিবীজ নিহিত আছে এবং তাহারা এক সময়ে বীরত্ব এবং ধীরত্বভূষণে ভূষিত ছিল। বঙ্গপ্রদেশের সহিত এ প্রদেশের প্রতিবেশিতা সম্পর্ক-বশতঃ বহু কাল পর্য্যন্ত সুপরিচয় আছে। বঙ্গদেশের শেষ অধিপতি মুসলমান-অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এই দেশেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈদিক-বিপ্র-কুলতিলক বিশ্বম্ভর মিশ্র---যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে পশ্চাৎ পরি-ব্রাজকাবস্থায় বিখ্যাত হন, তিনি এই উৎকলদেশেই আপনার মত প্রকৃষ্টরূপে প্রচার করিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মকে এককালে এ দেশ হইতে নিষ্কাশিত করেন। বলিতে কি, এক্ষণে উৎকলের তৃতীয়াংশ লোক তাঁহারই মতাবলম্বী, তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া মান্য করিয়া থাকে। অপর মোগলদিগের সময়ে মহারাজ টোডরমল্ল বহুতর বঙ্গীয় কায়স্থকে এই দেশে আহ্বান করিয়া ভূমির পরিমাণ এবং রাজস্ব নির্দ্ধারণাদি রাজকার্য্যসকল শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন, তাহাতে এদেশীয় লোকের সহিত আমাদের দেশীয়

লোকের সবিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ইংলণ্ডীয়দিগের অধিকারেও বঙ্গীয় কৃতবিদ্যগণ শান্তিরক্ষা, রাজস্ব আদায় এবং বিদ্যাধ্যাপনা প্রভৃতি রাজকার্য্যসকল নির্ব্বাহ করিয়া এদেশীয় লোকদিগকে ক্রমশঃ সভ্যতার সোপানে অধিরূঢ় করিতেছেন, কিন্তু উভয়-দেশীয় লোকের মধ্যে এই সৌহার্দ্দ্য যত বর্দ্ধিত হয়, ততই সুখের বিষয়। সেই সৌহার্দ্দ্য-রজ্জুর খণ্ডেক ক্ষীণ সূত্র বা তৃণবৎ আমি—এই ঐতিহাসিক কাব্যখানি বঙ্গীয় এবং উৎকলীয় বন্ধুগণের হস্তে সমর্পণ করিলাম।

এই কাব্য প্রণয়নের অন্যতম কারণ, কতিপয় উৎকলীয় বন্ধুর উত্তেজনা। তাঁহারা কহেন, যেখানে আমি বহুকাল পর্য্যন্ত এই দেশে প্রবসতি করিলাম, সেখানে এ দেশ সম্বন্ধে লেখনী সঞ্চালন করা আমার পক্ষে কর্ত্তব্য। এই উত্তেজনা কতদূর সঙ্গত, বলিতে পারি না। ফলে সুহৃদনুরোধ রক্ষা করা সমাজের একটি সুনীতি। বর্ণিত আখ্যানটির বিষয়ে কিঞ্চিদ্বক্তব্য আছে। প্রায় ৩৫ বৎসর গত হইল, মেজর কলনেট আমার জ্যেষ্ঠ মাতুল মহাশয়কে কতকগুলি পুস্তক প্রদান করেন। ঐ সকল পুস্তকমধ্যে ষ্টর্লিং-লিখিত উড়িষ্যার বিবরণ নামক গ্রন্থ ছিল। আমার তখন ১৫ বৎসর বয়ঃক্রম। আমি গ্রন্থখানি সযত্নে পাঠ করি এবং তদবধি এই দেশের প্রতি আমার আন্তরিক অনুরাগ জন্মে। পরমেশ্বর সেই অনুরাগ বদ্ধমূল-করণ কারণ পশ্চাৎ কতকগুলি উপযোগ সংযোগ করিয়া দিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থমধ্যে এক স্থানে এইরূপ লিখিত আছে :—

"In the country of Dakshin Kanouj Karnat Sasan, there lived a powerful Raja who had a vast fortress and palace built of a fine black stone, called Kanchinagar (Conjeveram) and a daughter so beauteous and accomplished, that she was surnamed Padmavati or Padmini. The fame of her charms having reached the ears of Maharaja Purushottam Deo, he became anxious to espouse her, and sent a messenger accordingly to the chief of Conjeveram to solicit the hand of his fair daughter. That Raja was well pleased with the prospect of having for his son-in-low so great and powerful a prince as the Gajapoti of Orissa, but considered it advisable to make some inquiries regarding the customs and manners of that court, before consenting to the alliance. He soon found that the Maharajas were in the habit of performing the duties of a sweeper (Chandala) before the image of Jagannatha, on its being brought forth from the temple annually at the Rath jatra. Now the Kanchinagar Raja waa a devoted and exclusive worshipper of Sri Ganesha (Ganesa), and had very little respect for Sri Jeo, the divinity of Orissa and conceiving the above humiliation to be quite unworthy of, and indeed utterly disgraceful to, a Kshatriya of such high rank, he declined the alliance in consequence. The Gajapati monarch became very worth at the refusal, and swore, that to revenge the slight cast on him, he would obtain the damsel by force and marry her to a real sweeper. He accordingly marched with a large army to attack Conjeveram, but was defeated and obliged to retire. Overwhelmed with shame and confusion, he now threw himself at the feet of Sri Jeo, and earnestly supplicated his interference to avenge the insult offered to the deity himself in the person of his faithful worshipper. The god promised assistance, says the author of the poem, directed him to assemble another army, assured him that he would this time take the command of the expedition against Conjeveram in person. When the Raja had arrived, during the progress of his march, at the site of the village now called Manikpatam, he began to grow anxious for some visible indications of the presence of the deity.

In the midst of opogitations on the subject, a gowalin named Manika, came up and displayed a thing which, she said, had been entrusted to her, to present to the monarch, the one on a black and the other on a white horse, who had just passed on to the southward. She also related some particulars of a conversation with them which satisfied the Raja that the promise of assistance would be fulfilled, and that those horsemen were no other than the two brothers Sri Jeo (Krishna) and Balde (Baladeva). Full of joy and gratitude, he directed that village in future to be called, after his fair informant, Manikpatam, and marched on wards to the Deccan, secure of success. On the other hand the chief of Conjeveram, alarmed at the second advance of the Gajapati in great force, appealed for aid to his protecting deity Gancsa, who candidly told him that he had little chance against Jaggannatha, but would do his best. The seige was now opened, and many obstinate and bloodly battles were fought under the walls of the fort. The gods Sri Jeo and Ganesh espousing warmly t's cause of their respective votaries, perform many miracles and mix personally in the engagements, much in the style of the Homeric deities before the walls of Troy; but the latter is always worsted. In reality after a long struggle, Conjeveram fell before the armies of Orissa. The Raja escaped but his beautiful daughter was captured and conducted in triumph to Puri. A famous image of Gopala, called the Satyabadi Thakur, that is the truth speaking god, was brougth off at the same time and set up in a temple ten miles north of Purushottam, where it may still be seen, a monument of the Conjeveram expedition."

"Conformably with his oath, Raja Purushottom Deva made over the fair Padmavati or Padmini to his chief minister desiring him to wed her to a sweeper. Both the ministers however and all the people of Puri commisserated her misfortunes and at the next Ratha jatra, when the Maharaja began to perform his office of Chandala (sweeper) the individual entrusted with the charge of the lady brought her forth and presented her to him, saying, 'you ordered me to give the Princess to a sweeper, you are the sweeper upon whom I bestow her.' Moved by the intercession of his subjects, the Raja at last consented to marry Padmavati, and carried her to the palace at Cuttack. The end of this lady's history is as romantic as the preceding portion of it. She is said to have conceived and brought forth a son by Mahadeva, shortly after which she disappeared. All the circumstances were explained to the husband in a dream, who acknowledged greatefully the honour conferred on him and declared the child thus mysteriously born his successor in the Raj."

আমি পশ্চাৎ আখ্যায়িকাটি বিস্মৃত হইয়াছিলাম। এ দেশে আসিবার পর দুর্গোৎসবের বন্ধ উপলক্ষে একদা শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়া মন্দিরের একদেশে দেখিলাম, শ্বেত এবং কৃষ্ণ তুরঙ্গারোহী সৈনিক পুরুষদ্বয়ের আকার ক্ষোদিত, পার্শ্বে এক তরুণী ক্ষীরসর লইয়া তাঁহাদিগকে প্রদানোন্মুখী। দেখিবামাত্র পূর্ব্বপঠিত আখ্যানটি মনে পড়িয়া গেল, তৎপরে কাঞ্চীকাবেরীদ্রব্যের অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রাপ্ত হই নাই। গল্পটি যে সত্য ইতিহাস, তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই, মাদলা পাঞ্জী * নামক উৎকলদেশের রাজপুরাবৃত্তে

* এই গ্রন্থ চোরগঙ্গ বা চুরঙ্গ-দেব রাজার সময় হইতে লিখিত হইয়া আসিতেছে, সুতরাং ইহার বয়:ক্রম প্রায় ৫০০ বৎসর হইল।

ইহা বর্ণিত আছে। অদ্যাপি জগন্নাথমন্দিরে কাঞ্চী হইতে আনীত গণেশমূর্ত্তি এবং মুগনী-প্রস্তরে রচিত বিবিধ বিচিত্র জালাদি অবলোকিত হয়। অপর গৃহভিত্তিতে মাণিকা-গোপিনী এবং সিতসিত তুরঙ্গীদ্বয়ের আকৃতি চিত্র করা উৎকলীয়দিগের এক সাধারণী রীতি। শ্রীযুক্ত বীমস্ সাহেব সুবর্ণ-রেখার তীরবর্ত্তী জঙ্গলাবত এক প্রাচীন দুর্গমধ্যেও এই প্রকার অশ্বারোহী পুরুষযুগলের পাষাণ-প্রতিমা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, গত দুর্গোৎসবের বন্ধের পূর্ব্বে তালপত্রে লিখিত ছন্দোভঙ্গ, পাদভঙ্গ প্রভৃতি নানাদোষদূষিত একখানি কাঞ্চীকাবেরী পুঁথি পাইয়া তাহাই সমাদরপূর্ব্বক পাঠ করি এবং পাঠসমাপন পরে এই কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া কতিপয় দিবসে সমাপ্ত করিলাম। ফলতঃ আমার এ রচনা উক্ত উৎকল-কাব্যের অনুবাদ নহে। আখ্যানটি মাত্র গৃহীত হইয়াছে, তাহাও সমগ্র নহে। শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার, দেশবর্ণন, উৎকল দেশের পৌরাবৃত্তিক ঘটনা প্রভৃতি কোন বিষয়েই আমি উক্ত মূল কাব্যের নিকট ঋণী নহি। দুই এক স্থলে সাদৃশ্য থাকিবার সম্ভাবনা, কিন্তু এ প্রকার সাদৃশ্য অপরিহার্য্য।

আখ্যানমধ্যে কতকগুলি অলৌকিক ঘটনা আছে। তাহা কাব্য-শরীরের প্রধান উপাদান; সাত্ত্বিক হিন্দুমাত্রেরই তত্তাবৎ বিশ্বাসভাজন, কিন্তু ইউরোপীয় বিজ্ঞানোজ্জ্বল-বুদ্ধি আধুনিক যুবক-গণের শ্রদ্ধেয় না হইতে পারে। তাঁহারা কহিতে পারেন, জগন্নাথ বলরামের অশ্বারোহী সৈনিক বেশ ধারণ করিয়া উৎকলাধিপতির সহায়তা করা বাস্তবিক প্রকৃত ঘটনা নহে, রাজা স্বীয় সৈন্যগণের সমরোৎসাহ বৃদ্ধিকরণ মানসে ভিন্ন দেশ হইতে আনীত অনুচরদ্বয় দ্বারা এই ষড়যন্ত্র করিয়া স্বকার্য্য সাধনে থাকিবেন। মাণিকা-গোয়ালিনী এবং দাশরথি সূপকার তাঁহার মন্ত্রণার মধ্যে থাকিয়া ধূর্ত্ততার সহায়তা করিয়া থাকিবে ইত্যাদি। ফলতঃ এই উভয়বিধ বিশ্বাসের প্রতি আমার কিছুই বক্তব্য নাই।

উপসংহারকালে বক্তব্য এই যে, সাত্ত্বিক হিন্দু-মাত্রেই এই কাব্যকে মহাপ্রসাদ বলিয়া অবশ্য সাদরে গ্রহণ করিবেন। নব্য সম্প্রদায়ের প্রতি নিবেদন এই---আপনারা এই মহাপ্রসাদের মধ্যে আপনাদিগের রুচির উপযুক্ত কোন কোন পদার্থ পাইতেও পারেন।

"A theme; a theme for Milton's
mighty hand---
"How much unmeet for us, a faint
degenerate band!"---Scott.

কটক।
২০শে কার্ত্তিক,
১৭৯৯ শকাব্দাঃ

কাঞ্চীকাবেরী

প্রথম সর্গ

সূচনা

দক্ষিণ জলধি-তীরে, নীলগিরি নীলনীরে,
শোভিত কলিঙ্গ * নাম দেশ।
কন্দর কেদার বন, অগণন সুশোভন,
প্রবাহিত তটিনী অশেষ ॥
বিন্ধ্যপাদে সমুদ্ভূতা, অমৃত-উদক-পূতা,
রত্ন-রেণুময়ী † মহানদী।

* উৎকলদেশের পৌরাণিক নাম; মহাভারতের তীর্থাধ্যায়-পর্ব্বে কলিঙ্গদেশে বৈতরণী নদীর ও তৎকূলবর্ত্তী দেশাদির বর্ণন আছে, সুতরাং মহাভারত রচনার সময়ে উৎকল শব্দের সৃষ্টি হয় নাই, মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে উৎকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, ইহাতে উৎকল শব্দের অপেক্ষাকৃত আধুনিকতা প্রতিপন্ন হইতেছে। বাস্তবিক বঙ্গঅখাতের প্রায় সমস্ত পশ্চিম তীর, অর্থাৎ সুবর্ণরেখা হইতে কর্ণাটদেশের উত্তরসীমা পর্য্যন্ত পূর্ব্বকালে কলিঙ্গ নামে বিখ্যাত ছিল, এই দেশ তিন ভাগে বিভক্ত বিধায় ত্রিকলিঙ্গ বলিয়া উল্লিখিত হইত, উত্তর বা উৎকলিঙ্গ উক্ত দেশের উত্তর ভাগের নাম ছিল। উৎকলশব্দ এই উৎকলিঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ, এমত সম্ভব। অপর তৈলঙ্গ বা তেলিঙ্গা শব্দও ত্রিকলিঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ, এমত প্রতীত হয়।

† মহানদীর কোন কোন স্থানে বিশেষতঃ সম্বলপুরের নিকটে তদ্‌গর্ভে হীরকাদি প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ নানা বর্ণের উপলপুঞ্জ বালুকাতে পাওয়া যায়। নীলমণি হালদার কটকে অবস্থানকালে এই সকল চিত্রোপল সংগ্রহ করিতেন।

মেঘাসন * সমাশ্রিয়া, ব্রাহ্মণী ব্রহ্মার প্রিয়া,
মাননীয়া যথা বিষ্ণুপদী ॥
স্বর্ণরেখা, চিত্রোপলা, খরস্রোতা সুবিমলা,
অতি পুণ্যতরা বৈতরণী।
দেবী, দয়া, প্রাচী সতী, কুশভদ্রা গন্ধবতী,
ভুবনেশ গমন-শরণী ॥
প্রগাঢ় ভক্তির ফল, পঞ্চদেবতার স্থল,
ভারতে প্রসিদ্ধ পঞ্চপুর।
নিরখি জুড়ায় নেত্র, বিরজার চারু ক্ষেত্র,
যাজপুর তীর্থের ঠাকুর ॥
গয়াসুর-নাভিকুণ্ডে, পিণ্ড দিয়ে পিতৃমুণ্ডে,
কৃতকৃত্য হয় জনগণ।
দ্রুপদ-নন্দিনী সঙ্গে, পঞ্চপাণ্ডু-পুত্র রঙ্গে,
করিলেন যথাবগাহন ॥ †
হর-ক্ষেত্র ভুবনেশ, ধরি গোপালিনী ‡ বেশ,
গোচারণ করেন অভয়া।
একাম্র-কাননে লীলা, মহামায়া প্রকাশিলা,
সঙ্গেতে বিজয়া আর জয়া ॥
গোপালের বেশে হর, তাঁর প্রেম-ভিক্ষাপর,
গোপালিনী তৃষায় কাতরা।
শূলাঘাতে স্মর হর. নামে শ্রীবিন্দু-সাগর,
সরোবর চলিলেন ত্বরা ॥
ভোগবতী ফুঁড়ি জল, প্রবাহিত অনর্গল,
যথা গৌরীকুণ্ড প্রস্রবণ।

* যে পর্ব্বতে ব্রাহ্মণী নদীর জন্ম, তাহার নাম মেঘাসন, মেঘমালা তচ্চূড়াবলীতে সর্ব্বদা আসীন।

† মহাভারতীয় বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থাধ্যায় পর্ব্বে আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।

‡ একাম্র-পুরাণে সবিস্তর বর্ণন আছে। রামপ্রসাদ সেনের কালীকীর্ত্তনের উপপুরাণই ভিত্তিমূল।

আয় মন পুন যাই, নিরখিয়া আসি ভাই,
কীর্ত্তিকলা পাষাণে লিখন ॥
বুদ্ধ * বা বিষ্ণুর স্থান, ধরাব্যাপী যশস্বান্,
পুরীর প্রধান যেই পুরী।
যেখানে প্রেমের স্ফূর্ত্তি, চৈতন্য কনক-মূর্ত্তি,
প্রকাশিলা ভক্তির মাধুরী ॥
ত্যজি জাতি-অভিমান, যেখানেতে অন্ন পান,
একচছত্রে জাতিমাত্রে খায়।
খাইয়া প্রসাদ ভাত, মাথায় মুছয়ে হাত,
শৌচাশৌচ কিছুই না চায় ॥

* জগন্নাথ দেবই বুদ্ধাবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ, বাস্তবিক বৌদ্ধধর্ম্ম উৎকলদেশের এক সময়ে প্রধান ধর্ম্ম ছিল। চীনদেশীয় সুবিখ্যাত বৌদ্ধ পরিব্রাজক হুএঞথছং খৃঃ সপ্তম শতাব্দীতে শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সবিশেষ উন্নতি দেখিয়া গিয়াছিলেন, বুদ্ধমূর্ত্তির রথাদি পর্ব্বাহ ছিল। বাস্তবিক রথ-পর্ব্বাহ বৈদিক বা হিন্দু প্রাচীন পর্ব্বাহমধ্যে পূর্ব্বে পরিগণিত ছিল না। জগন্নাথ-মূর্ত্তিও বুদ্ধমূর্ত্তির সঙ্গে কথঞ্চিৎ সমঞ্জসীভূত। প্রায় ৩৭০ বৎসর অতীত হইল, যখন চৈতন্যদেব শ্রীক্ষেত্রে স্বীয় মত প্রচার করেন, সে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের ভগ্নাবশেষ দেখিয়াছিলেন, রাজা প্রতাপরুদ্র দেবও প্রথমে তন্মতাবলম্বী ছিলেন। এই সকল কারণ বশতঃ বোধ হয় শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ এবং শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি বৌদ্ধধর্ম্মপ্রসক্ত উৎকলীয়দিগকে হিন্দুধর্ম্মে পুনরানয়নকল্পে এক বিশেষ কৌশলপরায়ণ হইয়াছিলেন,—তাঁহারা বদ্ধমূল বৌদ্ধমত বোধিদ্রুমকে সমূলে উৎপাটন না করিয়া তাহার অতিরিক্ত পল্লবাদি ছেদন করিয়া সনাতন ধর্ম্মতরুর আকারে তাহাকে পরিণত করিয়া থাকিবেন। বেদপ্রতিপাদিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের হিংসা অর্থাৎ পশুচেছদনপূর্ব্বক বলির বিধান আছে। রামানন্দ, রামানুজ বা চৈতন্যমতে তাহার নিষেধ—পক্ষান্তরে, অহিংসাই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য বা উপদেশ—ইহাতেও উল্লিখিত কৌশলের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে।

সৌরতীর্থ কাণারক, * মহারোগ-সংহারক,
আছে মাত্র ভগ্ন-অবশেষ।
দেখিয়া ভাস্কর-কার্য্য, মনে মনে হয় ধার্য্য,
দেবকারু-শিল্পের উন্মেষ ॥
জিনি উচৈচঃশ্রবা হয়, তুরঙ্গ পাষাণময়,
দিগ্গজ জিনিয়া মাতঙ্গ।
পাষাণে রচিত নারী, কিবা ভঙ্গী মনোহারী,
অনঙ্গেরে দান করে অঙ্গ ॥
সরোবরে নিরখিয়া, নগ্না যত পিতৃপ্রিয়া,
ব্যাধিগ্রস্ত সন্তাপিত মনে।
হেথা শাম্ব কৃষ্ণসুত, মহা মাতৃ-ভক্তিযুত,
রোগমুক্ত ভানু-আরাধনে ॥
আয় পুন যাই মন, করিবারে দরশন,
দর্পণ-অচলে গজাননে।
যেখানে মুকুতাকারা, ঝরিতেছে জলধারা,
মহাবিনায়ক-প্রস্রবণে ॥
পূর্ব্বে এই চারু দেশ, অরণ্যেতে সমাবেশ,
বহুকাল আবৃত তমসে।
নদী-প্রবাহিত পলী, পঙ্কে পূর্ণ সর্ব্বস্থলী,
নরের অসাধ্য তথা পশে ॥
ঘোর হিংস্র পশুগণ, বিরাজিত অগণন,
আশীবিষ কত অজগর। †
নির্ভয়ে কুরঙ্গ-পাল, ভ্রমিত পুলিন-পাল,
বিনোদ বিচিত্র কলেবর।
যূথে যূথে বন-হস্তী, মস্তকে সঞ্চিত মস্তি,
মহানন্দে ফিরিত কাননে।
বন-বরাহের দলে, খেলিত কর্দ্দম-জলে,
করাল দশনযুক্তাননে ॥
শিরে খড়্গ সুশোভন, ভ্রমিত গণ্ডারগণ,
দৃঢ়দেহ পাষাণ-সমান।
ঘোড়াশিঙ্গাবন্য হয়, গয়াল গবয়চয়,
শিরে শোভে ভয়াল বিষাণ ॥

* সবিশেষ বিবরণ বন্ধুবর পুরাবিৎপ্রবর মহামহোপাধ্যায় রায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের 'উড়িষ্যার পুরাতন কীর্ত্তি' নামধেয় গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

† উৎকলীয় শব্দ; অর্থ—নদীগর্ভস্থ ভূমি।

কিবা কালান্তের কাল, ভ্রমিত ব্যাঘ্রের পাল,
দীর্ঘদেহ বৃষভ-সোসর।
বিকট প্রকটতর, দন্তচয় ভয়ঙ্কর,
আঁখি দুটি দেউটি প্রখর॥
কি ভয়াল অরণ্যানী, ভাবিলে শিহরে প্রাণী,
হয়-ধ্বনি আকাশ-ভেদিনী।
তর্জন-গর্জন রব, করে হিংস্র পশু সব,
লম্ফে ঝম্পে কম্পিত মেদিনী॥
ভগ্ন-হনু উচচ-হনু, শীর্ণতনু ফুল্লতনু,
কত জাতি বানর বিহরে।
কুম্ভীর হাঙ্গর চয়, সুখে চরে জলাশয়,
নদী কিবা হ্রদ-পরিসরে॥
বিশাল বিশাল শাল, সরল অর্জুন তাল,
বোধিদ্রুম বট তরুবর।
হরীতকী বিভীতকী, পিণ্ডীতকী আমলকী,
গিরিমল্লী জয়ন্তী কেশর॥
সপ্তপর্ণ উড়ুম্বর, কোবিদার নাগেশ্বর,
মধুদ্রুম পীলু কন্দরাল।
নীপ লোধ্র অরুস্কর, পিয়াল পিপাসাহর,
পারিভদ্র প্লক্ষ কৃতমাল॥
পলাশ পুন্নাগ চারু, ব্রহ্মদারু দেবদারু,
তিনিশ শিরীষ সুকুমার।
শমী শ্যামা কুরুবক, অশোক চম্পক বক,
সিন্দুক তিন্দুক বহুবার॥
বিবিধ বিহঙ্গচয়, গান করে মধুময়,
নানা রঙ্গে সুরঞ্জিত কায়।
স্বেচ্ছামতে খায় ফল, পিয়ে নির্ঝরের জল,
বিলসিত তরু-লতিকায়॥
শূন্যে উড়ে ভরদ্বাজ, নানা স্বরে ভীমরাজ,
থেকে থেকে জাগাইত বনে।
ডাকে বন-পারাবত, স্বরে গম্ভীরতা কত,
চাতক ডাকিত ঘন ঘনে॥
বনপ্রিয় সেই বনে, পরম আনন্দ-মনে,
করিত স্বগণে সুখে বাস।
কন্দরেতে সারি সারি, আলাপ করিত শারী,
আহা মরি কি মধুর ভাষ॥
না ছিল বন্ধন-ত্রাস, সুখে বিহরিত চাষ,
দিবানিশি ডাকিত দাত্যুহ।
লইয়া স্বদল সঙ্গে, ময়ূর নাচিত রঙ্গে,
প্রসারিয়া কলাপসমূহ॥
কুক্কুভ চকোর লাব, খঞ্জনে কিবা ভাব,
রমণীয় নেত্র অনুকারী।
তাম্রচূড় স্বর্ণচূড়, জীবঞ্জীব গুড়গুড়,
বিষ্ণু-ভক্ত শুক বনচারী॥
কিবা নদী গর্ভময়, চরিত কদম্বচয়,
চক্রবাক সারস শরাল।
মৃণাল লইয়া মুখে, সন্তরিত মহাসুখে,
দল-বল বাঁধিয়ে মরাল॥
রজনীতে ঝিল্লীরবে, নিদ্রায় নিস্তব্ধ সবে,
কেবল জাগিত ব্যাঘ্রগণ।
নয়নে মশাল জ্বলে, আহার অন্বেষি চলে,
মাঝে মাঝে ভীষণ গর্জন॥
কোটি কোটি হীরাচূর, তিমির করিত দূর,
বনে জ্যোতিরিঙ্গন-নিকর।
যার গুণে চলদল, অপুষ্পেও অবিরল,
অগ্নিময় পুষ্পের আকর॥
এইরূপে কত কাল, ছিল বন্য-পশু-শাল,
মহারাণ্যময় এই দেশ।
প্রকৃতির আদিমূর্ত্তি, কাননে পাইত স্ফূর্ত্তি,
মনুষ্য তায় করিত প্রবেশ॥
পরাক্রান্ত আর্য্যজাতি, করে লয়ে বেদবাতী,
এল পঞ্চনদ পার হয়ে।
ব্যাপ্ত আর্য্যাবর্ত্তময়, অনার্য্য অসভ্যচয়,
কাননে পলায় প্রাণ লয়ে॥
উত্তরেতে হিমালয়, * দক্ষিণেতে শিলোচ্চয়,
বিন্ধ্য নামে সীমার নির্দ্দেশ।

---

* আর্য্যেরা প্রথমে আসিয়া সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী নদী-মধ্যস্থিত ব্রহ্মাবর্ত্ত, অর্থাৎ দিল্লীর উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বাস করিয়াছেন; যথা মনুঃ,—

"সরস্বতী-দৃষদ্বত্যোর্দ্দেব-নদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেব-নির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥"

পরে আর্য্য-পরিবার ক্রমে বর্দ্ধিত হইলে ব্রহ্মর্ষিদেশ অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র, মৎস্য অর্থাৎ আধুনিক মাছেরী, পঞ্চাল অর্থাৎ কান্যকুব্জ এবং শূরসেন

পশ্চিমেতে বিনশন, পূর্ব্বসীমা নিরূপণ,
পুণ্যময় প্রয়াগ প্রদেশ ॥
এ সীমা লঙ্ঘন করি, পুণ্যভূমি পরিহরি,
যে যাইত তার জাতি নাশ।
দক্ষিণাপদ বা অঙ্গে, কিবা ত্রিকলিঙ্গ বঙ্গে,
ছিল মাত্র ম্লেচ্ছের নিবাস ॥
কিন্তু মধুমক্ষিকার, যত বাড়ে পরিবার,
ততই চক্রের সীমা বাড়ে।
সেইরূপ আর্য্যবংশ, অনার্য্যে করিয়া ধ্বংস,
ব্যাপ্ত ভারতের চক্রবাড়ে ॥
এই যে অরণ্য-দেশে, প্রথমেতে ছিল এসে,
আর্য্য-ভয়ে ওড্র ভিল্ল কুলী।
দ্বাপরের শেষ-ভাগে, * রণজয় অনুরাগে,
সমাগত আর্য্য, কতগুলি।
ক্রমে যত অনাচার, ম্লেচ্ছ করে পরিহার,
আর্য্য-ভূমি হ'ল ম্লেচ্ছ-দেশ।

অর্থাৎ মথুরাদেশ তাঁহাদিগের বাসস্থান হইয়াছিল। যথা মনুঃ---

"কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাঞ্চ পাঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তমনন্তরম্ ॥"

সুতরাং ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে ব্রহ্মর্ষিদেশ যে তাঁহাদিগের নিকট ন্যূনকল্প ছিল, তাহা এই শ্লোকেই প্রমাণ দিতেছে। কিন্তু বংশবৃদ্ধির অনুরোধে তাঁহারা আরো অগ্রসর হইয়া মধ্যদেশ অর্থাৎ উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, পূর্ব্বে প্রয়াগ এবং পশ্চিমে বিনশন অর্থাৎ যে প্রদেশে সরস্বতী অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন, এই চতুঃসীমাবদ্ধ সুপরিসর ভারতখণ্ডে অধিবসতি করিয়াছিলেন। পরিশেষে পদ্মবনবৎ বৃদ্ধিযুক্ত আর্য্যবংশের ইহাতেও স্থান সংকুলান না হওয়াতে পূর্ব্ব এবং পশ্চিম-সমুদ্রের এবং হিমালয়-বিন্ধ্যের মধ্যবর্ত্তী সমুদায় দেশকে তাঁহারা আর্য্যাবর্ত্ত নামে খ্যাত করিয়াছিলেন। যথা মনুঃ,---

"আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্ব্বুধাঃ ॥"

* মহাভারতীয় সভাপর্ব্বে এবং অশ্বমেধপর্ব্বে পাণ্ডব-দিগ্বিজয়ে দ্রষ্টব্য।

কত তীর্থ প্রকটন, করিলেন মুনিগণ,
দেব-দেবীগণের প্রবেশ ॥
ক্রমে যত খর রবি, ধরা ধরে অন্য ছবি,
সেইরূপ সমাজের গতি।
জাগে হিংসা অপকর্ম্ম, অহিংসা পরম-ধর্ম্ম,
প্রকাশিলা গৌতম সুমতি ॥
হ'ল কতকাল গত, এই দেশে সমাগত,
তথাগত * মত নিরমল।
হিংসাধর্ম্মে ঘোর বৈর, হেথায় ভূপতি ঐর, †
রাজ্য করে বল দশবল ॥ ‡
হেথা সেই ধর্ম্মাশোক, নিস্তার কলির লোক,
ধর্ম্ম-উপদেশ করি দান।
অদ্যাপি ধবলাচলে, †† স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপলে,
পরিচয় দিতেছে পাষাণ ॥
পিতা মাতা প্রতি ভক্তি, বনিতায় প্রেমাসক্তি,
সুতে স্নেহ, কুটুম্বে আদর।
ভ্রাতৃভাব সর্ব্বনরে, সমভাব ঘরে পরে,
বর্ষীয়ানে শ্রদ্ধা নিরন্তর ॥
দয়া সর্ব্ব-জীব প্রতি, শান্তিরসে মুগ্ধ মতি,
অবিরত জ্ঞানের সন্ধান।
শাক শস্য অন্ন সুধা, নিবারণ করে ক্ষুধা,
বিমল সলিল-মাত্র পান ॥

---

* বুদ্ধ।

† খণ্ড-গিরিতে এই রাজার নাম ক্ষোদিত আছে। ২২০০ বৎসরাধিক হইল, সম্ভবতঃ ইনি উৎকলের একাংশের রাজা ছিলেন।

‡ বুদ্ধ।

†† মৃত মহাত্মা জেম্‌স্ প্রিন্সেপ ভুবনেশ্বরের অদূরবর্ত্তী ধৌলা অর্থাৎ ধবলা পর্ব্বতে অশোক সম্রাটের নীতিগর্ভ এই সকল আদেশলিপি সর্ব্বাগ্রে পাঠ করেন। আদেশগুলি পালি ভাষায় বিরচিত, ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে এবং সিন্ধুনদের পরপারে য়ুসফজৈ দেশস্থিত কর্পূরাদ্রিতে উক্ত আদেশাবলী আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তত্তাবৎ এ স্থলে উদ্ধৃত হইল না।

বিহিত প্রশান্ত মনে, বসিয়া বিজন বনে,
ঈশ্বরের ধ্যানে স্নিগ্ধ প্রাণ।
ভাবভরে নিমীলিত, নেত্র-অশ্রু বিগলিত,
সুখের নাহিক পরিমাণ॥
কিন্তু এই সার মত, যুগান্তে হইল গত,
মানুষের মন স্থির নয়।
যথা নব নব ফুলে, ভ্রমরা ভ্রমেতে ভুলে,
ভ্রমণেতে সংবরে সময়॥
পুনর্ব্বার ফুলদলে, চন্দন তণ্ডুল ফলে,
পরমেশে পূজার বিধান।
পুরোহিতে দিয়ে বসু, পাপে পরিত্রাণ অসু,
পশু ছেদি পুন বলিদান॥
মৃত্তিকা পাষাণ দারু, বিরচিত বিশ্বকারু,
পুনঃ প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে।
বাজাইয়া ঢাক ঢোল, করি মহা গণ্ডগোল,
ছেলে খেলা দেব-দেবী লয়ে॥
বর্ষ পঞ্চদশ শত, অধুনা হইল গত,
মগধ-ঈশ্বর ভবগুপ্ত।
বার বার আক্রমণে, তাড়াইল বৌদ্ধগণে,
বিশ্বজিত * মত তাহে লুপ্ত॥
যযাতি কেশরী নাম, সেনাপতি গুণধাম,
সন্ধি-বিগ্রহে অধিকারী।
বৌদ্ধের গৌরবহর্ত্তা, প্রথম শাসনকর্ত্তা,
কটকের সূত্রপাতকারী॥
অন্বেষিয়া জগন্নাথে, বলভদ্র ভদ্রা সাথে,
দেউলেতে বসাইলা পুন।
বলি যাগ-যজ্ঞ হোম, পঞ্চ দেব পূজাস্তোম,
কলিঙ্গেতে বৃদ্ধি বহুগুণ॥
অব্রাহ্মণ এই দেশ, নিরখি অন্তরে ক্লেশ,
কনৌজীয় অযুত ব্রাহ্মণ। †

* বুদ্ধ।

† এই সকল ব্রাহ্মণদিগের অদ্যাপি প্রকৃত ব্রাহ্মণবৎ অনেক সদাচার আছে; যাজপুরে অদ্যাপি ৮ ঘর অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ আছেন, কিছু কাল পূর্ব্বে ইঁহাদিগের সংখ্যা অধিক ছিল,—কাল-প্রভাবে ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে।

নিমন্ত্রিয়া আনি রায়, ভূমি দিয়া কোশলায়, *
বসাইলা ব্রাহ্মণশাসন॥
তাম্রপটে এ সকল, কীর্ত্তিকলা অবিকল,
পরিচয় দেয় অদ্যাবধি।
দ্বিতীয় যযাতি সম, অনুপম পরাক্রম,
সীমাহীন যশের জলধি॥
এই সে কেশরীবংশ, কত নৃপ-অবতংস,
উৎকলের মহিমা আকর।
দেখহ ভুবনেশ্বরে, কি কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে,
ললাটেন্দুকেশরী প্রবর॥
শ্রীমন্দির শৈলসম, কারুকর্ম্ম অনুপম,
বারো শত বৎসর অতীত।
তথাপিও বোধ হয়, যেন দেবালয়চয়,
এইমাত্র হয়েছে নির্ম্মিত॥
নৃপতি কেশরী নাম, স্থাপিলা কটক ধাম,
দুই ধারা মহানদী-মুখে।
পাঠান করিল ক্ষয়, তাঁর কীর্ত্তি-কলাচয়,
স্মরণে হৃদয় দহে দুঃখে॥
খর স্রোতে ভাঙ্গে তীর, মকর-কেশরী বীর,
পাষাণের বন্ধে বন্ধ করে।
অদ্যাপি দেখহ আসি, কি অক্ষয় কীর্ত্তিরাশি,
আছে এই কটক নগরে॥
কালে সব হয় ধ্বংস, কালে এ কেশরী-বংশ,
উড়িষ্যায় পাইল বিরাম।
ত্যজি গোদাবরী-তীর, এলো এক মহাবীর,
গঙ্গাবংশ চৌরগঙ্গ নাম॥
তাঁর পুত্র গঙ্গেশ্বর, মহা কীর্ত্তি কলাধর,
পঞ্চ কটকের অধীশ্বর।
উত্তরেতে বিষ্ণুপদী, দক্ষিণেতে কৃষ্ণানদী,
শাসনের সীমা সুবিস্তর॥

* বৈতরণী মহানদী-প্রবাহিত প্রদেশের নাম —সম্প্রতি যে সকল তাম্রপট্ট আবিষ্কৃত হইয়াছে, তত্তাবতের লিখনানুসারে ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

সে বংশে মহিমাসীম, ভূপাল অনঙ্গ ভীম, *
বড় দেউলের প্রতিষ্ঠাতা।
কটকেতে পরিপাটী, কিবা দুর্গ বারোবাটী,
এবে শুধু মনস্তাপদাতা ॥
হায় রে ইংরাজরাজ, করিলি গর্হিত কাজ,
তোরা নাকি কীর্ত্তির প্রহরী?
তবে কেন করি চূর, সেই বারোবাটী পুর, †
হিন্দুর গরিমা নিলে হরি?

* যাজপুরে ইঁহার প্রথম রাজধানী ছিল, ইঁহার সময়ে বহুসংখ্যক দেবালয়, সেতু, সরোবর, কূপ এবং ঘাট পভতি নিৰ্ম্মিত হয়। ইনি ৪৬০ শাসন অর্থাৎ ব্রাহ্মণবসতি স্থাপন করেন। ইঁহার আদেশেই জগন্নাথের মন্দির ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পরমহংস বাজপেয়ী কর্ত্তৃক নিৰ্ম্মিত হয়, উক্ত মন্দিরবৎ দেবালয় এক্ষণকার কালে নির্ম্মাণ করিতে হইলে ২।৩ কোটি টাকাতেও সংকুলান হয় না। খৃঃ ১১৯৬ শকে এই মন্দির নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। ইহার আদেশে দামোদর পণ্ডিত এবং ঈশ্বর পট্ট-নায়ক কর্ত্তৃক উত্তরে হুগলী হইতে দক্ষিণে গোদা-বরী পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে সোনাপুর হইতে পূর্ব্ব-সমুদ্রের বেলাকূল পর্য্যন্ত সমুদয় অধিকারস্থ ভূমির পরিমাণ হয়। সমুদয় ভূমির সমষ্টি ৪৭,৪৮,০০০ বাটী। ২৪,৩০,০০০ বাটীর উৎপন্ন রাজার স্বকীয় ব্যয়ে এবং ২৩,১৮,০০০ বাটীর উৎপন্ন প্রধান রাজ-পুরুষ সৈন্য-সামন্ত প্রভৃতির ব্যয়ে পর্য্যবশেষিত হইত। বাকী ১৪,৮০,০০০ বাটী নদী, পৰ্ব্বত, জঙ্গল প্রভৃতি পতিত ভূমিতে পরিণত।

† বারোবাটী দুর্গের প্রাকার পরিখাদির প্রস্তর লইয়া অধুনা কটক নগরের রাজপথ এবং প্রণালীপুঞ্জ তথা লসপইণ্টের আলোকগৃহ নিৰ্ম্মিত হইয়াছে; পুরাতন কটক অর্থাৎ চৌদ্বারের অন্তর্গত কপালেশ্বর নামক দুর্গের প্রস্তর লইয়া বিরূপার আনীকট্ অর্থাৎ প্রবাহরোধক বাঁধ প্রস্তুত হইয়াছে। বলিতে অন্তঃকরণে লজ্জা এবং পরিতাপ আসিয়া উদিত হয়, এই দুর্গ ভাঙ্গিয়া প্রস্তর-প্রদানার্থে আমার প্রতি ভারাপিত হইয়াছিল।

তাঁর পৌত্র গুণাকর, নরসিংহ নরবর,
কোণার্ক তীর্থের প্রতিষ্ঠাতা।
শিবাই সান্ত্রার কাজ, বিশ্বকর্ম্মে দেয় লাজ,
এবে সব নষ্ট হা বিধাতা।
নেত্র বাসুদেব নাম, ছিল রাজা গুণগ্রাম,
চারিশ পঁচিশ বর্ষ গত।
অপুত্রক নরপতি, সতত বিষণ্ণ মতি,
রাজকার্য্যে উৎসাহ-বিহত ॥
এক দিন শ্রীমন্দিরে, দেব-দর্শনান্তে ফিরে,
যাইবার সময় রাজন্।
দেখিলেন মতিমান্, অতিশয় রূপবান্,
যুবা এক করিছে ভ্রমণ ॥
সূর্য্যবংশী রাজপুত, সর্ব্বসুলক্ষণযুত,
বিভূষিত বহু গুণ জ্ঞানে।
মিষ্টালাপে তুষ্ট হয়ে, রাজা তাঁরে সঙ্গে লয়ে,
রাখিলেন নিজ সনিধানে ॥
স্বপনেতে প্রত্যাদেশ, পাইলেন উৎকলেশ,
পুত্ররূপে করিতে গ্রহণ।
কপিলেন্দ্র দেব নাম, অসীম যশের ধাম,
যৌবরাজ্যে পাইলা বরণ ॥
ইতি গ্রন্থ-সূচনা নামক প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ

নেত্র-বাসুদেব অন্তে কপিলেন্দ্ররাজ। *
উৎকলের সিংহাসনে করিলা বিরাজ ॥
সহস্র সমর-জয়ী বিক্রমে কেশরী।
বিস্তারিল নিজ রাজ্য বহু রাজ্য হরি ॥

* মাদলা পাঞ্জি নামক প্রসিদ্ধ পুরাতন গ্রন্থ-মতে কপিলেন্দ্রদেব গোপজাতীয় ছিলেন। একদা গোচারণসময়ে গোষ্ঠে নিদ্রা যাইতেছিলেন। এমন সময় এক সর্প আসিয়া তাহার ফণা বিস্তারপূর্ব্বক সূর্য্যরশ্মি হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতেছিল; নেত্র-বাসুদেব এই অলৌকিক শুভ শকুনকে দেখিয়া উক্ত গোপনন্দনকে যৌবরাজ্যে বরণ করেন।

শাসনের সীমা সেতুবন্ধ রামেশ্বর।
রাজধানী ছিল রাজ-মহেন্দ্রীনগর।।
বিশ পুত্র নৃপতির বড় বলীয়ান্।
হামীর বলিয়া তারা পাইল আখ্যান।।
অগ্রজ বলহামীর বলরাম প্রায়।
গদাযুদ্ধে কালপাত করে মহাকায়।।
দ্বিতীয় কালহামীর দুই স্কন্ধে তূণ।
সব্যসাচী প্রায় শর-সন্ধানে নিপুণ।।
যযাতি হামীর নামে তৃতীয় কুমার।
অসি-চালনায় তাঁর তুল্য নাহি আর।।
এইরূপ অস্ত্রেশস্ত্রে পটু বিশ সুত।
কিন্তু কেহ নহে বিদ্যা-বিজ্ঞান-বিযুত।।
ব্যসনে সময় হরে নিরখি রাজন।
বিজনে বসিয়া সদা ব্যাকুলিত মন।।
পরস্পর ঈর্ষাভাব বিবাদ প্রবল।
হায় রে দৈহিক বল অনর্থ কেবল।।
রাজা ভাবে মম অন্তে এই পুত্রগণ।
লাঠালাঠি করিবেক রাজ্যের কারণ।।
অনুদিন এই চিন্তা কি হইবে শেষ।
নির্ভর ইহাতে মাত্র প্রভুর আদেশ।।
এক দিন স্বপ্নে দেব দেন প্রত্যাদেশ।
"মম অভিলাষ যাহা শুনহ নরেশ।।
কালি সন্ধ্যা আরতির সময় যখন।
দর্শনার্থে মন্দিরে করিবে আগমন।।
বাইশ সোপান আরোহণের সময়।
পশ্চাতে থাকিয়া যেই তোমার তনয়।।
অংশুকের অধোভাগ করিয়া ধারণ।
ধীরে করিবেক তব পদানুসরণ।।
তাহারেই যৌবরাজ্যে করিবে বরণ।
তব অন্তে উড়িষ্যার রাজা সেই জন।।"
পত্যাদেশ পেয়ে নৃপ হরষিত মন।
পরদিন প্রদোষেতে সহিত স্বগণ।।
দেব দরশনে যান সহ সব সুত।
দেহ দেখি! ঈশ্বরের খেলা কি অদ্ভুত।।
ভাবি প্রত্যাদেশ-কথা অস্থির নরেশ।
বাইশ সোপানোপরে করিলা প্রবেশ।।
সপ্ত পীঠ উপরেতে উঠিবার কালে।
অংশুকের সীমা লগ্ন চরণান্তরালে।।

পশ্চাতে থাকিয়া এক যুবক সুন্দর।
সীমা উঠাইয়া ধরে যেরূপ কিঙ্কর।।
মুখ ফিরাইয়া রাজা করেন দর্শন।
নিজ উপজায়া জাত পুত্র সেই জন।।
নামেতে পুরুষোত্তম রূপের নিদান।
ভূপতির প্রতিকৃতি পরম ধীমান্।।
কিবা জন্ম ত্রুটি তার খণ্ড তপঃফলে।
কলঙ্কী শশাঙ্ক প্রায় উদিত ভূতলে।।
পুনরায় হেরে রায় সে বিশ-নন্দন।
সোপানে নিশ্চিন্ত মনে করিছে গমন।।
তাঁহার উদ্যোগে মাত্র উৎকণ্ঠিত নয়।
পাষণ্ড কি ষণ্ড তারা তনয় ত নয়।।
পুরুষোত্তমের প্রতি রাজা সেইক্ষণ।
অতিশয় স্নেহভরে করেন ঈক্ষণ।।
মনে মনে চিন্তা এই এ কি কুঘটন?
সপ্তাহের হেতু সাত সুজাত নন্দন।।
বিজাতেরে রাজ্য দিতে প্রভুর আদেশ।
হায় হায় মম ভাগ্যে এই ছিল শেষ।।
সম্বোধি সে সুভোগেরে কহেন রাজন।
রাজপুরে থাক তুমি আমার সদন।।
রাজার দেখিয়া ভাব শুনি সেই কথা।
অমাত্যসমূহ করে ঠারাঠারি তথা।।
সেই দিনাবধি রাজকুমার সোসর।
রাজপুরে বাড়িল তাহার সমাদর।।
যত পরিচয় আর পারিষদগণ।
যুবরাজ বলি তাঁরে করে সম্বোধন।।
কুণ্ঠিত হামীরগণ অনুতপ্ত মন।
দেখা মাত্র দেহে গাত্র ঈর্ষা হুতাশন।।
সংগোপনে বসি সদা করয়ে মন্ত্রণা।
কেমনে বিগত হবে প্রাণের যন্ত্রণা।।
সবে মার দুষ্টে, আজি বিহিত সন্ধানে।
নির্জনে যখন পাবে সংহারিবে প্রাণে।।
একদা বলহামীর অগ্রজ কুমার।
চরণ চারণ করে তথা সিংহদ্বার।।
প্রদোষসময় সঙ্গে নাহি আর কেহ।
ঈর্ষায় আরক্ত নেত্র, প্রকম্পিত দেহ।।
করেতে তোমর এক ভয়াল বিশাল।
ভ্রমিছে তথায় যেন কালান্তের কাল।।

সন্ধ্যাধূপ অন্তরে পুরুষোত্তম রায়।
সিংহদ্বারে হামীরেরে দেখিবারে পায়।।
কুমারের ভাব দেখি দুরু দুরু হিয়া।
হামীর কহিছে শুন, শুন রে পুরিয়া।।
সিংহের বিবরে রাজা বঞ্চক শৃগাল।
তুই নাকি উড়িষ্যার হইবি ভূপাল।।
কলিকাল হোল ঘোর, কিবা আর বাকী?
যৌবরাজ্যে টীকা তুই পেয়েছিস নাকি?
ভাল ভাল তাই ভাল, নাহি কিছু ক্ষতি।
কিন্তু আমি অস্ত্র এক ছাড়ি তোর প্রতি।।
রে বর্ব্বর যদি সামালিতে পার তায়।
নিশ্চয় জানিব তোর ঠাকুর সহায়।।
এত বলি গরজিয়া ছাড়িল তোমর।
অব্যর্থ সন্ধান তার জানে সর্ব্ব নর।।
দেখহ দৈবের কর্ম্ম বিষম দুর্গম।
অবহেলে সামালিল শ্রীপুরুষোত্তম।।
লক্ষ্য হ'ল ব্যর্থ, ব্যথ তোমর বিশাল।
কর প্রসরিয়া ধরে যেমন মৃণাল।।
লজ্জাভাবে অধোমুখ হইল হামীর।
চকিত হইল স্থির, হৃদয় অস্থির।।
ভাবি আরো মনে মনে বাড়ে মহাক্লেশ।
পলায় দক্ষিণাপথে পরিহরি দেশ।।
অনন্তর বিভু-পদে ভক্তি-নম্র কায়।
শ্রীপুরুষোত্তম রায় প্রণত তথায়।।
ইষ্টদেবে স্মরি মনোদুঃখ গেল দূরে।
ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল রাজপুরে।।
কত দিনান্তরে ঋতু নিদাঘ প্রবেশ।
খরতর কর-শর বরিষে দিনেশ।।
অতপ্ত পৃথিবী, পয়ঃ অতপ্ত পবন।
উপবনে যায় লোক ত্যজিয়া ভবন।।
কিবা বনে উপবনে, কিবা গিরিবনে।
ম্লানবর্ণ শীর্ণ পর্ণ গুল্মলতাগণে।।
তাপে তপ্ত মৌনব্রত বিহঙ্গমগণ।
পল্লবের আড়ে করে দেহ সংগোপন।।
আরক্তিম তালু কণ্ঠ বিশুষ্ক রসনা।।
মুক্তমুখে করে পবনের উপাসনা।।
কোথায় রয়েছে বায়ু না হয় সন্ধান।
সুষুপ্ত জগৎ কিবা শ্বাসগত প্রাণ।।

শ্বাসের সঞ্চার নাই স্তম্ভিত সকল।
চিত্র-লিখিতের প্রায় অচল সকল।।
না নড়ে তরুর পাতা, মৃত-প্রায় লতা।
বায়ুভোগ-বিরহে বিহত মহীলতা।।
জগৎজীবন যেই, অভাবে তাহার।
জগতে কি থাকে আর শোভার সঞ্চার?
একে অন্তর্হিত বায়ু তাহাতে তপন।
বরিষে কিরণ যেন হোমহুতাশন।।
যেন জ্বলে দগ্ধ তনু বসুমতী মাতা।
অকালে সৃষ্টিনাশ করিছেন ধাতা।।
ফেন-লালাবৃত মুখে রসনা চলিত।
হের হিংস্র বনচর কিবা বিকলিত।।
বিক্রম-বিহত ব্যাঘ্র লুকায় গহ্বরে।
বারি অন্বেষিয়ে ফিরে মহিষনিকরে।।
বন বরাহের দল পঙ্কিল পুষ্করে।
গড়াগড়ি যায় তাপ নিবারণ তরে।।
ভয়ঙ্কর ভাব এ কি নিরখি কাননে।
অবতীর্ণ হুতাশন সহস্র আননে।।
বিকচ কুসুম্ভ কিবা সিন্দুরবরণ।
অমনি প্রবলবেগে উঠিল পবন।।
পবনে পাবকে মিলে ঘন আলিঙ্গনে।
ভস্ম-সার করিতেছে তরু-লতাগণে।।
পলায় বিহগকুল ত্যজিয়া বিটপী।
তরু পরিহরি ধায় দলে দলে কপি।।
তরু দহি নিরাশ্রয় প্রচণ্ড অনল।
বনভূমে তৃণদলে পড়ে অনর্গল।।
বেণুবনে অতি বেগে দীপ্ত ক্ষণে ক্ষণে।
চট্‌পট্ ঘোর শব্দ গহন কাননে।।
কিবা চারু কষিত কাঞ্চন-কলেবরে।
শিমুলের বনে জ্বলে কোটরে কোটরে।।
পলায় কুরঙ্গদল হইয়া বিকল।
ভয়ঙ্কর ভাব এ কি ধরে দাবানল।।
কি শোভা রজনীকালে শেখরে-শেখরে।
প্রকটিত দাবানল দ্বিতীয় প্রহরে।।
নীলবর্ণ নগশ্রেণী দীর্ঘ কলেবর।
থাকে থাকে দাঁড়াইয়া যেন নিশাচর।।
অনলের শিখারাজি শোভে শিরোপর।
দ্রব স্বর্ণময় কিবা মুকুট সুন্দর।।

কভু লুপ্ত কভু দীপ্ত হয় প্রতিক্ষণে।
অভিনব আশা যথা প্রেমিকের মনে ॥
শেখরে নিভিলে অগ্নি প্রভাত সময়।
ধূমময় দেখা যায় চারু চূড়াচয় ॥
প্রভাত-ভানুর ছটা লাগিয়াছে তায়।
ধীর সমীরণে চলে অচলের কায় ॥
কভু আসি পড়িতেছে চরণে তাহার।
শ্যামার চরণে কিবা জবাপুষ্প-হার।
সাগরের গর্ভ ত্যজি সংযত স্বগণে।
ভানুকরে বাষ্পরাশি উঠিয়া গগনে ॥
নানারূপ মেঘাকারে হয় পরিণত।
আকাশেতে চলিতেছে গজযূথ মত ॥
প্রভাতে প্রত্যহ আসি হয় দৃশ্যমান।
কিন্তু কভু বিন্দু বারি নাহি করে দান ॥
কখন কখন তর্জ্জে গর্জ্জে ঘোরতর।
চমকে চপলা বালা হাসায়ে অম্বর ॥
বোধ হয় এই ক্ষণে হইবে বরষা।
স্বপ্নের সমান সেই বিফল ভরসা ॥
দিন দিন ক্ষীণ-বারি যত জলাশয়।
বিষম বিপদাপন্ন জলচরচয় ॥
শুকায়েছে সরোবরে সরোজের বন।
কোনমতে স্বল্প জলে বাঁচায় জীবন ॥
হায় যেই ভানুকরে ফুটে শতদল।
সেই ভানু-করে তার জীবন বিকল ॥
সরোবরে স্নান আর নাহি হয় সুখে।
পঙ্কময় পয়ঃ তপ্ত মধ্যাহ্ন ময়ুখে ॥
মন্ত্রণা করিল যত রাজার কুমার।
চল সবে সিন্ধুজলে করিব বিহার ॥
পুরিয়ারে সঙ্গে লয়ে স্বকার্য্য সাধিব।
সন্তরণ দিতে দিতে বুড়ায়ে মারিব ॥
চলিল কুমারগণ জলধির তীরে।
নানা জল-কেলি আরম্ভিল নীল নীরে ॥
তরল তরঙ্গমালা ধায় উভরড়ে ॥
বেলাকূলে আসি তূর্ণ, চূর্ণ হয়ে পড়ে ॥
নিরমল ফেনরাশি নাচে শূন্যোপরে।
নানা রঙ্গ ফলে তাহে দিনকর করে ॥
হরিত, লোহিত, পীত, পাটল আকার।
কত লক্ষ স্ফটিকের জ্বলে দীপাধার ॥

টল টল, ঢল ঢল, পবন হিল্লোলে।
যেন মদে মত্ত হয়ে পড়িতেছে ঢ'লে ॥
গরজ, গরজ, সিন্ধু! গরজ গভীর।
কোন কালে স্থির নহে তোমার শরীর ॥
চিরকাল একভাব আর একতান।
তুমি মাত্র অনন্ত শক্তির অভিজ্ঞান ॥
তুমি মাত্র অনন্তকালের আবছায়া।
সর্ব্বদেশে বিস্তারিত আছে তব কায়া ॥
সর্ব্বজাতি প্রতি তুমি সাধারণ ধন।
পক্ষপাত নাহি তব সকলে স্বজন ॥
ধরাতলে আছে যত তরঙ্গিণীগণ।
তব দেহে সকলের বেগ প্রশমন ॥
কলিঙ্গ কি বঙ্গ দেশে খেলে যেই নীর ॥
সেই নীরে ধৌত পুনঃ ইংলণ্ডের তীর ॥
তোমার উদার ভাব হেরি পুনঃ পুন।
হায় কেন নরজাতি না শিখে সে গুণ?
তোমার সহিত তারা দেয় হে তুলনা।
অর্থহীন কল্পনা সে বিফল কলনা ॥
গুণের সাগর এই রূপ-রত্নাকর।
যশের জলধি এই রসের সাগর ॥
ক্ষণে ক্ষণে ভঙ্গ যারা তব বিম্বাকার।
হায়! তারা কেন করে এত অহঙ্কার?
এই দেখ এই ছার রাজপুত্রগণ।
ঈর্ষানলে অনুক্ষণ সন্তাপিত মন ॥
কিন্তু যথা প্রদীপে পতঙ্গ ভস্ম হয়।
অচিরাৎ সে অনলে পাইবে অত্যয় ॥
মুখেতে অমৃত ক্ষরে গরল হৃদয়ে।
মারিতে প্রাণের বৈরি, আভীরী-তনয়ে ॥
ভাইগণে সম্বোধিয়ে কহে এক জন।
"ডুবিয়া থাকিতে কেবা পার কতক্ষণ ॥
দুই জনে দুই জনে পরীক্ষা হইবে।
যে হারিবে জয়ীজনে স্কন্ধেতে লইবে ॥"
এইমত খেলা হইতেছে কতক্ষণ।
দেখহ দৈবের খেলা কূটনির্ব্বন্ধন ॥
শ্যামলহামীর নামে কনিষ্ঠ নন্দন।
পুরিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী হ'ল সেই জন ॥
দুই জনে নিমজ্জিত হ'ল সিন্ধুনীরে।
বাকি সব রাজপুত্র দাঁড়াইয়া তীরে ॥

কিছুক্ষণ পরে তারা পড়ে ঝাঁপ দিয়ে।
পুরিয়ারে অন্বেষিছে জল-মধ্যে গিয়ে।।
তার পরিবর্ত্তে তারা শ্যামলে ধরিয়া।
কণ্ঠ আকর্ষণে ক্ষণে ফেলিল মারিয়া।।
তরঙ্গে ভাসিয়া গেল তার কলেবর।
তীরে উঠে ভাইগণ আনন্দ-অন্তর।।
উঠিয়া নিরখে তারা চক্রতীর্থ * মূলে!
দাঁড়ায়ে পুরুষোত্তম আছে বেলাকূলে।।
দেখা মাত্র সকলের শুকাইল মুখ।
স্তম্ভিতের মত চায় শোকে দহে বুক।।
ইতিকর্ত্তব্যতা-হত ধৃত চৌর প্রায়।
মনে ভয় কেহ যদি জানায় রাজায়।।
নিস্তার কোথায় তার দোষী যেই জন?
অনুতাপ হুতাশনে দগ্ধ হয় মন।।
হৃদয়স্থ আত্মদেব দেন শাস্তি ঘোর।।
কিবা দিবা বিভাবরী ভীত যেন চোর।।
অনুক্ষণ ভাবে হায় কি করিনু আমি।
ভুলেছিনু হৃদয়ে রাজিত অন্তর্য্যামি।।
অগণিত বৃথা ভয়ে তনু হয় ক্ষীণ।
পাণ্ডুর বদনভাগ—যেন প্রাণহীন।।
লোকনে অক্ষম সেই প্রভাতের শোভা।
পূর্ব্বভাগে স্মিত যবে উষা মনোলোভা।।
প্রকৃতি বিকৃতরূপ তাহার নিকটে।
তার তরে বৃথা ভানু দিবস প্রকটে।।
সরোবরে বৃথা ফুটে কমল কহ্লার।
উপবনে বৃথা ছুটে সুরভি-সম্ভার।।
তার তরে বিফলে বিহঙ্গ গান করে।
বিফলে শারদ-শশী অমৃত বিতরে।।
সদা যেন তিমিরে আচ্ছন্ন দিক্ দশ।
হলাহল সম বোধ হয় সুধারস।।
লোকালাপে ভুলিবারে প্রাণের বেদন।
দিনে জনপূর্ণ স্থানে ধায় সেই জন।।
বিফল সে সব চেষ্টা, বিতর্ক অন্তরে।
নয়ন-ভঙ্গীতে লোক ইঙ্গিত কি করে?

* পুরীর বেলাকূলবর্ত্তী মধুর সলিলযুক্ত কূপ-বিশেষের নাম।

দিবসে এরূপ আত্মদেবের যাতন।
রজনীতে আরো বাড়ে মনের যাতন।।
এইরূপ অনুতপ্ত রাজপুত্রগণ।
কি হইবে কোথা যাবে চিন্তা অনুক্ষণ।।
নির্জ্জনেতে যুক্তি স্থির করি পরিশেষে।
সংগোপনে পলাইল পশ্চিম-প্রদেশে।।
কপিলেন্দ্রদেব শুনি এই সমাচার।
মোহ-মুগ্ধ হয়ে পড়ে করি হাহাকার।।
দশরথ-প্রায় রাজা পেয়ে পুত্রশোক।
কিছু দিন অন্তরেতে প্রাপ্ত পরলোক।। *
শ্রীপুরুষোত্তদেবে তবে মন্ত্রিগণে।
অভিষিক্ত করে গজপতি-সিংহাসনে।।
রামরাজা-প্রায় রায় স্বরাজ শাসনে।
দুষ্টের দলনে আর শিষ্টের পালনে।।
প্রখর-প্রতাপ অতি ধীমান্ শ্রীমান্।
কর্ণের সমান দানে যশের নিধান।।
শূরবীর পণ্ডিত-মণ্ডিত মহারাজ।
বিক্রম-আদিত্য সম শোভিত সমাজ।।
জঙ্গলীয় রাজগণ কিঙ্কর সমান।
কেহ ধরে পানদান, কেহ পিক্‌দান।।
কেহ শিরে ধরে ছত্র, কেহ মৌরছল।
কেহ মুখ-অগ্রে ধরে দর্পণ বিমল।।
তার প্রতি যেই দেশ করিলা অর্পণ।
অদ্যাপি বিখ্যাত নাম আছয়ে দর্পণ।।
অদ্যাপি পুরুষোত্তমপুর বর্ত্তমান।
কিন্তু সিংহপুর পরে হল মুসলমান।।

* কপিলেন্দ্রদেবের শেষাবস্থায় মুসলমানেরা দাক্ষিণ হইতে প্রথমে উৎকলদেশাক্রমণকরণে অগ্রসর হয়। মুসলমানদিগের সহিত শেষসমরে পরুষোত্তমদেব কপিলেন্দ্রদেবের সমভিব্যাহারে গমন করিয়া সবিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করেন, কিন্তু এই শেষ সমরে কপিলেন্দ্রদেব কৃষ্ণানদী-তীরে পরলোক প্রাপ্ত হন। সেই স্থানেই মন্ত্রিবর্গ পুরুষোত্তম দেবকে রাজপদাভিষিক্ত করেন।

সেইরূপ গড়পদা * ভূঞার কুমার।
অর্থ লোভে করে ব্রহ্ম ধর্ম্ম পরিহার॥
হেনমতে কত শত কীর্ত্তির আধান।
কেবল কুলেতে কালী কলঙ্কী সমান॥
কিন্তু রাজলক্ষ্মী যারে করেন বরণ।
কি ছার পদার্থ তার কুলের গঞ্জন?
রাজ-রাজচক্রবর্ত্তী কুণ্ড গোলকাদি।
পাণ্ডু আর যুধিষ্ঠিরে কে বা প্রতিবাদী?

ভোজরাজ, মদ্ররাজ, দ্রুপদ নৃপতি।
পাণ্ডবে কুটুম্ব করি চরিতার্থ অতি॥
সেইরূপ উৎকলের অধিপতি প্রতি।
কন্যাদানে অগ্রসর কত মহীপতি॥

ইতি কথারম্ভ নাম দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ

পদ্মাবতী

কিবা অপরূপ, পদ্মাবতী-রূপ,
অলপবয়সী বালা।
কেতকী কুসুম, কেশর কুসুম,
লাবণ্য ফুলের ডালা॥
নয়ন সুন্দর, নীল নিভাকর,
কাজলে উজল ভাতি।
যেন ইন্দীবরে, অলি শোভাকরে,
রবহীন মদে মাতি॥
পলকে পলকে, দামিনী দলকে,
চমকে যুবক-প্রাণ।
আকর্ণ সন্ধান, কামের কামান,
যুগল ভূরুর টান॥
অধরোষ্ঠ কিবা, প্রবালের ডিবা,
দশন মুকুতাধার।
মৃদু মৃদু হাসে, দর পরকাশে,
কি শোভা করে সঞ্চার॥
নাসিকার কোলে, গজমতি দোলে,
তিলফুলে হিমকণা।
প্রলম্বিত বেণী, নাগিনীর শ্রেণী,
উভে কি বিস্তার ফণা॥
প্রতিভার খনি, চন্দ্রসূর্য্য মণি, *
সীমন্ত শ্রীমন্ত করে।
রত্ন কর্ণফুল, শোভে কর্ণমূল,
দোলে কি আনন্দভরে॥
পাটলী কি রসে, কপোলে বিকসে,
কপাল কি আধ ইন্দু।

* রাজা পুরুষোত্তমদেব পোতেশ্বর নামক এক ব্রাহ্মণকে ১৪০৮ বাটী অর্থাৎ ২৮১৬০ উৎকলদেশে প্রচলিত বিঘা ভূমি সূর্য্যগ্রহণকালে গঙ্গাগর্ভে দান করেন। তাম্রপট্টে ক্ষোদিত উক্ত দানপত্র অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। উক্ত পোতেশ্বরের বংশধর সর্ব্বেশ্বর ভট্টকে ময়ূরভঞ্জের রাজা দূরীভূত করিয়া দিয়া সেই ব্রাহ্মণ শাসন স্বরাজ্যের সামিল করিয়া লন। সর্ব্বেশ্বর মুর্শিদাবাদের নবাবের নিকট আর্ত্তনাদ করাতে নবাব ময়ূরভঞ্জের রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন,---কিন্তু সর্ব্বেশ্বরের প্রতি যুদ্ধের ব্যয় পরিশোধ করিতে আজ্ঞা দেন; সর্ব্বেশ্বর বিষয়চ্যুত বিধায় সেই ব্যয়দানে অক্ষম হইলেও নবাব তাঁহার আর্দ্দাসে শ্রুতিপাত করিলেন না। অগত্যা দরিদ্র ব্রাহ্মণ আগ্রায় গমন করিয়া দিল্লীশ্বরের উপাসনা করিতে লাগিলেন। দিল্লীশ্বর ঔরংজেব অত্যন্ত হিন্দুধর্ম্মদ্রোহী ছিলেন; তিনি একদা সর্ব্বেশ্বরকে কৌতুকচ্ছলে কহিলেন, "যদি তুমি হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হও, তবে তোমার বিষয় তোমাকে দিতে পারি।" সর্ব্বেশ্বর বার বার ইহাতে অসম্মত হইলেন, কিন্তু পরিশেষে নিরুপায় হইয়া মহম্মদীয় ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া প্রত্যর্পণের আদেশ আনিয়া ভূমি-সম্পত্তিতে পুনরধিকার প্রাপ্ত হইলেন। অদ্যাপি পোতেশ্বর ভট্টের বংশীয়েরা গড়পদার ভূঞা নামে বিখ্যাত আছেন, মুসলমানদিগের সহিত করণ-কারণ সম্বন্ধে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি তাঁহাদিগের বাটীতে দেবালয় সকল এবং হোমকুণ্ড প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে। গড়পদার আদি নাম পুরুষোত্তমপুর শাসন দর্পণগড়েও এই-রূপ এক পুরুষোত্তমপুর আছে।

* শিরোভূষণবিশেষ, ইহা কর্ণাটদেশে প্রসিদ্ধ।

মৃগাঙ্কের প্রায়, শোভিছে কি তায়,
মৃগমদ-লেখা-বিন্দু ॥
রাঙা কোকনদ, শ্রীকর শ্রীপদ,
অঙ্গুলী চাঁপার কলি।
রস-প্রস্রবণ, প্রথম যৌবন,
কিবা ভাব টল-টলি ॥
নানা গুণবতী, সুশীলা সুমতি,
ঈশ্বরে অচলা রতি।
মধুর গভীর, সুধাসম গির,
মোহিত করয়ে মতি ॥
কিবা নতশিরে, গতি অতি ধীরে,
সলজ্জ মধুর ভাব।
সুলক্ষণযুতা, কিবা সিন্ধুসুতা,
কাঞ্চীপুরে আবির্ভাব ॥
বীণা বেণু আদি, সুস্বর-সম্বাদী,
যন্ত্রতন্ত্রে মূর্ত্তিমতী।
সারদা সমানা, নৃত্যগীত নানা,
শিখিয়াছে চারুমতী ॥
নাটক নাটিকা, শব্দশাস্ত্র টীকা,
কাব্য আর অলঙ্কার।
ছন্দো ব্যাকরণ, দর্শনে দর্শন,
শ্রুতি-স্মৃতি-অলঙ্কার ॥
সর্ব্ব কলাবতী, যথা ভানুমতী,
চিত্রে চিত্রলেখা বালা।
অপূর্ব্ব রমণী, নারী-শিরোমণি,
কিবা বৈজয়ন্তী-মালা ॥
দিন দিন তার, পদ্মাবনাকার,
প্রকটিত হেরি রূপ।
সমযোগ্য বর, না হয় গোচর,
চিন্তিত হইলা ভূপ ॥
সচিবের সহ, বসি অহরহ,
কতরূপ যুক্তি করে।
বিভবে বিপুল, রূপেতে অতুল,
কে আছে ভব-ভিতরে?
স্থির অবশেষ, উড়িষ্যা-নরেশ,
শ্রীপুরুষোত্তম রায়।
কন্দর্প সমান, রূপের নিধান,
বিক্রমে বিক্রম প্রায় ॥

শুনি সমাচার, উড়িষ্যা-রাজার,
হৃদয়ে উদয় প্রীতি।
কাঞ্চীশ-সদন, চারণ প্রেরণ,
করিলেন যথানীতি ॥
কহে মন্ত্রিবর, যুড়ি দুই কর,
"অবধান মহীপতি।
রূপে অতুলনা, কমলা-কলনা,
ললনার সার সতী ॥
ভুবন-ভিতর, তাঁর যোগ্যবর,
করিবারে নিরূপণ।
এই যোগ্য হয়, উচিত প্রত্যয়,
স্বচক্ষে করি ঈক্ষণ ॥"
শুনি কাঞ্চীরায়, দিল তাহে সায়,
"সাজহ ত্বরায় যাব।
কিরূপ আকার, আচার ব্যভার,
প্রত্যক্ষে দেখিতে পাব ॥
কন্যা পদ্মাবতী, যাইবে সংহতি,
নিরখিবে ভাবী পতি।
সাগরের প্রতি, ধায় স্রোতস্বতী,
কুপথে না করে গতি ॥"
বিচারি ভূপতি, দেন অনুমতি,
সাজিল কিঙ্করগণ।
সচিব সহিত, গুরুপুরোহিত,
সৈরিন্ধ্রী পুরন্ধ্রী জন ॥
শিবিকারোহণে, সহিত স্বগণে,
চলিলা নৃপনন্দিনী।
রণ-বেশ ধরি, চলে অশ্বোপরি,
বেড়িয়া শত বন্দিনী ॥
সঙ্গে লয়ে ঠাট, আগে যায় ভাট,
উত্তরিল ক্ষেত্ররাজে।
যথা কুলাচার, পড়ি রায়বার,
কহিছে নৃপ-সমাজে ॥
"কাঞ্চী নরবর, কলেবরেশ্বর,
সমাগত মতিমান্।"
শুনি গজপতি, * হরষিত মতি,
ভেটিতে সত্বরে যান ॥

* উৎকলাধিপতিদিগের প্রসিদ্ধ প্রাচীন খ্যাতি।

যথাসমাদরে, কর্ণাট-ঈশ্বরে,
আনিলা পুরুষোত্তমে।
যোগ্য ব্যবহার, আতিথ্য-সৎকার,
সদাচার যথাক্রমে॥
কিছু দিনান্তরে, মহা আড়ম্বরে,
শ্রীগুণ্ডিচা যাত্রা * হয়।
দেখিবারে রথ, হাঁটি দূর পথ,
লক্ষ লক্ষ যাত্রিচয়॥
সাথে মনোরথ, দেখি তিন রথ,
মণ্ডলিত সিংহদ্বারে।
বাজে ঢাক ঢোল, করতাল খোল,
শ্রুতিরোধ একেবারে॥
তাল-ধ্বজোপর, কিবা মনোহর,
রেবতী-রমণ-শোভা।
নন্দী ঘোষ নাম, রথে ঘনশ্যাম,
ভক্তজন-মনোলোভা॥
বেদি-রথোপরি, বিরাজে সুন্দরী,
ভদ্রা সহ সুদর্শন।
একদৃষ্টে রয়, যত যাত্রিচয়,
চরিতার্থ মনে মন॥
প্রলয়-সময়, সিন্ধু উথলয়,
হেন কোলাহল-রোল।
জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ,
হরিবোল হরিবোল॥
হইল লগন, যথা শুভক্ষণ,
উদয় উৎকলরায়।
করে পরিপাটী, সুবর্ণের বাটি,
অগুরু চন্দন তায়॥
সুবর্ণ মার্জনী, ধরি নৃপমণি,
আপন দক্ষিণ করে।
ঠাকুর সম্মুখে, ছড়া দিয়ে সুখে,
ঝাটা দিয়ে পাটা করে॥
দেখিয়া রাজার, রীতি এ প্রকার,
হাসিল কাঞ্চীর পতি।
ঘৃণা সহকার, দিয়ে টীটকার,
কহিছে মন্ত্রীর প্রতি।

"এ কি হে দুর্গতি, হয়ে নরপতি,
চণ্ডালের আচরণ।
এরে দুহিতায়, দিব আমি হায়,
ধিক্ ধিক্ অভাজন॥
সমুদ্রের জলে, শিলা বাঁধি গলে,
বিসর্জিব পদ্মিনীরে।
বৃথা পরিশ্রম, দূরে গেল ভ্রম,
চল যাই দেশে ফিরে॥
কি আছে স্থিরতা, কেবা এ দেবতা,
জগন্নাথ যার নাম।
নাহি বেদ মন্ত্রে, কি পুরাণ তন্ত্রে,
আকৃতি বিকৃতি ধাম॥
পুন দেশ শুদ্ধ, বলে তারে বুদ্ধ,
বুদ্ধ মূর্ত্তি দৃশ্য নয়।
যত মতিচ্ছন্ন, প্রসাদের অন্ন,
খাইয়ে কৃতার্থ হয়॥
গেল জাতিভেদ, লুপ্ত হ'ল বেদ,
সকলে ম্লেচ্ছের ভাণ।
পদ্মিনী আমার, শুচি-অবতার,
চণ্ডালে করিব দান?
শুনেছ কি আর, এই দুরাচার,
নহে ক্ষত্রকুলোদ্ভূত।
ক্ষেত্রে গোপিনীর, জাত মহাবীর,
তাই অন্যাচারযুত॥
হেথা কাজ নাই, চল ফিরে যাই,
জারজ জামাই হবে?
ক্ষত্রিয়-সমাজ, দিবে মোরে লাজ,
প্রাণে তাহা নাহি সবে॥"
যেমন বলিল, অমনি চলিল,
ক্ষেত্র ছাড়ি কাঞ্চীপতি।
উৎকল-ঈশ্বরে, নিবেদিল চরে,
যথাযথ সে ভারতী॥
শুনি সে সকল, মহা ক্রোধানল,
রাজার হৃদয়ে জ্বলে।
তখনি ডাকিয়া, কহিছে হাঁকিয়া,
আপনি সচিবদলে॥
"আরে দুরাচার, এত অহঙ্কার,
আমারে জারজ বলে।

* জগন্নাথের রথ-যাত্রা।

মহানন্দ শেষ, ক্ষত্রিয় নরেশ,
ক্ষত্রী কোথা ধরাতলে? *
ক্ষত্র। হ'ল লুপ্ত, যবে চন্দ্রগুপ্ত,
মগধের মহীপাল।
ক্ষত্রী বলি আজ, এ ক্ষেত্র-সমাজ,
করে দুষ্ট ঠাকুরাল॥
মোরে কুবচন, বলিল দুর্জ্জন,
তাহে কিছু নাহি ক্ষতি।
এত অহঙ্কার, ঠাকুরে আমার,
গালি দেয় নষ্টমতি?
যিনি নিরাকার, কি আকার তাঁর?
সাকার কল্পনা-সার।
সাধকের হিত, তাহে সমাহিত,
কহে বেদ বার বার॥
পুন কহে বেদ, ভেদজ্ঞান ছেদ,
সেই জ্ঞান সার মাত্র।
বিভু-সন্নিধান, সকলে সমান,
ভ্রম ভাণ পাত্রাপাত্র॥
কিবা হরিহর, ব্রহ্মা পুরন্দর,
সকলি আমার প্রভু।
পাত্রভেদে পয়, নানা বর্ণ হয়,
বস্তু ভিন্ন নয় কভু॥
নহে বস্তু অন্য, একই হিরণ্য,
সকল ভূষার মূল।
কিঙ্কিণী কঙ্কণ, কিরীট-শোভন,
ললাটিকা কর্ণফুল॥
যেবা যেই ভাবে, মনে তাঁরে ভাবে,
সেই ভাবে পাবে সেই।
নিন্দক দুর্ম্মতি, পাইবে দগতি,
সারোদ্ধারে মাত্র এই॥
কে আছে সংসারে? পারে চিনিবারে,
অনন্তের চারুপদ।
সে পদে আমার, রাজত্ব কি ছার,
চণ্ডালত্ব ব্রহ্মপদ॥

* বিষ্ণুপুরাণাদি মান্য গ্রন্থে লিখিত আছে, নন্দবংশীয় মহানন্দই শেষ ক্ষত্রিয় রাজা, সেই সময়াবধি ক্ষত্রিয় বর্ণের লোপ হয়। চন্দ্রগুপ্তের মাতা মুরা ক্ষত্রিয়কন্যা ছিলেন না।

কাল বিষধর, গরল প্রখর,
কাঞ্চীরাজ-নিন্দাবাদ।
সহিত অন্তর, তনু জরজর,
হায় হায় কি প্রমাদ॥
অর্পিতে আমায়, নিজ দুহিতায়,
এনেছিল সঙ্গে লয়ে।
আমারে না দিল, চণ্ডাল বলিল,
মানমদে মত্ত হয়ে॥
আমার এ পণ, শুন সভাজন,
সত্য কি জগৎপতি।
সত্য যদি তাঁর, কৃপায় আমার,
থাকে ভক্তি-রতি-মতি॥
সত্য যদি তাঁর, কৃপায় আমার,
উড়িষ্যার এই পদ।
তবে এই মোর, প্রতিজ্ঞা কঠোর,
দধীচি-অস্থি-আস্পদ॥
সংবৎসর তিন, ত্রিমাস ত্রিদিন,
ভিতর সে দুরাচারে।
সমরে জিনিয়া, চণ্ডালে আনিয়া,
দিব তার তনয়ারে॥
বলি এ ভারতী, ক্ষান্ত নরপতি,
প্রশান্ত হইল চিত।
কার্য্যে নানা রত, কত দিন গত,
জ্যৈষ্ঠ মাস সমুদিত॥
দেব-স্নান পূর্ব্বে, মাতিলেক সর্ব্বে,
মণ্ডলেতে জগন্নাথ।
ধরি করি-রূপ, শোভা অপরূপ,
বলভদ্র ভদ্রা সাথ॥
নীল করিবর, নীল গিরীশ্বর,
ধবল মাতঙ্গ বল।
কনক-করিণী, সুভদ্রা ভগিনী,
শোভিছেন মধ্যস্থল॥
ভোগের সময়, হইল ব্যত্যয়,
শুনি রাজা কোপভরে।
দাণ্ড সূপকারে, ঘোর কারাগারে,
বাঁধি লয়ে বদ্ধ করে॥
দিন দুই পরে, নিশীথ প্রহরে,
স্বপন দেখেন রায়।

কহিছে কে যেন, "এত দর্প কেন?
ভুলিয়াছ আপনায়॥
পুরী নাম-ধেয়, কালি ছিলে হেয়,
আজি তুমি গজপতি।
যাঁহার কৃপায়, রাজা উড়িষ্যায়,
তাঁরে হেলা ছন্নমতি॥
এত অহঙ্কার, মম সূপকার,
দাশুরে দিয়াছ কারা।
সে ভক্ত আমার, কি দোষ তাহার?
চক্ষে তার শতধারা॥
আমিও অভুক্ত, যদবধি মুক্ত,
দাশরথি না হইবে।
সত্বরে যাইয়া, দেহ ছাড়াইয়া,
তবে সে ক্ষমা পাইবে॥
সদা মত্ত মন, ভুলিয়াছ পণ,
কাঞ্চীকাবেরীর জয়।
রাজযোগ্য রীতি, নহে এই নীতি,
প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া রয়॥
কহ সূপকারে, দিউক আমারে,
পর্য্যুষিত অন্নভোগ।
লয়ে তার মাত্রা, কর যুদ্ধযাত্রা,
নিশাশেষে শুভ-যোগ॥"
স্বপন ভাঙ্গিল, নৃপতি জাগিল,
চলে দ্রুত কারাগারে।
সূপকার-পায়, দণ্ডবৎ কায়,
নিপতিত বারে বারে॥
করি নমস্কার, মাগে উপহার,
"ক্ষম মোরে অতিরোষ।
তুমি পুণ্যবান্, ভকত প্রধান,
না জানি করেছি দোষ॥
পর্য্যুষিত অন্ন, * ভোগেতে প্রসন্ন,
করহ ঠাকুর মোর।
সেবা প্রয়োজন, যেবা আয়োজন,
করহ থাকিতে মোর॥"

যথা সংগোপন, ভোগ সমর্পণ,
শিরেতে লইয়া যায়।
যাত্রা করে বীর, দক্ষিণ প্রাচীর,
পরিক্রম করি যায়।
যুড়ি দুই হাত, শত প্রণিপাত,
শিহরিত কলেবরে।
যথা ভক্তিভরে, মৃদু মন্দস্বরে,
শ্রীনাথের স্তব করে॥
"প্রসীদ দেব মাধব।
যমর্চ্চয়ন্তি সাধবঃ।
গজেন্দ্র-মোক্ষ-কারকং
খগেন্দ্র-দর্প-হারকম্।
অনন্তশক্তি-ধারকং
কৃতান্ত-ভীতি-বারকম্।
নিতান্ত-শান্তি-দায়কং
নিশান্তকারি-নায়কম্।
ত্রিদেব-গীত-গৌরবং
নমামি-ধৃত-রৌরবম্।
বপুঃ সুরারিভৈরবং
প্রশান্ত-ভৃঙ্গ-কৈরবম্।
নমঃ কৃতান্তবারিণে
ভবাব্ধি-কর্ণধারিণে।
সুরারি-গর্ব্বগঞ্জনম্।
নদী-পদাব্জ নিগতা।
সুরাপগা পদং গতা।
নমামি দেবমীশ্বরম্।
অসংখ্য ভানু-ভাস্বরম্।
অশেষ-পাপনাশনং
সুধারসাবতারণম্।
স্মরামি নাম তারণং
অয়ে নিদান-কর্ম্মণাম্।
কৃপানিধান পাহি মাম্॥
অসংখ্য-রেণুরাজিতঃ,
অসংখ্য-জীবপূরিতঃ।
অসংখ্য-লোক-গুম্ফিতঃ
ভবো ভবন্তমাশ্রিতঃ॥
নমামি বিশ্বকারবে,
তরিস্তমোভবার্ণবে।

---

* কথিত আছে, এই সময় হইতে জগন্নাথ দেবের পর্য্যুষিত অন্নে একটি ভোগ দিবার প্রথা প্রচলিত হয়।

প্রবোধ-সৌধ-সিন্ধবে,
সুদীনহীনবন্ধবে।
নমামি নীলদেহিনে,
সুনীল-শৈলগেহিনে।
ত্রিলোকচিত্ত-মোহিনে,
দুরন্ত-সংঘ দ্রোহিণে।
দয়াময়াভয়াকর:
অঘৌঘমাশু সংহর।"

"রেখো রেখো শ্রীচরণে, জীবনে মরণে রণে,
চরণ স্মরণে মন রয়।
তা যদি আয়ত্ত মোর, কি আছে সুখের ওর,
তুচ্ছ বোধ করি জয়াজয়॥
যখন চিন্তই মনে, তব দয়া আকিঞ্চনে,
তখনি স্তম্ভিত হয় প্রাণ।
পূর্ব্বে আমি কি ছিলাম, এবে বা কি হইলাম,
ভাবি কিছু না পাই সন্ধান॥
তোমাতেই অনুক্ষণ, গ্রথিত পদার্থগণ,
সূত্রে যথা গাঁথা মণিচয়।
বিশ্বগুরু বিশ্বাধার, বিশ্বযোনি বিশ্বসার,
বিশ্বেশ্বর ব্যাপ্ত বিশ্বময়॥
শুনিয়াছি তব জায়া, মহাবিদ্যা মহামায়া,
কাজ তাঁর নাটুয়ার মত।
অন্তহীন এ সংসারে, ভাঙ্গেন গড়েন কারে
কত কল্প এ খেলায় গত॥
মায়াপাশে হয়ে বন্দী, কে পাবে তাহার সন্ধি,
চিন্তনীয় নহে সেই খেলা।
এইমাত্র নিরূপণ, শ্রীপদে যাহার মন,
ভবাব্ধিতে সেই লভে ভেলা॥"
ইতি পদ্মাবতী নাম তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ

মাণিকা গোপালিনী।

পুরীর দক্ষিণ দ্বারে জলধির তীর।
হিল্লোলে কল্লোলে হয় শ্রবণ বধির॥
রেণুময় পথে কষ্টে পথিকের গতি।
স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনুষ্য বসতি॥
পঞ্চক্রোশ অন্তরেতে আছে এক গ্রাম।
নামেতে আনন্দপুর গোয়ালার ধাম॥
পাঁচ সাত ঘর গোপ করে তথা বাস।
নাহি জানে কোন শিল্প নাহি করে চাষ॥
বিভবের মধ্যে আছে গো মেষ মহিষ।
তাই লয়ে সময় সংবরে অহর্নিশ॥
চরে চরে পশুপাল খায় ঘাস-জল।
সুধারূপে দুগ্ধদান করে অনর্গল॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত নবনীত ছানা সর।
সেই তত্ত্বে গোপীগণ ব্যস্ত নিরন্তর॥
অদূরেতে দক্ষিণের গমনীয় পথ।
সিদ্ধ করে তাহাদের ধন মনোরথ।
নানা গব্যে গোপীগণ সাজায় পসরা।
পথপাশে বসিয়াছে বচনপ্রখরা॥
দু চারি পাঁচ সাত গোয়ালিনী মেলি।
গান করে শ্রীবৃন্দাবনের রাসকেলি॥
তার মধ্যে মাণিকা নামেতে এক বালা।
রূপের ছটায় পথ করয়ে উজলা॥
অঙ্গের প্রতিভা যেন কষিত কনক।
বৃষভ বেহারা নামে তাহার জনক॥
কি সুন্দর সুকুমার সুলক্ষণবতী।
শ্রীচন্দ্র বেহারা নামে হয় তার পতি॥
প্রতিদিন প্রভাতে সে সাজায়ে পসরা।
বড় দেউলের ধ্বজা দেখি মনোহরা॥
যথাভক্তি নত হয় যুড়ি পদ্মপাণি।
রাজপথপাশে পরে পণ্য রাখে আনি॥
যে কিছু পদার্থ আনে বিক্রয় কারণে।
জগন্নাথে নিবেদন করে মনে মনে॥
তারপরে পথিকে করে বিনিময়।
অনুদিন জগন্নাথ হৃদয়ে উদয়॥
অন্তর্যামী ভগবান্ জানেন সকল।
একদা হইল তার জনম সফল॥
সেইদিন পাঁচ ঘড়ি বেলার সময়।
পসরা লইয়া শিরে হইল উদয়॥
যেমন করিল যাত্রা ভাবিনী রমণী।
বামনেত্র বাম জানু স্ফুরিল অমনি॥
মীনমুখে শঙ্খচিল আগে উড়ি যায়।
ধবল নকুল এক আগে আগে ধায়॥

ডাহিনে বামেতে শিবা করয়ে প্রস্থান।
চারিদিকে সুলক্ষণ হয় দৃশ্যমান॥
ক্ষণে ক্ষণে উল্লসিত গোয়ালার মেয়ে।
সেদিন বাড়িল রূপ আর দিন চেয়ে॥
একে ত রূপের খনি বয়সে তরুণী।
অরুন্ধতী আইল কি ত্যজি সপ্তমুনি?
শীতল অনল প্রায় লাবণ্যের ছটা।
ধুঁয়াকারে শোভা নীল চিকুরের ঘটা॥
খঞ্জন গঞ্জন নেত্রে অঞ্জন রঞ্জন।
ইন্দীবর নীলিমার গৌরব-ভঞ্জন॥
দর হাসি মুখে যেন প্রফুল্ল বাঁধুলী।
কপোলের আভা কিবা লোহিত গোধূলি।
নাসিকায় ফুলগুণা * কর্ণে মল্লি-কলি॥ †
ভালে চিতা ‡ যেন ফুল্ল কমলেতে অলি॥
করেতে কনক-চুড়ী কণ্ঠে কণ্ঠমালা।
অঙ্গুলী অঙ্গুরী আর পদে গোড়বালা॥ ††
কালমেঘী সাড়ী পরা পবনে চঞ্চল।
বামকাঁধে প্রলম্বিত বিচিত্র অঞ্চল॥
রঙ্গ পাটফুলে ‡‡ কিবা বেণী বিজড়িত।
তাহে এক চাঁপা যেন জলদে তড়িত॥
আলতায় রাঙ্গা পদে অধিক জমক্।
মত্ত মাতঙ্গের মত গতির থমক্।
দাড়িম্বের বীজ দন্ত মন্দ মন্দ হাস।
আরক্ত অধরে পণরসের উচ্ছ্বাস॥
কি মধুর বাণী যেন কোকিল কুহরে।
অমৃতের বৃষ্টি হয় শ্রবণ-কুহরে॥
পসরা লইয়া পথে করিয়া প্রবেশ।
দেখে দুই অশ্বারোহী রাজপুত-বেশ॥
নীরদ শ্যামল এক দ্বিতীয় ধবল।
কৃষ্ণবর্ণ শ্বেতবর্ণ তুরঙ্গযুগল॥

দিব্য দুই মূর্ত্তি হেরি ভাবে মনে মনে।
লক্ষ্মীমন্ত পথিক মিলিল শুভক্ষণে॥
মুখেন্দু রঞ্জিত মৃদু মন্দ মন্দ হাসে।
পসরা লইয়া গোপী চলিলেক পাশে॥
ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল যুবতী।
বঙ্কিম আপদ-ভঙ্গী আধোদিকে গতি॥
মস্তক হইতে ত্বরা নামায়ে পসরা।
ললাটে অঞ্চল টানি দিল মনোহরা॥
মাণিকার রূপ হেরি রাজপুত্রদ্বয়।
মনে করে দ্বাপরের ভাব রসময়॥
এই কি সে বৃষভানু-নন্দিনী রাধিকা?
প্রেমগুরু মাধবের প্রণয়-সাধিকা?
কৃষ্ণ রাজপুত দেখি মাণিকা মোহিত।
অপরূপ রূপে হ'লো চকিত রহিত।
নবীন কিশোর কৃষ্ণ কন্দর্পমূরতি।
গোলক পুলকদাতা কমলার পতি॥
মনে ভাবে এ পুরুষ অতি সুকুমার।
না জানি হইবে কোন্ রাজার কুমার॥
এ নব বয়সে কেন প্রবাসেতে ফেরে?
কেমনে ইহার মাতা ছেড়ে দিল এরে?
দেখিয়াছি আশোয়ার অনেক অনেক।
হেন অশ্বারোহী কভু দেখিনি জনেক॥
কালা ধলা ঘোড়া কালা ধলা আশোয়ার।
মর্ত্ত্যে কি আইলা দুই অশ্বিনীকুমার?
গৌর গৌরবের চৌর এ কৃষ্ণবরণ।
পুরুষজাতির এই শ্রেষ্ঠ আভরণ॥
আকারেতে বোধ হয় বড় ধনবান্।
সমরে সমর্থ অতি বীর বলীয়ান্॥
যুদ্ধ করিবারে যেন এই বীরবেশে।
দুইজনে ত্বরাত্বরি যান কোন দেশে॥
নিরখিবামাত্র কেন এত উচাটন।
করিল কি মম মন কটাক্ষে হরণ?
দুরন্ত সিপাহিগণ কভু শান্ত নয়।
সত্য কি ইহারা দধি করিবেক ক্রয়?
কড়ি নাহি দেয় পাছে ভোজন করিয়ে।
যে হোক্ হেরিব রূপ নয়ন ভরিয়ে॥
বীরযুগ-মুখ চাহি যুড়ি দুই পাণি।
দর হাসে বিনাইয়া কহিতেছে বাণী॥

---

* উৎকলীয় নাসা-ভূষণবিশেষ।
† কর্ণ-ভূষণবিশেষ।
‡ উলুকী।
†† পদভূষণ বিশেষ॥
‡‡ ঊর্ণাদিনির্ম্মিত কুসুমকলিত সূত্র ইহার দ্বারা কবরীবন্ধন হয়।

"হয়েছে অনেক বেলা খরতর খরা।
তরুতলে গাভীবৎস যাইতেছে ত্বরা।।
হেথা আছে ছায়াজল গো-রস প্রচুর।
ঘোড়া রাখি দুজনে করুন শ্রান্তি দূর।।"
বসন্ত-কোকিল প্রায় সুস্বর গভীর।
শুনি চমকিত চিত হ'ল দুই বীর।।
চতুর নাগরবর কৃষ্ণ রাজপুত।
বঙ্কিম নয়নে খরতর শরযুত।।
নবীন নীরদ যথা নিনাদিত ধীরে।
কিবা প্রতিধ্বনি যথা মহেশ-মন্দিরে।।
সেইরূপ শ্রীমুখেতে বচন প্রকাশ।
বিম্বাধরে সুরঞ্জিত মৃদু মন্দ হাস।।
"তোমার গো-রস খাঁটি কিংবা নীরভরা!
অপরূপ নানারূপ সাজান পসরা।।
সুলভ কি দুর্লভ মূল্যেতে বিনিময়।
না জানিলে সওদা কেমনে বল হয়?"
বচনে চাতুরী বুঝি আভীরের বধূ।
উত্তর প্রদান করে বরষিয়া মধু।।
কহে কিছু বদনের বসন তুলিয়া।
"আমার যে কিছু আছে লও হে মূলিয়া।।
গ্রাহক যেমন মিলে পদার্থ তেমন।
গুণের পরীক্ষা মাত্র গুণীর সদন।।"
রসিক পাইয়া রস কথার উত্তরে।
কহেন বিলম্ব নাই যাইব সত্বরে।।
কহ গো গোয়ালিনী কিবা তব নাম?
কোথায় জনক আর শ্বশুরের ধাম।।
শ্বশুরের ঘরে কিবা থাক বাপ-ঘরে?
কতকাল বেচা-কেনা এই পথোপরে?
তর্ক এত তক্র বেচি বচনেতে ছন্দ।
নহে ত ননন্দ শ্বশ্রু তাহে নিরানন্দ?
জান ভাল স্বজাতির ব্যবসা-কৌশল।
পোয়াতে করহ সের ঢেলে দিয়ে জল।।"
হাসিয়া মাণিকা করে আরো বাক্‌ছল।
"স্ত্রীজাতির বৃত্তি প্রভু! কেবা ছাড়ে বল?
এই গ্রামে ঘর মম এই দেখা যায়।
মাণিকা বলিয়া মোরে ডাকে বাপ মায়।।
গাম ছেড়ে গ্রামান্তরে যাই নাকো কভু।
পতি আর পিতৃগৃহ একগ্রামে প্রভু।।
পিতা মোর বৃষভানু মাতা কলাবতী।
নাম নাহি লয় পতি কুমুদিনী-পতি।।
মোর প্রতি আছে শ্বশ্রু-ননদীর প্রীতি।
এই পথে দধি দুগ্ধ বেচি নিতি নিতি।।
ছন্দ না শিখিলে পভ। নাহি হয় কড়ি।
আচাভয়া লোক পথে যায় গড়াগড়ি।।
অধীনীরে কত মত জিজ্ঞাসিছ বাণী।
আপনার নাম গোত্র কিছুই না জানি।।
জন্ম তব কোন্ বংশে কিবা গ্রাম নাম?
কেবা পিতা মাতা তব কহ গুণগ্রাম।।
এক মার পুত্র বুঝি নহ দুই জন।
তুমি হে শ্যামল ইনি ধবল বরণ।।
তুমি ছোট, ইনি বড়, এই মনে হয়।
বহু কথা জিজ্ঞাসিতে মনে লাগে ভয়।।
ছোট মুখে বড় কথা পাছে কোপ কর।"
এত বলি মাণিকা হইল নিরুত্তর।।
অসিত পুরুষ কন সস্মিত আননে।
"আমাদের পরিচয় শুন বরাননে।।
শূরসেন দেশে ঘর জন্ম যদুকুলে।
কিশোর বয়স গেল যমুনার কূলে।।
আমরা জনমাবধি মাতুলের ডরে।
লুকায়ে ছিলাম গিয়ে তব জাতি ঘরে।।
অনেক উৎপাতে তথা পাইনু উদ্ধার।
গোচারণে বনে বনে করিনু বিহার।।
সরল তোমার জাতি সরল হৃদয়।
বিশেষ সরল ব্রজ-গোপবালাচয়।।
বেঁধেছিল প্রেমডোরে তনু আর মন।
আর কি তেমন প্রেম হইবে ঘটন?
মাতুল মরিল রণে ঘুচিল জঞ্জাল।
তার পরে সিন্ধুতটে গত কত কাল।।
জগন্নাথ সিংহ রায় হয় মম নাম।
ইনি মোর বড় ভাই রূপগুণধাম।।
অন্যায় না সন ইনি দয়ার নিধান।
গদাযুদ্ধে কেহ নাহি ইহার সমান।।
তোমার নিকটে গোপি! কি আর বড়াই।
ঠেকিয়া শিখেছি কত দেখেছি লড়াই।।
এবে আমি ক্ষেত্রবাসী প্রসাদে নির্ভর।
আত্মীয় আমার সব কেহ নহে পর।।

ভারত ভরিয়া আছে সেবক আমার।
এক স্থানে নাহি থাকি ভ্রমি এ সংসার।।
আমার হইয়া সবে আমারে না চিনে।।
ক্ষণেক থাকিতে নারে কিন্তু আমা বিনে।।
চতুর্দ্দশ গড় মম দুর্গম বিশেষ।
আজ্ঞা বিনা কার সাধ্য করিবে প্রবেশ।।
সম্প্রতি যেতেছি কাঞ্চী-অধিপতি-জয়ে।
বড় তার গর্ব্ব, খর্ব্ব করণ আশয়ে।।
পশ্চাতে আসিছে বহুতর সৈন্যদল।
হাতী ঘোড়া রথ পদাতিক মহাবল।।
যাইতেছি দুই ভাই সকলের আগে।
এখানে বিলম্ব তব নব অনুরাগে।।"
তাহা শুনি গোপী কহে কৃতকৃত্য হয়ে।
"নাহিক ভাজন হেথা কিসে দিব লয়ে?
কাহাকে বা আগে দিব বল হে গোঁসাই।
অধীনীর ঘরে চল হেথা স্থান নাই।।"
অগ্রজ বলেন "চিন্তা কিসের কারণ।
যাতে দিবে তাহাতেই করিব গ্রহণ।।
আমাদের অনাচার সদাচার নাই।
যেখানেতে যাহা পাই তাহা খেয়ে যাই।।
আন আন যদি দধি দুগ্ধ আর উপহার।
ভাণ্ড থেকে দুই ভেয়ে করিব আহার।।
পশ্চাতে খাইব আমি অন্যথা না কর।
ছোট ভেয়ে দেহ নবনীত ক্ষীর সর।।"
কৃষ্ণ রাজপুত কন "ইহা যে অনিষ্ট।
জ্যেষ্ঠে রাখি কেমনেতে খাইবে কনিষ্ঠ?
আপনি খাউন আগে আমি খাব পরে।"
কতক্ষণ কথার কল্পনা পরস্পরে।।
মধ্যভাগে দাঁড়াইয়া গোপের কামিনী।
সিতাসিত মেঘমাঝে যেন সৌদামিনী।।
কালীয় পুরুষ প্রতি মন মজে ছিল।
"তুমি আগে খাও" বলি বাড়াইয়া দিল।।
অগ্রজের বাক্য পুনঃ না করি লঙ্ঘন।
অগ্রে কৃষ্ণ অশ্বারোহী করেন ভোজন।।
পরশিছে গোপবালা আনন্দে বিভোলা।
কর উত্তোলনে উভ সুতনুর চোলা।।
শ্রীমুখের প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে রয়।
ধ্যান, জ্ঞান, মন, প্রাণ করিল বিক্রয়।।
সামালিতে না পারিল লজ্জা গেল দূরে।
পুলকিল তনুরুহ প্রণয়-অঙ্কুরে।।
করে কর পরশে হরষে মুগ্ধ মন।
মহীতলে পড়ে ক্ষীর ত্যজিয়া ভাজন।।
নিরখিয়ে স্মিতানন কালীয় তুরঙ্গী।
ভাবগ্রাহী ভাবে বশ হেরি ভাবভঙ্গী।।
কহিছেন, "ক্ষুধা তৃষ্ণা হইয়াছে দূর।
অগ্রজেরে দধি দুগ্ধ দেহ গো প্রচুর।।"
তাহা শুনি আভীরিণী সানন্দ-অন্তরে।
শ্বেত রাউতের করে গব্য দান করে।।
উদ্ধব, অক্রূর নাম সহিস দুজন।
জল দিল মুখ হস্ত শোধন কারণ।।
অনন্তর দুই ভাই প্রফুল্ল-অন্তর।
অশ্ব-চালনায় হইলেন অগ্রসর।।
গোপালিনী চলে গেল স্বজনে ভবনে।
ইঁহাদের সঙ্গে যাব ভাবে মনে মনে।।
কহে, "ঘরে বরে আর কিবা প্রয়োজন?
নবীন কিশোর কৃষ্ণে অর্পিয়াছি মন।"
ছল করি দুই ভেয়ে কহে রসময়ী।
"দই খেয়ে চলে যাও, কড়ি দিলে কই।।"
কৃষ্ণ কন, "আমাদের সঙ্গে কড়ি নাই।
ধন-জন পিছে রেখে এসেছি দুভাই।।"
গোপী কহে তবে আমি সঙ্গে সঙ্গে যাব।
সংযোগ হইলে পরে কড়ি বুঝে পাব।।"
উত্তরে কহেন কৃষ্ণ, "কত দূরে যাবে?
দৌড়িয়া ঘোড়ার সঙ্গে মহা কষ্ট পাবে।।"
মাণিকা কহিছে, "দেব! এ ত বড় রঙ্গ।
কড়িও দিবে না আর নাহি লবে সঙ্গ।।
কি করিব বল প্রভু! ঘরে ফিরে গিয়ে।
বিনি মূলে যাও দোঁহে দুধ দই পিয়ে।।"
কালীয় কহেন, "শুন শুন গো মাণিকি।
খেলে কড়ি দিতে হয় এ কথা জানি কি।
কি করিব এখন লাগিল বড় ধাঁধা।
যাহা কহ তোর কাছে রেখে যাব বাঁধা।।"
সে কথা শুনিয়া ভুঁই ছুঁয়ে গোপাঙ্গনা।
ছি! ছি! কহে বার বার কাটিয়ে রসনা।।
কহে "প্রভু! মোর চেয়ে অধম কে আছে?
দ্রব্য দিয়ে বাঁধা সব তোমাদের কাছে।।

যায় যাক্ ঘর দ্বার যায় যাক্ ধন।
সঙ্গে লহ চিরকাল সেবিব চরণ॥”
পুনরায় কহিতেছে হাসিয়ে হাসিয়ে।
“কেমনে তোমার যাওয়া কড়ি নাহ দিয়ে।
সাধু হয়ে কেমনেতে ঘরে ফিরে যাব।
কে দিবে আমারে কড়ি, কেমনেতে পাব?”
কহিছেন বড় ভাই, “কেন কর ক্রোধ।
বাঁধা দিয়ে ঋণ তব করি পরিশোধ॥
বন্ধক রাখহ এই রতন-অঙ্গুরী।
পশ্চাতে সামন্ত সৈন্য আসিতেছে ভূরি॥
সেনার নায়ক-হস্তে এ অঙ্গুরী দিও।
যত ইচ্ছা হয় দধি-দুগ্ধ মূল্য নিও॥”
সায় দিল গোপবালা সে কথা শ্রবণে।
প্রসারিল পদ্মপাণি মুদ্রিক-গ্রহণে॥
অপূর্ব্ব অঙ্গুরী অষ্ট-রত্নে বিজড়িত।
অনামিকা হ'তে বীর খুলিয়া ত্বরিত॥
ব্রহ্মজাতি হীরক জ্বলিছে মধ্যভাগে।
গোপিকারে অর্পণ করেন অনুরাগে॥
কথায় কথায় তথা দুই বীরবর।
মুহূর্ত্তেকে হইলেন নেত্র-অগোচর॥
অঙ্গুরী লইয়া গোপী রহে দাঁড়াইয়া।
স্বপন সমান মনে ভাবে সব ক্রিয়া॥
হেথা শুন সমাচার তার অনন্তর।
সমর-যাত্রায় বহির্গত নৃপবর॥
কর্ণাটের রাজধানী কাঞ্চী-পরাজয়ে।
সমবেত অগণিত নানা সৈন্যচয়ে।
পাটজোষী * যোগ লগ্ন দেখিয়া আকুল।
দক্ষিণ-যাত্রায় গ্রহ নহে অনুকূল॥
রাজা কন “যোগ লগ্ন কিছুই না মানি।
যোগ যোগেশ্বর মম প্রভু চক্রপাণি॥
তাঁর আজ্ঞা মানি যিনি গ্রহগণ-স্বামী।
এখন বিজয় যাত্রা করিব হে আমি॥”

নানা বল সৈন্যদল অপ্রমেয় সাজে।
অস্ত্রের ছটায় দিনমণি ম্লান লাজে॥
বলদ, তুরঙ্গ, উট, হাতী সারি সারি।
শকটে সম্ভার কত যায় ভারী ভারী॥
অনেক অগ্ন্যস্ত্র জন্ত নল গোলাগুলী।
পদাতিগণের অঙ্গে মাখা রঙ্গ-ধূলি॥
শিরস্ত্রাণ বর্ম্ম-চর্ম্মে সজ্জিত সকলে।
রণমদে মাতোয়াল টেড়া ভাবে চলে॥
ধনুর্ব্বাণধারী চলে হাজারে হাজার।
দোকানী পসারী চলে লইয়া বাজার॥
চলে অশ্বারোহী কিবা গতির খমক্।
শুলফী বল্লম করে, করে চক্‌মক্॥
চলে অগণিত ঢাল-তরবালধারী।
চলে মল্ল থেকে থেকে উল্লম্ফন মারি॥
চলে সদা ঘুরাইয়া কত দলবল।
চলিল বিস্তর হস্তে সর্ব্বল কেবল॥
রাজ-অগ্রভাগে রাজ-হস্তীর প্রয়াণ।
বিষ্ণুচক্রে বিচিত্রিত লইয়া নিশান॥
উটের উপরে বাজে দামামা টীকারা।
ঘোড়ার উপরে বাজে যুগল নাগারা॥
হস্তীর গলায় ঘণ্টা বাজে ঠন্ ঠন্॥
পদাতির জয়ধ্বনি সিন্ধুর গর্জ্জন॥
জগন্নাথ দর্শনের নাহিক সময়।
দক্ষিণ প্রাচীর ত্যজি অগ্রসর হয়॥
মনে মনে ইষ্টদেবে নমে যুড়ি হাত।
শীদুগা মাধব * পদে করে প্রণিপাত॥
নীলচক্র † প্রতি চাহি কহে নরপতি।
“কর্ণাটের জয়ে দীনে দেহ অনুমতি॥
পথমে সে যুদ্ধে যাহা হস্তগত হবে।
তোমার মণ্ডনে চক্র। ব্যয় তাহা হবে॥”
কটকের পদভরে কাঁপিতেছে ক্ষিতি।
চলিলেন গজপতি নাহি মাত্র ভীতি॥
অতি বেগে যায় রায় শূন্যপথে চায়।
মাংস-মুখে গৃধ এক দেখে উড়ে যায়॥

---

* পট্টজ্যোতিষী শব্দের অপভ্রংশ—যদিও এই উপাধি হিন্দু রাজাদিগের সময়ে রাজকীয় জ্যোতিষীর সম্পত্তি ছিল,—কিন্তু এক্ষণে উড়িষ্যার ব্রাহ্মণেরা সাধারণতঃ তদুপাধি এবং রায় গুরু প্রভৃতি মহামহোপাধি সকল ধারণ করে।

* পুরীর দক্ষিণ প্রাচীরান্তে এই দুই প্রসিদ্ধ দেবমূর্ত্তি আছেন।

† জগন্নাথ-মন্দিরের চূড়াস্থিত বিষ্ণুচক্র।

তাহা দেখি অনেকের বিরস অন্তর।
মনে ভাবে এ শকুন অশুভ-আকর।।
রাজা কন, "প্রভুর আদেশ মাত্র সার।
এ শকুন অশকুন মানি সব ছার।।"
শ্যামল ধবল অশ্বারোহী দুইজন।
দুই ক্রোশ অগ্রে অগ্রে করেন গমন।।
মাণিকা গোপিনী-হস্তে অঙ্গুরী লইয়া।
চঞ্চলা হইয়া পথে আছে দাঁড়াইয়া।।
কৃষ্ণ রাজপুতে স্মরি অস্থির অন্তর।
যুগল নয়নে অশ্রু ঝরে নিরন্তর।।
কহে, "কোথা গেল মোর নবীন কিশোর।
আহা মোর সুখনিশি প্রদোষেতে ভোর।।
আর কি পাইব দেখা শ্যামল ত্রিভঙ্গে?
এই ছার পামরীকে না নিলেন সঙ্গে।।
অধম গোয়ালা-কুলে আমার জনম।
ছার বুদ্ধি কি বুঝিব মহৎ-মরম।।
দধিভাণ্ড বিকাইয়া চাহিলাম দাম।
তাই কি করিয়া কোপ গেল গুণধাম?
শ্রীহস্ত-অঙ্গুরী খুলি দিয়ে গেল বাঁধা।
আমার যে মন সে চরণে গেছে বাধা।।"
এইরূপে মাণিকা করিছে কাল-পাত।
অপরূপ ভাব-ভানু প্রভাতে প্রভাত।।
যদবধি হেরিল সে পুরুষ-রতনে।
সকলেই তুচ্ছ বোধ হয় তার মনে।।
ভানুরে খদ্যোত ভাবে সাগরে গোষ্পদ।
মেরু মৃৎপিণ্ড, তৃণ কুবের-সম্পদ।।
অমূল্য পদাথ প্রেম মূল্য কিবা তার?
যে জেনেছে এ সংসার তার কাছে ছার।।
প্রেম ধর্ম্ম, সার ধর্ম্ম, প্রেম-সুখ সার।
প্রেমময় এ জগৎ সন্দেহ কি আর?
ভাবিনী এ ভাবে আছে এমন সময়।
সসৈন্যেতে নরনাথ হইলা উদয়।।
রাউত * মাহুত দূত আরো সৈন্যগণ।
মাণিকারে নিরখিয়ে বিমোহিত মন।।
যে দেখে তাহার আর চরণ না চলে।
চিত্র-পুতুলের প্রায় হইল সকলে।।
ভিড় দেখি জিজ্ঞাসা করেন নরপতি।
"স্থগিত হইল কেন কটকের গতি?"
অনুচর কহে, "অবধান মহীপাল।
অপূর্ব্ব নারীর রূপে রাজপথ আল।।
গোয়ালিনী হবে হেন আকার প্রকার।
মস্তক-উপরে আছে গোরস-সম্ভার।।
রম্ভা তিলোত্তমা কিবা মেনকা উর্ব্বশী।
'রাউত' 'রাউত' বলি ফুকরে রূপসী।"
শুনিয়া স্থগিত তথা হইলা ভূপতি।
"কোথায় কোথায়?" বলি যান শীঘ্রগতি।।
দেখেন সুন্দরী এক মুনি-মনোলোভা।
লাবণ্য-লহরী কিবা অবতীর্ণ শোভা।।
নরবরে হেরি কহে গোয়ালার মেয়ে।
"হেথা আমি আছি শুধু তব পথ চেয়ে।"
রাজা কন, "কি বলিবে বল ত আমায়।"
মাণিকা কহিছে, "তবে শুন মহাকায়।।

* রাজপুত শব্দের অপভ্রংশ, যদিও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে রাজপুতেরাই এই উপাধি ধারণ করেন, কিন্তু উৎকলে কচূৎপাদক এক জাতি শূদ্র যেমন যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া 'হলিয়া ব্রাহ্মণ' বলিয়া খ্যাত হইয়াছে, সেইরূপ চাষাখণ্ডাইতেরা ক্ষত্রিয়া-ভিমান-সুখ বলাৎকার করিয়া রাউত নামে পরিচয় দেয়, ইহাদিগের মধ্যে কোন কোন শ্রেণী গলদেশে সত্র ধারণ করে, অনার্য্য দেশে আর্য্যদিগের সভ্যতা পচারিত হইলে, এইরূপ কৃত্রিম দ্বিজত্ব ধারণ করা একটি পুরাতন পথা,---ভারতবর্ষে বহুতর প্রদেশে ইহা দ্রষ্টব্য,---উড়িষ্যায় যাহারা রাজাদিগের খাঁরা খণ্ডা-বহনে অর্থাৎ যুদ্ধ-বিগ্রহে নিযুক্ত হইত,তাহারাই খণ্ডায়িত ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিমান করে.---যাহারা কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত রহিল, তাহারা অদ্যাপি আপনা-দিগকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দেয়। ফলতঃ উভয়েই আদিম শূদ্র অর্থাৎ অনার্য্য জাতির অবশিষ্ট সন্ততি খণ্ডায়িতেরা ক্ষত্রিয়ত্বের অভিমান করুক, কিন্তু চাষা অর্থাৎ শূদ্রদিগের সহিত তাহাদিগের বিবাহাদি অবাধে চলিতেছে --এমন কি উৎকলে করণাভিমানী কোন কোন মাহাস্তিরাও তাহাদিগের সহিত করণ-কারণ করে. উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের এবং বঙ্গ প্রদেশের কায়স্থদিগের ন্যায় তাহারা গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নহে।

শ্যামল ধবল বর্ণ বীর দুইজন।
শ্যামল ধবল দুই অশ্বে আরোহণ॥
আমার পসরা হ'তে দধি-দুগ্ধ খেয়ে।
কড়ি নাহি দিয়ে চলি গেল দুই ভেয়ে॥
কড়ি পাইবারে কত করিনু আঙ্গুটী।
শেষে বাঁধা দিয়ে গেল একটি আঙ্গুটী॥
কহিল, সামন্ত সৈন্য আসিতেছে পিছে।
সঙ্গে সঙ্গে এক জন রাউৎ আসিতেছে॥
তাহার নিকটে অঙ্গুরীটি দেখাইও।
যে কিছু তোমার মূল্য সব বুঝে নিও॥
আর এক কথা শুন সাবধান হয়ে।
কহিবে দুভাই গেল কর্ণাট-বিজয়ে॥"
এত বলি গোপাঙ্গনা বস্ত্র গ্রন্থি খোলে।
নামিলেন রাজা তথা ত্যজি চতুর্দ্দলে॥
মুদ্রিকা অঞ্চল হ'তে করিতে বাহির।
জ্বলিতে লাগিল যেন দ্বিতীয় মিহির॥
নিরখিয়ে নৃপতির চিত্ত চমকিত।
ছটায় ছাইল আঁখি, চকিত স্থগিত॥
অষ্ট-রত্নে বিজড়িত যুক্ত সুলক্ষণে।
ভাবে হেন অঙ্গুরীয় দেখিনি নয়নে॥
অঙ্গুরী লইয়ে করে কন নৃপমণি।
"তোর চেয়ে ভাগ্যবতী কে আছে রমণী?
যাঁহাদের শ্রীচরণ সেবেন কমলা।
চঞ্চলা প্রকৃতি ত্যজি হ'লেন অচলা॥
যাহাদের ইচ্ছাক্রমে দেবতার তরে।
লবণ-সাগরোদরে অমৃত সঞ্চরে॥
যাঁহাদের অধিবাস অসীম উদধি।
সেই দুই ভাই তোর ভুঞ্জিলেন দধি॥"
তাহা শুনি উতরোল হ'ল সৈন্যগণ।
মাণিকার চরণে প্রণত সর্ব্বজন॥
নৃপ কন, "আমার পুণ্যের নাহি ওর।
বহু ভাগ্যে পাইলাম দরশন তোর॥
লক্ষ্মী সরস্বতী কিবা হবে রাধারাণী।
কলিকালে অবতীর্ণা তুমি উপেন্দ্রাণী॥
কি ইচ্ছা তোমার দেবি কর অনুমতি।
কিসে বা প্রসন্ন তুমি হবে মম প্রতি?"
এরূপে করেন রাজা বিহিত সম্মান।
কনক বরষি শিরে করাইল স্নান॥

মাণিকা কহিল, "দেব, মাগিব কি আর?
কৃষ্ণ রাউতের পদে মানস আমার॥
অন্য ধনে আমার বাসনা কিছু নাই।
এই কর অন্তে যেন সে চরণ পাই॥
আর সেই কৃষ্ণ রাউতের প্রতি কাম।
এই স্থানে বসাইয়ে দেহ এক গ্রাম॥"
রাজা কন, "যে ইচ্ছা তোমার ভাগ্যবতি।
সীমা নির্দ্ধারণ তরে কর তুমি গতি॥
যতদর বেড়ি ভূমি করিবে গমন।
ততদর ভূমি আম করিব অপণ॥
মাণিকপত্তন বলি হবে তার নাম।
অনুদিন তব বংশে রবে এই গ্রাম॥
রাজস্ব-বিরহে তুমি কর অধিকার।"
এত বলি করিলেন বহু পুরস্কার॥
অদ্যাপিও সেই গ্রাম আছে বিদ্যমান।
মাণিকপত্তন নাম যশের নিধান॥
ইতি মাণিক-গোপালিনী নাম চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ

যুদ্ধ-যাত্রা।

চলিলেন নৃপ সুখে, বিবরিত ভাট-মুখে,
নদ নদী শেখর নগর।
চিল্‌কা হইলা পার, মাঝে মাঝে অবতার,
নীলমণি আভাত সাগর॥
দেখা যায় কতদর, ব্রহ্মপুর ইচ্ছাপুর,
ঋষিকুল্যা নদী বংশীধারা।
শ্রীকঙ্কালী * শ্রীনিধান, সতীর কঙ্কালী-স্থান,
যথা জয়দুর্গারূপ তারা॥
দেখ, দেখ, মহাকায়, আগে অই দেখা যায়,
কলিঙ্গ-পত্তন হে নরেশ।

---

* শাকাকোল ;—কালে কালে স্থানাদির নাম কি রূপান্তর হইয়া যায়? এই স্থলে দাক্ষায়ণীর কঙ্কালী পতিত হইয়াছিল, এমন প্রবাদ।

পূর্ব্বে নরপতিগণ, হেথা থাকি সুশাসন,
করিতেন এ কলিঙ্গ দেশ ॥
হেথা হ'তে বৈশ্যগণ, করি তরী আরোহণ,
যবদ্বীপে * করিয়া গমন।
বসতি স্থাপন করে, হিন্দু যশোরত্নাকরে,
এই এক উজ্জ্বল রতন ॥
অই দেখ হে ঠাকুর, বিমল-পত্তনপুর,
আর বিশাখা-পত্তন ধাম।
নানা স্থান অভিরাম, কত আর লব নাম,
দুই দিকে শত শত গ্রাম ॥
হইলে গো অবতরি, গোদাবরী † নাম ধরি,
দক্ষিণ দেশেতে সুরধুনী।
মধুর সলিলযুতা, ব্রহ্মাচলে সমুদ্ভূতা,
পিতা তব শতানন্দ মুনি ॥
পশ্চিম-পয়োধি তীরে, জনমি পর্ব্বত-শিরে,
করিয়াছ পূর্ব্বার্ণবে গতি।
যেখানেতে জন্ম তব, কি তার মহিমা কব,
যত যত দেবের বসতি ॥
এত উচচ গিরিকূট, জলদের দন্তস্ফুট,
সেইখানে কদাচ না হয়।
বিমল তুষার-ধার, দ্রব হয়ে অনিবার,
তব চারু তনু নিরময় ॥
কি কব তোমার বল, ভেদিয়া মহেন্দ্রাচল,
আলিঙ্গন দেহ রত্নাকরে।
বেণ-গঙ্গা ইন্দ্রবতী, আদি কত স্রোতস্বতী,
সংমিলিত তব কলেবরে।
দুই তটে সুশোভন ‡ নিবিড় অরণ্যগণ,
শাকদ্রুমে অপরূপ শোভা।

* জাবা,---হিন্দুজাতিকে কূপমণ্ডুক বলিয়া ভিন্ন দেশীয় লোকেরা গ্লানি করেন; কিন্তু অকাট্যরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে, জাবা প্রভৃতি দ্বীপে হিন্দুরাই উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

† দক্ষিণ দেশে গোদাবরীই গঙ্গা নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহাকে "সান গঙ্গ" অর্থাৎ ছোট গঙ্গা কহে। গো শব্দে জল, দা শব্দে দায়িনী, বরী শব্দে প্রধানা, অর্থাৎ জলদায়িনীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা।

‡ শাগুয়ান বা শেগুন বৃক্ষ।

পুণ্যভূমি-কটিতটে, গোত্ররূপে কি প্রকটে,
মরকতময়ী মনোলোভা ॥
তব তটে গুণধাম, বন বিহরিলা রাম,
পঞ্চবটী প্রসিদ্ধ কাননে।
সঙ্গে সতী পতিব্রতা, জানকী কানকী লতা,
নিরুপম এ তিন ভুবনে ॥
সূপণখা নিশাচরী, এসেছিল মায়া ধরি,
লক্ষ্মণ করিল অপমান।
ভগিনীর অপমানে, দশানন এইস্থানে,
সীতা হরি করিল প্রস্থান ॥
তব তীরে রঘুবীর, শোকে অবনত-শির,
বিচেতন বনিতা-বিচ্ছেদে।
তোমার প্রবাহে কত, অশ্রুধার অবিরত,
বিসর্জন করিলেন খেদে ॥
তবোৎপত্তি-সন্নিধান, পবিত্র সুগন্ধা স্থান,
সুবিখ্যাত নাসিক নগর। *
সতীনাসা সেই ধামে, অর্চিচতা সুনন্দা-নামে,
ভৈরব ত্র্যম্বক মহেশ্বর ॥
আর বিষ্ণুচক্রঘাতে, দাক্ষায়ণী-গণ্ডপাতে,
তব তীরে দেবী বিশ্বমাতা।
বিশ্বেশ ভৈরব তাঁর, অন্য গণ্ড অবতার,
রাকিণা দেবতা অভিজাতা ॥
কমলার নিবসতি, কত পুরী ধনবতী,
তব দুই তটে শোভকরী।
ধনে যশে গরীয়ান, নরসিংহপুরস্থান,
আর রাজ-মাহেন্দ্রী নগরী ॥
এই নরসিংহপুর, অধিপ বিজয় শূর,
সিংহমধ্যে সিংহ যারে বলে।
রাবণ রাজার ধাম, দ্বীপরত্ন লঙ্কা নাম,
বিজয় বিজয় করে বলে ॥
কিবা বীর্য্য অনুপম, দ্বিতীয় রাঘব সম,
কলিতে কলিত গুণধাম।
রাক্ষসের দপ চূর, লঙ্কা নাম করি দূর,
সিংহল খুইলা তার নাম ॥

* কেহ কেহ কহেন, সূর্পণখার নাসাচ্ছেদ হওয়াতে এই স্থানের নাম নাসিক হইয়াছে; কেহ বা কহেন, সতীর নাসা এই স্থানে পতিত হওয়াতে নাসিক নামের উৎপত্তি।

তব গর্ভে নাকি ধাতা, চোরগঙ্গ * জন্মদাতা
গঙ্গাবংশ তাহাতে উদয়।
তুমি রাজকুলেশ্বরি! চরণে প্রণাম করি,
হয় যেন রাজার বিজয়॥
অই দেখ শোভাধার, নিবিড় নীরদাকার,
শ্রেণীবদ্ধ মহেন্দ্র অচল।
কুলগিরি বলি গণ্য, মহাকবি † গীতে ধন্য
নগকুলে কিবা আখণ্ডল॥
তোমার কুটুম্বদল, সহ্যচল বিন্ধ্যাচল,
চন্দনের আলয় মলয়।
হৃদয়েতে অলঙ্কার, কিবা হীরকের হার,
গোদাবরী নিয়ত খেলয়॥
সত্য কি হে গুণগ্রাম, রাজ হেমাঙ্গদ নাম,
ছিলেন তোমার অধীশ্বর।
সত্য কি সে নৃপবর, রঘুরে দিলেন কর,
নত হয়ে যুড়ি দুই কর?
তাঁর নাকি সৈন্যগণ, পথ-শ্রান্তি-নিবারণ,
করণার্থে তোমারে ভূধর?
আপান কল্পনা করি, পণ পর্ণে মদ ভরি,
পান করি লসিত অন্তর?

* প্রধান প্রধান রাজকুলের আদিপুরুষগণ স্বয়ং অথবা স্তাবকদিগের দ্বারা আপনাদিগের স্বর্গীয়াভিজাত্য কল্পনায় ত্রুটি রাখেন নাই। রোম-প্রতিষ্ঠাতা রোমুলস কুমারীগর্ভে দেববিশেষের ঔরসে জাত, জগজ্জয়ী আলেকসন্দর দেবরাজের পুত্র, লঙ্কাবিজয়ী রঘুকুলতিলক রাম দেবোদ্দেশে প্রদত্ত চরুতে সম্ভূত, বঙ্গদেশের এক প্রসিদ্ধ রাজা ব্রহ্মপুত্র নদের পুত্র, সেইরূপ উৎকলদেশীয় গঙ্গাবংশীয় নৃপতিদিগের আদিপুরুষ চোরগঙ্গ অথবা চুড়ঙ্গ ব্রহ্মার ঔরসে গোদাবরী নদীর গর্ভজাত। অলৌকিক পুরুষ হইলে একটি অলৌকিক পিতা আবশ্যক হয়, তাহাতে মাতার পাতিব্রত্য থাকুক বা না থাকুক। মনুষ্য জাতির কি অভিমান, বিশেষতঃ পুরুষ জাতির কি আত্মম্ভরিতা, পরম দেবতা মাতাকে অসতী করিয়াও আপনাদিগের দৈববীর্য্যের সংস্থান করিতে হইবে।

† কালিদাস।

তোমার কন্দরময়, দেব-পুষ্প * গন্ধ বয়,
তাহাতে মোহিত হয় চিত।
দ্বীপান্তরে ফুটে ফুল, সমীরণ অনুকূল,
সুরভি সুধীরে প্রবাহিত॥
কিবা চারু চিত্রপট, তব তট সিন্ধুতট,
পরস্পর মিলিত যথায়।
কি বিচিত্র তালবন, সুশোভন ঘন ঘন,
কিবা ঘন নেমেছে তথায়॥
সুরঙ্গ কুরঙ্গ † পুরী, যেখানে বাণিজ্য ভূরি,
তথা মীন-পত্তন নগর।
নিবাসে বণিক্‌গণ, ধনবান্, মহাজন,
পোতপুঞ্জ-পূর্ণিত বন্দর॥
যত্র তন্তুবায়গণ, সুচিক্কণ সুবসন, ‡
বয়নেতে বিখ্যাত বিশেষে।
নানারঙ্গে সুরঞ্জিত, ইন্দ্রধনু বিগঞ্জিত,
ছিট নামে খ্যাত সর্ব্বদেশে॥
দলিত কজ্জল ভাতি, কিবা মরকতপাঁতি,
কল্লোলিনী কৃষ্ণা গুণবতী।
গুণের কে দিবে সীমা, তোমার নন্দিনী ভীমা,
ঘাট-পর্ব্বা তুঙ্গভদ্রা সতী॥
তব তটে নানা স্থলে, হীরকের খনি জ্বলে,
কলুর কলকুণ্ড †† কুণ্ডবীরে।
কত তরু পরিপাটী, রচিত কি বৃক্ষবাটী,
অপরূপ শোভা তব তীরে॥
পঙ্গিনী বরুণা নামা, ‡‡ তিনিও বিচিত্র শ্যামা,
প্রেমভরে আলিঙ্গিত দোঁহে।
অপূর্ব্ব সাত্ত্বিক ভাব, অহরহ আবির্ভাব,
নহে কি বিষ্ণুর মন মোহে?

* লবঙ্গ।

† বর্ত্তমান ইংরেজী অপভ্রংশ নাম করিঙ্গা।

‡ মছলীপাটম বা মছলীবন্দরে ছিট-বস্ত্রের প্রথম সৃষ্টি, এমন প্রবাদ আছে। তদ্ভিন্ন বুক্ মসলিনেরও এই নগরে প্রথম সৃষ্টি।

†† ইংরাজী অপভ্রংশ গলকন্দা।

‡‡ কৃষ্ণা, বরুণা এবং কাবেরী বিষ্ণুর প্রেয়সীরূপে দক্ষিণে মাননীয়া, ইঁহাদিগের পরিণয় উদ্দেশে বর্ষে বর্ষে বর্ষাসময়ে এক মহোৎসব হইয়া থাকে।

জলমিয়া সহ্য-কেশে, প্রবেশি বিদূর দেশে,
দ্রুতগতি ভাগীরথী প্রায় ।।
তরঙ্গ তরঙ্গে রঙ্গে, প্রণয় প্রফুল্ল-অঙ্গে,
প্রবেশিছে পয়োধির কায় ।।
কৃষ্ণা অন্তে কত দেশ, কি বর্ণিব সবিশেষ,
গোণ্ডলোক অনুগোল আদি ।
তৈলঙ্গ তামল লাটী, কেহ কহে মারহাটী,
একদেশে নানা ভাষাবাদী ।।
অই প্রবাহিতা সতী, তৈলপর্ণী * স্রোতস্বতী,
পাণ্ডুদেশ করিছ পাবন ।
কত চন্দনের বন, তব তটে সুশোভন,
অগুরু কালীয় কুচন্দন ।।
সৌরভের খনি এলা, উপবনে করে খেলা,
দারুচিনি তরুর সহিত ।
প্রদোষে তোমার তীরে, মলয়-সমীরে ধীরে,
সুরভিতে মানস মোহিত ।।
বহুমূল্য মুক্তাময়, বিলসিত শুক্তিচয়,
তরঙ্গিণি ! তোমার সঙ্গমে ।
বিলাস-সুখের সার, তব দেহে অলঙ্কার,
বিধি কি ভূষিলা যথাক্রমে ?
চোলমণ্ডলের পাট, অই হ্রদ পুলিকাট,
নেলুর প্রভৃতি কত পুর ।
কর্ণাটের অধিকার, চারিদিকে সুবিস্তার,
কাঞ্চীপুর নহে বড় দূর ।।
শ্রীনাথের পদ সেবি, শ্রীরূপিণী তুমি দেবি,
বরনদী কর্ণাটে কাবেরী ।।
প্রাবৃট্-প্রারম্ভে তব, পরিণয়-মহোৎসব,
যত্র তত্র বাজে তূরী ভেরী ।।
শ্রীরঙ্গপত্তন নাম, শ্রীরঙ্গনাথের ধাম,
তব কূলে শোভা নিরুপম ।
দেবের দুর্লভ স্থানে, দেবীকোট-সন্নিধানে,
করিয়াছে সাগর-সঙ্গম ।।
কেরলে উদ্ভব তব, সে দেশের রীতি সব,
শুনিয়াছি বিচিত্র বিচল ।
স্বৈরিণী নাগর নারী, যেন নিম্নগার বারি,
পরিণয়-বন্ধন বিফল ।।

* আধুনিক নাম পাণেয়ার

কেরলীর কেশপাশ, * নাকি অতনুর বাস,
চমরী-চমূর গর্ব্ব হরে ।
লাবণ্য-প্রসূন-ডালা, নাকি সব দ্বিজবালা,
কমলার রূপগুণ ধরে ।।
পরিহিত চিত্রবাস, রবি-ছবি পরকাশ,
তনুরুচি চন্দনে চর্চ্চিত ।
সেই দেশ ধন্য হয়, সেই দেশে নারীচয়,
সদাকাল আদরে অর্চ্চিত ।।
দেখ দেবীকোটপুর, শিবজ্বর-দপ চূর,
যেখানে করিল বিষ্ণুজ্বর ।
এই সেই উমাবন, বাণরাজ-নিকেতন,
পুরাখ্যাত কোট্টভী নগর ।।

* ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় অঙ্গনাগণ যে সকল বিশিষ্ট বিশিষ্ট রূপ-প্রতিভায় প্রতিভাত, তাহা নিম্নলিখিত কবিতায় পরিচয় দিতেছি।---

"বাচি শ্রীমাথুরীণাং জনক-জনপদ-স্থায়িনীনাং কটাক্ষে, দন্তে গৌড়াঙ্গনানাং সুললিতজঘনে চোৎকল-প্রেয়সীনাম্। তৈলঙ্গীনাং নিতম্বে সজল-ঘন-রুচৌ কেরলী-কেশপাশে, কর্ণাটীনাং কটৌ চ স্ফুরতি রতিপতির্গুর্জরীণাং স্তনেষু।।"

"বোধ হয়, নানাকুসুমকেলিপরায়ণ এই কবি-মধুপ কাশ্মীর, অযোধ্যা, মালব এবং সিংহলে ভ্রমণ করেন নাই, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় ভাবিনীদিগের প্রকৃত রূপমহিমার পরাকাষ্ঠা দর্শন করিতে পারিতেন। আমি পূর্ব্বে কোন মৃত মিত্র কবিকে উক্ত কবিতার অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা স্মরণ নাই, অতএব দ্বিতীয়বার অনুবাদ করিলাম, যথা---

মধুপুর-বধূকুল মধুর বচনে ।
বিদেহবাসিনী বালা চঞ্চলনয়নে ।।
বঙ্গীয় অঙ্গনাগণ সুচারু দশনে ।
উৎকলীয় বামাদের ললিত জঘনে ।।
তৈলঙ্গী চার্ব্বঙ্গীচয় নিতম্ব-শোভনে ।
কেরলীর কেশপাশ ঘন নবঘনে ।।
কর্ণাটীর কটি আর গুর্জ্জরীর স্তনে ।
রতিপতি বার দেন সদা সুখী মনে ।।

যত্র ভাবিনীর ভূষা, রূপপ্রভাতের উষা,
তুষার বিমলার উষা সত.।
স্বপনে * যামিনীভাগে, হেরিলেন অনুরাগে,
চিত্তচোর অনিরুদ্ধ পতি ॥

* এইরূপ স্বপ্নযোগে দম্পতিদিগের প্রথম সন্দর্শন নানা দেশীয় কবিগণের এক বিচিত্র কল্পনা। আরব্য, পারস্য, চীন এবং ভারতবর্ষীয় বহুতর কবি এই মনোজ্ঞ মানসিক উদ্ভাবনা বা বিভাবনা বর্ণনে ত্রুটি রাখেন নাই। ইংলণ্ডীয় কবিকুলতিলক লর্ড বায়রণ স্বপাভিধেয় কবিতায় প্রেমাভিনয়ের পথমাঙ্ক-বণনে কি প্রগাঢ় কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। আমি তরুণাবস্থায় এই উষাহরণ আখ্যায়িকা সঙ্গীত-চ্ছলে রচনা করিয়াছিলাম, তাহার একটি সঙ্গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

স্বপ্নান্তে উষার উক্তি।

রাগিণী বিভাস---তাল ঠুংরী।

স্বপনে হেরিনু যাহারে,
আরে আরে সখি দে রে তারে।
চিত্তচোর যামিনী শেষকালে
প্রবেশিল হৃদয়-মাঝারে।
সরস পরশমণি পুরুষ রতন,
অনঙ্গ কি অঙ্গ ধরি দিল দরশন,
তুলনা নাহিক তার এ তিন সংসারে।
আমি তারে আঁখি ঠারি হেরিবার আশে
যেমন নয়ন মেলি নিরখিনু পাশে,
অমনি অদৃশ্য হয়ে গেল একেবারে ॥

পৌরাণিক আখ্যায়িকাসকলের ঘটনাস্থল লইয়া অধুনা মহাবিবাদ উপস্থিত, বিশেষতঃ আর্য্যা-বর্ত্তের সীমার বহির্ভূত অনার্য্য দেশে এই বিবাদের আতিশয্য দেখা যায়। যথা---দিনাজপুর-অঞ্চলীয় লোকেরা আপনাদিগের দেশকে মহাভারতীয় বিরাট দেশ বলিয়া ব্যাখ্যা করে। বাস্তবিক বিরাট দেশ যে আধুনিক বিরাড় প্রদেশ তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। জাবাদ্বীপের লোকেরা কহে, মহাভারতে এবং রামায়ণে বর্ণিত ঘটনাসকল তাহাদিগের ক্ষুদ্র উপ-দ্বীপে সংঘটিত হইয়াছিল। সেইরূপ বালেশ্বরবাসীরা

অনিরুদ্ধ সেইক্ষণ, স্বপ্নে করে নিরীক্ষণ,
সংমিলন বাণসুতা সহ।
নিদ্রাভঙ্গে তদুভয়, উৎকলিত অতিশয়,
চিন্তায় চঞ্চল অহরহ ॥
চিত্রলেখা একে একে, সুপুরুষ চিত্র লেখে,
নিজ নাথে তাহে উষা চিনে।
মন্ত্রিসুতা অনন্তরে শূন্যপথে মন্ত্রভরে,
অনিরুদ্ধে আনে কত দিনে ॥
চরিতার্থ বিধুমুখা, অন্তরে অনন্ত সুখা,
বাণরাজা পাইল সন্ধান।
কৃষ্ণের প্রপৌত্র শুনে, দগ্ধদেহ ক্রোধাগুণে,
কারাগারে দিল তারে বাণ ॥
হায় রে ভবের খেলা। সাগরে রম্ভার ভেলা,
দেখিতে দেখিতে মগ্ন হয়।

কহে, তাহাদিগের নগরের আদ্যনাম বাণেশ্বর, বালেশ্বর তাহার অপভ্রংশ মাত্র। বালেশ্বর বাণ রাজার স্থাপিত শিবলিঙ্গ, তন্নামধেয় শিবলিঙ্গ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। বাণপুরীর অন্য নাম শোণিতপুর, অধুনা সুনঠ নামক বালেশ্বরের পল্লী-বিশেষ সেই শোণিতপুরের রূপান্তর। অপর, বালেশ্বরে উষারমেড় এবং উষার প্রিয় সহচরী চিত্র-লেখার পিতা বাণরাজার মন্ত্রীর বাসস্থান পাত্রপাড়া প্রভৃতি স্থান প্রদর্শিত হয়। পক্ষান্তরে, কর্ণাটের অন্তঃপাতী দেবীকোটনিবাসীরা কহেন, দেবী-কোটই বাণরাজার পুরী, সেইখানেই উষাহরণ হয়। দেবীকোটের সংস্কৃত নাম দেবীকোষ্ঠ, দেবীকোটের অপর নাম কোট্টবীপুর, কোট্টবী বাণাসুরের মাতার নাম ইত্যাদি। পরন্তু উষাহরণ আখ্যায়িকা বেদে বর্ণিত প্রাত্যহিক প্রাকৃতিক ঘটনাবর্ণনাত্মক একটি রূপক হইলেও হইতে পারে---অসুরেরা তমঃ হইতে উৎপন্ন, অতএব বাণাসুর সেই আদিম অন্ধকারের কল্পনা---সেই অন্ধকারেই উষা অর্থাৎ প্রভা বা দীপ্তির জন্ম এবং অন্ধকার কর্ত্তৃক উষা কারাবরুদ্ধ থাকেন,---পশ্চাৎ কৃষ্ণ অর্থাৎ সূর্য্যজাত অনিরুদ্ধ অর্থাৎ অবিরত অবারিত কিরণজাল আসিয়া উষার কারাবরোধ মোচন করিয়া তাঁহার সহিত বিহার করেন।

অস্থির ঐহিক প্রীতি, স্বপনের সম রীতি,
মিথ্যাময় কিছু সত্য নয় ॥"
চলিলেন গজপতি, মানমদে মত্তমতি,
কাঞ্চীপুর করিতে বিজয়।
অগণিত সৈন্যছটা, যেন জলধর-ঘটা,
বহুদূর ব্যাপি গরজয় ॥
সামন্ত-সিঙ্গার নাম, সেনাপতি গুণধাম,
প্রতাপে মিহির বীরবর।
পথে নরপতি কত, বিনা রণে অনুগত,
লালবন্দি-রূপে দিল কর ॥
যে করিল প্রতিরোধ, পাইল উচিত শোধ,
অচিরাৎ পাইল সংহার।
পরাভূত সৈন্যদল, সংযোগেতে বাড়ে বল,
সেনাসিন্ধু হইল অপার ॥
যথা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী, সংমিলনে বিষ্ণুপদী,
বরষায় বিষম বিস্তার।
সাগর সঙ্গমস্থলে, হিল্লোলিত কোলাহলে,
অগণিত তরঙ্গের হার ॥
কাবেরী উত্তরপারে, ব্যূহ রচি দুর্গাকারে,
গজপতি স্থাপিলা শিবির।
বস্ত্রময় ঘরদ্বার, যবনিকা শোভাধার,
বস্ত্রময় বিচিত্র প্রাচীর ॥
শৃঙখলিত কোনস্থলে, মদোৎকট হস্তিদলে,
পরিখা বেষ্টিত সেই স্থান।
কোন স্থলে রাজি রাজি, সহস্র সহস্র বাজী,
মনোজব অতি বেগবান্ ॥
কত নীল সিতাসিত, বিচিত্র লোহিত পীত,
সুদর্শন শ্রীপঞ্চকল্যাণ।
সৈন্ধব কাম্বোজ আর, চমৎকার চমৎকার,
আরবীয় তুরঙ্গ প্রধান ॥
সারি সারি ধনুর্দ্ধর, অগ্রে অগ্রে অগ্রসর,
রণমদ-গর্ব্বে মত্তমতি ॥
পত্তিগণ পদাচার, করিতেছে অনিবার,
কভু দ্রুত কভু মন্দগতি ॥
কোন স্থানে শস্যভার, সজ্জিত পর্ব্বতাকার,
ঘৃত আর তৈল সরোবর।
উড়িষ্যার প্রিয় ভক্ষ্য, চিপিটক ঢেরি লক্ষ,
খণ্ড খণ্ডগিরির সোসর ॥

পলাণ্ডু লশুন আদা, পড়িয়াছে গাদা গাদা,
চিল্কার শুষ্কমীনরাশি।
সূপকার শত শত, ভোজ্য রান্ধে নানামত,
দলে দলে ভুঞ্জে সৈনা আসি ॥
শ্রুত হয় কোন স্থানে, বাজে বাদ্য একতানে,
আনদ্ধ, সুশিব, তত, ঘন।
বীণা বংশী ভেরী বাঁক, বাজিতেছে জয়ঢাক,
যেন গরজিছে নবঘন ॥
হেন বাদ্য সম্মোহন, মাতায় মুনির মন,
বীররস হয় মূর্ত্তিমান।
অসিহেতি রণসাজে, খর তরবারি ভাঁজে,
চক্ মক্ চপলা সমান ॥
কোথায় বিবিধ যান, সুসজ্জিত শোভমান,
দৈপ আর প্রবহণচয়।
কম্বলে মণ্ডিত কত, শকট সহস্র শত,
নিশান উড়িছে শূন্যময় ॥
পরিহিত বীরধটী, সারসনে বদ্ধকটি,
বারবাণে আবৃত শরীর।
গলদেশে প্রতিমুক্ত, উরু কঙ্কটযুক্ত,
শিরস্ত্রাণে সুশোভিত শির ॥
শিরে বিধুরত্ন পরি, সমাগত বিভাবরী,
শান্তি-সহচরীর সহিত।
সেনাগণ শয্যোপরে, শ্রান্তি ক্লান্তি পরিহরে,
কলরব হইল রহিত ॥
ইতি যুদ্ধযাত্রা নাম পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠ সর্গ

সংগ্রাম

নিশানাথ অস্তাচলে সুপ্রভাত নিশি।
নাথে পুনঃ পেয়ে হাস্যময়ী দশদিশি ॥
ভানুকরে সুকুমারী কুমুদী মলিনী।
মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসে নাবোঢ়া নলিনী ॥
শৈত্য-মান্দ্য সুরভি-ভরিত সমীরণ।
কাবেরীর তীরে ধীরে করিছে ভ্রমণ ॥

সুশীলা তরুণী যথা মৃত্যুমুখে ধায়।
ভানুর কিরণে হিম-কণিকা শুকায়॥
মরীচ-কেদারে সুখে ডাকিছে হারীত।
সরসীর তীরে শ্রুত সারসের গীত॥
চক্রবাক চক্রবাকী শৈবলিনী-তীরে।
সংমিলন-সুধানীরে অভিষিক্ত ফিরে॥
বনপ্রিয় কেশরের কাননে কুহরে।
অমৃত বরিষে কিবা শ্রবণ-কুহরে॥
বৈতালিক যথাকালে ঘণ্টানাদ করে।
উঠিলেন গজপতি প্রভাত-প্রহরে॥
যথাবিধি উপদেশ করিয়া প্রদান।
দূতে পাঠাইলা রাজা শত্রু-সন্নিধান॥
পুরী প্রবেশিয়া শোভা নিরখিতে দূত।
দেবতার ক্রিয়া প্রায় সকলি অদ্ভুত॥
কে না জানে কাঞ্চীপুর পুরীর প্রধান।
ভারতে ছিল না হেন পুরী বিদ্যমান॥
বহুদূর ব্যাপিয়া পরিখা পরিসর।
প্রবলা অপগা প্রায় দৃশ্য ভয়ঙ্কর॥
পবন-প্রবাহে তাহে প্রবাহ উদয়।
স্থানে স্থানে ঘোরচক্র আবর্ত্ত-নিচয়॥
চারি সেতু চারিধারে নির্ম্মিত পাষাণে।
প্রহরী পুরুষপুঞ্জ স্থিত স্থানে স্থানে॥
কৃতান্তের দ্বারসম চারি পুরীদ্বার।
হস্তিনখে * সুশোভিত তার দুই ধার॥
ঝুলিছে কবাট-বাট লৌহের নিগড়ে।
কার সাধ্য সহসা প্রবেশে সেই গড়ে॥
পরিখা অন্তরে বপ্র পর্ব্বত-আকার।
তার পরে প্রস্তরেতে রচিত প্রাকার॥
নানারম্য হর্ম্ম্য আর প্রাসাদ প্রচুর।
পরিপাটী সৌধ অন্তে চারু অন্তঃপুর॥
মনোজ্ঞ মণ্ডপ মঠে কপোত-পালিকা।
বাজীশালা হস্তিশালা, পানীয়-শালিকা॥
মহাধনি-গৃহগণ অতি শোভমান।
স্বস্তিক সর্ব্বতোভদ্র তথা বর্দ্ধমান॥
প্রশস্ত প্রাঙ্গণ তথা অলিন্দ-নিকর।
কত উপবন পুষ্পবন মনোহর॥

রাজপথ-পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ তরুচয়।
স্থানে স্থানে তড়াগেতে পরিপূর্ণ পয়॥
ফুটে ফুল কমল কহ্লার ইন্দীবর।
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বসে ভ্রমরী ভ্রমর॥
সন্তরে বিহরে কত সরাল মরাল।
থেকে থেকে ডাকিছে ডাহুক পালে পাল॥
সরণীর দুইধারে শোভে সারি সারি।
নানারূপ মণিহারী দোকানী পসারী॥
মণিকার-মণ্ডপে রমণী-মনোহর।
সুসজ্জিত বহুমূল্য রত্ন স্তরে স্তর॥
মরকত পদ্মরাগ, বিদ্রুম-বৈদূর্য্য।
রত্নরাজ হীরা, যথা গ্রহপতি সূর্য্য॥
মণিময়, মুক্তাময়, প্রকারে প্রকার।
গোস্তন নক্ষত্রমালা, আদি নানা হার॥
অঙ্গুরীয়, কর্ণিকার, কেয়ূর, কটক।
কিঙ্কিণী, কঙ্কণ, কাঞ্চী, মঞ্জীর, হংসক॥
চূড়ামণি, চন্দ্রসূর্য্য কিরীট, তরল।
ললাটিকা, সীমন্তিকা, রত্ন ঝলমল॥
বসিয়াছে সাজাইয়া তন্তুবায়গণ।
কৌষেয় রাঙ্কব ক্ষৌম কার্পাস বসন॥
দুকূল, নিবীত, চোলী, চেলমী, কাঁচুলী।
জড়িত জরির কাজে জ্বলিছে বিজলী॥
বসিয়াছে গন্ধবেণে লয়ে নানা গন্ধ।
উড়িছে ভ্রমরচয়, সৌরভেতে অন্ধ॥
কেশর, কুঙ্কুম, কালাগুরু, কালীয়ক।
সর্জ্জরস, মৃগনাভি, কর্পূর, কোলক॥
জাতি-ফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ, দারুচিনি।
মোরটা মঙ্গলা, সুরভির তরঙ্গিণী॥
স্রোতোঞ্জন, রসাঞ্জন প্রভৃতি অঞ্জন।
শিলাজতু, মনঃশিলা, সিন্দূর শোভন॥
তুন্নবায় নানাবস্ত্র করিছে সীবন।
চিত্রকর চারুচিত্র করিছে লিখন॥
শ্রেণীবদ্ধ স্বর্ণকার আর কর্ম্মকার।
কাংস্যকার শঙ্খকার, তথা চর্ম্মকার॥
রথকার, জায়াজীব, রজক, চারণ।
মায়াকার, মালাকার, আর নটগণ॥
দেখিতে দেখিতে দূত করিছে গমন।
মনে ভাবে ধন্য এই পুরী সুশোভন॥

* বুরুজ।

ধন্য ধন্য প্রজাগণ, ধন্য নরপতি।
হায় কেন যুদ্ধানল উঠিল সম্প্রতি॥

সমর সংহার-সুত সর্ব্বশোভাহারী।
সর্ব্বসুখ-সংহারক সর্ব্বলোপকারী।
কোথা রবে এই শোভা কিছু দিন পরে?
হায় রে ভ্রান্তর লীলা, এ ভব ভিতরে॥

ভাবিতে ভাবিতে উপনীত সিংহদ্বারে।
দৌবারিক সমাচার জানায় রাজারে॥
আদেশ পাইলে, লয়ে গেল সন্নিধান।
অপরূপ রাজসভা শোভার নিধান॥

চারিদিকে রক্ষিগণ, সন্নদ্ধ শরীর।
করে মুক্ত অসি, স্কন্ধে লম্বিত তূণীর॥
অবিরত উপায়ন পড়ে পদতলে।
করযোড়ে দাঁড়াইয়া সামন্ত সকলে॥

অতি উচ্চ সিংহাসনে বসি কাঞ্চীপতি।
মধ্যাহ্নের বিভাবসু সম তেজ অতি॥
বামপাশে সৌম্যমূর্ত্তি মহামাত্য বসি।
গৃহপতি-অস্তে যথা সমুদিত শশী॥

পত্র দিল তাঁর করে উৎকলের দূত।
পাঠমাত্র মহারোষ হৃদয়ে সম্ভূত॥

পত্র।

"শুন রে দুরাত্মা দুষ্ট পাপিষ্ঠ প্রকট।
শৃগালের সম শঠ কপট নিপট॥
এত বড় স্পর্দ্ধা তোর, এত অভিমান।
মানিয়াছ আপনারে ক্ষত্রিয়-প্রধান॥
দুহিতা লইয়ে দুষ্ট, উড়িষ্যায় গেলি।
বিবাহ না দিয়ে কেন দেশে ফিরে এলি॥
আমারে চণ্ডাল বল, এত অহঙ্কার।
এই আমি আসিয়াছি দিতে প্রতীকার॥
ছারখারে দিব আমি এ পাট কর্ণাট।
ভাসাইব সিন্ধু জলে, দেখাইব নাট॥
নিস্তার পাইবি যদি মম কোপানলে।
নন্দিনী পদ্মিনী আনি দেহ পদতলে॥
আমি তারে চণ্ডালে করিব সমর্পণ।
তবে সে হইবে মম ক্রোধের তপর্ণ॥"

জ্বলন্ত অনলে কিবা হবির পতন।
কিবা কালসর্প-শিরে চরণ-ঘাতন॥
গরজিয়া উঠে রাজা শুনিয়া ভীষণ।
দ্বিনয়নে জ্বলে কিবা হোম-হুতাশন॥
কিঞ্চিত হইলে শান্ত, ক্ষণেক অন্তরে।
আজ্ঞামত প্রত্যুত্তর লিখে লিপিকরে।

প্রত্যুত্তর।

"অরে মূর্খ উড়ে মেড়া! কি সাহস তোর
আসনু তোমার কণ্ঠে মরণের ডোর॥
তোরে কি রে জগন্নাথ করে নাই মানা।
ছুছুন্দর হয়ে বেটা, সিংহপুরে হানা॥
তোরে কন্যা দিব দুষ্ট! বিজাত বর্ব্বর।
ভেক চাহে ধরিবারে অপসরার কর॥
অসম্ভব এ বাসনা, অরে দুরাশয়।
যজ্ঞ-হবি কুক্কুরের কভু ভোগ্য নয়॥
ভাসাইব সিন্ধুনীরে বরং পদ্মিনীরে।
তবু তোরে কভু নাহি দিব নন্দিনীরে॥
তুই কি জানিস্ রণ? দূর্ বেটা দূর্।
রণ্ডবন-ভূমে রাজা এরণ্ড ঠাকুর॥
দেখা যাবে জগন্নাথে কি দেবত্ব আছে।
বসাইব আমি তারে গণেশের পাছে॥
সে আবার দেবতা তাহারে কিবা ভয়?
করুক আমার ক্ষতি, যত সাধ্য হয়॥"

পত্র প্রাপ্ত হয়ে দূত হইল বিদায়।
অতি বেগে আপন শিবিরে ফিরে যায়॥
পত্র পড়ি উৎকলেশ জ্বলিল দ্বিগুণ।
নিশ্বাস-প্রশ্বাস বহে যেন দাবাগুন॥
নিশাশেষে ঘন ঘন বাজিছে পটহ।
সমরের উপক্রম সমাগতে অহ॥
কাবেরীর পরপারে দৃশ্য ভয়ঙ্কর।
পঙ্গপাল মত সৈন্য ব্যাপ্ত দিগন্তর॥
হাতী, রথী, পদাতি, তুরঙ্গী, অগণন।
নানারঙ্গে চতুরঙ্গে বাজিছে বাজন॥
উড়িষ্যার সেনাদল নদীপার হেতু।
শৃঙখলে আবদ্ধ করে তরণীর সেতু॥
শত্রু-সেনা সন্নিকট হ'ল যে সময়।
তরঙ্গিণী-তটে ঘোরতর যুদ্ধ হয়॥

দুই দলে বাণবৃষ্টি ছাইয়ে গগন।
শ্রাবণের ধারা কিবা করকা-বর্ষণ।।
কোনরূপে হীনবল নহে দুই দল।
ক্রমেতে প্রবল হ'ল সমর-অনল।।
মহা ঘোরতর যুদ্ধ কি বর্ণিব আর।
শোণিত-প্রবাহ বহে নির্ঝর-আকার।।
বিজলীর শোভা ধরে যত প্রহরণ।
কিবা দুই মেঘদল করিছে গর্জন।।
কাবেরীর স্রোত রক্তে হইল লোহিত।
ক্রমে উড়িষ্যার সৈন্য তীরে আরোহিত।।
পদাতি পদাতি সঙ্গে যুঝে অহরহঃ।
তুরঙ্গী তুরঙ্গী সঙ্গে, রথী রথী সহ।।
মাতঙ্গে মাতঙ্গে শুণ্ড করি জড়াজড়ি।
শৈলতলে ভূমিতলে যায় গড়াগড়ি।।
সমস্ত দিবস যুদ্ধ, নাহি অবসান।
হাজার হাজার লোক হারাইল প্রাণ।।
ভানু যায় শয্যাগারে সন্ধ্যা-করে ধরি।
চন্দ্রচূড়া হয়ে সমাগত বিভাবরী।।
সমর হইল ক্ষান্ত, নিশীথ-সময়।
আহব শ্মশান সম, দেখি লাগে ভয়।।
মৃত নরদেহ, আর তরঙ্গ, দ্বিরদ।
অগণিত কাটামুণ্ড, কাটা হস্ত-পদ।।
বিকট প্রকট দন্ত, গলে রক্তধারা।
হর-নেত্র সম উর্দ্ধগত অক্ষিতারা।।
ডাকিতেছে ফেরুপাল, ফেউ ফেউ রবে।
শবগন্ধে সমাগত সারমেয় সবে।।
শব নিয়ে টানাটানি কলহ ভীষণ।
ফেরুপালে গৃধপালে বেধে গেল রণ।।
কোথা রে মনুষ্য তোর বীর্য্য-অহঙ্কার।
মরণান্তে হও তুমি পশুর আকার।।
দিবাভাগে রণমদে মেতেছিলে রাগে।
শিবা-কুক্কুরের খাদ্য হলে নিশাভাগে।।
কাঞ্চীপতি হৃদয়েতে সঞ্চারিত ভয়।
জানিলেন গজপতি হীনবল নয়।।
নগরের প্রান্তে রণভূমি পরিসর।
পরিখা-প্রাকার তাহে রচে বহুতর।।
ধীরে ধীরে সাজাইল সৈন্য সারি সারি।
নিবিড় কানন সম শূল-ভল্লধারী।।
তাহার পশ্চাৎ সেনা দেখিতে ভয়াল।
হৃদয়ে প্রকাণ্ড ঢাল করে করবাল।।
ঘন ঘন হুহুঙ্কারে পূরিল গগন।
স্থানে স্থানে প্রজ্বলিত হয় হুতাশন।।
রজনী হইল শেষ হাসে উষাসতী।
পুনঃ পূর্ব্বদিকে প্রভান্বিত দিনপতি।।
আরোহণ করি দিব্য রথ মনোহর।
রণযাত্রা করিছেন কাঞ্চীর ঈশ্বর।।
অই শুন চক্রের নির্ঘোষ ভয়ঙ্কর।
বজ্রনাদে পরিপূর্ণ যেমন অম্বর।।
লৌহময় কবাট বিমুক্ত সিংহদ্বারে।
শৃঙখলে উঠিছে অগ্নি ইরম্মদাকারে।।
তুষার-ধবল কান্তি হয়-চতুষ্টয়।
চারু কলেবর স্বর্ণ-অলঙ্কারময়।।
বিদ্যুতের বেগে সিংহদ্বার পরিহরে।
অই দেখ আসিতেছে সেতুর উপরে।।
নির্ম্মিত চন্দন-কাষ্ঠে অপূর্ব্ব স্যন্দন।
হস্তিদন্তে বিরচিত তাহে সিংহাসন।।
বিখচিত স্বর্ণ মণি মুক্তা মনোলোভা।
নক্ষত্র-ভূষিতা কিবা তমস্বিনী শোভা।।
স্বর্ণময় নেমি, স্বর্ণময় যুগন্ধর।
স্বর্ণময় ধুরা, স্বর্ণময় অপস্কর।।
মহামূল্য চীনাংশুকে পতাকা রচিত।
স্বর্ণসূত্রে গণপতি-মূর্ত্তি বিলিখিত।।
উপনীত হ'ল রথ ভয়াল আহবে।
"জয় গণেশের জয়" ডাকে সেনা সবে।
নৃপে বেড়ি বীরমদে মত্ত সবে সুখে।
নাচিতে নাচিতে যায় শত্রু-অভিমুখে।।
আর কি বর্ণিব রণ বর্ণনে না যায়।
অবতীর্ণ রুদ্র কিবা হইলা তথায়।।
কাঞ্চীসেনা তীক্ষ্ণশরে ছাইল গগন।
শত্রুদলে হয় যেন বিষ-বরিষণ।।
উঠে ছুটে বাণ যেন ফুহারার ধারা।
শূন্য হ'তে নামে যথা খসি পড়ে তারা
উড়িষ্যার সৈন্য তাহে হইল অস্থির।
দেহ বহি পড়ে রক্ত, শরে বিদ্ধ শির।।
বিভাবরী সমাগত ভানু-ভাতি নাশি।
কাঞ্চীর বিজয়-ভানু সমুদিত আসি।।

পলায় উৎকল-সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে।
পশ্চাতে ধাবিত শত্রু অসি হস্তে লয়ে।।
সমর হইল ভঙ্গ সে দিনের তরে।
জয়নাদে কাঞ্চীনাথ প্রবেশে নগরে।।
হেন মতে দিন দিন কত যুদ্ধ হয়।
ক্রমে উৎকলের বল হ'ল বহু ক্ষয়।।
কিছুই নির্ণয় নহে জয় পরাজয়।
দুই পক্ষে শুভাশুভ উদয় বিলয়।।
বাহিরের গড় কত হ'ল হস্তগত।
আহার-অভাবে কত বাহিনী নিহত।।
আজি উৎকলের জয় আনন্দ-শিবিরে।
কালি নিরানন্দ সবে বসি নতশিরে।।
শ্রীপুরুষোত্তম দেব ক্ষুব্ধ অতিশয়।
মর্ম্মান্তিক মহাদুঃখে ব্যথিত হৃদয়।।
একদা শর্ব্বরী-শেষে অনুতপ্ত মনে।
করিতেছে আর্ত্তনাদ শ্রীজীব-চরণে।।
বলে "কেন করুণা ছাড়িলে প্রভু মোরে!
কেন বা প্রবৃত্তি দিলে এ সমর ঘোরে!
তোমারে কহিল কটু, পাষণ্ড পামর।
কেমনে সহিবে তাহা তোমার কিঙ্কর?
কর্ণাট-সংহারে সেই হেতু মম পণ।
তুমি দিলে প্রত্যাদেশ করিতে এ রণ।।
তব আজ্ঞা শিরে ধরি নির্ভয় হৃদয়।
না মানিনু অশকুন যাত্রার সময়।।
দিলে যে দয়ার চিহ্ন গোপবালা করে।
এখানো সে অঙ্গুরীয় আছে শিরোপরে।।
তবে কেন পরাভব পাইলাম রণে?
না জানি কি অপরাধ করেছি চরণে।।
বুঝি তব দয়াধিকতায় দয়াময়।
অহঙ্কার-মদে মত্ত আমার হৃদয়।।
দর্পহারী ভগবান্ সেই সে কারণে।
হরিলে দাসের গর্ব্ব এই ঘোর রণে।।
প্রণতে উন্নত কর, উন্নতে প্রণত।
কার সাধ্য এই বিধি করে অন্যমত।।
দীনেরে উঠায়ে প্রোচ্চ পর্ব্বত-উপরে।
পাথারে ভাসাও এবে বাঁধি দুই করে।।
দোহাই দোহাই, প্রভু করুণা-নিধান।
মান রাখ, প্রাণ যায়, কর পরিত্রাণ।।"

এরূপে রোরুদ্যমান রাজা গজপতি।
স্বপ্নাবেশে পুনঃ প্রত্যাদেশে তার প্রতি।।
"ভয় নাই ভয় নাই ওরে বরসুত।
তোরে অনুকূল সদা কৃষ্ণ রাজপুত।।
কালি নিশি কাঞ্চীগড় কর আক্রমণ।
সেনাগণে চারিদিক্ করহ বেষ্টন।।
দক্ষিণ দ্বারেতে তুমি সহ রথিগণ।
করিবে মুষলধারে বাণ বরিষণ।।
উত্তরের দ্বারে রবে সামন্ত-সিঙ্গার।
অগণিত পদাতিক যোগান তাহার।।
রবেন পশ্চিমদ্বারে শ্বেত রাজপুত।
তাঁহার সহিত রবে মাতঙ্গ অযুত।।
আমি রব পূর্ব্বদ্বারে সহ অশ্বঠাট।
শিখাইব কর্ণাটেরে দেখাইব নাট।।"
নিদ্রাভঙ্গে গজপতি হরষিত মতি।
পুনরায় রণোৎসাহে সমুৎসুক অতি।।
না হইতে প্রভাত বাধিল ঘোর রণ।
অন্তরীক্ষে শ্রুত মাত্র শব্দ শন্ শন্।।
কত মল্ল, করে ভল্ল, সাজে থাকে থাকে।
মারে লম্ফ, দিয়ে ঝম্প, ধায় ঝাঁকে ঝাঁকে।।
দুই নেত্র মদক্ষেত্র জবাপুষ্প-ভাতি।
ধৃত বর্ম্ম, স্থত চর্ম্ম, আবরিত ছাতি।।
ফুলে অঙ্গ, ভূরুভঙ্গ, দশন-কবাটি।
খড়্গো খড়্গো অরিবর্গে ফেলিতেছে কাটি।
পড়ে রক্ত, কি অলক্ত, ধরা অঙ্গে সাজে।
শুধু হেরি, শবঢেরি, জয়ভেরী বাজে।।
ও কি মূর্ত্তি, পায় স্ফূর্ত্তি, রণ-মাতৃকার।
গলদ্রক্ত, সদাসক্ত, চিবুকে তাহার।।
দন্তগুলা, যেন মূলা, অতি তীক্ষ্ণ দাঁড়।
কড় মড়, মড় মড়, চিবাইছে হাড়।।
কভু পড়ি, গড়াগড়ি, দেয় ভূমিপরে।
কভু উঠে, যায় ছুটে, প্রসারিত করে।।
তাম্র-সটা, জিনি কটা, শিরে জটাচয়।
ফণিচক্র, সম বক্র, উঠি উর্দ্ধে রয়।।
ভয়ঙ্কর, ঘোরভর, ঘোরে দুই আঁখি।
নরনাড়ী, আছে মাড়ি, বক্ষোদেশ ঢাকি।।
ভয়ঙ্করী, নিশাচরী, নাচিতেছে আসি।
সমাকুল, সেনাকুল, উঠে ধূলিরাশি।।

শিখাপুঞ্জে, বসা ভুঞ্জে, গৃধিনীর সঙ্গে।
ঝাঁকে ঝাঁক, দ্রোণকাক, পিয়ে রক্ত রঙ্গে ।।
কাটামুণ্ড, হীনশুণ্ড, কত হস্তী পড়ে।
কত হয়, ক্ষেত্রময়, ধায় উভরড়ে ।।
ফুটে চম্পা, কিবা শম্পা, অগ্নিবাণ মুখে।
দলে দল, কত বল, আসিতেছে রুখে ।।
খরধার, তরবার, যমধার নাম।
কি করাল, ভিন্দিপাল, কৃতান্তের ধাম ।।
প্রক্ষেড়ন, * ঘন ঘন, দ্রুবণ † কুঠার।
করে বধ, পরশ্বধ ‡ বিষম প্রহার ।।
এইরূপে সমর হইল ঘোরতর।
দিবাশেষে দুই দল হইল কাতর ।।
প্রভাতে প্রভাত-ভানু সম রাগোদয়।
প্রদোষের অস্তভানু সহ তেজক্ষয় ।।
বেলা অবসান সহ বল অবসান।
প্রকৃতির রীতি এই নিত্য বিদ্যমান ।।
বিশেষে কাঞ্চীর সেনা হইল ফাঁফর।
চারিদিকে উড়িষ্যার বাহিনী বিস্তর ।।
স্থানে স্থানে ভঙ্গ দিয়ে করে পলায়ন।
ক্রমে বীর্য্য প্রশমন, প্রাপ্ত প্রমথন ।।
নিরুপায়ে অপায়ন বুঝি কাঞ্চীপতি।
নত-শিরে নিজদুর্গে করিলেন গতি ।।
পচুর পহরিচয় বাঁধে আট-ঘাট।
চারি সিংহদ্বারে পুনঃ পড়িল কবাট ।।
তমস্বিনী তমোরাশি ছাইলে গগন।
দক্ষিণের দ্বারে যান উড়িয়া রাজন ।।
কাবেরীতে অশ্বগণ জলপান করে।
সমস্ত দিনের শ্রান্তি ক্লান্তি পরিহরে ।।
পুনঃ রথে প্রয়োজিত সজ্জিত সকলে।
রণমধ্যে হ্রেষা উঠে গগন-মণ্ডলে ।।
চলিলেন রথিগণ রাজারে লইয়া।
শত্রু-গর্ব্ব খর্ব্ব হেতু উল্লসিত হিয়া ।।
উত্তরেতে চলিলেন সামন্ত সিঙ্গার।
চলিল পদাতি যথা তরঙ্গের হার ।।

"জয় জগন্নাথ, জয়।" হয় জয়ধ্বনি।
কটকের পদভরে শিহরে ধরণী ।।
অগণিত অগ্নিবাণ উঠিয়া অম্বরে।
বজ্রের আকারে পড়ে নগর-ভিতরে ।।
কত গৃহে হাহাকার শব্দ উঠে তায়।
প্রোজ্জ্বলিত গৃহচয় যথায় তথায় ।।
কিন্তু সে দুগম দুর্গ অভেদ্য অজেয়।
ভিতরেতে অস্ত্র আর সৈন্য অপ্রমেয় ।।
প্রথমেতে পঞ্চক্রোশ নিবিড় জঙ্গল।
তার পর নদীপ্রায় পরিখা প্রবল ।।
তটে গিরি বনে পুনঃ অতি গূঢ় স্থান।
মুগনী প্রস্তরে যত প্রাকার নির্ম্মাণ ।।
পর্ব্বত-প্রমাণ চূড়া অতি উচ্চতর।
যেন সূর্য্যপথ রোধে পরশি অম্বর ।।
দই দ্বারে বহুক্ষণ হইল সমর।
উড়িষ্যার চমূ তাহে নিহত বিস্তর ।।
নীচে থেকে উঠে উর্দ্ধে অগণিত বাণ।
গহনে গহনে পড়ি বিহিত-সন্ধান ।।
উপর হইতে যত বর্ষে প্রহরণ।
ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে সৈন্য মরে অগণন ।।
প্রথম প্রহরে রাজা অস্থির-হৃদয়।
ভাবিছেন ভুলিলেন বুঝি দয়াময় ।।
অবিরত তত্ত্ব লয়ে ফিরিতেছে দূত।
পূর্ব্বদ্বারে আগত কি কৃষ্ণ রাজপুত ।।
দ্বিতীয় প্রহর যবে অতীত রজনী।
অকস্মাৎ পুনঃ পুনঃ হয় জয়ধ্বনি ।।
পূর্ব্বদ্বারে কৃষ্ণ রাজপুত সমাগত।
সঙ্গে সংমিলিত তাঁর অশ্বারোহী যত ।।
পশ্চিমের দ্বারে শ্বেত রাউত উদয়।
মেঘদল সম ধায় মাতঙ্গনিচয় ।।
নবরূপ অগ্নি-অস্ত্র * অতি ভয়ঙ্কর।
বজ্রের নির্ঘোষবৎ শব্দ ঘোরতর ।।
মুখেতে বিদ্যুৎ জ্বলে কিবা কালানল।
আঘাতে কাঞ্চীর সৈন্য মরে দলে দল ।।
দুই সিংহদ্বারে দেওড়ের বড় জাঁক।
কর্ণাটের লক্ষ্যে গোলা পড়ে ঝাঁকে ঝাঁক ।।

---

* নরাচ অর্থাৎ লৌহময় বাণ।
† মুদ্গর।
‡ পরশুবৎ অস্ত্রবিশেষ।

* বলা বাহুল্য, এই সময়ে ভারতবর্ষের নানা-প্রদেশে কামানের প্রথম ব্যবহার হয়।

উৎকলের সৈন্য বর্ম্মে আবৃত শরীর।
তোরণের নীচে কাটে সুড়ঙ্গ গভীর॥
ভরিল বারুদ তাহে আকারেতে গোলা।
"জয় জগন্নাথ জয়" নাদে সবে ভোলা॥
তবে কৃষ্ণ রাউতের আদেশ প্রমাণ।
সেই সুড়ঙ্গেতে অগ্নি করিল প্রদান॥
হইল বিষম শব্দ সেই সিংহদ্বারে।
লক্ষ লক্ষ বজ্র পড়িল কি একবারে॥
ভাঙ্গিল লৌহের দ্বার হয়ে চুরমার।
উৎকলের সেনা ঢুকে করে মার মার॥
আগে আগে বীর কৃষ্ণ কৃষ্ণ-অশ্বোপরে।
মূর্ত্তিমান্ মহাকাল কর্ণাট সহরে॥
পলায় কাঞ্চীর লোক পুর পরিহরি।
কি করিবে, কোথা যাবে, চারিদিকে অরি॥
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ বিশেষে কাতর।
জয়নাদ সহিত মিশ্রিত আর্ত্তস্বর॥
বিমূর্চ্ছিত নারীগণ মহা ভয়ক্রমে।
নগর আচ্ছন্ন যেন ভেল্‌কীর ভ্রমে॥
জয়ী সৈন্য খুলে দিল আর তিন দ্বার।
পবেশে উৎকল-বল সংখ্যা নাহি তার॥
মহানন্দে গজপতি ব্যস্ত-ত্রস্ত হয়ে।
অন্বেষিয়া ভ্রমিছেন রাজপুত্রদ্বয়ে॥
কিন্তু দুই ভাই অন্তর্হিত সেইক্ষণ।
পাঁতি পাঁতি করি খুঁজে না পান দর্শন॥
হরিষ-বিষাদে রাজা শিবিরেতে যান।
সামন্ত-সিঙ্গার রহে দুর্গ-সন্নিধান॥
প্রহরেক লুঠ তরে দিল অনুমতি।
দরিদ্রের প্রতি দৃষ্টি রাখি মহামতি॥
কি আর বর্ণিব তবে যে দশা হইল।
মহামূল্য দ্রব্য সব লুঠিয়া লইল॥
বলাৎকারে লয়ে যায় তরুণীনিকরে।
মুক্তাকারা অশ্রুধারা দুনয়নে ঝরে॥
হায় রে পুরুষ তোর এ কি রে পৌরুষ!
অবলা জাতির প্রতি কেন রে পরুষ?
যারা হয় সংসার-সাগরে সার নিধি।
মৃদু উপাদানচয়ে গঠিলেন বিধি॥
তাহাদের প্রতি কেন নৃশংস ব্যভার?
যতনের ধন তারা স্নেহের আধার॥
মাতিয়া সমর-মদে নাহি থাকে জ্ঞান।
সরলা মহিলাগণে কর অপমান॥
যুগ-যুগান্তরে তোর এ দারুণ রীতি।
কিসের বড়াই নব্য সভ্যতার নীতি?
সভ্যশিরোমণি ফ্রান্স বিখ্যাত ভূতল।
প্রজাতন্ত্রে তিরস্কৃত প্রমদামণ্ডল॥
পশু করে পশুবধ ক্ষুধার জ্বালায়।
পশু-চেয়ে পশু তুই সমর-খেলায়॥
বিজয়-মাদকে মাতি ধরি নারীগণে।
দেহভ্রষ্ট করি নষ্ট করহ জীবনে॥
মহা হাহাকার উঠে কাঞ্চীরাজ-পুরে।
রুদিত রমণীকুল ডুকুরে ফুকুরে॥
অন্তঃপুর-মাত্র রক্ষা পাইল লুণ্ঠনে।
নিভৃত বসিয়া নৃপ সহ স্বীয়গণে॥
অপমানে ম্রিয়মাণ অস্থির পরাণ।
অনলে হৃদয় যেন হয় দহ্যমান॥
অবসাদে হতচিত্ত অবশ-শরীরে।
ধীরে ধীরে যায় রায় গণেশ-মন্দিরে॥
ইষ্টদেব-সম্মুখেতে দণ্ডবৎ পড়ি।
করযোড়ে স্তব করে যায় গড়াগড়ি॥
"নমো নমো গণপতি, নমো লম্বোদর
নমো দেব দ্বৈমাতুর, নমো বিঘ্নহর॥
নমো প্রভো বিনায়ক গজেন্দ্রবদন।
নমঃ পার্ব্বতীর প্রিয় হৃদয়-নন্দন॥
প্রসীদ পরশুপাণি, প্রভো নিরঞ্জন।
একদন্ত, বক্রতুণ্ড, মূষিকবাহন॥
হে হেরম্ব বামদেব, জটাজূটধর।
নমঃ সিন্দূরাভ খর্ব্ব স্থূল-কলেবর॥
চতুর্ভুজ, ধৃত পাশাঙ্কুশ-বরাভয়।
স্মরণে তোমার নাম সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
তুমি ব্রহ্মজ্ঞানদাতা, বিধির বিধাতা।
নাদব্রহ্মবীজরূপ, সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞাতা॥
বিঘ্নহর! বিঘ্ন হর, হয়েছি কাতর।
দোহাই, দোহাই, প্রভো দেব গণেশ্বর॥
তুমি মম কুলদেব, প্রসিদ্ধ জগতে।
লজ্জানিবারণ মম কর কোনমতে॥
না জানি কি অপরাধ করেছি চরণে।
নহে কেন পরাভব পাইলাম রণে?

সমরে সর্ব্বত্র জয় পুরুষানুক্রমে।
কত রাজ্য দিলে দেব এ দাস অধমে।।
এখন এ দীনে কেন কর পরিহার ?
চরণে পড়িয়ে প্রভো! মাগি পরিহার।।
বরদ! বরদ হও করুণ-নয়নে।
কোন্ ছার গজপতি আমার সদনে ?''
এইরূপে কাঞ্চীনাথ কাতর হৃদয়ে।
কুলদেবে ডাকিছেন, ভক্তিনম্র হয়ে।।
ভাবিতে ভাবিতে নেত্রে নিদ্রার আবেশ।
ঘোর বিভাবরী-ক্ষণে প্রাপ্ত প্রত্যাদেশ।।
''শুন, শুন, শুন রে কর্ণাট-অধিপতি!
কপাল ফাটিল তোর, ওরে ছন্নমতি!
রে দুরাত্মা! কি কারণে দেব নারায়ণে।
নিন্দিলে শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে গর্ব্বিত বচনে?
না জান, না জান, দুষ্ট ভেদজ্ঞানী খল!
সকল দেবতা মাত্র কল্পনার ফল।।
যিনি হরি, তিনি হর, তিনি প্রজাপতি।
তিনি লক্ষ্মী সরস্বতী তিনিই পার্ব্বতী।।
পুনঃ পুনঃ উপদেশ দেয় চতুর্ব্বেদ।
পামর পাষণ্ডগণ করে সব ভেদ।।
যদ্যপি ভালাই চাহ উপদেশ লহ।
করহ প্রণয়সন্ধি গজপতি সহ।।
তোমার এ দেশে আমি রহিব না আর।
অতঃপর আবির্ভাব উৎকলে আমার।।
চণ্ডাল বলিয়া যারে নিন্দিলে দুর্ম্মতি।
সে চণ্ডাল হবে, তব পদ্মাবতী-পতি।''
স্বপন হইল ভঙ্গ তপন উদয়।
স্তম্ভিত হইল রায়, কম্পিত হৃদয়।।
সচিবে ডাকিয়া কহে স্বপ্ন-বিবরণ।
আর এ বিফল রণে কিবা প্রয়োজন?
এইক্ষণে গজপতি-সন্নিধানে যাও।
পদ্মাবতী দিয়ে, সন্ধি নিবন্ধন চাও।।
অন্তঃপুরে মহামন্ত্রী পাঠাইল বাণী।
মূর্চ্ছিতা মহিলা শিরে পদ্মপাণি হানি।।
গজ পতি-করে যথা কোকনদমালা।
গজপতি-তরে তথা পদ্মাবতী বালা।।
শুকাইল মুখ যেন হেমন্ত-কমল।
কর বিস-কিসলয় হইল নিশ্চল।।
বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরে নয়নযুগলে।
শিশিরনিকরে কিবা কুশেশয়-দলে।।
দুহিতার দশা দেখি মহিষী কাতরা।
শোকেতে অধীরা হয়ে পড়িলেন ধরা।।
রোদনের কোলাহল উঠে অন্তঃপুরে।
আহা! আহা! হাহাকার রব মাত্র স্ফুরে।।
যথা শেফালিকা-ফুল প্রভাত-প্রহরে।
সুধীর সমীরে ভূমে ঝর-ঝর ঝরে।।
ধরাসনে পড়ে তথা বরাননাচয়।
মহামন্ত্রী অন্তঃপুরে হইলা উদয়।।
করযোড়ে কহিতেছে সজল-নয়নে।
''কি ফল বল গো আর্য্যে, বিফল রোদনে?
ভবিতব্য আছে যাহা ঘটিবে তাহাই।
বিধির নির্ব্বন্ধ ছেদে কার সাধ্য নাই।।
কেন গো কাতরা এত বিষাদ অন্তরে?
কলিঙ্গের রাজলক্ষ্মী হবে অন্তঃপুরে।।''
এত বলি কুমারীরে সঙ্গে লয়ে যায়।
খনি হ'তে মহামণি হইল বিদায়।।
মহানবমীর নিশা প্রভাত সময়।
দেবীর বিদায়কালে যে ভাব উদয়।।
সেই ভাব আবির্ভাব হ'ল কাঞ্চীপুরে।
একভাবে সকলের আঁখিযুগ ঝুরে।।
সচিব কন্যারে লয়ে অতি ত্বরান্বিত।
গজপতি-শিবিরে হইল উপনীত।।
রত্নসিংহাসনোপরে প্রতাপে মিহির।
বার দিয়ে বসিয়াছে গজপতি বীর।।
শ্বেতছত্রে জ্বলে কত মণিময় তারা।
ঝুলিছে ঝালর তাহে গজমতি ঝারা।।
হীরার কলস ঊর্দ্ধে দিতেছে চমক।
দণ্ডে হীরা মণি পান্না করে ঝক্মক্।।
ঢুলাইছে চারি ভিতে ধবল চামর।
শারদ নীরদ বেড়া যেন দিনকর।।
প্রস্থিত গম্ভীর মূর্ত্তি সচিবমণ্ডল।
দেবগণে সমবেত যেন আখণ্ডল।।
কাঞ্চীর সচিব সন্ধিপত্র দিয়ে করে।
যথাবিধি সদ্ভাব সঞ্চারি উক্তি করে।।
কহিছেন গজপতি আরক্ত নয়ন।
''প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন মম না হবে কখন।।

চণ্ডালেরে পদ্মিনীরে করিব অর্পণ।
ক্ষত্র অভিমান কোথা রহিবে তখন?
কাঞ্চী-কুলদেব গজাননে লয়ে যাব।
মম ইষ্টদেব পাছে তাঁহারে বসাব॥"
মন্ত্রিগণে তবে আজ্ঞা দিলা গজপতি।
পদ্মাবতী-রক্ষাভার তোমাদের প্রতি॥
পরদিন শিবিরেতে হইল ঘোষণা।
স্বদেশে-গমনে পুনঃ সাজ সর্ব্বজনা॥
বাদ্যরবে যেন অম্ভোনিধি উথলিল।
বন্দিভাবে গণেশেরে লইয়া চলিল॥
হারপুরে হরিণী যেরূপ করে গতি।
সেরূপ হরিণনেত্রা পদ্মাবতী সতী॥
সহিত সহস্র দাসী আর সহচরী।
ঘেরিয়া লইয়া যায় অসংখ্য প্রহরী॥
চলে চতুরঙ্গ সেনা জয়মদে মাতি।
প্রবল্গিত কিবা গতি ফুলাইয়া ছাতি॥
ভয়ঙ্কর সিংহনাদ মহা কোলাহল।
"জয় জগন্নাথ জয়!" বিশ্রুতি কেবল॥
গগনে উঠিল রেণু আচ্ছন্ন তপন।
ধূসর বরণ ধরে দিগঙ্গনাগণ॥
আরোহিত গজপতি গজেন্দ্র-উপরে।
মাগধ চারণগণ স্তুতিপাঠ করে॥
আগে আগে বৈজয়ন্তী পতাকা উড়িছে।
মহানন্দে হাসি কিবা ঢুলিয়া পড়িছে॥
স্বর্ণ-পূর্ণ কুম্ভ-যুগ গজকুম্ভোপরে।
মণিময় আস্তরণ রবিছবি ধরে॥
লুণ্ঠিত অশেষ ধন অসংখ্য শকটে।
মূর্ত্তিমতী জয়লক্ষ্মী প্রতিভা প্রকটে॥
কত দিনে অতিক্রমি গোদাবরী তীর।
নিজদেশে উপনীত গজপতি বীর॥
ইতি সংগ্রাম নাম ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ

----o----

মিলন

আইল নিদাঘ কাল, ফুটিল নিয়ালী * জাল,
মধুমাসে মধুর-উৎসবে।
আনন্দের নাহি মাত্রা, মাধবের চন্দনযাত্রা, †
মাতিলেক ক্ষেত্রবাসী সবে॥
কি শোভা নরেন্দ্র হ্রদে, প্লাবিত আনন্দমদে,
তরলিত তরণীনিকর।
রত্নসিংহাসনোপরি, কিবা বিহরিত হরি,
বিতরিত চন্দনশীকর॥
শিখি-পুচ্ছ বিরচিত, নানা রত্নে বিখচিত,
ব্যজনী বীজন করে দ্বিজ।
শ্রীচরণে আবরিত, কুসুমের বৃষ্টি কত,
মল্লিকা মালতী সরসিজ॥
ক্ষীরনিধি সমুদ্গত, সুধীর লহরিমত,
ঢুলায়িত ধবল চামর।
কি শোভা তরাস ভোগে, ‡ সুবর্ণ রজত যোগে,
দীপ্ত দিনকর নিশাকর॥
জিনি দিব্য শতপত্র, সুশোভিত আতপত্র,
ঝুলে তাহে মতির ঝালর।
মুরজ মধুরী ভূরি, কাহালী ঝর্ঝরী তূরী,
বিবিধ বাদ্যের আড়ম্বর॥
গোপীনাথ দরশনে, সচকিত যাত্রিগণে,
নরেন্দ্রের কূলে নাহি স্থান।

* নবমল্লিকা।

† এই পর্ব্বাহের অনুরূপ পর্ব্বাহ দেশান্তরে দ্রষ্টব্য নহে, কথিত আছে, এই পর্ব্বাহের সময়ে জগন্নাথের মন্দিরদ্বার চন্দনকাষ্ঠময় কীলকে বদ্ধ হয়, তাহাতেই চন্দনযাত্রা শব্দের উৎপত্তি। ফলতঃ এই পর্ব্বাহে নিদাঘকালোচিত চন্দনাদি উপহার দ্বারা দেবতাদিগের অর্চ্চনা হয়।

‡ উৎকলদেশে ছত্রদণ্ড-চামরাদি রাজাভিজ্ঞানমূলক সজ্জামধ্যে তরাস এক সজ্জা, ইহা ত্রাস শব্দের অপভ্রংশ কি না সন্দেহ।

মনে কৃতকৃত্য গণি, মুখে হরি হরি ধ্বনি,
পুলকিত তনু মন প্রাণ ॥
দুই তরী ধীরে ধীরে, ভ্রমে নরেন্দ্রের নীরে,
বেড়িয়া মণ্ডপ সুশোভন।
গীত-গোবিন্দের গীত, গুর্জরীতে হয় গীত,
স্বরার সুধার বরিষণ ॥
পরিহরি পিচকারী, ছুটিছে চন্দন বারি,
মৃগমদ কস্তুরী কর্পূর।
নাচে কত সুরূপসী, * তিলোত্তমা কি উর্ব্বশী,
আইল ত্যজিয়া স্বর্গপুর ॥
প্রদোষেতে নৃপবর, সহ অতি আড়ম্বর,
তুরঙ্গে করিয়া আরোহণ।
পর্ব্বাহেতে প্রমুদিত, রাজপথে সমুদিত,
করিছেন নরেন্দ্র গমন ॥
হেথা শুন সমাচার, সামন্ত শিঙ্গার আর,
রাজার প্রধান যত মন্ত্রী।
পদ্মিনীর দুঃখে অতি, সবে সন্তাপিত মতি,
সংগোপনে হল ষড়যন্ত্রী ॥
কিসে কুমারীর প্রতি, নৃপতি প্রসন্নমতি,
হইবেন সতত মন্ত্রণা।
কিসে প্রতিকূলভাব, প্রাপ্ত হবে তিরোভাব,
কিসে দূর হইবে যন্ত্রণা ॥
ভুবন-বন্দিনী হয়ে, বন্দিনী-স্বরূপ রয়ে,
তনু তনু তন্বী পদ্মাবতী।
শিশিরেতে কমলিনী, দিন দিন বিমলিনী,
কুহেলিকাচ্ছন্ন দিনপতি ॥
দিন দিন পদ্মিনীরে, হেরি সবে আঁখিনীরে,
অভিষিক্ত বিষণ্ণ অন্তরে।
সেই দিন যুক্তি করি, রাখিলেন ছাদোপরি,
নৃপনেত্রে পড়িবার তরে ॥
হইল মাহেন্দ্রক্ষণ, রাজা করে নিরীক্ষণ,
সহসা সে ছাদের উপরে।

অয়সে চুম্বক প্রায়, চঞ্চল কটাক্ষ ছায়,
চকোর কি প্রাপ্ত চন্দ্রকরে?
পুন পূর্ণনিভাননে, নিরখিতে ব্যগ্রমনে,
অশ্বগতি করিল মন্থর।
অমনি রমণীমণি, যথা অস্ত দিনমণি,
নয়নের হ'ল অগোচর ॥
নৃপতি পড়িল কারে, হৃদয়ে ভাবিছে কারে,
জিজ্ঞাসিব ইহার সংবাদ।
কে এ নারী মনোহারী, কিছুই বুঝিতে নারি,
অকস্মাৎ এ কি বিসংবাদ?
কলেবর শিহরিত, প্রেমবীজ অঙ্কুরিত,
পুলক পলকে পরিচয়।
এত দিনে মনোভব, করিল কি পরাভব,
বীর-বৃত্তি আমার হৃদয়?
পরদিন নরবর, অন্তর অস্থিরতর,
নর্ম্ম সচিবেরে সংগোপনে।
ধীরে ধীরে কন কথা, প্রকাশি মনের ব্যথা,
পরামর্শ বিহিত নির্জনে ॥
মন্ত্রী আচাভুয়া হেন, কিছুই না জানে যেন,
বিদায় হইল করি ভাণ।
আসি কিছুকাল পরে, নিবেদিল যোড়করে,
"কিছুই না হইল সন্ধান ॥
সেই তব সুখদাত্রী, হবে বিদেশীয় যাত্রী,
দেশে গেল কিবা গৃহান্তরে।
ল'য়ে বহুতর চর, অন্বেষণ নিরন্তর,
করিলাম কত শত ঘরে ॥"
শুনি ক্ষুব্ধ নরপতি, দিন দিন ম্লান অতি,
চিত্রপটে চিত্র চারু রূপ।
ভাব-নীরে ভাবিনীর, মজ্জিত-মানস বীর,
ভাবনায় কাল হরে ভূপ ॥
পদ্মাবতী যথাক্রমে, নিরখি পুরুষোত্তমে,
বিরহে বিধুরা অতিশয়।
কিমদ্ভুত ভাব্য নয়, মানুষের ভাবচয়,
বিষে হয় অমৃত উদয় ॥
অনৃত অথবা ভুল, প্রতিকূল অনুকূল
কেবা কিবা কিছু স্থির নহে।
এই শীত সমীরণ, কাঁপাইছে অপঘন
এই মন্দ গন্ধবহ কহে ॥

---

* বলা বাহুল্য, উৎকলদেশীয় অনার্য্য ইতর জাতিদিগের শরীরে আদিম রক্তের অদ্যাপি বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব আছে। সুতরাং এ স্থলে নর্ত্তকীদিগের রূপগরিমার ব্যাখ্যা কবি-কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

যে ছিল পিতার অরি, সে নিল মানস হরি,
তার ভাবে মুগ্ধ অহরহ।
দাবদগ্ধ মৃগীপ্রায়, সদা সন্তাপিত কায়,
হৃদে জ্বলে বিশিখ বিরহ ॥
দক্ষবৈরি শিবপ্রতি, সতীর অচলা রতি,
শচীপিতৃবৈরি-অনুরতা।
যে বিষ্ণুর ছলে বলে, সিন্ধু মথে দেবদলে,
সিন্ধু সুতা সে বিষ্ণু-সঙ্গতা ॥
ভাবিনী ভীষ্মকসুতা, প্রেম-অনুরাগযুতা,
সহোদর-সূদন কেশবে।
দুর্য্যোধন-সুতা সতী, মুগ্ধমতি শাম্ব প্রতি,
এই মত কত শত ভবে ॥
কাঁদে সতী পদ্মাবতী, লোটাইয়া বসুমতী,
অনিবার হাহাকার মুখে।
কহে "হায়! হা বিধাতা, কোথা মম পিতামাতা,
অহর্নিশ মরি মনোদুখে ॥
হা রে বিধি অকরুণ! দুখিনীরে নিদারুণ,
এত কেন কিসের কারণ?
ক্ষুধাতুর-সন্নিধান, সুধা আনি করি দান,
পানকালে কর নিবারণ।
কি কারণ গজপতি, বিমুখ আমার প্রতি,
না জানি কি দোষ শ্রীচরণে?
সে চরণে প্রাণ মন, করিয়াছি সমর্পণ,
সমভাবে জীবনে মরণে ॥
পিতা সহ জাতি দ্বন্দ্ব, আমার কপাল মন্দ,
অপরাধ-বিহনে বন্দিনী।
দশানন দোষ হেতু, সাগরেতে বদ্ধ সেতু,
বিবাসিতা জনক-নন্দিনী ॥"
এইরূপে কৃশোদরী, কাঁদে দিবা-বিভাবরী,
ভগ্ন আশা, বিভগ্ন ভরসা।
বিগত নিদাঘকাল, মঞ্জরি তমাল শাল,
বরষা সহসা করে রসা।
নাশিতে বিরহ শান্তি, মেঘ কি কজ্জল-কান্তি,
শার্দ্দূল গরজে অবিরত ॥
বলাকাদশনাবলী, দামিনী রসনা জ্বলি,
ক্ষণে ক্ষণে হয় বহির্গত ॥
দশদিক্ অন্ধকার, হেরি ধায় একাকার,
পরিপূর্ণ জলাশয়-কূল।
কূল-পদ্মিনীর প্রায়, পুষ্করিণী শোভা পায়,
কুলটা তটিনী ভাঙ্গে কূল ॥
দম্পতি বাঁধিয়া রসে, মানসে সুখমানসে,
মরালমণ্ডলী ধায় দ্রুত।
বিজলীর ধক্‌ধকী, মণ্ডূকের মক্‌মকী,
ঘড়ী ঘড়ী ঘড় ঘড় শ্রুত ॥
ফুটে ফুল নানা জাতি, কদম্ব কেতকী জাতি,
যূথী চম্পা কুটজ মালতী।
সরোবরে সুখভরে, জলচরে কেলি করে,
ঝাঁক বাঁধি ইতস্ততো গতি ॥

অবিশ্রাম ধারা বরিষণে।
নবদূর্ব্বাদল-ক্ষেত্রে, হরষ-চঞ্চল-নেত্রে,
চরিয়া বেড়ায় মৃগগণে ॥
কমল বুড়িল জলে, কেবল সমৃদ্ধ দলে,
বহুবংশ নির্ধনের মত।
কোকিলা হইলে কৃশা, চাতকীর গেল তৃষা,
ঘনরস ঘনরসে রত ॥
নীরদ অমৃত বর্ষে, কৃষিকুল যায় হর্ষে,
গীত গায় কেদারে কেদারে।
কেহ রোপে কেহ বুনে, কেহ লাঙ্গলের গুণে,
সুকঠিন ধরণী বিদারে ॥
বিস্তারি কলাপচক্র, কভু ঋজু কভু বক্র,
মেঘনাদে নাচে মেঘনাদ।
ফুটিল কুসুম কাশ, বসুধা-বদনে হাস,
বরষায় বিগত বিষাদ ॥
নিদাঘের তাপ গত, বিটপী ব্রততী যত,
জীবনেতে পাইল জীবন।
এমনি ঋতুর গুণ, বসন্ত শোভায় পুন,
সুশোভিত বন উপবন ॥
ধরা হ'ল স্বর্গপুর, পুরোহিত বীজাঙ্কুর,
ঘনশ্যাম রুচি অভিরাম।
বৃষ্টি নহে সুধা-সৃষ্টি, বিভুর করুণা-বৃষ্টি,
ধান্য-ক্ষেত্র কমলার ধাম ॥
ঋতুরসে বিনোদিত, ক্রমে আসি সমুদিত,
আষাঢ়ের পূর্ণ শশধর!
উল্লসিত ক্ষেত্রবাসী, পুনঃ সমাগত আসি,
দেবস্নান-যাত্রা আড়ম্বর ॥

গোসহস্র অমা গত, সিন্ধুস্থানে লোক যত,
দ্বিতীয়ায় হইল প্রবেশ।
পুনঃ সুসজ্জিত হয়, মনোহর রথত্রয়,
ত্রিমূর্ত্তির বিনোদিয়া বেশ॥
পুনঃ স্বর্ণ-সম্মার্জ্জনী, করে লয়ে নৃপমণি,
স্বর্ণাধারে লইয়া চন্দন।
সবায়ে রথের দড়া, দেব-অগ্রে দেন ছড়া,
ধূলা-মাটী করেন মার্জ্জন॥
হেনকালে মন্ত্রিবর, ধরি পদ্মিনীর কর,
নৃপ-করে দিয়ে শীঘ্রগতি।
কহে "তো ধরণীপতি, চণ্ডালেরে পদ্মাবতী,
কন্যাদানে দিলা অনুমতি॥
ভাবমুক্ত অদ্য আমি, লহ হে চণ্ডালস্বামি,
প্রমদার সার পদ্মাবতী।"
দেখি তাহা লোকারণ্য, সবে করে ধন্য ধন্য,
ধন্য হে সচিব মহামতি॥
নিরখি পদ্মিনী মুখ, বিগত-বিরহ-দুখ,
সুখনীরে মগ্ন মহীপতি।
স্বপনের হারা-নিধি, জাগ্রতে মিলালে বিধি,
অতনু কি প্রাপ্ত পুনঃ রতি?
পতি-পদে চারুশীলা, দণ্ডবৎ প্রণমিলা,
প্রেম-অশ্রুপ্লাবিত নয়নে।
নরনাথ অনন্তর, ধরি কামিনীর কর,
ধীরে ধীরে যান নিকেতনে॥
যত সব বর-বধূ, নিরখিয়া বর-বধূ,
শঙ্খনাদে পূরিল গগন।
এ দিকে রথের ছটা, ও দিকে বিবাহ-ঘটা,
মহোল্লাসে মত্ত জনগণ॥
পদ্মিনীরে লয়ে যায়, করে স্বর্গসুখ পায়,
বহুকীর্ত্তি করিল স্থাপন।
অদ্যাপি মাণিকামূর্ত্তি, দেউলেতে পায় স্ফূর্ত্তি,
ক্ষীর খান ভাই দুইজন॥
ভক্তিভবে মহীপাল, সত্যবাদী শ্রীগোপাল,
প্রতিষ্ঠাতা পুরীর অদূরে।
কাঞ্চী-জয়-অভিজ্ঞান, গণেশেরে দিলা স্থান,
প্রভুর পশ্চাতে তাঁর পুরে॥
আর দেব-দেবী কত, কাঞ্চী হ'তে সমাগত,
শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত পুন।
অদ্যাপি সুগনীচয়, দান করে পরিচয়,
কর্ণাটের শিল্পিগণ-গুণ॥
কালে পদ্মাবতী * সতী, বীরবংশধর-বতী,
মূর্ত্তিমতী প্রতাপলহরী।
রূপে গুণে একশেষ, শাসিল উৎকলদেশ,
শ্রীপ্রতাপরুদ্র নাম ধরি॥

ইতি মিলন নাম সপ্তম সর্গ।

সমাপ্ত

---

* পদ্মাবতী-জীবন আদ্যোপান্ত দুর্জ্ঞেয় ঘটনাবলীপূর্ণ। কথিত আছে যে, প্রতাপরুদ্রের জন্ম পরে পদ্মাবতী মনুষ্যলোক হইতে অন্তর্হিত হন,—ফলতঃ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, এ প্রকার দৈবী কল্পনা ব্যতিরেকে রাজবংশ-সমূহের মহত্ত্ব প্রতিপন্ন হয় না। খ্রীঃ ১৫০১ অব্দে প্রতাপরুদ্র উৎকলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বিদ্বান্, ভক্তিমান্, বলীয়ান এবং যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি রাজকীয় বিবিধ গুণ-ভূষণে বিভূষিত ছিলেন। রাজা প্রথম বয়সে বৌদ্ধধর্ম্মের সবিশেষ প্রতিপোষক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার রাণী দেব-দ্বিজে ভক্তি-পরায়ণ ছিলেন। ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণদিগের শক্তি-পরীক্ষার নিমিত্ত রাজা একদা এক কুম্ভমধ্যে সর্প বদ্ধ করিয়া উভয় পক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তন্মধ্যে কি আছে। ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, মৃত্তিকা আছে, কুম্ভের মুখোদ্ঘাটন করিয়া দেখা গেল, তন্মধ্যে যথার্থই মৃত্তিকা রহিয়াছে, তদ্দর্শনে রাজার এককালে সম্পূর্ণরূপ মত-পরিবর্ত্তন হইল, তিনি তদবধি বৌদ্ধদিগের প্রতি ঘোরতর বৈরাচরণ করিতে লাগিলেন এবং অমরকোষ ও বীরসিংহ ব্যতীত বৌদ্ধদিগের যাবতীয় গ্রন্থ ভস্মসাৎ করিলেন। এই সময়ে চৈতন্য মহাপ্রভু স্বদলবলে আসিয়া কিছুকালমধ্যে প্রতাপরুদ্রকে স্বমতাবলম্বী অর্থাৎ পরম বৈষ্ণব করিয়া তুলিলেন।

কাঞ্চীকাবেরী সমাপ্ত

রঙ্গলালের জীবনী

পাচ ছয় বৎসর বয়ঃক্রমে বাকুলিয়ার পাঠশালায় কবির বিদ্যারম্ভ হয়, পরে বাকুলিয়ার মিসনারি স্কুলে বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়া তিনি হুগলী কলেজে ইংরাজী শিক্ষা করেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন বিদ্যালয়ে অধিক পড়া-শুনা করিতে পারেন নাই। কবি বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর নিজের যত্নে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। ভারতীয় প্রায় সমস্ত ভাষা ও ইউরোপীয় তিন চারিটি ভাষায় তাঁহার অধিকার ছিল। কবির চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মালিপোতার নিকট ফুলিয়া গ্রামে ৺দেবীচরণ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যমা কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ষোল বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন ও মাতৃহীন হন। এই সময়ে কবি খিদিরপুরে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাহাতে ভবানীপুর বেলতলা-নিবাসী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ৺রাখালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পাঠ করিতেন। ১২৪২ সালে কবির বড় মাতুল রামকমল মুখোপাধ্যায় কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কেল্লার বারিক মাষ্টারের দেওয়ান নিযুক্ত হন। বাকুলিয়া গ্রাম হইতে কলিকাতায় যাতায়াতের অসুবিধা হওয়ায় তিনি খিদিরপুরে আসিয়া বাস করেন, কবি মাতুলালয়ে ছিলেন, সুতরাং তাঁহারও খিদিরপুরে বাস হয়।

কবি মাতৃহীন হইবার কয়েক বৎসর পরে মাতুলগৃহ পরিত্যাগ করেন ও মাতুল-প্রদত্ত একটি পুরাতন বাটীতে বাস করেন। পরে অবস্থার উন্নতি হইলে বর্ত্তমান গৃহ নির্ম্মাণ করেন। বাল্যকালাবধি ইঁহার কবিতারচনায় বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। ইনি কুড়ি বৎসর বয়ঃক্রমকালে যখন কাশীধামে যাত্রা করেন, সেই সময়ে "কাশীযাত্রা" নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন। তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত পরিচয় হওয়ার পর ইঁহার কবিতা-রচনাপ্রবৃত্তি বিশেষ বৃদ্ধি পায়। "সংবাদ প্রভাকরে" রঙ্গলালের বহু কবিতা প্রকাশিত হইত। এই সময়ে কলিকাতার ছাতু ও লাটু একটি কবির দল করিয়া তাহাতে ইঁহাকে কবি নিযুক্ত করেন; সেই সূত্রে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব হয়। ইহার পর কবি 'রসসাগর' নামক একখানি সংবাদপত্র বাহির করেন। তাহাতে ইঁহার কবিতাগুলি প্রকাশিত হইত। তৎপরে কবি প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে "বাঙ্গালা কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধ" ও "শরীরসাধিনী বিদ্যার গুণকীর্ত্তন" নামক দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তৎপরে ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ নিম্নপদস্থ একজন অধ্যাপককে ইঁহার উপরে নিযুক্ত করায় কবি অধ্যাপনা কার্য্য পরিত্যাগ করেন।

এই সময়ে হাইকোর্টের জজ ৺শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও গবর্ণমেণ্টের প্রধান উকিল ৺অনুদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ইঁহাকে ওকালতি পরীক্ষা দিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু কবি তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। ১৮৫৫ অব্দে "এডুকেশন গেজেট" প্রচারিত হইলে রেভারেণ্ড ডব্লিউ ওব্রায়েন স্মিথ সম্পাদক ও কবিবর সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। রঙ্গপুরের প্রসিদ্ধ ভূম্যাধিকারী ৺কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী, ৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ৺রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর মহোদয়গণের ও "ভার্ণাকিউলার লিটারেচার সোসাইটি" নামক প্রসিদ্ধ সমাজের অধ্যক্ষবর্গের বিশেষ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া কবি ১৮৫৮ অব্দে "পদ্মিনী-উপাখ্যান" নামক কাব্যগ্রন্থ প্রচার করেন। ১৮৬১ সালে প্রথমে ইনি ইনকম্ ট্যাক্সের ডেপুটী কলেক্টর নিযুক্ত হন। ১৮৬২ সালে "কর্ম্মদেবী" নামক

কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন এবং ১৮৬৩ সালে পুনর্ব্বার "এডুকেশন গেজেটে"র সহকারী সম্পাদক হন। ১৮৬৪ সালে কবি বালেশ্বরে প্রথম স্পেশিয়্যাল ডেপুটী কলেক্টর নিযুক্ত হন এবং পরবৎসরে কটকে প্রথম ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর নিযুক্ত হন। ১৮৬৮ অব্দে "শূরসুন্দরী" নামক কাব্য প্রচারিত হয়। এই সময়ে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পাদিত "রহস্য-সন্দর্ভ" নামক সংবাদপত্রে কবিবর ৺মনসা দেবীর গুণকীর্ত্তন-বিষয়ে কবিতা-গুলির প্রচার করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ইনি হুগলীতে বদলী হন, কিন্তু ইনি বিশেষ স্বাধীন-প্রকৃতির লোক ছিলেন, সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই উপরিতন সাহেবদিগের বিরাগভাজন হইলেন। তাঁহারা ইঁহাকে শিক্ষা দিবার জন্য ছিদ্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে উক্ত জেলার কোন ভদ্র-লোকের দুইটি কন্যাকে মহানদ গ্রামের মিসনারিরা বাহির করিয়া লইয়া যায়; কন্যাদ্বয়ের অভিভাবকেরা মিসনারিদের নামে কবি রঙ্গলালের আদালতে মোকদ্দমা আনয়ন করেন। উক্ত মোকদ্দমায় ইনি মিসনারিদের বিরুদ্ধে যে রায় দেন, তাহাতে এই উক্তি ছিল;---

"Thy took refuge in Christianity, that asylum for all black sheep of the Hindu Community."

এই মোকদ্দমায় আপীলের সময় ঐ রায় জেলার জজসাহেবের নিকট যাইলে, তিনি তৎসম্বন্ধে এই বলিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট করেন যে, ইনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকট কর্ম্ম করিয়া তাঁহাদেরই ধর্ম্মের নিন্দা করিতেছেন। এইজন্য কবি রাজকার্য্য হইতে অপসারিত হইতেন, কিন্তু ইঁহার বৈবাহিক হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ ৺অনুকূল-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তখনকার ছোটলাট বাহাদুরকে অনুরোধ করায় ইঁহাকে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে পুনরায় কটকে বদলী করা হয়। উড়িষ্যা-দেশে অবস্থিতিকালে কবি "উৎকল দর্পণ" নামক উড়িয়া ভাষায় একখানি সংবাদপত্র বাহির করেন। মেদিনী-পুরের খাল কাটাইবার সময় কবিবর দুই তিন খণ্ড তাম্রফলক প্রাপ্ত হন, কিন্তু উহার লিখিত ভাষা ৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পাঠ করিতে না পারায় রঙ্গলালের নিকট ফেরত আসে। কবি তাহা পাঠ করায়, সরকার বাহাদুর তাঁহার বেতন ১০০ এক শত টাকা বর্দ্ধিত করিয়া দেন ও এই সময় ইঁহার মান ও সম্ভ্রম বিশেষ বৃদ্ধি পায়। বঙ্গাব্দ ১২৮৪ সালে কবি 'বঙ্গদর্শনে' "নীতি-কুসুমাঞ্জলি" নামক কবিতা প্রকাশ করেন। তৎপরে সংস্কৃত "কুমারসম্ভব" কাব্যের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ প্রকাশ করেন। ইহার পরেই মেদিনীপুর হইতে "কবিকঙ্কণ চণ্ডী" নামক পুস্তক মুদ্রিত ও পকাশিত করেন। ৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "উড়িষ্যার পুরাবৃত্ত" (Antiquities of Orissa), কমিশনার বিমস্ সাহেবের প্রণীত সিবিল সারভ্যাণ্টদিগের জন্য ভারতীয় ভাষায় ব্যাকরণ (Grammar of all the Indian languages for all Civil Servants) ও ৺দীনবন্ধু মিত্রের "সধবার একাদশী" নামক পুস্তক প্রণয়নকালে কবি বিশেষ সাহায্য করেন। ১৮৭৫ সালে যখন যুবরাজ (এক্ষণে সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড) ভারতবর্ষে আগমন করেন, সেই সময় কবি তাঁহার অভ্যর্থনাসূচক একটি কবিতা রচনা করেন। কিন্তু এই কবিতাটি কাহারও নিকট আদৃত হয় নাই।

১৮৭৯ অব্দে কবি হাবড়ায় বদলি হন ও এই সময়ে "কাঞ্চীকাবেরী" নামক ৺জগন্নাথের মাহাত্ম্য-সূচক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। কবি কালিদাসের "ঋতুসংহার" অনুবাদ, উত্তররামচরিতের "লক্ষ্মণ-বিজয়" ও "চন্দ্রহংস নাটক" প্রভৃতি গ্রন্থগুলি রচনা করেন, কিন্তু তৎসমুদায়ের মুদ্রাঙ্কণ হয় নাই। কবির "শক্তি ও বিষ্ণুবিষয়ক গীতগ্রন্থ"খানি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এই গ্রন্থ মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কন্সার্টের দলে ব্যবহৃত হইয়াছিল ও উক্ত মহারাজ উহার মুদ্রাঙ্কণের সমস্ত ব্যয় দিবেন বলিয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন। সেই প্রশংসাপত্রও নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

রঙ্গলাল স্বভাব-কবি ছিলেন। তিনি কোন একটি বস্তু দেখিলে কবিতা লিখিতেন, কিন্তু দঃখের বিষয়, ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলিও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। শেষে হাওড়ায় বদলী হইবার দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ইঁহার চুয়ান্ন বৎসর বয়ঃক্রম-কালে কবি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন ও ছয় বৎসর চারি মাস পীড়িত থাকিয়া ১২৯৪ সালের ৩১শে বৈশাখ শুক্রবারে গঙ্গাতীরে নবরাত্রি বাস করিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন।

সম্পূর্ণ

কবিবর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

জীবন-চরিত

১২৩৪ সালের পৌষমাসে হুগলি জেলার অন্তগত কালনার সন্নিহিত বাকুলিয়া নামক গ্রামে মাতুলালয়ে কবির জন্ম হয়। ইঁহার পিতা ৺রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদ নবাবের ছোট দেওয়ান ছিলেন, রামেশ্বরপুরে ইঁহাদের আদিবাস ছিল, কিন্তু কবির পিতার কৌলীন্য ও তদানুসঙ্গিক তদানীন্তন বহু-বিবাহের জন্য ইনি মাতুলালয়ে লালিত ও পালিত হইয়াছিলেন। আট বৎসর বয়ঃক্রমে কবির পিতার মৃত্যু হয়। ইহাও মাতুলালয়-বাসের দ্বিতীয় কারণ।

কবির বংশ-তালিকা